প্রকাশক :
ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ-১৯৪৭

মুদ্রাকর :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি, শুড়িপাড়া রোড,
কলিকাতা-১৫

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

ষষ্ঠ খণ্ড

কুমার বীরনারায়ণের পালা

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

কুমার বীরনারায়ণের পালা

ভূমিকা

এই সম্পাদনায় 'কুমার বীরনারায়ণের পালা'র ছত্র সংখ্যা ৬৯০। মাননীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত এই পালার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন,—"খণ্ডিত অবস্থায় আমরা পালাটির ৫৫৭ ছত্র পাইতেছি।" কিন্তু তাঁহার মুদ্রিত পালার ছত্র সংখ্যা ৪৬০। এই ৪৬০ ছত্র এই সম্পাদনায়ও পাওয়া যাইবে। যে ছত্রগুলি সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই তাহা বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল। এই সম্পাদনার '১২' ও '১৪' অধ্যায়ের কোনো ছত্রই সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় না থাকায় ঐ অধ্যায় দুইটিতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন না দিয়া অধ্যায়-অঙ্কের শেষে দেওয়া হইয়াছে। সেন মহাশয়ের প্রকাশনার ৪৬০টি ছত্রের মধ্যে ৮৬টি ছত্রের সঙ্গে এই প্রকাশনার শব্দের ও ছত্রের অর্থ-তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ তৎতৎস্থলেই পাদটীকায় দেওয়া হইল।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিযুক্ত পালাসংগ্রাহকগণ এই পালাটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পালাটি ছাপাইয়া ভূমিকায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—"পালাগানগুলির সাধারণতঃ একটা লক্ষণ এই যে, উহাদের শেষদিকে করুণরস খুব জমাট বাঁধে, এবং নায়ক-নায়িকার, বিশেষ নায়িকার শেষটা খুব গৌরবমণ্ডিত হয়। কিন্তু পরিসমাপ্তির দিকটা না পাওয়ায় আমরা হয়ত সেই রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইলাম।" সাহিত্যরসিক সেন মহাশয়ের এই ক্ষোভ বাস্তব। বীরনারায়ণ পালার শেষের তিনটি অধ্যায় মর্মস্পর্শী করুণ রসাত্মক,

এবং এই জন্যই পালাটি কোন অজ্ঞাত কাল হইতে পূর্ববঙ্গে প্রাক্-স্বাধীন যুগ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনপ্রিয় ছিল। সম্ভবতঃ এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেও সে জনপ্রিয়তা লোপ পায় নাই। পূর্ববঙ্গে পল্লীঅঞ্চলে সান্ধ্য-রূপকথার আসরে এই পালার কাহিনীর বিশেষ সমাদর আছে। অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি নামাইবার জন্য গায়েনরা এ পালা গাহিতেন *।

এই সম্পাদনার ১৩ অধ্যায়ে যে বারোটা 'বারোমাসী গান' আছে উহার ফাল্‌গুন হইতে শ্রাবণ পর্যন্ত ছয় মাসের ছয়টি গানের প্রত্যেকটির দুই ছত্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় দশম অধ্যায়ে আছে। যদিও সেন মহাশয় '*' চিহ্ন দিয়া সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি ইহার সংগ্রহ আমার নিকটে তাজ্জব ব্যাপার। কারণ, ছয়-ছয়টা গানের প্রথম দুই ছত্র জানে, আর কোনো ছত্র জানে না, এপ্রকার গায়ক পূর্ববঙ্গে আমি দেখি নাই। সেন মহাশয়ের প্রকাশনায় 'অসম্পূর্ণ' পালার শেষে মন্তব্য করা হইয়াছে,—"ইহার পর জমিদার বীরনারায়ণকে জল্লাদ দ্বারা বধ করিয়াছিলেন, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যায় নাই—সুতরাং প্রবাদটির সত্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারা গেল না।" আমি কিন্তু এই প্রবাদ কোথাও গল্পের আসরেও শুনি নাই। বরং শুনিয়াছি, ঘটনার সময় কুমার বীরনারায়ণের মা জীবিত ছিলেন না, স্বার্থপর কুটিল বিমাতা এই সুযোগে জমিদার ও গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় কোথাও কুমার বীরনারায়ণের বাঁশির উল্লেখ নাই। পালার যে অংশে কুমারের বাঁশি প্রাধান্য

---

* এই সম্পাদনার প্রথমখণ্ডে গ্রন্থ-ভূমিকা দ্রষ্টব্য

পাইয়াছে, সে অংশ সেন মহাশয়ের সংগ্রহে নাই। পালার প্রথম অধ্যায়ে ১৮ ছত্রে আছে,—'ঘর ছাইড়া বাইর হইল গো আরে ভালা বাঁশি হাতে লইয়া ॥' সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই স্থলে (১৬ ছত্র) আছে,—"ঘর না ছাইড়া বাইর হয় গো আরে ভালা ছুটা হাতে লইয়া ॥" এই 'ছুটা হাতে লইয়া'র অর্থ করা হইয়াছে—'শূন্য হাতে, কোন অস্ত্রশস্ত্র না লইয়া।' এই ছত্রাংশের এ প্রকার অর্থ যে কি করিয়া সম্ভব, তাহা আমার বোধগম্য নহে। 'ছুটা' শব্দের তিনটি অর্থ বাংলা ভাষায় প্রচলিত,—ছুটা = দ্রুত ধাবন ; ছুটা = একক, যথা—ছুটা গরু, ছুটা গান ; ছুটা = কোনো গাছের লিক্‌লিকে ডাল বা বাঁশের সরু কঞ্চি। ইহা ছাড়া 'ছুটা' অর্থে 'শূন্য'—এ প্রকার ব্যবহার কোথাও শুনি নাই।

বীরনারায়ণ পালার রচয়িতা কবির নাম জানা যায় না। ঘটনা যে প্রাগ্‌মুস্‌লিম শাসন যুগের তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, মুসলিম শাসনাধীনে কোনো হিন্দু জমিদার অপরাধীর বিচার করিয়া চক্ষু উৎপাটিত করার মত গুরু দণ্ড দিতে পারিতেন না, সে অধিকার ছিল কাজী হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধতন মুসলমান বিচারকদের। এই পালার রচনাকাল সম্পর্কে সেন মহাশয় ভূমিকায় মন্তব্য করিয়াছেন,—"লেখা দেখিয়া মনে হয় পালাগানটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা, কিন্তু এবিষয়ে কোন অকাট্য প্রমাণ আমরা পাই নাই।" সেন মহাশয়ের এই মন্তব্য যথার্থ। যদিও পালাগানটির অধিকাংশ রচনায় খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা-বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তথাপি ইহার প্রথম অধ্যায়ের ও আরও অনেক স্থানের রচনার ছন্দ ও সুর পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত ভাটিয়ালী সুরছন্দের পাঁচটি ধাঁচের কোনো ধাঁচেই পড়ে না। নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম অঞ্চলের 'মুড়াই', 'সাইগরী' বা 'হালদাফাটা'

সুরছন্দও ইহা নহে। এই পালার আধিকাংশ রচনার সুরছন্দের সঙ্গে 'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী' পালার সুরছন্দের সাদৃশ্য দেখা যায়। 'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী' পালার ভূমিকায় সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"সম্ভবতঃ পালাটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দশ শতাব্দীর আদিভাগে রচিত হইয়া থাকিবে। ভাষা ও গল্প বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে।" তাহা হইলে বীরনারায়ণের পালাও 'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী' পালা রচনার সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব। তবে এই পালার মধ্যে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা এবং বহু আর্‌বী ফার্সী শব্দের যে ব্যবহার দেখা যায় তাহার হেতু, বর্তমানে সমগ্র পালাটি যে আকারে আমরা পাইয়াছি ইহা একই সময়ে একই কবির রচনা নহে। নানা কারণে পালাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বলিয়া পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান কবি ও গায়েনের হস্তাবলেপ রচনার ভাষায় পড়িয়াছে, যাহার জন্য ভাষা ও রচনা-ভঙ্গী পর্যালোচনা করিয়া ঘটনার স্থান, ও মূলকবি কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, তাহা সঠিক নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। যদিও পালাটিতে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন কবি ও গায়েনের হস্তাবলেপ সুপরিস্ফুট, তথাপি মূল কাহিনী ও মূলকবির রচনাধারার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ঘটনা বর্ণনা এতই বাস্তব ও জমাট যে, উহার মধ্যে অন্য কোনো উর্বর মস্তিষ্কের কল্পিত রচনার সহজ অনুপ্রবেশ সম্ভব নহে।

এই পালার বর্ণনায় কোনো নদী, বন ও স্থানের নামোল্লেখ নাই, এমন কি কুমার বীরনারায়ণের জমিঁদার-পিতার নামও নাই। ইহাতে মনে হয় পালার ঘটনা অপরাপর পালার ঘটনা অপেক্ষা প্রাচীন। পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চলে পালাটি এক কালে অত্যন্ত জনপ্রিয়

হওয়ায় মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের বসতভিটায় দাবির মত এই পালার ঘটনাস্থল সম্পর্কেও বহু দাবি উঠিয়াছিল। মনসামঙ্গলের ঘটনার সঙ্গে ধর্ম ও দেব-দেবীর নাম জড়িত থাকায় ঘটনার লৌকিক প্রধান নায়ক-নায়িকা চারিজনের নাম সুদীর্ঘকালেও অবলুপ্ত হয় নাই, নাম চারিটির খুব বেশী বিকৃতিও ঘটে নাই। কুমার বীরনারায়ণের পালায় ধর্ম ও অলৌকিক কিছুর সমাবেশ না থাকায় প্রধান নায়ক-নায়িকা দুইজনের নাম ও ভাগ্যক্রমে নায়িকার পিতার নাম রক্ষা পাইয়াছে। নায়ক ও নায়িকা কে কোন্ জাতি, তাহাও পালার বর্ণনায় নাই। গল্পের আসরে শুনিয়াছি, জাতিতে বীরনারায়ণ ব্রাহ্মণ, এবং সোনা স্বর্ণবণিকের কন্যা। বৈঠকী গল্পে কথিত এই জাতি-পরিচয় সম্ভবত সত্য কারণ, বীরনারায়ণের বিবাহ দেওয়ার জন্য দেশ-বিদেশে বহু পাত্রীর কথা উঠিয়াছিল। কোনো পাত্রীই বীরনারায়ণের পছন্দ হয় নাই। সোনামণি যদি বীরনারায়ণের স্বজাতি হইত, তবে বহুপূর্বেই বিবাহ হইয়া যাইত।

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথাসাহিত্যে নায়কনায়িকার চরিত্রে দেখা যায় অধিকাংশ গাথার নায়ক অপেক্ষা নায়িকাচরিত্র নানাদিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একনিষ্ঠ প্রেমসমুজ্জ্বল। সে তুলনায় এই একটিমাত্র গাথার নায়ক বীরনারায়ণের চরিত্র নানাদিক হইতে বিচারে অনবদ্য বলা যাইতে পারে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ময়নামতি বাজারে সাধনচন্দ্র সাহা পোদ্দারের গদীর কর্মচারী নকুল প্রামাণিকের নিকটে প্রথম এই পালার লিখিত খাতা পাই। ইহার পূর্বে এই পালায় বর্ণিত কাহিনী আমি নানাস্থানে বহুবার গল্পে শুনিয়াছিলাম। সে গল্পের সঙ্গে এই পালার—

*** কাউয়া কালা কোইলা কালা
চৌখের কাজল কালা বেশ।

তার থিক্যা অধিক কালা
কইন্যা, তোমার চাচর কেশ ॥***

প্রভৃতি কয়েকটা গানও গাওয়া হইত। কিন্তু গল্পে বীরনারায়ণের বিমাতার চক্রান্ত ও জমিদারের বিচারের যে বর্ণনা আছে, সেই বর্ণনাসমন্বিত পালা ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত খুঁজিয়া আমি পাই নাই। পালার এই লুপ্তাংশে বোধ হয় নায়ক বীরনারায়ণের চরিত্র আরও অধিক উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই পালার ঘটনা-কাল যে প্রাগ্‌মুসলিম-শাসনযুগ, তাহাতে সন্দেহ করিবার মত বিশেষ কোনো হেতু নাই; আর যদি মুস্‌লিম শাসনযুগই ঘটনার কাল হয়, তাহা হইলেও এই বীরনারায়ণের পালা সে যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার, প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাপারে বেশ কিছু আলোকপাত করিয়াছে।

বীরনারায়ণ পালার ভাষায় আরবী, ফার্সি ও বাঙ্গালী মুসলমান জনসাধারণের কথ্য শব্দের প্রাচুর্য দেখিয়া মনে হয় ইহা কোনো মুসলমান পল্লীকবির রচনা। যদি তাহাই হয়, তবে ইতিহাসের দিক দিয়া এই পালাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পালার ঘটনায় দেখা যায়, সোনাকে সদাগরের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া কুমার বীরনারায়ণ গ্রামের ঘাটে উপস্থিত হইলে গ্রামের অধিবাসীরা নির্ভয়ে স্পষ্ট ভাষায় কুমারকে ব্যাভিচার দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলিতে লাগিল,—

আসম্থি পশ্থি দলা হয়্যা রে
আরে তারা কুঁদাকুঁদি করে।
'কুত্তার বাচ্চা জনম লইছে আইসা জমিদারের ঘরে' ॥

এমন কি গ্রামের—

মাইয়া মাইন্‌ষে সল্লা করে রে
'আরে মাইরাফ্যালা দুই কুত্তারে।
কাইট্যা দরিয়ায় ভাসা যা হয় হইব পরে ॥' ৭ম অঃ।

সে রাত্রে নদীর ঘাটে সমবেত ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীদের তাড়াইয়া দিয়া বীরনারায়ণ সোনাকে যখন বলিলেন,—

"আমার বাপের সভায় চল বিচারের লাগিয়া ॥'

তাঁহার উত্তরে সোনা বলিল—

'আমার পক্ষ লয়্যা কেবান্ সাক্ষি দিব বল ॥
ইতে বিপরীত হইব রাজ সভায় যাইয়া।' ৬ষ্ঠ অঃ।

শেষে দেখা গেল সোনার এই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইল। রাজা আপন পুত্র বলিয়া কোনো পক্ষপাতিত্ব করিতে পারেন আশঙ্কায় অভিযোগকারী গ্রামবাসীরা রাজার বিচারসভায় রাজাকে সতর্ক করিয়া বলিল —

'রাজার দোষে রাজ্যি নষ্ট নারীর দোষে ঘর।
বিচার দোষে পর্‌জা নষ্ট কইরলে আপন পর ॥'

রাজা নিরপেক্ষ বিচার করিয়া পুত্র বীরনারায়ণকে সে যুগের দণ্ডবিধি অনুযায়ী দুইচক্ষু উৎপাটিত করিয়া রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন।

কবির এই বর্ণনায় তৎকালে জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীকারবোধ, সে অধিকার রক্ষার জন্য মনোবল, শাসক রাজশক্তির দরবারে প্রজা-সাধারণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির দাবি, রাজার নিরপেক্ষ বিচার, প্রভৃতির যে পরিচয় আমরা পাই, তাহা হইতে পরবর্তী যুগের অবস্থা—যাহা 'মলুয়া', 'সুনাই সুন্দরী (দেওয়ান ভাবনা)', 'চন্দ্রাবতী' প্রভৃতি পালায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বিপরীত। মুস্‌লিম

শাসনযুগের ইতিহাসে বিচারক নবাব-বাদ্‌শাহদের বিচার সভায় বিচারকের অভিযুক্ত পুত্র ও স্বজন সম্পর্কে ন্যায়বিচার ও কঠোর দণ্ড প্রদানের কথা আছে। কিন্তু সে সব অভিযোগের অভিযোগকারী বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, অত্যাচারিত জনসাধারণের কেহ নহে। শাসক রাজশক্তির ক্ষুদ্রতম অধিকারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চতর রাজশক্তির দরবারে অভিযোগ করিবার মত মনোবল ও সাহস দরিদ্র প্রজাসাধারণের যে ছিল না, তাহার বহু প্রমাণ সমসাময়িক পল্লীগাথায় আছে।

বর্তমান শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক হইতে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও অভিনয়ে পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথাগুলির কয়েকটি ঘটনা বিকৃত করিয়া প্রচার করা হইতেছে। লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে এই ঘটনাবিকৃতির উদ্দেশ্য সম্প্রদায় বিশেষের তোষণ-প্রচেষ্টা। ঐতি-হাসিক কালো সত্যের উপরে মিথ্যার চূণকাম করিয়া যদি সম্প্রীতির উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হইত, তবে অন্তত অর্ধশতাব্দীর আপ্রাণ চেষ্টার পর ভারত খণ্ডিত হইত না। ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত বা চাপা না দিয়া বরং এপ্রকার কেন হইল, তাহার হেতু নির্ণয় করিয়া রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভুল ত্রুটি সংশোধন করিলে ইতিহাসের শিক্ষা সুফল প্রসব করে।

সত্যকাহিনীমূলক গাথা রচনায় কবির কাব্যপ্রতিভা প্রকাশের অবকাশ অল্প। তাহা সত্ত্বেও বীরনারায়ণ পালার রচনার মাঝে মাঝে কবির কাব্যপ্রতিভার যে পরিচয় আমরা পাই তাহা অপূর্ব।

'মাঘ মাইস্যা শোনের ফুল লো,
সোনার বরণ চুরি করে।
তোমার অঙ্গে কাঞ্চা সোনা
কইন্যা লুকায় চোরের ডরে ॥' ৬ষ্ঠ অঃ

কুমার বীরনারায়ণের পালা

নায়কের মুখে নায়িকার অঙ্গকান্তি বর্ণনা ইহা অপেক্ষা রসাবহ আমি কোথাও পাই নাই।

আগমেশ্বরী পাড়া রোড
নবদ্বীপ
১৯৪৭

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

কুমার বীরনারায়ণের পালা

(১)

দারুণ আঞ্জুক্যা[১] নিশি রে
আরে নিশি পরভাত হইল।
এনকালে বীর নারাইণের
আরে ভালা ঘুমত ভাঙ্গিল ॥
ঘুমতনে উইঠ্‌তে বাধা রে
আরে বাধা হারুইলে টিক মারে[২]।
ঘরতনে বাইর হইতে বাধা রে *
আরে বাধা দুশমনের হাঁচি পড়ে ॥
এক পাও ভূমিতে ফেইলা
কুমার আর এক পাও বাড়াইল।+
টালখায়্যা[৩] আরে বাধা রে
কুমার ভূমিত্‌ পইড়্যা গেল ॥+
সোনার যইবন ডাঙ্গর[৪] বয়েস রে
বীর নারাইণ জমিদারের বেটা।
উজ্যতাম্[৫] কইরা বাইর হইল
আরে যইবন না মানিল বাধা ॥

১। আঞ্জুক্যা=অশুভসূচক, ঘোর অন্ধকার। ২। হারুইলে টিক্ মারে=টিকটিকি টিক্ টিক্ শব্দ করে। ৩। টালখায়্যা=পাকখাইয়া, টলিয়া। ৪। ডাঙ্গর=বড়ো, উপযুক্ত। ৫। উজ্যতাম=উদ্‌যোগ।

পাঠান্তর :— * '—বৈরীরে—'

উজ্যতাম্ কইরা বাইর হইল রে
তেও[৬] মনের মধ্যে সন্দে[৭] ।*
আজুকার দিন-নি পার হয় তার রে
আরে ভালা ছন্দে আর বন্দে[৮] ॥
আরে কুমার ঘরে থাইক্যা উঠ্-বইস করে[৯] রে
আর না যায় ঘর ছাইড়ে ।
বাধা লয়্যা উইঠাছে কুমার রে
আইজ পইড়ব-বান্[১০] কোন ফেরে ॥**
উসারা[১১] থিক্যা[১২] লাইম্যা[১৩]কুমার রে †
আরে কুমার গইণ্যা ফালায় পাও ।
আবার ফিইর্যা যায় রে কুমার
আরে ভালা, মুখে না করে রাও[১৪] ॥††
বিয়ান[১৫] গেল দুইপওর গেলরে
আরে ভালা, মনের দুক্কেত[১৬] কাটিয়া § ।

৬। তেও=তথাপিও। ৭। সন্দে=সন্দেহ। ৮। ছন্দে আর বন্দে=কোন প্রকারে। ৯। উঠবইস করে=অস্থির হইয়া একবার উঠে দাঁড়ায় আবার বসে। ১০। বান=বা (সন্দেহে প্রয়োগ)। ১১। উসারা=ঘরের বারান্দা। ১২। থিক্যা=হইতে। ১৩। লাইম্যা=নামিয়া। ১৪। রাও=শব্দ, কথা বলা। ১৫। বিয়ান=প্রভাত, দিনের প্রথম প্রহর। ১৬। দুক্কে=দুঃখে।

পাঠান্তর :— * উজ্যাতাম করিলে তেও সে রে আরে মনের মধ্যে সন্দে।
** বাধা লইয়া উঠছে কুমার গো আর ভালা
পড়ে নাকিন ফেরে ॥
† উসারা থাকিয়া কুমাররে—'।
†† উঠক বৈঠক নাইসে কাররে আরে ভালা
নাই সে কার রাও ॥
§ '—আরে দুঃখ না থাটিয়া।

একলা একলা ঘরের কুনায়
আরে ভালা, কেমনে রইব বইয়া[১৭] ॥ *
ভাটি বেইলে[১৮] বীরনারাইণ রে
আরে ভালা, ফাঁফর[১৯] হইয়া।
ঘর ছাইড়া বাইর হইল গো
আরে ভালা, বাঁশি ** হাতে লইয়া ॥
একলা বাইর হইল কুমার রে
ও তার সঙ্গে নাই ত কেউ।
গাঙ্গের পাড়ে চলে রে কুমার
আরে ভালা, দেখে গাঙ্গের ঢেউ ॥
দারুণ্যা[২০] গাঙ্গের পানি রে
আরে পানি ভাট্টি বাইয়া যায়।
ভরা লয়্যা সাউধের[২১] ডিঙ্গা
আরে ডিঙ্গা পবনের আগে ধায় ॥
এক ডিঙ্গা যায় আর ডিঙ্গা আইসে রে
ডিঙ্গার নাই রে ওর[২২] ।†
রঙ্ বিরঙ্গের ডিঙ্গা দেইখ্যা
কুমারের চোউক্ষু হইল ভোর[২৩] ॥††

১৭। বইয়া=বসিয়া। ১৮। ভাটিবেইলে=দ্বিপ্রহরের পরে, অপরাহ্নে। ১৯। ফাঁফর=অসহ্য। ২০। দারুণ্যা=দারুণ। ২১। সাউধের=সাধুদের, সদাগরের। ২২। ওর=সীমাসংখ্যা। ২৩। ভোর=মুগ্ধ।

পাঠান্তর :—* একেলা ঘরের পিড়াত রে আরে ভালা কেমনে থাকে বইয়া।
** '—ছুটা—'।
† এক যায় আর আইরে গো আর তেও সে না ফুরায় ॥
†† রঙ্গ বিরঙ্গের ডিঙ্গা দেইখ্যা আরে ভালা চউথ না জুড়ায় ॥

ডিঙ্গার লাল বইডা নীল বইডা রে
বইডা ঝামুর ঝুমুর বাজে।+
কোন বা দেশের সাধুর ডিঙ্গারে
যায় কোন বাণিজ্যির কাজে॥+
সেইনা সুন্দর তাম্‌সা[২৪] ডিঙ্গার
আরে ভালা, দেখিতে দেখিতে।
ঘুমায়া পড়ে গো কুমার
এক না বিরিক্ষের তলেতে॥

(২)

সেই গ্রামে রাধারমণ নামে ছিল এক স্বর্ণকার। রাধারমণের একমাত্র কন্যা সোনামণি অপূর্ব রূপসী। সোনামণির বয়স তখন পনরো-ষোল, বিয়ে হয় নি। সে দিন—

সাম গুঞ্জুরিয়া[১] যায় রে
আরে ভালা, সূরুজ বইছে পাটে[২]।
এমুন কালে সোনা কইন্যা গো
আরে ভালা, যাইছে গাঙ্গের ঘাটে॥
মায়ের আহ্লাদী কইন্যা গো
আরে কইন্যা বাপের সোহাগী।
যেইখানে যাই পায় গো ভালা
বাপ মাও আনে কইন্যার লাগি॥+

২৪। তামসা=কৌতুক, মজা।

১। সাম গুঞ্জুরিয়া=অপরাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়া। ২। সুরুজ বইছে পাটে=সূর্য বসিতেছে অস্তাচলে।

মায়ের ঘরের কাজ কাম রে
আরে ভালা, সোনার দিন ত কাটে।+
ভরা কলসী উব্‌রা কইরা[৩]
আরে কইন্যা যাইব জলের ঘাটে ॥
ছুডু কাইলা লয়[৪] কইন্যার গো
আরে লয় এমুন হইয়াছে।*
সাম গুঞ্জুরণের কালে[৫] গো কইন্যা
আরে ভালা, জলের ঘাটে ত চইলাছে॥†
মনের সুখে সোনা কইন্যা গো
আরে পন্থে চাইয়া চাইয়া যায়।
নানান্ ইতি[৬] শোভা দেইখ্যা গো
আরে কইন্যা ফিইর‍্যা ফিইর‍্যা চায় ॥
পর্‌ভাত বেইলের[৭] সোনা সূরজ্[৮] তেজ
কইন্যার ঢাইল্যা দিছে মুখে।**
সোনার অঙ্গে সোনার ঢেউ গো
আরে ভালা, খেলায় ঝলকে ঝলকে ॥
চলিতে চলিতে কইন্যা গো
আরে ভালা, ডাইনে বাঁয়ে চায়[৯]।

৩। ভরা কলসী উব্‌রা কইরা=ভরা কলসীর জল ঢালিয়া ফেলিয়া কলসী খালি করিয়া। ৪। ছুড়ু কাইলা লয়=বাল্যকাল হইতে অভ্যাস। ৫। সাম গুঞ্জুরণের কালে=সন্ধ্যাকালে। ৬। নানান ইতি=নানান রকম। ৭। বেইলের=বেলার। ৮। সুরুজ=সূর্য। ৯। চায়=লক্ষ্য করিয়া দেখে।

পাঠান্তর :—* ছুডু অতি সোণা কন্যার গো আরে এমুন লয় হইছে।
† সাম না গুঞ্জুরনে কন্যাগো আরে ভালা জলের বাইর হইছে
** প্রভাত বেইলের সোনা তেজ গো আরে ঢাল্যা দিছে মুখে

চৌদিগে নজর কইন্যার গো
পন্থে চাইয়া চাইয়া যায় ॥
চাইয়া চাইয়া যায় রে কইন্যা
আরে ভালা, দেখিয়া নয়ানে।
চান্দের উদয় যেমুন গো
আরে ভালা, সুরুজের হিথানে [১০] ॥ ক
ঘুমোন্ত[১১] কুমাররে কইন্যা গো
আরে কইন্যা সুন্দর নয়ানে দেখিল।
পন্থের মাঝে থমক্ খাইয়া[১২]
আরে কইন্যা দাণ্ডাইয়া গেল ॥ +
পাটের সূরুজ সোনা ঢালে গো
আরে ভালা, দহিণালী বায়[১৩]। +
বিরিক্ষের ডালে কোহিলা কুয়ে[১৪] গো
আরে ভালা, কইন্যা এক দিষ্টে চায় ॥ +
যত দেখে তার মনের হাউস[১৫] গো
আরে হাউস বল্‌কিয়া[১৬] সে উঠে।
সাম গুঞ্জুরিয়া যায় গো
আরে ভালা, কইন্যা না যায় জলের ঘাটে ॥ +

১০। হিথানে = শিয়রে। ১১। ঘুমোন্ত = নিদ্রিত। ১২। থমক্ খাইয়া = চমকিত হইয়া। ১৩। দহিণালী বায় = দক্ষিণা হাওয়া বহিতে লাগিল। ১৪। কোহিলা কুয়ে = কোকিল কুহু ধ্বনি করিতে লাগিল। ১৫। হাউস = সখ, আকাঙ্ক্ষা। ১৬। বলকিয়া = উথলিয়া।

(ক) ব্যাখ্যা—শরৎকালে নির্মল গগনে শুক্লা চতুর্দশীর সন্ধ্যায় পশ্চিমে অস্তোন্মুখ সূর্য ও পুবে উদিত চন্দ্রের সঙ্গে কবি তুলনা দিয়াছেন নিদ্রিত রাজকুমার ও সোনা কন্যার। সেন মহাশয়ের ব্যাখ্যা—'সূর্য একদিকে অস্তমিত হইয়াছে, আর তাহার অপর দিকে নিম্নে চাঁদ উঠিয়াছে।' ইতি—সম্পাদক।

ঘুরায়্যা ফিরায়্যা চৌখ্ গো
আরে কইন্যা বারে বারে চায়।
দেইখ্যা দেইখ্যা কইন্যার হাউস গো
আরে ভালা, তেও[17] সে না যায়॥
সাম গুঞ্জুর্‌য়্যা রাইত আইসে রে
কইন্যা তেও না যায় ঘরে।
পন্থের মাঝে দাণ্ডাইয়া কইন্যা গো
আরে কইন্যার মন তোল্‌পাড়্ করে।।+
আইজ মন তোল্‌পাড়্ করে রে কইন্যার
আরে মন কেম্‌নে ধইরা রাখে।+
আড় নয়ানে বার নয়ানে[18]
আরে কইন্যা নিউল্যা[19] নিউল্যা দেখে॥

জমিদারপুত্র কুমার বীরনারায়ণকে সোনামণি শিশুকাল থেকে দেখে আসছে। কিন্তু সেদিন যে চোখে তাঁকে দেখল তা সোনামণির পক্ষে অভিনব। এর কারণ,—

একে ত যইবনের ভার রে
কইন্যার আর কোয়েল্লার[20] জ্বালা। *
সুন্দর কইন্যা সোনার মন গো
আইজ হইল উতালা॥
মনের গোপন কথা রে
কইন্যার কেউ নাই সে জানে।

১৭। তেও=তথাপি। ১৮। বার্ নয়ানে=সরল চোখে। ১৯। নিউল্যা =নেহালিয়া, লক্ষ্য করিয়া। ২০। কোয়েলার=কোকিলের।

পাঠান্তর ঃ—* একেত যৈবনের ভার আর উছলে জ্বালা।

আইজ মন পরাণ সব সোইপ্যা দিল
কইন্যার জানে কেবল মনে ॥*
মনেতে গুঞ্জিয়া[২১] মন গো
কইন্যা আড়্ নয়ানে চায়।
কি জানি কি ভাইব্যা আঞ্চি
কইন্যার জলে ভাইস্যা যায় ॥†

"এহি ত সুন্দর কুমার রে
আরে কুমার জমিদারের বেটা।
মুই নারী গিরস্থের ঝি গো
আমার আইজ হইল বিষুম লেঠা ॥
বামুন[২২] হয়্যা চাইছি রে আমি
ঐনা আশ্‌মান ছুইতে।
এই হেন মনের আশ রে আমার
হায় রে, না পারে পুরিতে॥
মচ্ছি[২৩] হয়্যা চাইলাম রে আমি
ঐনা উড়িতে আশ্‌মানে।
মনরে বুঝাইলে মন আইজ
হায় রে, ধৈরজ[২৪] ত না মানে ॥"

২১। গুঞ্জিয়া=গুঁজিয়া, গোপন করিয়া। ২২। বামুন=বামন, খর্বাকৃতি।
২৩। মচ্ছি=মাছ, মৎস্য। ২৪। ধৈরজ=ধৈর্য।

* মনে মনে সপ্যা দিল কেবল জানে মনে ॥

† কি জানি ভাবিয়া কন্যা কান্দিয়া ভাসায় ॥

ভাইব্যা চিন্ত্যা সুন্দর কইন্যার
আইজ চৌখে বয় রে পানি।
পাউক বা না পাউক কইন্যা
তেও সোঁপে পরাণ খানি ॥
সমুদ্দুরের মধ্যে রে কইন্যা
মন-মাণিক ডুবাইল।
আউগ্ পাছ্[২৫] কিচ্ছু কইন্যা
নাই সে মনেতে ভাবিল ॥
*চৌখে চৌখ মিলায়্যা সোনা
একবার দেখিবারে চায়।
চৌক্ষু বুঞ্জিয়া[২৬] রে কুমার
অঘুরে ঘুমায় ॥
নিরাশ হইয়া রে কইন্যা
কান্দে আপন মনে।*
কারে কইব দুক্ষের কথা
কে লইব পরাণে ॥
চৌখ মুইছ্যা সোনা কইন্যা
আখি মেইল্যা চায়।
পির্থিমী গিলিয়া থইর্ছে
তইখন আঞ্জুকা[২৭] নিশায় ॥

২৫। আউগ্ পাছ্ = অগ্রপশ্চাৎ। ২৬। বুঞ্জিয়া = বুঁজিয়া। ২৭। আঞ্জুকা = ঘোর অন্ধকার।

পাঠান্তর :— *—* মনেতে গুঞ্জিরা মন আড় নয়ানে চায়
নিরাশ হইয়া পুনি কাইন্দ্যা বুক ভাসায়
মনের আগুনে কন্যা জ্বলে মনে মনে।

সইন্ধ্যা গুজুরিয়া হইছে
রাইত বিষুম অইন্ধকার।
'মুই ত যুবতী কইন্যা
বিপদ ঘটিব আমার ॥'
এই কথানা ভাইব্যা কইন্যা
আরে কইন্যা খরপদে[২৮] চলে।
গাঙ্গের কিনারে গিয়া
কইন্যা লাইম্‌ল গাঙ্গের জলে ॥

(৩)

সাউদের[১]না ডিঙ্গাখানি গো
আরে ডিঙ্গা ভাট্টি বাইয়া যায়।
কালাহাঞ্জি[২] আন্ধাইর দেইখ্যা
ডিঙ্গাখানি ঘাটেতে ভিড়ায় ॥*
জলের ঘাটে সুন্দর কইন্যা
আরে সাধু দেখে আড়্‌নয়ানে।
দেইখ্যা কইন্যার রূপ
আরে সাধু পাগল হইল মনে ॥†

২৮। খর পদে=দ্রুতপদে।

১। সাউদের=সাধুদের, বণিক সদাগরের; ২। কালাহাঞ্জি=ঘোর কালো।

পাঠান্তর :— * আন্ধাইর দেখিয়া সাধুরে আরে সাধু ঘাটেতে ভিড়ায়
† কইন্যার লাগিয়া সাধু আরে সাধু উচাটন মনে ॥

চৌদিগে চাইয়া দেখে
আরে সাধু না দেখে লোক জন।
সুন্দর কইন্যার লাইগ্যা রে সাধু
আরে সাধু পরাণ কইর্‌ল পণ ॥
পানি ভরনের লাইগ্যা রে কইন্যা
আরে কইন্যা কলসী বুড়াইল[৩] ।*
পাছমুড়[৪] দিয়া দুর্জন্যা[৫] সাধু
আরে সাধু কইন্যারে ধরিল ॥
গুলিবন্[৬] কইরা ধরে রে সাধু
আরে সাধু ডাকে লোক জন।
একে একে লাইম্যা আইল রে
আরে লোক পিঁপ্‌ড়ার সাইর যেমুন ॥
একেলা অবুলা কইন্যা রে
আরে কইন্যা বিপদে পড়িয়া।
চিক্কাইর পাইড়া[৭] কান্দে কইন্যা রে
আরে কেউ নি নেয় উদ্ধার কইরা ॥
মুনিষ্যির নাই গতাগম্ব[৮]
আরে সেইনা গাঙ্গের পাড়ে।
বির্‌থা কেবুল কান্দন কাটি
আরে কে বা কান্দন শুনে ॥

৩। বুড়াইল = ডুবাইল। ৪। পাছমুড় = পশ্চাৎ হইতে, পিছমোড়া। ৫। দুর্জন্যা = দুর্দান্ত অসৎ। ৬। গুলিবন = দুই হাতে জড়াইয়া। ৭। চিক্কাইর পাইড়া = চিৎকার করিয়া। ৮। গতাগম্ব = গতাগতি।

পাঠান্তর ঃ— * পানিত লাগিয়া কন্যারে আরে কন্যা কলসী বুড়ায়।

কইন্যার কান্দনে ভাই রে
আরে পাথর যায় গলিয়া।
দুর্জন্যা সাধুর পুত রে
নেয় কইন্যারে মুখ-টিপা দিয়া[৯] ॥
সেই না চিক্কাইর শুইন্যা কুমার রে
আরে কুমার ঘুম ত ভাঙ্গিল।
চাইয়া দেখে কইন্যারে লয়্যা
আরে সাধু ডিঙ্গায় ত উডিল ॥*
এরে দেইখ্যা বীরনারাইণ
আরে বহুত মনে দুক্ষু পায়।
বৈদেশী দুর্জন্যা সাধুরে
আরে দুর্জন্যা সেদারতির[১০] সাহস পায় ॥†
সেদারতি কইরা সাধু রে
আরে সাধু কইন্যারে যায় লইয়া।
বিরথা[১১] আমরার জমিন্দারী রে
আরে কি কাম জমিদার হইয়া ॥**
চৌদিকে চাইয়া কুমার রে
আরে কুমার কাউরে নাইত পায়।
একেশ্বর কি কইরব কুমার রে
আরে কুমার মনে ত ভাওয়ায়[১২] ॥

৯। মুখ-টিপা দিয়া=মুখচাপিয়া কথা বন্ধ করিয়া। ১০। সেদারতির=জবরদস্তির।
১১। বিরথা=বৃথা। ১২। ভাওয়ায়=মূল্যায়ন করে, কর্তব্য বিচার করে।

পাঠান্তর :— * কন্যারে ধরিয়া সাধুরে আরে ডিঙ্গাও উঠিল ॥
† বৈদেশী সাধুর এমুন রে আরে সেদারতি জানায় ॥
** বিরথায় আমরার তবেরে আর জামিদারী কইরা ॥

ভাইব্যা চিন্ত্যা সেইনা কুমার রে
আরে কুমার কি কাম করিল।
চুপ্-চাপ্[১৩] গিয়া কুমার রে
আরে সাধুর ডিঙ্গাত উডিল ॥

(৪)

ডিঙ্গায় ত উইঠ্যা সাধু ডিঙ্গা দিল ছাইড়্যা।
দাঁড়ের টানে ভাইটাল গাঙ্গে ডিঙ্গা চলে উইড়্যা ॥*
ডিঙ্গা ছাইড়্যা দিয়া রে সাধু কইন্যার ধারে[১] যায়।
মিঠান মিঠান[২] কথা কইয়া কইন্যারে ফুস্‌লায়[৩] ॥
"শুনলো যইবতী[৪] কইন্যা, তোমার ভরা গাঙ্গে জুয়ার।
উইছ্‌ল্যা[৫] পইড়া গেলে তোমার সগলই অসার ॥
ভাটি না ধরিতে কইন্যা কর লো তুমি দান।
তোমার লাইগা কবুল[৬] কইর‍্যাছি আমার জান-পরাণ ॥
আমি সে কাঙাল লো কইন্যা, মিন্নতি যে করি।
যইবন দান কইরা তুমি রাখো মোরে ধরি ॥†
এই সে ডিঙ্গার ভরা[৭] হইব লাখো ট্যাকা মূল।
পিরথিমীর মাঝে কইন্যা, নাই এয়ার তুল[৮] ॥

১৩। চুপ চাপ=নিঃশব্দে।

১। ধারে=পাশে, কাছে। ২। মিঠান মিঠান=মিষ্টি মিষ্টি। ৩। ফুসলায় =অসৎপ্রস্তাবে সম্মত করিতে চাহে। ৪। যইবতী=যুবতী। ৫। উইছ্‌ল্যা= উচ্ছ্বলিত হইয়া। ৬। কবুল=পণ। ৭। ভরা=বাণিজ্যের পণ্য। ৮। এয়ার তুল=ইহার তুল্য, ইহার সমকক্ষ।

পাঠান্তর :—* দাঁড়ের টানেতে ডিঙ্গা যায় শূন্য উড়া করি ॥
† অধম জানিয়া যৌবন দান কর মোরে ॥

তোমার হস্তে সোইপ্যা দিবাম্ আছে যত ধন।
সদায় বইস্যা তোমার আমি সেবিবাম্ চরণ॥
শতে-বিশতে[৯] দাসী তোমার কইরব পদ-অর্চনা।
হীরা-মোতিত্ জড়ায়্যা[১০] * দিবাম্ শরীলের গয়না।
সোনার পালঙ্কে দিবাম্ তোমার বিছান্[১১]।
মাটিতে না পইড়ব রাঙা চরণ দুইখান॥
হুকুম তামিল হইব সগলের আগে।
দেব্‌তা এন তোমারে আমি রাখবাম্ কইরা মাথে॥"

ফিইর‍্যা না চায় গো কইন্যা কান্দে অবিরত।
কথা নাই সে কয় কইন্যা সাধুর সহিত॥
চোখ না মেলিয়া চায় থাকে দূরে বইয়া[১২]।
মুখামুখি হইলে সাধু থাকে পাছ দিয়া॥
শাউন মাইস্যা ধারা[১৩] যেমন চৌক্ষে অবিরত।
বেগরতা[১৪] কইরা রে সাধু কইরতে চায় পিরীত॥

সাধুর যত কাণ্ড দেইখ্যা কুমার পাইল দৈছত্[১৫]।
কি উপায় করিব কুমার হইল ভাবিত॥
চুপচাপ্ যায়্যা না কুমার হাইত্যারপাতি[১৬] যত।
একে একে ফালাইল গাঙ্গের মধ্যত॥

৯। শতে-বিশতে = শত-শত। ১০। জড়ায়্যা = খচিত করিয়া। ১১। বিছান্ = শয্যা। ১২। বইয়া = বসিয়া। ১৩। শাউন মাইস্যা ধারা = শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি। ১৪। বেগরতা = ব্যগ্রতা, (এখানে অর্থ হইবে—মিনতি।) ১৫। দৈছত্ = অন্তরে ব্যথার সঙ্গে দুঃখ। ১৬। হাইত্যারপাতি = অস্ত্রশস্ত্র।

পাঠান্তর :—* হীরামেতি জার‍্যা—।" ('জার‍্যা' শব্দের অর্থ সেন মহাশয় করিয়াছেন—'জহরৎ, জড়োয়া'। ইতি—সং।)

বাইছ্যাগুইছ্যা রাইখল কুমার ভাল রাম-দাওখানি।
চোরের মতন আইল কুমার ডিঙ্গার পিছনি ॥
পিছনে আইয়া রে কুমার কাটে কাড়ালীরে[১৭]।
কাডালী সাইজা রে কুমার ডিঙ্গার কাড়াল[১৮] ধরে ॥
কাড়াল ধইরা ভাইট্যাল ডিঙ্গা তুইলা দিল চরে।
আচম্বিতে কি হইল ডিঙ্গা না-লড়ে না-চড়ে ॥
নাইয়া মাল্লা যত আছিল তারা হিক্‌পাইড়া[১৯†] টানে।
বালুচরের কামড়ে ডিঙ্গা লাইগ্যাছে বিষুমে ॥
নাইয়া মাল্লা যত যত আছিল সগলে লামিল।
'হিয়া হৈ'[২০]—বইল্যা সবাই হিক্‌পাইড়া টানিল ॥
টানাটানি কইরা ডিঙ্গা না পারে লড়াইতে।
এরে দেইখ্যা সাধু আইসা লামিল পানিতে ॥

এনকালে বীরনারাইণ্ কোন কাম করে।
দাখিল হইল[২১] গিয়া কইন্যার গোচরে ॥
দেইখ্যানা সোনা কইন্যা কুমাররে চিনিল।
কুমারের দুই পাও বেড়িয়া ধরিল ॥
পায়ে ত ধরিয়া কইন্যা জুড়িল কান্দন।
কুমার কয়, 'উদ্ধার করবাম. না কর চিন্তন' ॥
এইনা কথা বইলা কুমার ডোং-নাও[২২] খুলিয়া।
কইন্যারে ডোং-নাওয়ের মধ্যে দিল উঠাইয়া ॥

১৭। কাড়ালী = হাইলের মাঝি। ১৮। কাড়াল = হাইল। ১৯। হিক্‌-পাইড়্যা = যথাসাধ্য জোরে। ২০। হিয়া হৈ = হেঁইও হেঁইও। ২১। দাখিল হইল = উপস্থিত হইল। ২২। ডোং-নাও = বড়ো নৌকা বা ডিঙ্গার পিছনে বাধা ছোটো নৌকা, Life Boat।

পাঠান্তর ঃ— † '—হিক পাইয়া—'

বৈডা আর রাম-দাও লয়্যা কুমার উঠিল।
ভবানীর নাম স্মুরণ[২৩]কইরা ডোঙ্গে বাইচ্ দিল।।

এরে দেইখ্যা সাধু যায় কইরা মার মার।
কুমার কয়, 'অগুয়্যা আইলে করবাম্ সংহার।।
রামদাও ভাঞ্জায়্যা[২৪] কুমার খাড়াইল ডোঙ্গে।
বৈডা ধইরা বাইয়া ডোং কইন্যা গেল মাঝ গাঙ্গে।।
হাইত্যারপাতি[২৫] আইনবার লাইগ্যা
সাধু ডিঙ্গার মাঝে গেল।
কই পাইব হাইত্যারপাতি সগল গাঙ্গে তল *।।
আর[২৬]ডোং থুইলা যত নাইয়া মাল্লাগণ।**
কইন্যারে ধরিতে তারা হইল আগুয়ান।।†
এক এক কইরা কুমার করিল সংহার।
এরে দেইখ্যা সাধু আর না হইল আগুসার।।

দুশ্মন খতম কইরা কুমার ডোং-নাও বায়।††
গেরামের ঘাটে আইতে রাইত তিন পওর ভাট্যায়[২৭]।।§

২৩। স্মুরণ = স্মরণ। ২৪। ভাঞ্জায়া = ভাঁজিয়া, সামরিক কায়দায় ঘুরাইয়া। ২৫। হাইত্যারপাতি = অস্ত্রশস্ত্র। ২৬। আর = অন্য। ২৭। ভাট্যায় = অতিবাহিত হয়।

পাঠান্তর :— * '—সকল বিফল।
** মার মার বলিয়া যত নাইয়া মাল্লাগণ।
† ডেঙ্গি ধরিবারে তবে করিল গমন।।
†† আইতে আইতে ভাইরে তিনপর রাত ভাট্যাইল।
§ হেন কালে ডেঙ্গি আস্যা ঘাটেতে লাগিল।।

(৫)

সইন্ধ্যা কালে সোনা কইন্যা গেল জলের ঘাটে।
এক পওর রাইত গুয়ায়্যা যায় না আইল বাড়ীতে ॥
রাধারমণ বাপ ভাবে কি হইল কইন্যার।*
মাও বাপে চুপচাপ বিচ্ড়ায়[১] বার বার ॥
কেউর ঠান্[২] এই কথা পরকাশ না করে।
কলঙ্ক হইব যদি লোকে জাইন্তে পারে ॥
বিচ্ড়াইতে বিচ্ড়াইতে তারা হয়রাণ হইয়া।
পাড়াপশ্যিরে ডাইক্যা কথা কয় যে খুলিয়া ॥
আন্ধাইর ঘরের মানিক কইন্যারে চোরে লয়্যা গেছে।
সগলে বাইর হইল সোনা কইন্যার তল্লাসে ॥
মোটে মাত্রক্[৩] এক কইন্যা কান্দে রাধারমণ।
কলঙ্কী বানাইল বুঝি কোন্ বা দুশ্মন ॥
মাও বাপে কান্দে হায় রে কি হইল সোনার।
লোকজন লয়্যা যায় সেই না গাঙ্গের পাড় ॥
গাঙ্গের পাড়ে গিয়া দেখে কলসী পইড়া আছে †।
কোথায় গেল সোনা কইন্যা না দেখে ধারে কাছে[৪] †† ॥
মইর্যাছে মইর্যাছে বুঝি জলেতে ডুবিয়া।
আনইলে[৫] নিছে কইন্যারে কুমইরে[৬] টানিয়া ॥

১। বিচ্ড়ায় = খোঁজে। ২। ঠান্ = ঠাঁই, নিকটে। ৩। মোটেমাত্রক্ = সর্বসাকুল্যে। ৪। ধারে কাছে = নিকটবর্তী স্থানে। ৫। আনাইলে = তাহা না হইলে। ৬। কুমইর = কুমীর।

পাঠান্তর :—* রাধারমণ বাপ বলে কি হইল সোণার।
† '—দেখে শুদা কলসী ঘাটে।
†† '—না পায় দেখিতে ॥

পাতি পাতি কইরা তারা কইন্যারে বিচ্‌ড়ায়।
কেউবা জলে লাইম্যা খুজে কেউবা শুক্‌নায় ॥
বিচ্‌ড়াইতে বিচ্‌ড়াইতে রাইত তিন পওর ভাট্যাইল[৭] ।*
আর নাই সে পারে তারা বড়ো পরাব[৮] পাইল ॥

এন কালে দেখে তারা চান্নির পশরে[৯] ।
সোনার সঙ্গে কুমার আইসে ডেঙ্গির মাঝারে ॥ **
ডেঙ্গিরতনে লাইমা যেইনা ডাঙ্গায় খাড়াইল!
কাওলা-কাওলি[১০] কইরা সবে তাহারে ঘেরিল ॥
কুমার সগ্‌গল কথা কইল বুঝাইয়া।
রাধারমণ কয়, 'রাখ্‌ছুইন[১১] সর্মান বাঁচাইয়া' ॥
আস্‌শ্যি-পশ্যি কয়, 'মিছা ভাঁড়ায় সগলে।
বেইজ্জতি কাম কইরা কুমার মিছা কথা বলে ॥ †
ঘরে নাই সে তুলন্[১২] যাইব এই অসতী কইন্যারে।
দেশের-তন্ বিদায় কর এই সে পাপেরে' ॥
কেউ বলে, 'খেদাড়িয়া[১৩] দেও বিদেশে কইরা পার'।
কেউ বলে, 'কাইট্যা ভাসাও গইন[১৪] গাঙ্গের মাঝার ॥

৭। ভাট্যাইল = অতিবাহিত হইল। ৮। পরাব = ক্লেশ। ৯। চান্নির পশরে = চন্দ্রালোকে। ১০। কাওলা কাওলি = কলরব। ১১। রাখ্‌ছুইন = রাখিয়াছেন। ১২। তুলন্ = তুলা, গ্রহণ করা। ১৩। খেদাড়িয়া = খেদাইয়া। ১৪। গইন = গহীন, গভীর।

পাঠান্তর ঃ — * বিছড়াইতে বিছড়াইতে তারার দুপর রাইত ভাট্যাইল
** সোণা কন্যা আর কুমার ডেঙ্গির মাঝারে।
† বেইজ্জাত করয়্যা কুমার কাম কথার ছলে ॥

ছালায় ভইর‍্যা পাথর বাইন্ধ্যা দেও জলডুবি করিয়া। *
এমুন অসতীর দেহ যাইতে না উঠে ভাসিয়া' ॥+
এইনা কথা বইলা সবে কইন্যারে ধইর্‌তে যায়।
সোনা কইন্যা পইড়ল গিয়া বীরনারাইণের পায় ॥+
পরাণের ভয়ে কইন্যা থর্‌থরায়া কাঁপে। +
উপায় না দেইখ্যা কাইন্দ্যা ভাসায় মাও আর বাপে ॥ +
এরে দেইখ্যা বীরনারাইণ রামদাও ভাঞ্জায়।
কার সাধ্যি কুমারের সামনে আগুয়ায় ॥ +
এক হাতে সাম্‌লায়্যা[১৫] কইন্যারে আর হাতে মারে।
যত ইতি[১৬] লোকজন পলায় কুমারের ডরে ॥**

(৬)

পলায়্যা গেল গেরামের লোক ঘাটে রইল দুইজনা।+
রাজার কুমার বীরনারাইণ আর কইন্যা সোনা ॥+
সোনা কইন্যা কাইন্দ্যা পড়ে বীর নারাইণের পায়।
'আমি অভাগী কলঙ্কিনী হইলাম আমার কি হইব উপায় ॥
আমি ত অবুলা নারী না জানি পাপ মনে।
বিধাতা বিবাদী হইল আমার কি আছে করমে ॥
জমিদারের পুত্র আপ্‌নে আপনারে দিলাম দুখ্‌।
বিনা দোষে কলঙ্কিনী হইলাম ফাইট্যা যায় রে বুক ॥'

১৫। সামলায়্যা = রক্ষা করিয়া। ১৬। যত ইতি = ভালোমন্দ যত রকম।

পাঠান্তর :— * ছালাত্‌ ভরিয়া দেও মনডুবি করিয়া।
('মনডুবি শব্দের অর্থ সেন মহাশয় করেন নাই। ইতি—সং।)
** যত ইতি লোক লস্কর পালায় তার ডরে ॥

সোনার কান্দন শুইন্যা কুমার কয় বুঝাইয়া ।+
'আমার বাপের সভায় চল বিচারের লাগিয়া ॥+
পিতা আমার সভায় বইসা উচিত বিচার করে ।+
সগল কথা কইবাম গিয়া তানার গোচরে ॥' +

সরল স্বভাব বীরনারায়ণের কথা শুনে সোনামণি সে প্রস্তাব গ্রহণ কোর্‌তে পারল না। সে বলল,—

'শুন শুন রাজার কুমার, আমি কইয়া বুঝাই ।+
রাজার দরবারে যাইয়া কোনো ইত্[১] নাই ॥+
গেরামের লোক পাড়াপশ্শি বৈরী হইল ।+
আমার পক্ষ লয়্যা কেবান্ সাক্ষি দিব বল ॥+
ইতে বিপরীত হইব রাজসভায় যাইয়া ।+
তোমারে কলঙ্ক দিব দেশে ঢুল[২] পিটাইয়া ॥+
শুন শুন কুমার, আমি কই যে তোমারে ।+
একবার যায়্যা দাণ্ডাও তুমি ঐনা বিরিক্ষের তলে ॥ +
ঐখানে দেইখাছি আইজ সাঁঝে চান্দ মুখ ।+
মন-পরাণ সোইপ্যা দিলাম পায়্যা বড় সুখ ॥+
সেইনা সুখ বইক্ষে ভইরা আমি ডুবিবাম্ সায়রে ।+
কলঙ্কিনী কইন্যারে কেউ আর না দেখিব ভোরে ॥+
পুরুষের কলঙ্ক যেমুন চৈত্তরের[৩] মেঘ্‌লা রাতি ।+
নারীর কলঙ্ক কুমার, হয় জীবনের সাথী ॥"+

এইনা বইলা দুক্ষিনী কইন্যা জলেতে চলিল ।+
থাবা দিয়া কুমার কইন্যার হস্ত যে ধরিল ॥+
"শুন শুন আ-ল্লো কইন্যা, তুমি না হইও নৈরাশ ।+
আমি ত খাড়ায়্যা রইছি দেখো তোমার পাশ ॥+

১। ইত্—হিত, লাভ। ২। ঢুল—ঢোল। ৩। চৈত্তরের—চৈত্র-মাসের।

উদ্ধার কইরা আইনাছি তোমারে জানের আশা ছাড়ি ॥
তোমার যে দুক্কু আমি সইতে ত না পারি ॥
আমার কথা কইবাম্ লো কইন্যা,
তুমি শুন দিয়া মন।
তোমারে দেইখ্যা হইল কইন্যা,
আমার মন উচাটন ॥
তোমারনা চান্দমুখ লো কইন্যা,
যেমুন পরভাতে পউদ্দ ফুল।
আশমানের কালা মেঘ লো কইন্যা,
দেখি তোমার মাথার চুল ॥
কাউয়া[৪] কালা কোইলা[৫] কালা
চোখের কাজল কালা বেশ। +
তারথিক্যা[৬] অধিক কালা
কইন্যা, তোমার চাঁচর কেশ ॥ +
কুইজ[৭] রাঙা সিন্দূর লো রাঙা
রাঙা তেলাকুচ্যার ফল। +
তারথিক্যা অধিক রাঙা
কইন্যা, তোমার ঠোট যোগল[৮]। +
পর্ভাইত্যা আশমানের তারা
কইন্যা, তোমার দুইডা আঁখি।*

৪। কাউয়া—কাক। ৫। কোইলা—কোকিল। ৬। তার থিক্যা—তাহা হইতে। ৭। কুইজ—কুঁজ, গুঞ্জাফল। ৮। যোগল—যুগল।

পাঠান্তর :—* পত্যা তারার হেন তোমার দুই আখি। ('পত্যা' শব্দের অর্থ সেন মহাশয় করিয়াছেন—'প্রভাতিয়া'। 'পত্যা' শব্দের এই অর্থ কোথাও শুনি নাই। পূর্ববঙ্গে ঢাকা জেলায় কাঁচালঙ্কাকে গ্রামাঞ্চলে 'পত্যা' বলে। ইতি—সং)

আষাঢ় মাইস্যা পউদ্মের নাল[৯]
　　কইন্যা, তোমার হস্ত দেখি ॥*
মাঘ মাইস্যা শোনের ফুল লো
　　সোনার বরণ চুরি করে।+
তোমার অঙ্গে কাঞ্চা সোনা
　　কইন্যা, লুকায় চোরের ডরে ॥+
হস্তের আঙ্গুলি লো তোমার
　　যেমুন আশ্বিন্যা চম্পার কলি।+
কণ্ঠে ত শুনি লো তোমার
　　চৈতি কোয়েলার কাওয়ালি[১০] ॥+
পর্‌থম যইবন লো কইন্যা,
　　তোমার ফাইট্যা বাইরায় রূপ।
আমার চৌখে না পইড়াছে কভু
　　কইন্যা, তোমার হেন রূপ ॥
দেইখ্যা তোমার রূপ লো কইন্যা,
　　আ-লো কইন্যা, আমি হইলাম কাঙ্গালী।
আমারে না ছাইড় কইন্যা,
　　আমি সাচা[১১] কথা বলি ॥ক

কুমার বীরনারায়ণের কথা শুনে সোনামণি প্রথমে বিস্মিত হল। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে তার মনে জেগে উঠল, এ মিলনের পরিণাম কি হতে পারে। সে বলল,—

৯। নাল—মৃনাল। ১০। কাওয়ালী—কলধ্বনি, কাকলি। ১১। সাচা =সত্য।

* পউদের নাল হেন তোমার অঙ্গ দেখি।

ক একেলা বসিয়া কইন্যা থাকি।

'আপনে হইছুইন [১২]জমিদার, মুই গিরস্থের নারী।
মোর লগে[১৩] আপনের পিরীত পউদ্মের পাতায় পানি।।
আপনে করিবেন জমিদারী রাজপাটে বইয়া[১৪]।
মুই সোনা[১৫] কলঙ্কিনী কইন্যারে না চাইবাইন[১৬] ফিরিয়া।।
ক্ষেমা দিয়া যাউখাইন কুমার, আমি ধরি দুই পাও।
দুইদিনের লাইগ্যা কেনে আপনে অপযশী[১৭] হও।।'

'শুন শুন সোন্দর কইন্যা, আমি কই যে তোমারে।+
তোমার মতন ভালা কইন্যা আমি না দেখি নগরে।।+
বিয়ার লাইগ্যা বাপ মাও কত কইন্যা দেখাইল।+
আমার চৌখে এউক্গা[১৮] কইন্যা ভালা না লাগিল।।+
তোমারে দেখিলাম কইন্যা আমার মনের মতন।
তুমি যুদি ঘুচাও লো কইন্যা আমার মনের বেদন।।
তোমারে না পাইলে আমি না করবাম্ আর বিয়া।+
সইন্ন্যাসী হইয়া যাইবাম্ সোংসারে ইতি[১৯] দিয়া।।'+

* 'শুন শুন পরাণের বন্ধু রে, আমি কই বুঝাইয়া।+
মন পরাণ মোর কাইড়্যা লইলা
ঐনা বিরিক্ষের তলায় শুইয়া।।+
সগল হারাইলাম আইজ
ঐনা দিনের সইন্ধ্যা কালে।
শূনা[২০] মন পরাণে দেহ গেল
ঐনা ঘাটের জলে।।+

১২। হইছুইন = হইলেন। ১৩। লগে = সঙ্গে। ১৪। বইয়া = বাসয়া। ১৫। সোনা = নাম। ১৬। চাইবাইন = চাহিবেন। ১৭। অপযশী = দুর্নামগ্রস্ত। ১৮। এউকগা = একটিও। ১৯। ইতি = শেষ, ত্যাগ। ২০। শূনা = শূন্য।

চৌখ না দেখে সাধুর ডিঙ্গা
কান না শুনে কথা।+
তারপরে কি ঘইটা গেল
বন্ধু, জানো সে বারতা ॥+
রাজার কুমার তুমি রে বন্ধু,
আছে রাইজ্য জমিদারী।+
মাও বাপ রইছে রে বন্ধু
রইছে সোনার রাজপুরী ॥+
আমার সঙ্গে তোমার পিরীত
বাপ মায়ে না মানিব।+
অপযশ দিয়া তোমারে সগলে খেদাইব ॥+
আমারলাইগ্যাতোমার যুদি হয় কোনো ক্ষেতি[২১]।+
আমার চৌখের আলো নিইভ্যা[২২]যাইব
দিনে আইব রাতি ॥+
কাম নাই কাম নাই রে বন্ধু,
তুমি ফিইর‍্যা যাও ঘরে।+
মুই অভাগী কইন্যার কথা
তুমি মুইছা দেও অন্তরে ॥+
তুমি ভালাবাইসাছ মোরে
এই না আমার সুখ।+
এইনা সুখ বইক্ষে লইলাম
আমার নাই আর কোনো দুখ ॥+
ঘরে যাও রে সোনার বন্ধু,
তুমি ঘরে ফিইরা যাও।+

২১। ক্ষেতি = ক্ষতি। ২২। নিইভ্যা = নিভিয়া।

এই অভাগী সোনার কথা
মনে মুইছা ফালাও ॥' *+

এই কথা বলিয়া কইন্যা গাঙ্গে দিল মেলা[২৩]।
বীরনারাইণ ফিরায় তারে পন্থে আগুলিয়া ॥

'শুন শুন আ-লো কইন্যা, শুন আমার কথা।
তুমি না বুঝিলা কইন্যা আমার মনের বেথা ॥+
তুমি ছাড়া পরাণ হইব আমার শূন্য ময়দান।
এই পরাণে আর কেউ ত না পাইব থান[২৪] ॥+
তোমারে ছাইড়্যা কইন্যা, আমি না যাইব 'ক'।
তুমি যদি মর কইন্যা, আমিও মরিব ** ॥
তোমারে পাইলে আমি রাইজ্য নাই সে চাই।+
গেরাম সোমাজ ছাইড়্যা চল গইন বনে যাই ॥+

২৩। গাঙ্গে দিল মেলা = নদীর দিকে চলিল। ২৪। থান = স্থান।

— সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এখানে নিম্নোদ্ধৃত দশ ছত্র আছে।—

'মুই কলঙ্কিনী নারী ঘুরি বনে বনে।
আনইলে ডুবিয়া মরি আপনের সামনে ॥
মোর লাগিয়া আপনে কেনে হইবাইন অপদোষী।
জমিদারের পুত্র আপনে করবাইন জমিদারী ॥
মুই কলঙ্কিনীর লাগ আপনের কেনে দুঃখ।
মায় বাপে খেদাইব আদরের পুত ॥
রাজত্যি ছাড়িয়া কেনে ঘুরবাইন ছনে বনে।
সুখে রাজত্যি করবাইন হরষিত মনে ॥
যাউখাইন যাউখাইন কুমার আপনে বাড়ীত চলিয়া।
মুই কলঙ্কিনী নারী মরি দরিয়াত ডুবিয়া ॥'

পাঠান্তর :—ক '—তিলেক না বাচি। ** '—আমি আগে মরি।

তোমারে লইয়া আমর বনে * রাজভোগ।
তোমারে ছাইড়্যা হইব অমার সগ্‌গে নরকভোগ॥
নিদয়া হইয়া কইন্যা, যদি যাও লো তুমি ছাইড়্যা।
ফিইর‍্যা না দেখিবা মোরে আমি যাইবাম্ মইর‍্যা॥'†

এইনা কথা শুইনা কইন্যা ধরে কুমারের পায়।
আঞ্জা দিয়া [২৫] ধইরা পাও কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা কয়॥ } ‡

'শুন শুন সোনার বন্ধু রে,
শুন আবাগীর শেষ কথা।+
তোমার পায়ে ফুইট্‌লে কাণ্টা
মোর বইক্ষে শক্তি-ছেলের ব্যথা—
রে বন্ধু, শুন শেষ কথা॥+
তুমি দিলা জীউদান[২৬] রে বন্ধু,
মাথাত্ লয়্যা কলঙ্কের ডালি।**
তোমারে ফ্যালায়া বন্ধু
আমি কেমনে যাইবাম্ চলি॥+
তুমি ত রাজার পুত্র রে বন্ধু,
না দেইখ্যাছ দুক্কের মুখ্।+
মুই অভাগী নারীর লাইগ্যা
আইজ পাইছ এত দুখ্॥+

২৫। আঞ্জা দিয়া=দুই হাতে জড়াইয়া। ২৬। জীউদান=জীবন দান।

পাঠান্তর ঃ—* '—নরকে—'।
† খাড়াইয়া দেখ আগে আমি ডুবা্যা মরি॥
‡ { এই কথা বলিয়া কুমার নামিল জলেতে। আঞ্জাদিয় ধরে কন্যা কুমারের দুই পায়েতে॥ }
** তুমি মোরে জিউদান দিলা আর কলঙ্কের ডালি।

আমি নারী কেমন কইরা
কও তোমার দুক্ষু * দেখি।
তুমি আমার পরাণ পতি
কইছি দেব্-ধরম কইরা সাক্ষী ॥+
কিরপা কইরা চাইলা যুদি
এই কলঙ্কিনীর পানে।
আমার সব্বস্বি আইজ ঢাইল্যা দিলাম
পতি, তোমার চরণে ॥
জীবন যইবন ধন রে বন্ধু,
আমার নাই ত কিছু আর।**
আইজ থিকে হইল রে বন্ধু,
এইনা সগলই তোমার ॥
সাক্ষী থাইক্য চান্দ তারা
আর গাঙ্গের কূলে বিরিক্ষগণ।
তোমরারে [২৭] সাক্ষী কইরা আইজ
আমি সগল কইরলাম দান ॥
মায়ে ছাইড়্ল বাপে ছাইড়্ল
ছাইড়াছে পাড়াপশ্শিগণ।
কলঙ্কিনী কইন্যা বইলা
মোরে ছাইড়াছে সর্ব জন ॥

২৭। তোমরারে=তোমাদিগকে।

পাঠান্তর :—* '— মরণ —'
* জীবন যৈবন আমার সকল ধনের সার।

মনের চিন্তায় না জানি পাপ
আমার বিমুখ বিধাতা।
আশ্রা[২৮] দিয়া রাইখ্‌লা রে বন্ধু
তুমি পতি মোর দেবতা॥'*

এই কথা শুনিয়া কুমার হরষিত হইয়া।
পাওতনে[২৯] উঠায় কইন্যা হস্তেতে ধরিয়া॥
মন পরাণে দুই জনার বিয়া হইয়া গেল।
আশমান থিক্যা স্বরগ দেখ ভূমেতে লামিল॥ †
ভাবনা চিন্তনা তখন নাই তারার মনে।
দোহে দোহা এক কায়া হইল মিলনে॥
বর্ম্মাণ্ডের[৩০] কথা তারা পাশরিয়া গেল।
হাউস[৩১] মিটায়্যা তারা দোহে দোহারে পাইল **॥

পূব আকাশে রাঙা মেঘ
আরে ভালা, আশ্‌মানে মিলায় তারা।+
নয়া দিনের নয়া সুরুজ
আরে ভালা, আইনল নয়া জীবন ধারা॥+
রাজার কুমার বীরনারাইণ
আরে ভালা, কি কাম করিল।+

২৮। আশ্রা = আশ্রয়, অভয়। ২৯। পাওতনে = পদতল হইতে। ৩০। বর্ম্মাণ্ডের = ব্রহ্মাণ্ডের। ৩১। হাউস = আকাঙ্ক্ষা।

পাঠান্তর ঃ— * আশ্রা দিয়া রাখলা মোরে তুমি যেন দেবতা॥
† { আশমান তলে লাম্যা স্বরগ ভূমেতে আসিল
এই মতে বীরনারায়ণের বিয়া হইয়া গেল॥ }
** '—দেখিল॥

রাজ-রাজত্বির আশা ছাইড়া
আরে ভালা পিরীতে মজিল ॥+
এহার পরে দোহার মনে হইল চিন্তন।
'কেমুন কইরা দেশের মধ্যে করবাম বিচরণ ॥
কলঙ্কী বলিয়া সবে দেশে রটাইব।
বাপে ত পাইলে কাইট্যা চাক্‌চাক্ করিব ॥
চল যাই দোহে মোরা এই দেশ ছাড়িয়া।
আপদ-বালাই যত যাউক দূর হইয়া ॥'

এইনা পরামিশ কইরা দোহে ডোঙ্গেতে উঠিল। *
পিরীতের টানে ডোং পঙ্খীউড়া দিল ॥

(৭)

দুস্কের দারুণ নিশি রে
আরে নিশি পোয়াইতে না চায়।
সারা নিশি কাইন্দা গোয়ায় সোনার বাপ মায় ॥
আস্‌সি-পশ্যি[১] দলা হয়্যা[২] রে
আরে তারা কুঁদাকুঁদি[৩] করে।
'কুত্তার বাচ্চা জনম লইছে আইসা জমিদারের ঘরে ॥
জমিদারে আশ্রা[৪] দিয়া রে
আরে ভালা রাখে পরজাগণে।
ভুগা দিয়া[৫] খাইল সে ত আপন নিখামানে[৬] ॥

১। আস্‌সি পশ্যি = পাড়াপড়শী ২। দলা হইয়া = এক জোট হইয়া। ৩। কুঁদাকুঁদি = তর্জন গর্জন। ৪। আশ্রা = আশ্রয়, অভয়। ৫। ভুগা দিয়া = ধাপ্পা দিয়া। ৬। নিখামানে = সম্মানকে।

পাঠান্তর :—* সল্লা করিয়া দোহে ডেঙ্গিতে উঠিল।

জাত্তি[৭] আচার বিচার ধরম রে
আরে আইজ সগ্‌গল ডুবাইয়া।
দেশের ইজ্জুত[৮] মাইরা দিল মুখ পুড়াইয়া ।।*
আইজ মাইরল রাধারমণের জাইত্‌ রে
আরে কাইল-বান্‌ মারে আর কারে।
এমুন অবিচারের মধ্যে কেম্‌নে ঘর-গিরস্থি করে ।।'
মাইয়া মাইন্‌ষে সল্লা করে রে
'আরে মাইরা ফ্যালা দুই কুত্তারে।†
কাইট্যা দরিয়ায় ভাসা, যা হয় হইব পরে ।।'

সগ্‌গলে মিল্যা তবে রে
আরে ভালা, দাও ‡ সল্‌কি[৯] লইয়া।
গাঙ্গের পাড ধইরা চলে দোঁহারে বিচ্‌ড়াইয়া ।।
ঝাড় জঙ্গলা যত আছিল রে
আরে তারা ভাইঙ্গ্যা কইরল গুড়া।
বিচ্‌ড়ায়া না পাইল কোথায় চইলা গেছে তারা ।।
বিচ্‌ড়াইতে বিচ্‌ড়াইতে তারা রে
আরে ভালা, পরাব্‌[১০] সে পায়।
সেইনা কোর্‌ধে[১১] ** তারার পিত্তি জ্বইল্যা যায়[১২] ।।

৭। জাত্তি = জাতি। ৮। ইজ্জুত = ইজ্জত ; সম্মান। ৯। সল্‌কি = সড়কি। ১০। পরাব = ক্লান্তি। ১১। কোর্‌ধে = ক্রোধে। ১২। পিত্তি জ্বইল্যা যায় = নিষ্ফল আক্রোশে উত্তেজিত হয়।

পাঠান্তর :—* দেশের ইজুত মাইল মুখ না পুড়িয়া ।।
† '—আরে মার সেই কুত্তারে।
‡ '—বল্লম—'।
** '—ক্ষুরধেতে—' (সেন মহাশয় অর্থ করিয়াছেন—'ক্রোধে')।

মনের দুঃক্ষে মনের কোর্‌ধে রে
আরে তারা সাত-পাঁচ ভাবে ।*
'আপন পুত্রু জাইন্যা জমিদার সমুটিয়া[১৩]রাখে' ॥
সল্লা যুক্তি কইরা তারা রে
আরে তারা কুপিত হইয়া ।
ফুইদ্‌[১৪] কইরবারে চায় বাপের কাছে গিয়া ॥
কুপুত্রের কুকাণ্ড যত রে
আরে তারা বাপ জমিদাররে জানায় ।
'এমুন পুত্রু আর কেউ হইলে গাঙ্গেতে ভাসায় ॥
বিচার কর দেশের জমিদার গো,
আরে তুমি বিচারের মালিক ।
আপন পুত্রু জাইন্যা নাই সে করবাইন্‌[১৫] বিপরীত ॥'

কুপুত্রের কথা যত বাপে ত শুনিল ।
কোর্‌ধেতে গির্‌গির্‌[১৬] অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ॥
আগুন হইয়া বাপে কটুয়ালরে কয় ।
'বীরনারাইণ পুত্ররে ধইরা আনহ সভায় ॥
হাচা[১৭]যুদি হয় কথা উচিত দণ্ড দিবাম্‌ ।
পুত্র বইলা নাই সে ঘুইরা ঘাইট্যা[১৮] লইবাম্‌ ॥
কুপুত্রু থাকনের থিক্যা না থাকন ভালা ।
এমুন পুত্রু কেবল হয় রে কুলের সে কালা ॥'

১৩। সমুটিয়া = লুকাইয়া। ১৪। ফুইদ = জিজ্ঞাসা। ১৫॥ করবাইন = করিবেন। ১৬। কোর্‌ধেতে গিরগির = ক্রোধে গুরগর। ১৭। হাচা = সাঁচ্চা, সত্য। ১৮। ঘুইরা ঘাইট্যা = ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অপরাধ লঘু করিয়া।

পাঠান্তর : * মনের দুঃখেতে ভালারে হাত পাঁচ ভাবে

কটুয়াল ফিইর‍্যা আইসা কয় বাপের আগে।
'কাইল থিক্যা কুমাররে কেউ নাই সে দেখে ॥'
হুকুম করলাইন জমিদার, 'দেখ ত বিচ্‌ড়ায়া।
যেখানে পাও তারে আনিবা বান্ধিয়া ॥'*
জমিদার বিচারুইন্[১৯] মনে, 'মিছা নয় সে কথা।
'কাইলথিক্যা বীরনারাইণ যাইয়া রইছে কুথা ॥**
এইসে কুকাম না কইরলে সে থাইক্‌ত বাড়ীতে।
তাই সে কাইল হতি[২০] কেউ তারে না পায় দেখিতে ॥'

কটুয়ালরে ডাইক্যা বাপে কয় তার ৭' গোচরে।
'বাইন্ধ্যা আইন্যা হাজির কর যেখানে পাও তারে ॥
কুপুত্রা কুলের কালি গেল কোন খানে।
জীবমানে[২১] থাইক্‌লে সে না রাইখ্‌ব সর্মানে[২২] ॥
ধইরা আইনা বলি দিলে শীতল হইব প্রাণ।
পরজাগণের সামনে তবে রইব আমার মান ॥+
কুপুত্রা হতি জমিন্দারী যাইব রসাতলে।
মুখ না দেখাইতাম্[২৩] পারবাম্ সোমাজে কোনো কালে ॥'
লোক লস্কর যত আছিল আনিল ডাকিয়া।
আপনে হতি জমিদার সগল দিলাইন্[২৪] বুঝাইয়া ॥

১৯। বিচারুইন = বিচার করিলেন। ২০। হতি = হইতে। ২১। জীবমানে = জীবিত। ২২। সর্মান = সম্মান ॥ ২৩। দেখাইতাম = দেখাইতে। ২৪। দিলাইন = দিলেন।

পাঠান্তর :—* যেখানে পায় তারে আনিত বান্ধিয়া।
** কাইল থাক্যা কোথায় সে গেছে কুপুত্রা
+ '—কয় তারা—'।

'বাইন্ধ্যা আনিবা তারে আমার গোচরে।
যেইখানে পাইবা তোমরা মোর কুপুত্রারে ॥
দেশে দেশে ছনে বনে [২৫] * পাতি পাতি কইরে।
যেইখানে পাও ধইরা আইনবা আমার গোচরে ॥
বুঝায়্যা কই তোমরারে[২৬] যুদি ইতে কর আন।**
জন বাচ্চা সইতে তোমরার † যাইব গর্দান ॥
মোর পুত্রু বইলা যদি ইতে কর আন[২৭]।
ভিটা খালি করবাম্ রাইজ্য হইব লান্-বান্[২৮] ॥

লোক লস্কর যত আছিল এইকথা শুনিয়া।
কুমারের তল্লাসে যায় তড়রস্থ[২৯] †† হইয়া।

(৮)

এক রাইজ্য ছাইড়া নারে দুই রাইজ্য থইয়া[১]।
সোনারে লয়্যা কুমার গেল তিন রাইজ্য ছাড়িয়া ॥ } ‡
খিদায় করে টগ্‌বগ্[২] না পারে বাইতে নাও।
ডোঙ্গা না ছড়িয়া তারা টানে দিল পাও[৩] ॥

২৫। ছনে বনে= ঘাসের মাঠে ও জঙ্গলে। ২৬। তোমরারে= তোমাদের। ২৭। ইতে কর আন= ইহাতে কর অন্যথা। ২৮। লান্ বান্= লণ্ডভণ্ড। ২৯। তড়রস্থ= তটস্থ, ভীত।

১। থইয়া= থুইয়া, অতিক্রম করিয়া। ২। খিদায় করে টগবগ= ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করে। ৩। টানে দিল পাও= ডাঙ্গায় উঠিল।

পাঠান্তর ঃ—* '—রাইজ্যে রাইজ্যে –'।
** বুঝাইয়া কই যদি এতে কর আন।
† '—তরায়—'॥ †† '—টডরস্ত—'।
‡ { এক রাজার মুল্লুক নারে দুই রাজার থইয়া।
সোনা কন্যায় লইয়া গেল তিন মুল্লুক ছাড়িয়া ॥ }

টানে উইঠা তারা আরে কোন কাম করে।
অরণ্য জঙ্গলার[৪] মধ্যে পরবেশ যে করে ॥
জঙ্গলাতে মেওয়া ফল[৫] পাইক্যা রইছে গাছে।
দুই জনে পেট ভইরা খাইল যত আছে ॥
মুনিষ্যির মেল[৬] নাই হুদা[৭] পশু পক্ষীর বাসা।
এমুন জাগাত্ বসত কইরব কেউ না পাইব দিশা ॥
ঘর নাই দুয়ার নাই রে কোথায় কাটাইব রাতি।
ভাবনা চিন্তা নাই মনে কেবল পিরীতি ॥

এক পওর বেইল থাইকতে বন বেইড়ল[৮] অন্ধিকারে।
বাঘ ভাল্লুক যত ইতি বাইর হইল আন্ধারে ॥
ডেরা-ডেঙ্গ্রা[৯] কুথায় পাইব জঙ্গলার ভিতরে।
চৌদিগে ত বাঘ ভাল্লুক হালুম্ হুলুম্ ডুক্কারে[১০] ॥*
বিচ্ড়াইতে বিচ্ড়াইতে তারা এক গফর[১১] পাইল।
এয়ার মধ্যে দুইজনে পরবেশ করিল ॥
গফরের মধ্যে রইছে এক জানোয়ার ঘুমাইয়া।
এরে দেইখ্যা দুই জনার পরাণ গেল উড়িয়া ॥
রামদাও হাতে লয়্যা কুমার মাইরল এক কুব[১২]।
তিন ছ্যাও[১৩] দিল তারে মাইরা তিন কুব ॥

৪। অরণ্য জঙ্গলা = (এখানে অর্থ হইবে) গভীর বন। ৫। মেওয়া ফল = খাইবার যোগ্য সুমিষ্ট ফল। ৬। মুনিষ্যির মেল = মানুষের একত্রে বাস, সমাজ। ৭। হুদা = শুধু। ৮। বেইড়ল = বেষ্টন করিল, (এখানে অর্থ হইবে) ঢাকিয়া ফেলিল। ৯। ডেরা ডেঙ্গ্রা = থাকিবার মত ঘর ও কুঁড়ে (নিকৃষ্টার্থে ব্যবহার)। ১০। ডুক্কারে = চিৎকার করে। ১১। গফর = গহ্বর, গর্ত। ১২। কুব = কোপ। ১৩। ছ্যাও = খণ্ড, ছেদন।

পাঠান্তর ঃ— * বাঘ ভালুক হায় রে চৌদিকে ডুক্কারে।

বাইর কইরা দেখে আরে সিঙ্গি জানোয়ার।
সাফ্-সাফাই[১৪] না কইরা থাকে গফরের মাঝার ॥ *
বনের ফল খাইয়া রে তারার দিন চইলা যায়।
হরিণা হরিণী বনে যেমুন সুখেতে গুয়ায় ॥
দিন রাইত প্রেমালাপে সদাই মাতুয়ারা।
ভাবনা চিন্তা নাই সে মনে পিরীতের পশরা ॥
মেওয়া ফল জুগাইয়া বীরনারাইণ আনে।
সুখেতে বসিয়া তারা খায় দুই জনে ॥
উনা ভাতে দুনা বল[১৫] হইছে তারার গাও[১৬]।
বাঘ ভাল্লুকের লগে তারার হইছে বনে বাও[১৭] ॥
জানুয়ার দেইখ্যা তারা কিয়ার না করে।
তারারে দেখিলে জানুয়ার যায় পন্থ ছাইড়ে ॥
এই সে না হালেতে তারার দিন চইলা যায়।
রাজার পুত্র কাঙ্গাল হইল পিরীতের দায় ॥

১৪। সাফ্ সাফাই = পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ১৫। উনা ভাতে দুনা বল = অল্প বা সাধারণ খাদ্যে দ্বিগুণ শক্তি। (ইহা একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ বাক্য)। ১৬। গাও = দেহ। ১৭। বাও = সদ্‌ভাব।

পাঠান্তর : * সাপ্ সাপ্যানা কইরা থাকে গফরের মাঝার ॥
(সেন মহাশয় এই ছত্রের অর্থ করিয়াছেন; "সাপ—মাঝার = হয়ত এই গহ্বরে কোন সাপ থাকিতে পারে।" 'সাপসাপ্যানা' শব্দ কোনো লেখায় দেখি নাই, কাহারও মুখে শুনি নাই, এখানে ঐ প্রকার অর্থের সঙ্গতিও হয় না। ইতি—সং)।

(৯)

জমিদারের লোকজন দেশে দেশে করে ভরমণ
বীরনারাইণ সোনার তল্লাসে *।
ঘর গেরাম জঙ্গলা সগল বিচ্‌ড়াইলা
না পাইল সে কুমারের উদ্দিশে ॥
না যায় তারা ফিইরা ঘরে হুকুম কইরাছে জমিদারে
জন বাচ্চ সইতে লইব গর্দান।
দেশে গেলে কুমার ছাড়া ভিটা কইরব খান্‌ছাড়া[১]
রাইজ্যের মধ্যে জ্বালাইব আগুন ॥
আছিল যত হাট বাজার** ঘর গেরাম জঙ্গলার ভিতর
বিচ্‌ড়াইতে কিছু নাই সে বাকি।
পাতি পাতি কইরা বিচ্‌ড়ায় কুমাররে তারা নাই সে পায়
বিচ্‌ড়ায় তারা যথায় যায় দুই আখি ॥
বিচ্‌ড়াইতে বিচ্‌ড়াইতে তারা, হইল নিশাখোর পারা[২]†
তেও[৩] সে না পাইল তারে।
কেমুনে যাইব ঘরে উদ্‌বিচ্ছ পরাণ ধরে[৪]
পরাণ লইব কইছে জমিদারে ॥
কেউ বলে, 'যাইবাম ঘরে', কেউ ফির‍্যা মানা করে
স্তিরী পুত্রু কোন বা হালে আছে।

১। খান্‌ছাড়া=উচ্ছন্ন। ২। নিশাখোর পারা=মাতালের মত। ৩। তেও=তথাপিও। ৪। উদ্‌বিচ্ছ পরাণ ধরে=উদ্‌বিগ্ন প্রাণ দেহে।

পাঠান্তর :— * '—করে ভাইরে কুমারের তল্লাশে।
** আছিল যত লোক লস্কর—'
† '—নিশাতড়ি হইল পার—'।
('নিশাতড়ি' শব্দের অর্থ সেন মহাশয় করেন নাই। ইতি—সং।)

'স্তিরী পুত্রু কি আর আছে ? জমিদারে গর্দান লইছে
আমরা কিয়েরে[৫] মরি যুদি জন বাচ্চা গেছে ॥
এইখানে বসত কর ঘর গিরস্থি সুবিস্তর
কাজ নাই আর ফিইরা ঘরেতে।
ঘরে গেলে পইড়বা মারা ডাইক্যা কেনে আন্‌বা বুড়া[৬]
বস্তি কইরা থাক এই জঙ্গলাতে ॥
বনে রাজার খিরাজ[৭] নাই গর্দানের ডর নাই
নির্চিন্ত হইয়া থাক্‌বা সুখে।'

এই প্রকার কথা শুনে আর একজন বলল,

'বাপ দাদার ভিটা ছাইড়্যা পাপে মইরবা পুইড়্যা
কুবুদ্ধি কইরা কেবল ডাইক্যা আনবা দুঃখে ॥
এই জঙ্গলা বিচ্‌ড়াইয়া দেখ একবার দড়[৮] হইয়া
পাও কি না পাও সে কুমারে।
পরে বুদ্ধি ঠাওর কইরা[৯] যাইবাম আমরা ঘরে ফিইর‍্যা
দেখবাম্‌ কিবান্‌ করে জমিদারে ॥"

(১০)

গইন বনে বীরনারাইণ সোনারে লইয়া। +
মনের সুখে আছে দোহে পিরীতে মজিয়া ॥ +
সিঙ্গির গফর তারার হইল রাজপুরী। +
ঘাসের বিছান তারার মক্‌মল বাইজুরি[১] ॥ +

৫। কিয়েরে = কি জন্য। ৬। বুড়া = অমঙ্গল, দুঃখ। ৭। খিরাজ = খাজনা।
৮। দড় = দৃঢ়। ৯। বুদ্ধি ঠাওর কইরা = কি করা কর্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া।
১। বাইজুরি = (?)

বনের বিরিক্ষলতা হইল তারার পরজাগণ। +
বনের পশুপখী হইছে ভাই বন্ধুজন॥ +
দুশ্‌মন বালাই নাই রে কেউ নাই সে পীড়ে[২]।
জঙ্গলায় ভরমণ করে হরিষ অন্তরে॥
বীরনারাইণ জুইড্যা[৩] আনে দুই জনে খায়।
আর সময় বইস্যা তারা বাঁশি বাজায়॥
বাঘ ভাল্লুকের বাচ্চা আইসা সামনে খেলা করে।
বনেলা ময়ূর কত সাম্‌নে প্যাখম ধরে॥
নানান রঙের পাখী বনে মধুর গান গায়।
বীরনারাইণ সোনারে দেইখ্যা কেউ না ডরায়॥
রঙ্গে ঢঙ্গে বইস্যা তারা করে আলাপন।
বনের ফুল দিয়া করে অঙ্গের সাজন॥
এমুন সুখের বনে হায় রে কি কাম হইল। +
বিনা মেঘে ঠাডার[৪] আইসা মস্তকে পড়িল॥ +
বাঘ নয় রে ভাল্লুক নয় রে, নয় অজ্‌গইরা সাপ। +
মানুষ সে মুনিষ্যির দুশ্‌মন আছি কাইল্যা পাপ॥ +

জমিদারের লোকলস্কর জঙ্গলা বিচ্‌ড়াইয়া। *
বিরথা পেরাসনি[৫] পাইল কুমাররে না পাইয়া॥
ভাইব্যা চিন্ত্যা তারা আরে বাড়ীত্‌ ফিরতে চায়।**
এমুন সময় দেখে, কে যেন বনের পন্থ দিয়া যায়॥

২। পীড়ে=পীড়ন করিবে। ৩। জুইড্যা=জুটাইয়া, সংগ্রহ করিয়া। ৪। ঠাডার=বজ্র। ৫। পেরাসনি=কঠোর শ্রমজনিত দুঃখ।

পাঠান্তর :—* জমিদারের লোক লস্কর আরে জাইড়ে জঙ্গলা বিচ্‌ড়াইয়া।
** ভাবিয়া চিন্তিয়া তারারে আরে ভালা বাড়ীতে ফিরত চায়॥

নজর কইরা দেখে তারা কুমারের আলছা[৬]।*
বেকে বেইড়া[৭] ধইরল তারা রে কুমারের কাছা॥
ধইরা চিনিল তারা রে এই বীরনারাইণ।
হরষিত হয়্যা তারা রে কইরল বন্ধন॥
বন্ধনে পড়িয়া হায় রে কান্দে সে কুমার।†
বনে রইল সোনা কইন্যা কি হইব তাহার॥ **

কুমারের কাতর ক্রন্দন ও অনুনয়বিনয়ে লোকলস্করদের হৃদয় গলল না। অধিকন্তু তারা বলল,—

'তোমরার লাইগ্যা আমরার কিয়েরে[৮] যাইব গর্দান।
এক বচ্ছরতোমরার লাইগ্যা আমরার পরানে পেরাসন॥'
এই না বইলা কুমাররে লয়্যা তারা ঘরে ফিইর‍্যা গেল।
একেলা যে সোনা কইন্যা জঙ্গলায় রইল॥

(১১+) ক

জমিদারের বিচার সভায় সেদিন লোকে লোকারণ্য, জমিদারের পুত্র কুমার বীরনারায়ণের গুরুতর অপরাধের বিচার হবে। বিচারক স্বয়ং জমিদার, অভিযোগকারী প্রজা জনসাধারণ। সভায় সোনার পিতা রাধারমণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁকে জমিদার জিজ্ঞাসা করলেন—

'কও কও রাধারমণ, তোমার সোনা কইন্যার কথা।
বীর নারাইণ সোনা কইন্যারে পর্‌থম[১] দেইখাছে কোথা'॥

৬। আলছা=আকৃতি। ৭। বেকে বেইড়া=চারিদিক হইতে ঘেরাও করিয়া। ৮। আমরার কিয়েরে=আমাদের কেন।

পাঠান্তর :— * নজর কর‍্যা দেখে তারারে আরে ভালা কুমারের আলছা
† ভূমিতে লুটাইয়া হায়রে আরে কান্দে সে কুমার।
** আমার যে নারী আছে কি হইব তারার॥

কাইন্দ্যা কয় রাধারমণ, 'আমি কিছুই ত না জানি।
পরতিদিন বিয়ালে[২] সোনা যায় আইনবার পানি ॥
হেইদিন ফিইর‍্যা কইন্যা না আইল ঘরে।
কুমারের সাথে ফিরে কইন্যা রাইত তিন পওর পরে ॥
কুথায় আছিল, কুথায় আছে আমি ত না জানি।
ঘরে পইড়া কাইন্দ্যা মরি আমরা দুই পরাণী' ॥

গেরামের লোক কয়, 'কইন্যা ঘরে আছিল ভালা।
কুমার তারে লয়্যা গেছে ঘাটে পায়্যা একেলা ॥
বয়সের বয়সী কইন্যা পর্থম যইবন।
রামদাও দেখায়্যা কুমার কইরাছে হরণ ॥
ভালা কথা কইতে গেলাম আমরা গেরামের লোক।
রামদাও উচায়া[৩] কুমার আমরারে মারে কোব[৪] ॥
রামদাওর ডরে আমরা যাই পলাইয়া।
কইন্যা লয়্যা কুমার গেল নিখুজি হইয়া ॥
বিচার করবাইন[৫] মহারাজ, ধর্মরে চাইয়া
ঘুইর‍্যা ঘাইট্যা না লইবাইন্ কথার ছল দিয়া ॥
রাজার দোষে রাইজ্য নষ্ট নারীর দোষে ঘর।
বিচার দোষে পর্জা নষ্ট বিচারে কইরলে আপন পর ॥'

এইনা কথা শুইনা জমিদার কুমারের পানে চায়।
কিছু নি কইবার আছে কুমাররে জিগায় ॥
আদিগুড়ি[৬] সগ্গল কথা কুমার সে কইল।
সভার লোকে সেই কথা পত্যয়[৭] না করিল ॥

১। পর্থম = প্রথম। ২। বিয়ালে = বৈকালে। ৩। উচায়া = উদ্যত করিয়া। ৪। কোব = আঘাত। ৫। করবাইন = করিবেন। ৬। আদিগুড়ি = আগাগোড়া। ৭। পত্যয় = প্রত্যয়, বিশ্বাস।

সাক্ষীসাবুদ নাই কুমারের সভার মধ্যে একা।
দুশমন গেরামের লোক কুমারের উপর বেকা ॥[৮]

বিচার করলাইন[৯] জমিদার পরজার মন চাইয়া।
'কুমারের দুই চৌখ্ ফালাও উপ্ড়াইয়া[১০] ॥
দেশেরতনে দূরকইরা খেদাইয়া দেও।
এমুন কুপুত্রার মুখ আর দেখাইতে না চাও ॥'

(১২+) ক

হায় রে কান্দে কুমার পন্থে
কি হইতে কিবান্ হইল কোন বা সম্বন্ধে ॥
রাইত নাই রে দিন নাই রে
কুমারের অন্ধ দুইডা আখি।
অন্ধের সোমান নাই রে
তিরসোংসারে এমুন দুঃখী ॥
আরে জনমথাইক্যা অন্ধ যারা
তারার রূপের নাই গিয়ান[১]।
যইবন কালে অন্ধ হইলে
হায় রে ফাইট্যা যায় পরাণ ॥
কোন্ বা দেশে যাইব রে কুমার
হায় অন্ধ পন্থ নাই ত দেখে।

৮। বেকা=বক্র, কুপিত। ৯। করলাইন=করিলেন। ১০। উপ্ড়াইয়া -উৎপাটিত করিয়া।

১। গিয়ান=জ্ঞান, ধারণা।

ক :— এই অধ্যায় সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই।

কুথায় রইল সোনা কইন্যা
হায় কে জানাইব তাকে ॥
"কোন্ পাহাড়ের ফাঁকে উঠে
পরভাতে সূরুজ রাঙ্গা।
কোন্ বা গাঙ্গের কূলে কূলে
আছে পাউড়ি[২] ভাঙ্গা ॥
কোন্ বা বনের মধ্যে আছে
দাড়াক্[৩] বিরিক্ষের সারি।
সেইনা বিরিক্ষের তলায় রইছে
একখান মোলাম[৪] পাত্থর পড়ি ॥
তার সাম্নে রইছে বনচম্পা
সুনালী লতায় পাতায় ঢাকা।
সেই না চম্পা লতার ঢাকত্[৫]
রইছে আমার সোনার গোফা ॥
কে আছ দরদী বন্ধু
এই তির্জগত মাঝারে।
সেই পাহাড় সেই বনের পন্থ
ধরাইয়া দেও আমারে ॥
কোন্ পন্থে যাইবাম রে আমি
কোন্ বা নদীর পার।
যথায় রইছে সোনা কইন্যা
সে কোন্ বন পাহাড় ॥

২। পাউড়ি=পাড়। ৩। দাড়াক্=দেবদারু শ্রেণীর সুউচ্চ বৃক্ষ, বনস্পতি।
৪। মোলাম=মসৃণ। ৫। ঢাকত্=আবরণে, আড়ালে।

বাঁশি বাজাও রাখুয়াল[৬] ভাই রে
তোমরা ঘুইরা[৭] বনে বনে।
একডা[৮] বাঁশি আমার দিবা নি
দয়া কইরা অন্ধ জনে ॥
কোন্ বনে হারায়্যা গেল
ভাইরে, আমার বইক্ষের সোনা।
বাঁশি বাজায়্যা বিচ্‌ড়াইবাম
আমি রে অন্ধ জনা ॥'

(১৩)

সোনা কইন্যা জানে কুমার আধার জুগাইতে[১] গেছে।
আইজ কেনে অত বেইল[২] যায় ফিইর‍্যা না আইতাছে॥
উঠ-বইস করে রে কইন্যা কুমারের লাগিয়া।
এইমতে সারাদিন কইন্যার গেলরে চলিয়া। *
সইন্ধ্যাকালে জঙ্গল যখন আন্ধাইরে ঘিরিল।
কইন্যা ভাবে হায় কুমার কোথায় বা রইল ॥
কোথায় জানি রইল রে কুমার বুইঝ্‌তে না পারে।
পুড়া মনের মধ্যে কত কথা উঠে আর পড়ে ॥
রামদাওখান হাতত্[৩] লয়্যা কইন্যা বিচ্‌ড়ায় কুমারে।
আউলা[৪] হইয়া না কইন্যা জঙ্গলাতে ফিরে ॥

৬। রাখুয়াল = রাখাল। ৭। ঘুইরা = ঘুরিয়া। ৮। একডা = একটি।
১। আধার জুগাইতে = খাদ্য অন্বেষণে। ২। বেইল = বেলা।
৩। হাতত্ = হাতে। ৪। আউলা = ব্যস্ত।

পাঠান্তর :— * এই মতে সারা দিনমান রইল বসিয়া।

'বাঘে যুদি খাইত বন্ধে পইড়্যা থাইক্ত হাড় ।
ছন্ন বংশ[5] না পাই কিছু জঙ্গলার মাঝার ॥
আমার পতি সেরা জুয়ান বাঘে ডরায় তারে ।
বুঝিবা পরীরা ধইরা লয়া গেছে তারার [6] ঘরে ॥
আনইলে [7] বন্ধু আমার না যাইব ফাকি দিয়া ।
আমি অভাগী সোনা কইন্যারে জঙ্গলায় ফালাইয়া ॥
যেইখানে গেলারে বন্ধু, সুখে থাইক্য তুমি ।
তোমার দুক্কের কথা যেন কানে নাই সে শুনি ॥
আশ্‌মান পাতাল দেখবাম আমি বন্ধুরে বিচ্‌ড়াইয়া ।
কোন পরীত্‌ লয়্যা গেল আমারে ফাকি দিয়া ॥"

বন্ধুর লাগিয়া কইন্যা হইল উন্মাদিনী । +
ছনে বনে[8] দেশে দেশে ঘুরে অভাগিনী । +
কখন হাসে কখন কান্দে কখন গান গায় । +
দেশে দেশে ঘুইরা কইন্যার এক বচ্ছর যায় ॥ +

'হায়রে, বন্ধু আমার নাই দেশে ।
আইলা না পরাণের বন্ধু
তুমি রইলা কোন বা দেশে ॥ —ধুয়া
আশ্বিন মাসে ত বনে
ফুটে স্থল পউদ্মের ফুল । +
ভোর বিয়ানে[9] ভমরা বনে
গাইত কইরা রুল[10] ॥ +

৫। ছন্ন বংশ=কোনো চিহ্ন। ৬। তারার=তাহাদের। ৭। আনইলে=তাহা না হইলে। ৮। ছনে বনে=প্রান্তরে-বনে সর্বত্র। ৯। ভোর বিয়ানে=অতি প্রত্যুষে। ১০। রুল=গুঞ্জন।

বন্ধুর কুলে[১১] শুইয়া রে আমি
শুইনতাম ভমরার গান। +
সেইনা বন্ধু কোথায় রইল
কে দিব সন্ধান॥ +

কাত্তিক মাসে কাইত্যানী হাওয়া
গাও শির-শির করে।
বনে জংলায় ঘূইরা বেড়াই
বন্ধুর হস্ত ধইরে॥ +
বাঘ ভাল্লুক গয়াল[১২] বরা[১৩]
পন্থে হইত দেখা। +
কেউ ত না দুশ্‌মনি করে
জঙ্গলায় পাইলে একা॥ +
হায় রে আমার সুখের বন
সুখের গফরে[১৪] বাস। +
কোন দুশ্‌মনে ভাইঙ্গ্যা দিল
এমুন কইরা যে নৈরাশ॥ +

এইনা আগণ[১৫] মাসে রে বন্ধু
বাউন্যা[১৬] বাও[১৭] ছাড়ে। +
দিন রাইত সকাল সইন্ধ্যা
তোমারে মনে পড়ে॥ +

১১। কুলে=কোলে, পাশে। ১২। গয়াল=মহিষ জাতীয় এক শ্রেণীর বন্য পশু; ইহারা পোষ মানে না। ১৩। বরা=চারটি বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট অতি কদাকার বন্য শূকর। ১৪। গফর=গহ্বর। ১৫। আগণ=অগ্রহায়ণ। ১৬। বাউন্যা=(?)। ১৭। বাও=বাতাস।

নীওরে[১৮] ভিজ্যা বনের লতা
রয় পন্থ আগুলিয়া। +
ভোর বিয়ানে তোমার কুলে
রইতাম রে শুতিয়া[১৯] ॥ +
সুখের আমার বনের গফর
হায় রে কোন্ বা দুশ্‌মনে। +
ভাইঙ্গ্যা দিয়া পাগল কইরল
অখন[২০] ফিরি ছনে বনে ॥ +

আইস্যাছে পউষ না মাস রে
এই মাসে বনে পৌউষা আঁধি[২১]। +
পওর বেইল[২২] পার হয়্যা যায়
সূরুজ নাই সে দেখি ॥ +
বন্ধুর কাছে বইসা থাকি
গায়ে ধরে উম[২৩]। +
রাইতের কালে বন্ধুর কুলে
হইত মধুর ঘুম ॥ +
সেইনা পউষ মাস আইসাছে
আমার চউক্ষে নিদ্রা নাই। +
কোন্ বা দেশে রইলা রে বন্ধু,
আমি কেম্‌নে তোমারে পাই ॥ +

•

১৮। নীওর = নীহার। ১৯। শুতিয়া = শুইয়া। ২০। অখন = এখন। ২১। পোউষা আঁধি = পৌষ মাসের কুয়াশায় অন্ধকার। ২২। পওর বেইল = এক প্রহর বেলা। ২৩। উম = আরামদায়ক গরম।

মাঘ মাস আইসাছে লয়্যা
উতুরালী[২৪] বাও। +
বন বাদারে[২৫] বন্ধুরে বিচ্‌ড়াই
আমার শীতে কাঁপে গাও॥ +
জংলার মধ্যে সেই মাটির গফর
আইজ সদাই মনে পড়ে। +
রাজার কুমার বন্ধুরে লয়্যা
ছিলাম সুখে সে গফরে॥ +
কোন্ বিধার্তা[২৬] ভাইঙ্গা দিল রে
আমার সেইনা সুখের বাসা। +
আইজ পন্থে পন্থে কাইন্দ্যা ফিরি
আমার নাই রে কোনো আশা॥ +

আইসাছে ফাগুন মাস রে বন্ধু,
আরে বন্ধু ছুইট্যাছে মদন বাও[২৭]।
আমার দিন যায় রে আনায়-তানায়[২৮]
বন্ধু, রাইত ত না পোষায়[২৯]॥
কোন্ পরীত্[৩০] বান লয়্যা গেল
বন্ধু তোমারে ভুলাইয়া। +
লাগাল[৩১] পাইলে কাইট্যা ফেলবাম্
আমার রামদাওখান দিয়া॥ +

২৪। উতুরালী=উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত। ২৫। বনবাদাড়ে=বনে-জঙ্গলে। ২৬। বিধার্তা=বিধাতা পুরুষ। ২৭। মদন বাও=বসন্ত বায়ু। ২৮। আনায় তানায়=এটা ওটা লইয়া। ২৯। পোষায়=পোহায়। ৩০। পরীত্=পরীতে। ৩১। লাগাল=নাগাল, ধরিতে।

আমার সোয়ামী পরীত্ লইব
সাওস[৩২] ত তার ভারী। +
হাতত্[৩৩] একবার লাগাল পাইলে
ভাইঙ্গ্বাম্ পরীর জারিজুরি ॥ +

চৈত না মাসে রে বন্ধু,
আরে চৈতালী বাতাসে।
তাপিত বইক্ষ শীতল না হয়
বন্ধু রইলা কোন্ বা দেশে ॥
পাল উড়ায়া যাও রে নাইয়া
তুমি গাঙ্গের উজান বাইয়া। +
কোন্ বা দেশে পরীর বাসা
কও অভাগীর মুখ চাইয়া। +
আমার পতি রাজার কুমার
রূপে চৌখ্ জুড়ায়। +
পরীত্ হইরা[৩৪] নিছে তারে
কও কোন্ বা দেশের ভায়[৩৫] ॥ +

বৈশাখ না মাসে রে বন্ধু
কোইলে কাড়ে রাও[৩৬]।
তার সঙ্গে সাঁঝ সকালে
ছাড়ে দহিনালী[৩৭] বাও ॥ +

৩২। সাওস=সাহস। ৩৩। হাতত্=হাতেনাতে। ৩৪। হইরা=হরণ করিয়া। ৩৫। ভায়=দিকে। ৩৬। কোইলে কাড়ে রাও=কোকিলে চিৎকার করে। ('কাড়ে রাও' শব্দ অন্তরের বিরক্তি প্রকাশক।) ৩৭। দহিণালী=দক্ষিণ হইতে প্রবাহিত।

কানের মধ্যে ঠাডার[৩৮] বাজে
গায়ত্ আগুনের ছেকা ।*
বন্ধু আমার কাছে নাই রে
আমি ঘুইরা ফিরি একা ॥ +
কোয়েলার কুউ মিঠা রে
মিঠা দহিনালী বাও । +
তার থাইক্যা অধিক মিঠা রে
আমার বন্ধুর মুখের রাও ॥ +

জেঠ্[৩৯] না মাসে রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, রইদের খর[৪০] তেজ ।
তার থাইক্যা অধিক জ্বালা রে
আমার বন্ধুর বিচ্ছেদ ॥
পরীর দেশ শীতল পাহাড় রে
নাই সে খর রোইদের জ্বালা । +
সেই না দেশে যায়্যা রে বন্ধু,
তুমি আমারে ভুইলা গেলা ॥ +
একে ত শীতল পরীর দেশ
তারা মায়া-মন্তর জানে । +
বন্ধুরে ভুলায়্যা রাইখ্ছে
তারা মায়া-মন্তর গুণে ॥ +

৩৮। ঠাডার = বজ্রপাতের শব্দ। ৩৯। জেঠ্ = জ্যৈষ্ঠ। ৪০। খর = উগ্র, তীক্ষ্ণ।

পাঠান্তর :— * কানের মধ্যে ঠাডা বাজে গো
আমার বন্ধুকথা মিঠা রে ॥

আতাল পাতাল[৪১] বিচ্‌ড়াইবাম্‌
কোথায় সে পরীর দেশ।+
একবার লাগাল পাইলে ঘুচাইবাম
আমার মনের কেলেশ[৪২] ॥+

আষাঢ় না মাস রে বন্ধু,
আশ্‌মানে ঘন মেঘের ধারা।
দেহের মাঝে আগুন জ্বইল্যা রে
আমার মন হইল আঙ্গেরা ॥
এই ত আগুনের জ্বালা গো
আমার বন্ধু নিবাইত্‌ পারে।+
সেইনা পরাণ বন্ধুরে আমার
পরীত্‌ নিছে ধইরে ॥+
কোন্‌ পাহাড়ে যাইবা রে পরী,
তুমি পলাইবা কোন্‌ বনে।+
কাইট্যা[৪৩] তরে[৪৪] চাক্‌ চাক্‌ করবাম
একবার দেখিলে নয়ানে ॥+

শাওন[৪৫] মাইস্যা শাউন্যা ঝরা
গাঙ্গে অথৈ পানি।
কোন্‌ বা দেশে রইল্যা রে বন্ধু,
আমি কিছুই ত না জানি ॥

৪১। আতাল পাতাল = স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সর্বত্র। ৪২। মনের কেলেশ = মনের ক্লেশ। ৪৩। কাইট্যা = কাটিয়া। ৪৪। তারে = তোকে ॥ ৪৫। শাওন = শ্রাবণ।

শুন শুন পরী বইন লো,
একবার শুন আমার কথা।+
পাগল বইনের কথা শুইন্যা
তুমি মনে না পাও বেথা॥+
শাওন মাসে বিল বাওড়ে[৪৬]
আলো ফুটে পউদ্মের[৪৭] ফুল।*
বন্ধু তোমার আইনা দিব
তুমি পইর[৪৮] কানে দুল॥৭
আমার লাইগ্যা রাজার কুমার
কইরাছে বন-গফরে বাসা।+
এই অভাগীর লাইগ্যা হায় রে
ছাইড়্যাছে রাজ-রাজত্বির আশা॥+
তুমি আমার বইন লো পরী
আমার মাথা খাও।+
রাজার কুমার বন্ধুরে তুমি
দুক্ষু নাই সে দেও॥+

ভাদ্দর মাসে ভরা গাঙ্গ
গাঙ্গের কূলে কূলে পানি।+
গাঙ্গের পাড়ে ছুটে কইন্যা
হইয়া উন্মাদিনী॥+

৪৬। বাওড়=নদী পরিত্যক্ত বক্রাকৃতি বৃহৎ বদ্ধ জলাশয়। ৪৭। পউদ্মর =পদ্মের। ৪৮। পইর=পরিও।

পাঠান্তর :— * শায়ন না মাসেরে বন্ধু আরে ফুটছে পউদের ফুল।
৭ তুমি বন্ধু আন্যা দিতাগো পিন্‌তাম কাণে ফুল॥

বন্ধুয়ার লাগিয়া কইন্যা
ফিরে দাওয়ানা[৪৯] হইয়া।
'কোথায় পাইবাম সোনার বন্ধু *
কে দেইখ্যাছ দেও কইয়া॥
চাইর যুগের বিরিক্ষ তোমরা রে
আরে তোমরা জঙ্গলার মধ্যে আছ।
আমার বন্ধু কোথায় গেল
তোমরা নি দেইখ্যাছ॥
আরে বনের পশু পঙ্খী তোমরা
তোমরা চিন মোর বন্ধেরে।
কোন্ বা দেশে গেলে রে আমি
কও পাইবাম্ তারারে[৫০]॥
আশ্‌মানের তারা রে তোমরা
আশমানে মিট্‌মিটায়া হাস।
আমার পরাণ বন্ধুরে যাইতে
তোমরা নি দেইখ্যাছ॥
কোন্ পাহাড়ে পরীর দেশ
কোন্ সায়রের[৫১] পারে।
কে কইব সেই দেশের উদ্দিশ
আমি জিগাই বা কাহারে॥

৪৯। দাওয়ানা=অর্ধোন্মাদিনী যাহার একটি বিষয় ছাড়া আর কোনো চিন্তা বা লক্ষ্য নাই। ৫০। তারারে= তাহাকে ৫১। সায়র=বড়ো নদী।

* '—চেংড়া বন্ধু—'।

বাপ ছাইড়লা মাও ছাইড়লা
বন্ধু, তুমি আমার লাগিয়া।
শেষ কাড়ালে[৫২] কেন রে বন্ধু,
গেলা আমারে ফাঁকি দিয়া ॥
আগে যুদি জাইনতাম রে বন্ধু,
তুমি যাইবা আমারে ছাড়িয়া।
দরিয়াতে ডুইব্যা মইরতাম
গলায় কলসী বান্ধিয়া ॥"

(১৪+) ক

নদীর কূলে বইস্যা কান্দে
হায় রে, সেইনা কইন্যা অভাগিনী।
চম্‌কিয়া উঠিল কইন্যা
দূরে বাঁশির আবাজ[৫৩] শুনি ॥
দূর বনে বাইজতাছে বাঁশি
বাঁশি বাজে রহিয়া রহিয়া।
এইনা বাঁশির সুর কইন্যা
আরে কইন্যা লইল চিনিয়া ॥
সইন্ধ্যার আন্ধার লাইম্যা আইছে
সূরুজ বইসাছুইন পাটে[৫৪]।

৫২। শেষ কাড়ালে = শেষের দিকে, অবশেষে। ৫৩। আবাজ = অস্পষ্ট ধ্বনি। ৫৪। বইসাছুইন পাটে = বসিয়াছেন আসনে—অর্থাৎ অস্তমিত হইয়াছেন।

ক :—এই অধ্যায় সেনমহাশয়ের সম্পাদনায় নাই। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ইতি—সং

সেইনা কালে দুক্ষিনী কইন্যা
হায় রে গাঙ্গের পাড়ে ছুটে ॥
ভাদ্দর মাইস্যা ভরা গাঙ্গ রে
গাঙ্গের ঢেউয়ে মারে বাড়ি[৫৫]।
ঝুপঝুপায়্যা ভাইঙ্গ্যা পড়ে
হায়রে গাঙ্গের কূলের পাড়ি ॥

নদী, ধীরে চল বইয়া[৫৬]।
দূর বনে বাইজাছে বাঁশি
দুক্ষিনী কইন্যারে শুনাইয়া—
রে নদী, ধীরে চল বইয়া ॥ —ধুয়া
ক্ষেমা দেওরে[৫৭] দারুণ্যা নদী,
তুমি না ভাইঙ্গ রে কূল।
তোমার কূলে চইলাছে কইন্যা
য়াইতে হইয়া বেভুল[৫৮] ॥
বন্ধুর বাঁশি শুইনাছে কইন্যা
আইজ বহুত দিনের পরে।
ছুইট্যা চলে দুক্ষিনী কইন্যা
নদীর পাড়ে পাড়ে ॥
না শুনলা না শুন্‌লা রে নদী
আমার কথা না শুনিলা।
তোমার শীতল বইক্ষে কইন্যারে
আইজ তুমি টাইনা নিলা ॥

৫৫। মারে বাড়ি=আঘাত করে। ৫৬। বইয়া=বহিয়া। ৫৭। ক্ষেমা দেও= নিবৃত্ত হও, ক্ষমা কর, থামো। ৫৮। বেভুল=বিহ্বল, অসতর্ক।

দূর বনে বাইজত্যাছে বাঁশি
হায় রে কইন্যারে ডাকিয়া।
ডুইব্যা গেল পরাণের কইন্যা
বাঁশি আর না পাইব খুজিয়া রে—
নদী কাইন্দ্যা চলে বইয়া ॥

নদী কাইন্দ্যা যায় রে বইয়া,
নিশি রাইতে জলের স্নুতে[৫৯]
কইন্যার প্রেমের গান গাইয়া ॥
দিন যায় রে মাস যায় রে
বচ্ছর যায় রে চইল্যা।
বনে বনে বাজে রে বাঁশি
বাজে সোনা কইন্যা বইল্যা ॥
বাজিতে বাজিতে বাঁশি
এক দিন আর না বাজিল।
কোথায় গেল বীরনারাইণ
আর কেউ না জানিল ॥
নদী কাইন্দ্যা চলে বইয়া,
নিশি রাইতে জলের স্নুতে
বীরনারাইণের প্রেমের গান গাইয়া ॥

সমাপ্ত।

৫৯। স্নুতে = স্রোতে।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

ষষ্ঠ খণ্ড

ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা

ভূমিকা

ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালার ছত্রসংখ্যা ১৭৪০। মাননীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট্ মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত 'ভেলুয়া' পালার ছত্রসংখ্যা ১৪৩৪। এই ১৪৩৪ ছত্রের মধ্যে ১৪১২ ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে। যে ২২টি ছত্র গৃহীত হয় নাই তাহা তৎতৎস্থলে পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। সেন মহাশয় সম্পাদিত ১৩১টি ছত্রের সঙ্গে এই সম্পাদনার শব্দার্থ ও তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ পাদটীকায় দেওয়া হইল। ঘটনা বর্ণনার অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর, ছত্রে শব্দের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর ও শব্দের বানান ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। এই সম্পাদনার যে ছত্রগুলি সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই, তাহা বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে 'গায়েন' সম্প্রদায় এই সব পালা শ্রোতার আসরে গান করিতেন। সে সব আসরে যাঁহারা শ্রোতা হইতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পল্লীর সাধারণ গৃহস্থ নরনারী। এই শ্রেণীর শ্রোতা সাধারণত ভাবপ্রবণ, কল্পনা-প্রবণ নহেন। এরূপ ক্ষেত্রে গায়েনের গানে ঘটনা বর্ণনায় পারম্পর্যহীনতা থাকিলে গান জমে না। সেকালের অল্প শিক্ষিত পল্লী-কবিদের এ জ্ঞান ছিল না বলিলে বোধ হয় তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। এই সব প্রাচীন পল্লী-কবিদের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না; যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সবই

গায়েন ও বয়াতাদের লিখিত খাতা। এই প্রকার খাতায় লিখিত পালা যতগুলি আমার হাতে আসিয়াছে, তাহার কোনোটাতেই পারম্পর্যহীনতা, অস্পষ্টতা ও একজনের কথা অন্য জনের মুখে,— এ প্রকার দেখি নাই, গয়েনদের গাহিতেও শুনি নাই। সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই তিনটির এত আধিক্য একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। মাননীয় সেন মহাশয় এই পালার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'এই পালার গানটিতে বিশেষ কোনও কবিত্ব-সম্পদ আছে বলিয়া মনে হয় না। * * * ইহাতে কবিত্বেরও তেমন কোনো নিদর্শন নাই। তথাপি ঘটনার কৌশলময় পর পর সন্নিবেশের দরুণ পাঠকের কৌতূহল সর্বত্র পরিতৃপ্ত হইয়াছে।' তবে কি সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই পারম্পর্যহীনতা প্রভৃতি 'ঘটনার কৌশলময় পর পর সন্নিবেশ'? তাহা যদি হয়, তবে এ 'কৌশলময়' 'সন্নিবেশ' করিয়াছে কে? পালা রচয়িতা কবি যে এ কৌশল খাটান নাই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কারণ, সেকালে পল্লীকবিদের রচনা জন-সমাজে প্রচারের জন্য নির্ভর করিতে হইত গায়েন ও বয়াতীদের উপরে। কবি রবীন্দ্রনাথের রাজা হবুচন্দ্রের স্বপ্ন 'হিং টিং ছট্'-এর বাঙ্গালী ব্যাখ্যার মত কোনো পালা গান অন্তত পূর্ববঙ্গের অল্প শিক্ষিত গায়েন ও বয়াতী সম্প্রদায় করেন না; অতএব এই অপূর্ব কাব্য-কৌশলের জন্য তাঁহাদেরও প্রশংসা করা সঙ্গত নহে।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভূমিকায় মন্তব্য করিয়াছেন,— 'মুসলমান এবং হিন্দু উভয় শ্রেণীর লোকেই অনেক পালা গান বাজারে প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু এই অর্দ্ধশিক্ষিত প্রকাশকগণ পালাগানের ভাষা পরিবর্তন করিয়া * * এমন বিকৃত করিয়া ফেলেন যে তাহাতে কৃষক-কবিদের সরল হৃদয়ের মাধুর্য, পবিত্রতা এবং অশিক্ষিত রচনাভঙ্গীর সৌন্দর্য কিছুই থাকে না। কৃষকদের ভাটিয়াল

সুর যখন নিয়মাবদ্ধ পয়ারে পরিণত করা হয় তখন তাহা একেবারে উৎকট হইয়া উঠে।'

সেন মহাশয়ের এই মন্তব্য অতীব সত্য। ভাটিয়ালী প্রভৃতি পূর্ববঙ্গীয় সুর নির্ভর করে রচনার ছন্দ ও শব্দের উচ্চারণভঙ্গীর উপরে। কিন্তু এই ছন্দ ও শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গী অনুযায়ী বানানের বিকৃতি সেন মহাশয় সম্পাদিত পালাগুলিতে যে প্রকার ঘটিয়াছে, সে প্রকার অন্য কোথাও হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। এই বিকৃতিও রচয়িতা কবি বা গায়েন-বয়াতী সম্প্রদায় ঘটান নাই কারণ, তাহা হইলে তাঁহারা উহা গাহিতে পারিতেন না।

সেন মহাশয়ের ভূমিকায় আর একটি মন্তব্য বেশ কৌতুকাবহ,—'সমাজের যে চিত্র ভেলুয়াতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা আমাদের ব্রাহ্মণশাসিত বর্তমান হিন্দু সমাজের মত আদৌ নহে। * * *। বিবাহ ব্যাপারটা প্রায় সমস্তই স্ত্রী-আচার। বিবাহোৎসবে যে দান এবং ভোজনাদি ব্যাপারের বর্ণনা আছে, তাহাতে দরিদ্র-ভোজনের উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণভোজনের কথা নাই (২০৬ পৃ:, ১০৩ ছত্র)।" সেন মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থে উক্ত ছত্রটি—

'দরিদ্রে বিলায় সাধু রজত কাঞ্চন ॥ (১০২)
এইরূপে ভেলুয়া আর মেনকা সুন্দরী।' (১০৩)

ভেলুয়ার বিবাহ প্রসঙ্গে পালায় কোনো স্ত্রী-আচারের বর্ণনা নাই, ভোজনের বর্ণনাও নাই; সেন মহাশয়ের সম্পাদনায়ও নাই, আমার সম্পাদনায়ও নাই। এই প্রকার ব্যাপার সেন মহাশয় লিখিত 'চৌধুরীর লড়াই' (রঙ্গমালা) প্রভৃতি আরও কয়েকটি পালার ভূমিকায় দেখা যাইবে। 'ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজ' বলিতে যে কি বুঝায় তাহা আমি এ পর্যন্তও বুঝিতে পারি নাই, তবে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র ভূমিকায় লিখিত '** দুরন্ত পাঁজির

আইন কানুনে বাঁধা এই প্রাচীন জীর্ণ হিন্দুসমাজের যে মূর্তি কৃত্রিমতাকে জীবন্ত করিয়া খাঁড়া হাতে বর্তমান কালে আমাদিগকে শাসাইতেছে', সে মূর্তি ভেলুয়া-মদন সাধুর যুগেও যে ছিল, তাহার প্রমাণ এই পালার মধ্যেই আছে। মুরারী সদাগর পুত্রকে শুভদিনে বাণিজ্যে পাঠাইবার জন্য গণককে দিন দেখাইলেন এবং 'গণকে বাছিল দিন ভালা দিন চাইয়া।' 'পুত্রের রাখিতে মন বাপ ধনঞ্জয়। বিয়ার দিন ঠিক করে দেখিয়া সময়॥' মানিক সদাগর ভেলুয়ার বিবাহের জন্য 'গণক ডাকিয়া সাধু দিন করে স্থির। এইরূপে দিন লগ্ন হইল সুস্থির॥' অত্যাচারী এবং সেন মহাশয়ের মতে 'মগাধিপতি' আবু রাজা ভেলুয়াকে বলিতেছেন, 'গণকে দেখাইয়া আমি দিন করেছি স্থির।' ইহাতে বুঝা যায় সে কালেও পঞ্জিকা ও গণক ঠাকুরের সমাদর ছিল। দুরন্ত পাঁজির নিয়ম কানুন খাঁড়া হাতে করিয়া বর্তমান কালে আমাদিগকে শাসাইতেছে —ইহা প্রলাপোক্তি। কারণ, পাঁজির ব্যবস্থা কোনো কালেই কাহারও প্রতি বাধ্যতামূলক নহে।

পালার ৭ম অধ্যায়ে ভেলুয়ার সঙ্গে মদনের প্রথম মিলন রাত্রে বিদায়ের সময়ে সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় আছে,—

(মদনের উক্তি)—

"বিদায় দেও লো প্রাণ প্রেয়সী নিশি হইল ভারী।
কেউ না দেখিতে আজি ফিরিবাম্ বাড়ী॥"

(ভেলুয়ার উক্তি)—

"তোমারে ছাড়িতে বন্ধু প্রাণ নাহি ধরে।
চল যাইরে প্রাণের বন্ধু আপন মন্দিরে॥
কেউ না দেখিব তোমায় চ্যাইপ্যা রাখ্‌ব কেশে।
তোমারে লইয়া আমি ফিরবাম নানা দেশে॥

বাপ ছাড়বাম মাও ছাড়বাম ছাড়বাম পঞ্চ ভাই।
তোমার সঙ্গে যাইবাম আমি অন্য চিন্তা নাই ॥
কেমন কইরা ছাইড়া দিবাম বুক কইরা খালি।
প্রাণের বন্ধু ছাইড়া গেলে হইবাম পাগলী ॥
নিতান্ত যাইলে বন্ধু ডিঙ্গায় কইরা লও।
আমারে ছাড়িয়া গেলে মোর মাথা খাও॥
তুমি যদি ছাইড়া যাও প্রাণ নাহি বাঁচিব।
চুম্বিয়া হীরার বিষ পরাণ ত্যাজিব ॥"

এই চোদ্দটি ছত্র আমি অন্য কোথাও পাই নাই। এবং আমার ধারণা, এই ছত্রগুলি পালা রচয়িতা কবির রচনা নহে। কারণ, এই সব পল্লীকবি তথাকথিত অল্প শিক্ষিতই হউন আর অশিক্ষিতই হউন, তাঁহাদের রচনায় বাস্তবকে লঙ্ঘন ও রসবোধের অভাব দেখা যায় না। ভেলুয়ার মত আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্না নায়িকার পক্ষে গোপনে প্রথম মিলনে এই প্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা অস্বাভাবিক। সেজন্য আমার সম্পাদনায় ঐ চোদ্দটি ছত্র বাদ দিয়া গায়েনদের খাতার বর্ণনা অনুসরণ করিয়াছি।

আমার সংগ্রহ পালাগুলি ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার জন্য ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চেষ্টা আরম্ভ করিয়া এমন কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ও অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে, যাঁহারা রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বি.এ., ডি. লিট্ মহাশয়ের সম্পাদনার ভাষায় একটি কমা সেমিকোলনও বাদ দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের এই অনুরাগের যথাসম্ভব মর্যাদা দিয়া অপরাপর পালাগুলি সম্পাদন-চেষ্টা করিলেও এই পালাটিতে তাহা করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তাহার কারণ, সেন মহাশয়ের সম্পাদনার অধিকাংশ এই বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমবঙ্গীয় লেখ্যভাষায় রচিত; সেজন্য

পূর্ববঙ্গীয় কোনো সুরে উহা গান করা সম্ভব নহে। অথচ পালাটি অন্তত সাত শত বৎসরের পুরাতন।

ভেলুয়া-মদন সাধুর পালা বর্তমানে যে ভাষায় আমরা পাইতেছি তাহা বোধ হয় মূল কবির রচনার ভাষা নহে। কারণ, পালায় বর্ণিত ঘটনাস্থল বর্তমান মানচিত্রে চট্টগ্রাম জেলা। পূর্ববঙ্গের কবি-ঐতিহ্যানুসারে ঘটনার অব্যবহিত কালের মধ্যেই স্থানীয় কবি পালা রচনা করেন, এবং সে রচনায় স্থানীয় কথ্যভাষার প্রাচুর্য থাকে। এই পালাটিতে চট্টলীবাংলা ভাষার কোনো পরিচয় নাই, আছে ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলার কথ্য ভাষার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের সমগ্রবাংলার লেখ্য ভাষার মিশ্রণ। এই ব্যাপার অপর কোনো পালার ভাষায় দেখা যায় না। এই সঙ্গে আরও দুইটি ব্যাপার লক্ষনীয়। এই পালা চট্টগ্রাম জেলার ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইলেও ঐ অঞ্চলে ইহার প্রচলন ছিল না। এ পালাগানের প্রচলন ছিল শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলায়। পালার বর্ণনায় জানা যায়, ঘটনার সমসাময়িক কালে চট্টগ্রামের ঐ অঞ্চলে বহু বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু বণিক সওদাগর বাস করিতেন। মুস্‌লিম শাসন যুগ হইতে এই বণিক সওদাগরদের কথা ইতিহাসের পাতায় লোক কাহিনীতে পাওয়া যায় নাই। রাংচাপুরে আবু রাজাকে সেন মহাশয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় 'মগাধিপতি' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু পালার বর্ণনায় দেখা যায় ভেলুয়াকে আবুরাজা বলিতেছেন,—

> 'কাঠগড়া কুইপ্যাছি আমি রক্ষা কালীর মন্দিরে।
> মদন সাধু আইলে দেশে বলি দিবাম তারে ॥'

তাহার পর রাজা যখন বিবাহ করিতে যাইতেছেন তখন তাঁহার সঙ্গে—

'নাপিত নাপ্‌ত্যানী চলে বিয়ার পুরোহিত।'

মঘেরা রক্ষাকালীর মন্দির স্থাপন করিয়া পূজা করে, এবং বিবাহে নাপিত ও পুরোহিত সঙ্গে লইয়া যায়, ইহা কোথাও শুনি নাই।

আমি ঐতিহাসিক নই, ইতিহাস পড়িবার সেরূপ সুযোগ ও সময় জীবনে পাই নাই। ভবিষ্যতে ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের দিগ্‌দর্শনরূপে কয়েকটি তথ্যের উপরে নির্ভর করিয়া আমি বলিতে চাই, এই পালার ঘটনা প্রাগ্‌মুসলিম শাসন যুগে ঘটিয়াছিল। সে যুগে বণিক সওদাগর সম্প্রদায়ের বাণিজ্যের ক্ষেত্র ছিল সমুদ্রপথে বহু দেশে। সে জন্য সমুদ্র ও বড়ো বড়ো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলই তাঁহাদের বাসোপযোগী স্থান ছিল। এই কারণে বর্তমান চট্টগ্রাম জেলায় সে যুগে বহু হিন্দু সওদাগরের বাস ছিল। পরবর্তী মুসলিম-শাসন যুগে নানা কারণে হিন্দু সওদাগরদের সাগরপারের বাণিজ্য বন্ধ হইলে তাঁহারা ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া উত্তরাঞ্চলে চলিয়া আসেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে এই পালাটিও চলিয়া আসে। কালক্রমে ঐসব বাস্তুত্যাগীদের কথ্যভাষার রূপান্তর ঘটার সঙ্গে তাঁহাদের প্রিয় ভেলুয়া-মদন সাধু পালার ভাষারও রূপান্তর ঘটিয়াছে, সুরেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তবে মূল কাহিনীর কোনো পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন বা রূপান্তর করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পূর্ববঙ্গে বণিক সমাজে শনিপূজা ও মনসা পূজা উপলক্ষে বাড়ীতে এই পালাগান দেওয়ার প্রথা বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ভেলুয়া-মদনসাধু পালার ভূমিকায় মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সে যুগের বণিক সওদাগরদের সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

' * * এই কাহিনীতে প্রসঙ্গক্রমে বাণিজ্যের যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে এই দেশ যে এককালে কত সমৃদ্ধ ছিল তাহার

আভাস পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদ-নদী থাকার দরুণ তাহাদের ভঙ্গপ্রবণ তীরদেশে বৃহৎ প্রস্তর বা ইষ্টকালয় নির্মাণ নিরাপদ নহে। এই জন্যই বঙ্গীয় শিল্পীরা তাহাদের মনের মত করিয়া "বাঙ্গালা" ঘর রচনা করিত। এই বাঙ্গালা ঘরে চূড়ান্ত কারুকার্য প্রদর্শিত হইত। এবং ইহার এক একখানির জন্য গৃহস্বামীরা যে অর্থ ব্যয় করিতেন তাহাতে হয়ত ক্বচিৎ বিশাল প্রস্তরপুরী নির্মিত হইতে পারিত। কোনও বৃহৎ প্রকোষ্ঠে সময় সময় ৫২টি পর্যন্ত দরজা থাকিত। গৃহের কড়িবর্গা খাঁটি সোণায় মোড়া হইত। ছাদগুলি মাছরাঙ্গা পাখী এবং ময়ূরের পালকে আবৃত হইয়া সূর্যকিরণে ঝলমল করিত। ছাদ কখন কখনও মণিমুক্তাখচিত স্বুবর্ণপত্রে মোড়া হইত এবং তাহাতে স্থানে স্থানে অভ্রখণ্ড সংলগ্ন করা হইত। অবশ্য কবির এই সব বিবরণের উপর আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না; কিন্তু অনেক বাদসাদ দিয়া এই সকল আখ্যান গ্রহণ করিলেও যে দেশের একটা বিশাল সমৃদ্ধির ধারণা হয়, তাহা একেবারে মনঃকল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। জাহাজের মাস্তুলগুলি খাঁটি সোণার পাতে আবৃত থাকিত, এবং তাহার উপরে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত সমুজ্জ্বল পতাকা উড্ডীন হইত। বণিককন্যারা রাজকন্যার মত সম্মান পাইতেন। সাধারণতঃ তাঁহাদের এক এক জনের বারোটি করিয়া সখী থাকিত। খাদ্য দ্রব্যাদির জন্য স্বর্ণপাত্র ব্যবহৃত হইত। রাজরাজড়ারা শত লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী উপহার দিয়া প্রণয়িণীর মনোরঞ্জন করিতেন। যখন কোনও জাহাজ সমুদ্র যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিত, তখন বণিকবধূরা নানারূপ ধর্মানুষ্ঠান করিয়া সেই জাহাজ নদীর তীরে বরণ করিয়া বাণিজ্যের দ্রব্যাদি গৃহে লইতেন। যতই না কেন অতি-রঞ্জন থাকুক, এই সকল কথা যখন আমরা বাঙ্গলার ব্রতকথা, রূপকথা

এবং পালাগান সর্বত্রই প্রায় একভাবেই পাইতেছি তখন কবিরা যে নিতান্ত আকাশকুসুম কল্পনা করেন নাই তাহা অনুমান করা যায়।'

মাননীয় সেন মহাশয় বাঙ্গালী ও বাংলাদেশের যে 'স্বর্ণযুগ'-এর কথা বলিলেন উহা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী যুগ। কারণ, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজি সাম্রাজ্য শাসনের জন্য যে অর্থ-নীতি প্রবর্তন করেন, পরবর্তী শাসকবর্গ সকলেই সে অর্থনীতি অল্পাধিক মানিয়া চলিয়াছিলেন। ফলে, ভারতীয় বণিকদের বহির্বাণিজ্য ধ্বংস হইয়া যায়, এবং জনসাধারণের যে কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা 'মলুয়া' ও 'দস্যু কেনারাম' পালা দুইটিতে দুর্ভিক্ষ বর্ণনায় আছে। এরূপ অবস্থায় এই পালায় বর্ণিত ঘটনার কাল যে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই পালার বর্ণনায় বহু স্থলে 'মালদহের বৈঠালীর' কৃতিত্বের কথা আছে। সে যুগের পথ-ঘাট যান-বাহনের অবস্থা বিবেচনা করিলে মালদহ হইতে চট্টগ্রামে গিয়া 'পবনের নাও'—অর্থাৎ বাইচের নৌকা বাহিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন মালদহবাসীদের বিশেষ গৌরবের বিষয়। শোনা যায় মুর্শিদাবাদের নবাব মীরকাশিম জঙ্গীপুরের বাইচের নৌকায় মুর্শিদাবাদ হইতে এক রাত্রে রাজমহল গিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তবে কোন অজানা কাল হইতে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মালদহ ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বাইচের নৌকা ও বৈঠালী জলপথে দ্রুত গমনের জন্য বিখ্যাত ছিল।

কোনো ঘটনা ঘটিবার অব্যবহিত কালে সেই ঘটনার বর্ণনা কবিতা-গানে রচনা করিতে হইলে কবির কাব্যালঙ্কার প্রকাশের উপযোগী কল্পনা-শক্তি বিকাশের সেরূপ সুযোগ থাকেনা। এরূপ

অবস্থায় পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীকবিদের রচনায় যে সরল-সরসতা, শালীনতাবোধ, বর্ণনীয় বিষয় জনসমাজে উপস্থিত করিবার দক্ষতা দেখা যায় তাহা সমসাময়িক কালের পশ্চিমবঙ্গীয় শিক্ষিত কবিগণের মধ্যে দুর্লভ। ভেলুয়া-মদনসাধু পালার কবি যে বাস্তবানুগ তাহা মেনকার প্রেম মদনের অজ্ঞাত থাকায় প্রমাণ হইয়াছে।

এই পালার আর একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য, একই নায়কের দুই নায়িকা ভেলুয়া ও মেনকা পরস্পরের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য। স্বভাবে ভেলুয়া সরল ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ, মেনকা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধীর স্থির চতুর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেয়ে। মদন সাধু মেনকার দাদার বন্ধু। মদন আসিয়াছিল বন্ধুর বাড়ীতে, তাহাকে দেখিয়া মেনকা ভালবাসিয়াছিল কিন্তু তাহাকে পাইবার আশা সে করিতে পারে নাই; এমন কি আর একবার দেখার আশাও তার ছিল না। এরূপ অবস্থায় ভেলুয়া আশ্রয়প্রার্থিনী হইয়া তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে সাধারণ নায়িকার মত সে ঈর্ষার বশবর্তিনী তো হইলই না, অধিকন্তু তাহার মনে আশা জাগিল,—

'যেইখানে পইড়্যাছে মণি আইব তথা নাগ।
মেনকা সোন্দরী পাইব মদনের লাগ॥'

এই আশা শুধু আর একবার প্রাণ ভরিয়া দেখার আশা মাত্র। বিবাহের আশা সে করিতে পারে না কারণ, ভেলুয়া তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী রূপসী। ইহার পর মেনকার ব্যবহার রহস্যপূর্ণ। সে রহস্যের সমাধান—প্রকৃত প্রেম। এই প্রেমই মদনের প্রিয়তমা ভেলুয়াকে আবুরাজের কবল হইতে উদ্ধারের জন্য মেনকার মুখ হইতে মনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া বলিল,—

'এই আবু রাজারে করবাম আমি বিয়া।
বিয়া কইর‍্যা দুশ্‌মনরে আমি ফালাইবাম মারিয়া॥

দুশ্‌মন মইর‍্যা গেলে তুমি উদ্ধার পাইবা।
আমার অদিষ্টে কি ঘটিব তুমি না ভাবিবা।।'

এবং মেনকার কথা শুনিয়া ভেলুয়ার মুখ হইতে মেনকাকে,—

'কুলটা অসতী বইলা কত গাইল দিল।'

কিন্তু পরক্ষণেই ডোমবধূর ছদ্মবেশে সলুকা আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার সহিত এবং পরবর্তীকালে রাজার সঙ্গে কথাবার্তায় ভেলুয়া একান্তভাবে মেনকার উপরে নির্ভরশীল। নারী চরিত্রে সপত্নীর মধ্যে এই ভাব সুদুর্লভ। 'মলুয়া' পালায় মলুয়া নিরুপায় হইয়া স্বামী চাঁদবিনোদের বিবাহ দিয়াছিল, এবং পরে সপত্নীর হস্তে চাঁদবিনোদকে সমর্পণ করিয়া ভাঙ্গানৌকায় উঠিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। 'কাঞ্চন কন্যা' পালার কাঞ্চনমালা সপত্নী রুক্মিনীর সঙ্গে রাজকুমারকে দেখিয়া—

'চউখে মুখে আনন্দ তার না যায় কওন।
শীতের শুকনা গাঙ্গে আইল আকাইলা বাণ।।'

প্রাঃ পূঃ গীঃ ২য় খণ্ড পৃ ৫৯।

কিন্তু নদীতে আত্মবিসর্জনের পূর্বে কেবলমাত্র রাজকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কামনা করিয়াছিল

'সুখে থাইক্য তুমি রে বন্ধু, সুন্দর নারী লইয়া।
সুখে কর গিয়া বাস বন্ধু, জনম ভরিয়া।।'

প্রাঃ পূঃ গীঃ ২য় খণ্ড পৃ ৬১।

সপত্নী রুক্মিণীর প্রতি কাঞ্চনের যে কি প্রকার মনোভাব তাহা প্রকাশ পায় নাই। এই পালার মেনকা ভেলুয়ার সঙ্গে মদনের কি প্রকার গাঢ় প্রণয় তাহা জানিয়া বুঝিয়াও দারুণ তুফানে চৌগঙ্গায় যখন ভেলুয়া আত্মবিসর্জন করিল তখন—

'মেঘের মতন ভেলুয়ার কেশ ছামনে ভাইস্যা যায়।
তা দেইখ্যা মেনকা জলে পড়িল ঝাঁপায় ॥
ধরিল ভেলুয়ার কেশ মেনকা সুন্দরী।'

ভেলুয়াও জৈতাশ্বরে হিরণ সাধুর গৃহে বিপন্ন হইয়া সারীকে শিখাইয়াছিল,

'এক কথা রাইখ্য রে বন্ধু, তুমি আমার মাথা খাও।
মেনকারে কইর বিয়া যদি তারে পাও ॥'

চিরন্তন সপত্নীবিদ্বেষবহুল সাহিত্য-জগতে একই নায়কের দুই নায়িকার এইপ্রকার হিতৈষণা একান্ত দুর্লভ।

নবদ্বীপ

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা।

(১)

(ক) উজানী নদীর পাড়ে রে
আরে ভালা মুরাই[১] সাধু[২] নাম।
এইখান-থিক্যা[৩] সভাজন শুন তার বিবারণ[৪]
শঙ্খপুর আছিল তার ধাম রে ॥
ও পরাণের ভেলুয়া রে— ॥ (ধুয়া) *

আরে ভাই রে—
কুইঠ্যাল[৫] সে সাধু[৬] বড়ো† শঙ্খপুর আছিল ঘর
ধনরত্নের সীমা তার নাই।

১। মুরাই=মুরারী। ২। সাধু=বণিক, সদাগর। ৩। থিক্যা=থাকিয়া, হইতে। ৪। বিবারণ=বিবরণ, কাহিনী। ৫। কুইঠ্যাল=কুঠিয়াল, গদীয়ান। ৬। সাধু=ব্যবসায়ী।

(ক) এই গানটির ছন্দ ও সুর সম্পর্কে দীনেশ সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদনার পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—'এই গানটি একটা সুদীর্ঘ ভাটিয়াল সুরে গ্রথিত হইয়াছে। প্রথম ছত্রটির সঙ্গে দ্বিতীয় ছত্রের মিল নাই—তৃতীয় ছত্রের সঙ্গে প্রথম ছত্রের মিল। দ্বিতীয় ছত্রটি তৃতীয়ের সঙ্গে এক সুরে পড়িয়া শেষ করিতে হইবে, তবেই মিল টের পাওয়া যাইবে। মাঝে মাঝে ত্রিপদী ছন্দের দুই একটি কবিতা আছে।" আমার যাহা জানা আছে তাহাতে এই গান ভাটিয়ালী সুরে গাওয়া যাইবে না। ইহা ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলায় প্রচলিত 'মুড়াই' সুর ছন্দে রচিত। গানের "মাঝে মাঝে ত্রিপদী ছন্দের দুই একটি কবিতা আছে" এমন নহে, প্রতি স্তবকে ত্রিপদী ছন্দেরই প্রাধান্য।—সম্পাদক

পাঠান্তর :— * (দিশা) প্রাণ—ভেলুয়ারে ॥ † কুঠ্যাল সাধুবর—'।

কইরা সে শনির পূজা হইছে সদাইগরের রাজা[৭] *
এমুন ধনী তির্‌ভুবনে নাই রে ॥
ও পরাণের ভেলুয়া রে—॥
কাঠায় মাইপ্যা[৮] তুলে ধন রে আচরিত[৯] কথা।
বড়ো বড়ো ঘর তার আটচালা চৌচালা আর
সোনা দিয়া মুড়াইছে[১০] মাথা রে ॥
ও পরাণের ভেলুয়া রে ॥
রূপাতে দিয়াছে ঠুনি[১১] সোনার পাতে চালের ছানি †
টুইয়ের[১২] মধ্যে রত্ন অলঙ্কার।
হাজার বাণিজ্যির নায়[১৩] সাইগরে[১৪] বাইয়া যায়
দেখিতে সে অতি চমৎকার রে ॥
ও পরাণের ভেলুয়া রে ॥

আরে ভাই রে - +
সোনার মাস্তুল তার আশমানেতে উঠে।
সোনার বৈঠা সোনার নায় সোনার নিশান উড়ে তায়
বান্ধা থাকে মুরাই সাধুর ঘাটে রে ॥
ও পরাণের ভেলুয়া রে ॥
উজান পানি ভাইট্যাল পানি রে, যায় সাধু বাইয়া।

৭। রাজা=প্রধান। ৮। কাঠায় মাইপ্যা=ধান মাপিবার বেতের কাঠা দিয়া মাপিয়া। ৯। আচরিত=আশ্চর্য। ১০। মুড়াইছে=মণ্ডিত করিয়াছে। ১১। ঠুনি=খুটি। ১২। টুই=মটকা, দুই চালার জোড়। ১৩। নায়=নৌকায়। ১৪। সাইগরে=সাগরে।

পাঠান্তর :—* '—মুরাই হইল রাজা—'।
† '—সোনার পাতে দিছে ছানি—'।

উত্তরে জৈন্তার পাহাড় কথা তার চমৎকার
সেথা সাধু ডিঙ্গা[১৫] যায় বাইয়া রে ॥
ও পরাণের ভেলুয়া রে ॥

কইরা সে শনির পূজা রে,
সাধু পাইছে এক ধন ।
পূন্নুমাসীর চান[১৬] পুত্তুর রে,
ও তার নাম সে মদন ।*
এক পুত্তুর পর্‌থম[১৭] যইবন রে ॥
ও পরাণের ভেলুয়া রে ॥
অপরূপ রূপ তার রে, দেখিতে সোন্দর[১৮] ।
কাঞ্চা[১৯] সোনার তনু পরভাত[২০] কালের ভানু
নাম তার মদন সদাইগর[২১] রে ॥
ও পরাণের ভেলুয়া রে ॥
কুড়ি না বচ্ছরের বাছা রে, একুশেতে পড়ে
মাও বাপে চিন্তে আর বিয়ার বয়স হইল তার †
মুরাই সাধু ভরমে[২২] দেশান্তরে রে ॥
ও পরাণের ভেলুয়া রে ॥
এইখানে সভাজন থইয়া[২৩] তার বিবারণ
ভেলুয়ার কাইনী[২৪] কথা শুন ।

১৫। ডিঙ্গা=প্রচীন কালে বাংলা দেশে প্রস্তুত সমুদ্রগামী জাহাজ। ১৬। পূন্নুমাসীর চান=পূর্ণিমার চাঁদ। ১৭। পরথম=প্রথম। ১৮। সোন্দর =সুন্দর। ১৯। কাঞ্চা=কাঁচা। ২০। পরভাত=প্রভাত। ২১। সদাইগর=সওদাগর। ২২। ভূরমে=ভ্রমণ করে। ২৩। থইয়া=থুইয়া, রাখিয়া। ২৪। কাইনী=কাহিনী।

পাঠান্তর :— * মদন তাহার নাম যেন পুন্নুমাসীর চান্।
† '—বিয়ের সময় হইল পার—' ॥

যেই না দেশে জন্মিল নারী জিনিয়া সোন্দর পরী
মন দিয়া শুন তার গুণ রে ॥
ও পরাণের ভেলুয়া রে ॥

(২)

আরে ভাই রে—
পাঁচখণ্ডি[১] ভেলুয়ার কথা শুন দিয়া মন। }
গাইবাম্ সেই কাইনী-কথা[২] যত বিবারণ ॥ } *
ও পরাণ ভেলুয়া রে ॥ +
কাঞ্চন নগরে আছিল মাণিক সদাইগর।
অতবড়ো ধনী না আছিল এই সোংসারের ভিতর ॥
পাঁচখণ্ড বাড়ী[৩] তার সোনাতে বান্ধিয়া।
বড়ো বড়ো ঘর সাধু রাইখ্যাছে ছান্দিয়া[৪] ॥
বায়ান্ন দুয়াইর‍্যা ঘর তার আবে[৫] দিছে ছানি[৬]।
মধ্যে মধ্যে বসাইছে তার যত মুক্তা মণি ॥
চান্দের সোমান পুরীরে তার ঝিলিমিলি করে।
যেই জন দেখে পুরী বাখানে[৭] সাধুরে ॥

১। খণ্ডি=খণ্ড, ভাগ। ২। কাইনী-কথা=সত্য কাহিনী। ৩। পাঁচখণ্ড বাড়ী=সদর বাড়ী, পূজাবাড়ী, অন্দর মহল, রান্নাবাড়ী ও গোহালবাড়ী—এই পাঁচ খণ্ড। ৪। ছান্দিয়া=উত্তম পরিকল্পনা (প্ল্যান) অনুযায়ী সাজাইয়া। (সেনমহাশয়ের অর্থ—তৈরী করিয়া।) ৫। আবে=অভ্রে। ৬। ছানি=ছাউনি। ৭। বাখানে=প্রশংসা করে।

পাঠান্তর :— * পাঁচ খণ্ডি ভেলুয়ার কথা অতি চমৎকার।
মন দিয়া শুন সবে বিবারণ তার ॥

বড়ো বড়ো পুষ্কুন্নি শানে[৮] বান্ধা † ঘাট।
পুরীর মধ্যে আছে সাধুর পাতা লক্ষ্মীর পাট[৯] ॥
চান্দসদাইগরের বংশ সাধু জাতিতে কুলীন।
বংশের গৈরবে[১০] সাধু অন্যরে ভাবে হীন ॥

আরে ভাই রে—
পাঁচ পুত্তুর আছে সাধুর ঘরের পাঁচ সে বাতি[১১]।
এক কইন্যা আছে সেই না যেমুন মদনের রতি ॥
রূপেতে রূপসী কইন্যা ঘরে অগ্নি যেমুন জ্বলে।
রূপের তুলনা তার সোংসারে নাইত মিলে ॥
মেঘের মতন কেশ কইন্যার তারার মতন আঁখি। ††
এমুন সোন্দর রূপ আর ত সোংসারে নাই সে দেখি ॥
পর্‌থম যইবন কইন্যার কাঞ্চাসোনার বরণ তনু।
কপালে ত আঁইক্যা রাইখ্যাছে শ্রীরামের ধনু ॥
হাঁইট্যা যাইতে ভাইঙ্গ্যা পড়ে অঙ্গের লাবণি।
পূন্নুমাসীর চান্ জিইন্যা[১২] কইন্যার চান্দমুখখানি ॥**
চলিতে চাচর কেশ কইন্যার ভূমিতে লুটায়।
দাসিগণে ধইরা রাখে, না দেইখ্যা উপায় ॥

৮। শাণে=কালো পাথরে। ৯। পাতা লক্ষ্মীর পাট=স্থায়ী লক্ষ্মীর আসন। ১০। গৈরবে—গৌরবে। ১১। বাতি=প্রদীপ ১২। জিইন্যা=জিনিয়া।

পাঠান্তর :— † '–রূপায় বান্ধা–'।
†† মেঘের বরণ কেশ কইন্যার তারার বরণ আঁখি।
** চাঁদ জিনিয়া কইন্যার চন্দ্রমুখ খানি ॥

আশ্‌মানেতে কালা মেঘ রে
যেমুন চান্দরে ঢাইক্যা রাখে ।
ভাঙ্গা কেশ পড়ে যখন রে
সেইনা সোন্দর কইন্যার মুখে ॥
বাপের ত আছে ধন রত্ন রে
তার সীমা সংখ্যা নাই ।
অঙ্গে দিছে মণি মুক্তা রে
অলঙ্কার চরণে লুটাই ॥ *
আদর কইরা বাপ মায় নাম রাইখ্যাছে
ভেলুয়া সোন্দরী ।
রূপেতে উজালা কন্যার কাঞ্চন নগরী ॥

তারপর হইল কিবা শুন সভাজন । +
এহি ত সোন্দর কন্যার বিয়ার বিবারণ ॥ +
ষুল না উৎরায়্যা[১৩] কইন্যা সতরতে পড়ে ।
কইন্যারে দেখিয়া সাধু চিন্তিত অন্তরে ॥
নানান দেশে যায় সাধু বাণিজ্যির কারণ ।
মন দিয়া চিন্তে সাধু ভেলুয়ার বিবারণ[১৪] ॥
এক মিলে আর নাই সে মিলে বংশে হয় খাটো[১৫] ।†
"এমুন বিয়া দিয়া কেনে কুল কইরবাম্ ঘাটো [১৬] ॥

১৩। ষুল না উৎরায়া = ষোল বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া। ১৪। বিবারণ = বিবাহ সম্পর্কে। ১৫। খাটো = ছোটো, নীচ। ১৬। ঘাটো = হীন।

পাঠান্তর :— * রত্ন অলঙ্কার কন্যার চরণে লুটায় ॥
† এক মিলে আর নাই বংশে হয় খাট ।

চান্দ হেন কইন্যা আমার চাই সূরুজ হেন পতি।
জুনাকির সঙ্গে না হয় চান্দের পিরিতি ॥+
রূপে গুণে কইন্যা আমার লক্ষ্মীর সোমান।+
মনসাদেবী আইনা দিব বর দেব নারায়ণ।"+
এই মতে মাণিক সাধু ভাবে দিবারাতি।
খুঁইজ্যা না পায় সাধু কন্যার যোগ্য পতি ॥+

ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু এক যুক্তি করে।
পাঁচ পুত্র পাঠাইল কইন্যার বর খুঁজিবারে ॥
আপনি লইয়া ডিঙ্গা ফিরে দেশে দেশে।
বর খুঁজিবার লাইগ্যা সাধু ঘুরে নানান দেশে ॥
কিসের বাণিজ্যা কিসের বেসাত[১৭]
কিসের বাড়ী ঘর।*
অবিয়াত কইন্যা ঘরে
যদি না পায় যুগ্য বর ॥†
ভক্তিযুত হইয়া সাধু মনসা পূজা করে।+
দেবতার দয়ায় নি কইন্যা যাইব ভালা ঘরে ॥+

(৩)

এহিদিগে হইল কিবা শুন সভাজন।+
শঙ্খপুর গেরামে মদন সাধুর বিবারণ ॥+
একুশ বচ্ছরের মদন রূপে কার্ত্তিক কুমার।+
মুরাই সাধু খুঁইজ্যা না পায় যুগ্যি কইন্যা তার ॥+

১৭। বেসাত = পণ্য দ্রব্য।

পাঠান্তর :— * কিসের বাণিজ্য সাধুর কিসের বাড়ী ঘর।
† যত দিন না পাইবাম কন্যার যোগ্য বর ॥

ভাইব্যা চিন্ত্যা মুরাই সাধু কোন কাম করে।+
বৈদেশে বাণিজ্যির লাইগ্যা কইল পুত্ররে॥+
"বুড়া হইলাম রে আমি আর কত দিন বাকি।+
বৈদেশের বাণিজ্য আমি কেমনে এখন রাখি॥+
বয়স হইছে তোমার শুন আমার কথা।+
দেইখ্যা শুইন্যা কর কাম বুইঝা মোকামের বারতা[১]॥+
দেশ বৈদেশে মোকাম আমার ডিঙ্গা বাহিয়া যায়।+
নিজে না দেখিলে বাণিজ্যে লাভ নাই ত হয়॥+
মধুকর ডিঙ্গা[২] আছে বান্ধা বাড়ীর ঘাটে।+
সেইনা ডিঙ্গায় যাও রে পুত্র, বৈদেশের হাটে॥+
মোকাম চিনিয়া লইবা চিনিবা বৈদেশী সাধুজনে।+
দেশ বৈদেশের বেসাতি চিন্‌বা নিজে দেইখ্যে শুইনে।।+
কত দেশ কত মানুষ সাইগর নদী নালা।+
পাহাড় পর্বত কত দেইখ্যা হইবা তুমি ভালা॥+
ঘরে বইস্যা থাইক্‌লে রে পুত্র, কিছু জানা নাই ত যায়।+
দেশ বৈদেশে ঘুইরা হইব জ্ঞানের উদয়॥"+

বাপের কথা শুইন্যা মদন খুশী যে হইল।+
ভালা দিন দেইখ্যা মদন বাণিজ্যে চলিল॥+
মাও বাপের আশীর্বাদ মস্তকে ধরিয়া।+
বৈদেশে চলিল মদন ডিঙ্গা যে খুলিয়া।।+
চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর ভাট্টি বায়া যায়।+
বড়োগাঙ্গ পাইয়া ডিঙ্গা পালেতে উজায়॥+

১। মোকামের বারতা=বাণিজ্য কেন্দ্রের অবস্থা। ২। মধুকর ডিঙ্গা= বাণিজ্য বহরের মধ্যে যে জাহাজ বা বড়ো নৌকায় সদাগর ও তাহার 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' থাকে।

কত কত গেরাম গঞ্জ নদীর কিনারে। +
কত দেশের কত সাধু বেচাকেনা করে ॥ +
মুরাই সাধুর পুত্র মদন সদাইগর। +
একডাকে চিনে সবে মস্ত তোয়াঙ্গর[৩] ॥ +
যেইনা দেশে যায় মদন আদর সর্মান পায়। +
বেসাতির বিকিকিনি লাভ ভালা হয় ॥ +

তারপর কি হইল কথা শুন সভাজন। +
বাপ মায়ের ঘরে ভেলুয়া হাসিখুশীমন ॥ +
পঞ্চ ভায়ের পঞ্চ বউ মিলামিশা করে।
সুখেতে আছয়ে কন্যা বাপ ভাইয়ের আদরে ॥ +
বাড়ীর কাছে গাঙ্গের ঘাট সকাল সইন্ধ্যা বেলা। +
ছান[৪] করিতে যায় কইন্যা করে জল খেলা ॥ +
সোনার বাটায় গাইষ্ট্যাঘিলা[৫] * রূপার বাটায় পান।
নদীর ঘাটে চলে কন্যা অগ্নির সোমান ॥
পঞ্চ ভায়ের বউ সঙ্গে চল্যা ঘাটে যায়।
ভেলুয়ার বারো দাসী সঙ্গে সঙ্গে যায় ॥
গন্ধতৈল মাথা কেশ উড়ায় বাতাসে। } †
অঙ্গের সুগন্ধে বসন্ত লাজ পায়্যা হাসে ॥

৩। তোয়াঙ্গর=মাতব্বর, প্রধান। ৪। ছান=স্নান। ৫। গাইষ্ট্যাঘিলা =একপ্রকার অঙ্গমজ্জন, ইহার উপাদান—ডালবাটা, মাখন, হলুদ, ফুলের আতর, প্রভৃতি। সেন মহাশয়ের মতে 'ক্ষারগুণ সম্পন্ন বনজ ফল বিশেষ'।

পাঠান্তর : * '—গাইষ্ট্যাগিলা—'

† গন্ধ তৈল মাথা কেশ বাতাসে উড়ায়।
অঙ্গের সুগন্ধে কন্যার বসন্ত লাজ পায় ॥

গন্ধেতে উড়িয়া আসে ভমরা ভমরী।
নদীর ঘাটে গেল কন্যা ভেলুয়া সুন্দরী ॥

আরে ভাই রে,—
দৈবেতে ঘটাল কিবা শুন দিয়া মন।
বিধাতা লেইখ্যাছে যাহা কপালে লিখন ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর বাইয়া মুরাইনন্দন ।
কাঞ্চন নগরের ঘাটে আইসা দিল দরশন ॥
নদীর কিনারে পুরী দেখিয়া সোন্দর।
সেইখানে বান্ধে ডিঙ্গা মদন সদাইগর ॥
ডিঙ্গা না বান্ধিয়া ঘাটে ডাঙ্কায়[৬] বাড়ি দিল। +
সাইসদাইগরের[৭] ডিঙ্গা আইছে লোকে ত জানিল ॥ +

এমুন সময় দৈবযোগে ভেলুয়া সোন্দরী।
ছানের লাইগ্যা আইছে ঘাটে সঙ্গে সহচরী ॥
জলেতে নামিয়া সবে করে জল কেলি।
পঞ্চ ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে হাসে খলখলি ॥ †
কেউবা সাতার কাইট্যা সাতার জলে যায়।
ভেলুয়া সোন্দরী থাইক্যা দেখে কিনারায় ॥
এমুন সময় ডাঙ্কার আবাজ[৮] কানেতে পশিল। +
মধুকর ডিঙ্গা আইসা ঘাটেতে ভিড়িল ॥ +

"আচানক[৯] সাধুর ডিঙ্গা কোথা হইতে আইল।
না জানি কোন দেশে কাইল রজনী পোষাইল[১০] ॥

৬। ডাঙ্কা = ডঙ্কা, নাগরা, দামামা। ৭। সাইসদাগর = বনিয়াদি বণিক। ৮। আবাজ = আওয়াজ। ৯। আচানক = আচম্‌কা, হঠাৎ। ১০। পোষাইল = পোহাইল।

পাঠান্তর :—† পঞ্চ ভাইয়ের বউএ দেখ্যা হাসে খল খলি ॥

কোথা হইতে আইল সাধু কোথায় বাড়ী ঘর।
কারে বা জিজ্ঞাস করি কে দিব উত্তর ।।
রূপায় বান্ধা ডিঙ্গাখানি সোনায় বান্ধা হাল।+
কোন বা দেশে যাইব ডিঙ্গা উড়াইয়া পাল ।।+
কোন বা দেশে যাইব সাধু বাণিজ্য কারণে ।
বাপের ঘাটে ভিড়ায় ডিঙ্গা কিসের কারণে ।। +
কিজানি ভিন্‌দেশী সাধু কোথা হইতে চায় [১১]।"
বস্ত্র সম্বরিয়া কইন্যা ঢাইক্যা রাখে গায় ।।
হাঁটু জল হইতে কইন্যা নামে গলা জলে।
আউলাইয়া মাথার কেশ কইন্যা ভাসায় * নদীর জলে ।।

এমুন সময় মদন সাধু ডিঙ্গার বাইরে আইল।
গাঙ্গের জলে চাঁদ ভাসে দেখিতে পাইল ।।+
জলেতে ভাসিয়া রইছে পূন্নুমাসীর চান[১২]।
কইন্যারে দেখিয়া সাধু হারাইল জ্ঞান ।।

সাধুর পানেতে কইন্যা আড়নয়ানে চায়।
'আইজ কি রে পরভাতের ভানু ডিঙ্গা বাইয়া যায় ।।'
এই দেখা পর্‌থম[১৩] দেখা জলের ঘাটে হইল।
উভে ত উভেরে দেইখ্যা পাগল হইয়া গেল ।।
মনের যতেক কথা কহিল নয়ানে।
চলিতে চলে না পাও সঙ্গে সখিগণে ।।
সাতার নাই সে দিল কইন্যা হাসি নাইত মুখে।
মনের যত কথা কইন্যা মনে লুকায়্যা রাখে ।।

১১। চায়=তাকায়, দেখে। ১২। পূন্নুমাসীর চান=পূর্ণিমার চাঁদ।
১৩। পরথম=প্রথম।

পাঠান্তর :—* '—ভাসে—'।

ফিইর‍্যা ফিইর‍্যা চায় কইন্যা চঞ্চল নয়ন। +
উপরে উঠিল কইন্যা বিরস বদন॥
উপরে উঠিয়া কইন্যা চাইরদিগে * চায়।
কি জানি মনের কথা কেউ জান্‌তে পায়॥
জলের ঘাটে ছিনান করে যত সহচরী।
কি বা দেইখ্যা এমুন হইল ভেলুয়া সোন্দরী॥

পরাণে না মানে কইন্যা চলিতে না পারে।
পা'ও যদি চলে কইন্যার মন নাইত সরে॥
আবার হইল দেখা নয়ানে নয়ানে।
কি কথা কহিল নয়ান রহিল গোপনে॥†
আউলাইয়া ভিজা কেশ কইন্যা মুখে নামাইল। +
চান্দের সামান মুখ মেঘেতে ঢাকিল॥
ডিঙ্গাতে খাড়ায়্যা মদন এক দিষ্টে[১৪] চায়।††
মনের যতেক কথা নয়ানে বুঝায়॥

মনেতে মাগিয়া বিদায় কইন্যা চলে নিজ ঘরে।
ভিজা কেশের ভারে কইন্যা চলিতে না পারে॥
দাসিগণে সামাল[১৫] করে কইন্যার ভিজাকেশ।
সামাল কইরা চলে কইন্যা অঙ্গের ভিজা বেশ॥ **

১৪। একদিষ্টে=এক দৃষ্টে। ১৫। সামাল=রক্ষা, সাবধান।

পাঠান্তর :— * '—আড় নয়নে'
† বুঝিতে না পারে কথা হইল গোপনে॥
†† ডিঙ্গাতে থাকিয়া সাধু উঁকি ঝুঁকি চায়।
** সম্বরিয়া চলে কন্যা আপনার বেশ॥

ঘরে আইসা সোন্দর কইন্যা ভিজা বেশ ছাড়ি।+
শয়ান মন্দিরে গেল অতি তাড়াতাড়ি॥+
পঞ্চ ভাইয়ের পঞ্চ বউ করে কানাকানি।+
'ছানের ঘাটে মন হারাইয়া আইল ননদিনী॥' +

(৪)

গাঙ্গের ঘাট উজলা কইন্যা গিরে[১] চইল্যা গেল।+
ডিঙ্গার উপরে মদন খাড়ায়্যা রইল॥+
কি দেখিল কি বুঝিল মদন কয় না কোনো কথা।+
কইন্যারে দেখিয়া সাধুর ঘুইরা গেল মাথা।+
কার বা কইন্যা কি বান্ জাতি কিছু জানা নাই।+
কে কইব কইন্যার খবর কারে বা জিগাই॥+
মধুকরের বুড়া মাঝি বুদ্ধিতে সেয়ানা[২]।+
তাহারে পাঠাইল মদন করিয়া সামিনা[৩]॥+
বুড়া ত আনিয়া দিল যতেক খবর।+
খবর পাইয়া মদন হইল আশায় বিভোর॥+
সঙ্গেতে আছিল তার পোষা শুক পাখি।+
তাহারে শিখাইল গান যতনেতে রাখি॥+

গান—

'উজানি নদীর পাড়ে শঙ্খপুর গেরাম।+
তথায় বৈসে মহাজন মুরারী সাধু নাম॥+

১। গিরে=গৃহে। ২। সেয়ানা=পাকা, চতুর। ৩। সামিনা=বিশেষ সতর্ক।

সেই ত সাধুর পুত্র নাম তার মদন ।+
আমার রাইখ্যাছে নাম সেই হীরামন ॥+
বিয়া না কইরাছে মদন বাণিজ্যেতে যায় ।+
গাঙ্গের ঘাটে এক কইন্যা দেখিবারে পায় ।+
কুচ বরণ কইন্যা তার মেঘের মতন চুল ।+
গাঙ্গের জলে ভাসে কইন্যা যেমুন পউদ্মের[৪] ফুল ॥+
কইন্যারে দেখিয়া সেই না পাগল হইল ।+
আমারে শিখায়্যা গান সেই সে পাঠাইল ॥+
বাণিজ্য করিতে সাধু গেল যে পরদেশে ।
জলের ঘাট চাইয়া কইন্যা, থাইক্য তার আশে ॥'

এই গান শিখায়্যা মদন কি কাম করিল ।*
পিঞ্জিরার শুক পঙ্খী উড়াইয়া দিল ॥
উড়াইয়া শুক পঙ্খী ডিঙ্গা যে খুলিয়া ।+
বৈদেশে চলিল সাধু বাণিজ্যির লাগিয়া ॥+

(৫)

ভেলুয়ার আছিল সারী সোনার পিঞ্জরে ।+
মদনের শুক উইড়া আইল দেখিয়া তাহারে ॥+
ভেলুয়ার সখিগণ শুকেরে দেখিয়া ।+
ধরিয়া আনিল সবে হুলেমেলা[১] করিয়া ॥+

৪ । পউদ্মের=পদ্মের ।

১ । হুলা মেলা=হৈহুল্লোড়, হৈচৈ ।

পাঠান্তর :— * এমন সময় মদন সাধু কি কাম করিল ।

শুকেরে দেখিয়া ভেলুয়ার সন্দে[2] হইল মনে।+
বিদায় করিয়া দিল সব সখিগণে॥+
নিরলে[3] বসিয়া কইন্যা জিগাইল খবর।+
'কোথারতনে আইলারে পঙ্খী কোথায় বাড়ী ঘর॥'

শুকের গান—

'উজানি নদীর পাড়ে শঙ্খপুর গেরাম।
তথায় বৈসে মহাজন মুরারী সাধু নাম॥
সেইত সাধুর পুত্র নাম তার মদন।
আমার রাইখ্যাছে নাম সেই হীরামন॥
বিয়া না কইরাছে মদন বাণিজ্যেতে যায়।+
গাঙ্গের ঘাটে এক কইন্যা দেখিবারে পায়॥+
কুচবরণ কইন্যা তার মেঘের মতন চুল।+
গাঙ্গের জলে ভাসে কইন্যা যেমুন পউদ্মের ফুল॥
কইন্যারে দেখিয়া সেই না পাগল হইল।+
আমারে শিখায়্যা গান সেই সে পাঠাইল॥+
বাণিজ্য করিতে সাধু গেল যে পরদেশে।
জলের ঘাট চাইয়া কইন্যা, থাইক্য তার আশে॥'

এইনা গান শুইন্যা ভেলুয়া উতলা হইল।+
আদর কইরা শুকপঙ্খীরে কহিতে লাগিল॥+
'শুন শুন আরে পঙ্খী, আমি কহি যে তোমারে।+
আমার মনের যত কথা আইজ তোমার গোচরে॥+
কোন দেশতনে আইল সাধু কোন বা দেশে গেল।
কি ক্ষেণে জলের ঘাটে চৌক্ষের দেখা হইল॥

২। সন্দে=সন্দেহ। ৩। নিরলে =নির্জনে।

দেখিতে সুন্দর রূপ যেমুন কাত্তিক কুমার
বৈদেশে পাঠাইল কেমনে বাপ মাও তাহার ॥ } *
বাণিজ্য করিতে যায় সাধুর নন্দন।
ছানের ঘাটে হইরা[৪] নিল অবলার মন ॥
মন নিল পরাণ নিল আর লইল যইবন।
সঙ্গে কইরা নাই সে নিল এই দেহখান দুশ্‌মন ॥†
মুখখানি হাসিখুশী তার মনখানি বিষ।
আড়নয়ানে চাইয়া মোরে কইরা গেল হার-দিশ[৫] ॥
ঘরে নাইত থাকে রে মন নাই সে মানে মানা।
এইক্ষণে ত যইবন নদী বইছে উজানা[৬] ॥
জান যদি কওরে পঙ্খী, হইয়া খবরিয়া[৭]।
বাণিজ্যে গিয়াছে সাধু কবে আইব ফিরিয়া' ॥

মুরুখ্‌ বনেলা পাখি অধিক কইতে না পারে।
আবার কইল কথা সাধু যা শিখাইল তারে ॥

৪। হইরা—হরণ করিয়া। ৫। হার-দিশ=হারাউদ্দিশ, বিভ্রান্ত। ৬। উজানা—উজানদিকে অর্থাৎ বিপরীত দিকে। ৭। খবরিয়া=সংবাদ দাতা। ৮। মুরুখ=মূর্খ।

পাঠান্তর ঃ—
* { দেখিতে সুন্দর কুমার চান্দের সমান।
বাপ মায় রাইখ্যাছে সাধুর কিবা নাম।
† সঙ্গে কইরা নাই সে নিল কুটিল দুষমন।

সেন মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'মন ও জীবন যৌবনের যাহা শ্রেষ্ঠ সুখ, তাহা হরণ করিয়া নিল, কিন্তু সে শত্রুও কুটিল, তাহা না হইলে সকল সার জিনিষ হরণ করিয়া লইয়া এই অসার দেহটাকে ফেলিয়া গেল কেন?

আর বার জিগায় কইন্যা কইরা কানাকানি[৯]।
এক কথা বলে পাখি পরিচয় বাণী ॥
ধৈরজ না ধরে মন কইন্যা হইল উতলা।+
কারে বা কইব কথা এই না বিযম জ্বালা ॥+
রাইত হইল গরল বিষ যইবন হইল কালি।
উঠি বসি করে কইন্যা বুক হইল খালি ॥
জ্বালায়া ঘিয়ের বাত্তি ফুঁ-দিয়া নিবায়।+
অইন্ধকারে থাকে কইন্যা আলোরে ডরায় ॥+
বাপের বাড়ীর হাসিখুশী সব হইল শেষ।+
দিনে দিনে শুখায় কইন্যা হইল মইলান[১০] বেশ ॥+
সোনার পিঞ্জিরায় সারী শুক মিলায় দুইজনে।*
এই মতে মিলিবনি সাধুর নন্দনে ॥

পাষাণ হইয়াছে সাধু বৈদেশে যাইয়া।—ধুয়া †
কোন বা দেশে গেল রে সাধু
সোনার ডিঙ্গাখানি বাইয়া।
পাষাণ হইয়াছে সাধু বৈদেশে যাইয়া ॥+
চইল্যা গেছে সাধুর ডিঙ্গা
সেই না উড়াইয়া পাল।+
মন পরাণ উদাস কইন্যার
কও কেমনে কাটে কাল।+

৯। কানাকানি=ফিস্‌ফিস্‌। ১০। মইলান=মলিন।

পাঠান্তর :— * ছাড়িয়া পিঞ্জরার শারী মিলায় দুইজন।
† দিশা :—পাষাণ হৈয়াছে সাধু বৈদেশে।

নিশি দিন থাকে কইন্যা
পন্থের পানে চাইয়া।
পাষাণ হইয়াছে সাধু বৈদেশে যাইয়া॥

এক দিন দুই দিন কইরা
কইন্যার তিন মাস * যায়।
গণিতে গণিতে দিন
আর গণা না ফুরায়।
আশায় আশায় আছে কইন্যা
সাধুর লাগিয়া।
পাষাণ হইয়াছে সাধু বৈদেশে যাইয়া॥+

ভলা বস্ত্র নাই সে পরে
কইন্যা নাই সে বান্ধে কেশ।
দিনে দিনে হইল কইন্যার
হায় রে, পাগলিনীর বেশ।
আছিল সোনার তনু
কইন্যার গেল মইলান হইয়া।
পাষাণ হইয়াছে সাধু বৈদেশে যাইয়া॥+

মদন সাধুর লাইগা কইন্যা
কতনা কান্দিল।
কত কত চাঁদিনীর রাইত
কইন্যা জাইগ্যা পোষাইল[১১]।+

১১। পোষাইল—পোহাইল।

পাঠান্তর ঃ—* '—তিন দিন—

নিশি ভোর হয় কইন্যার
কান্দিয়া কান্দিয়া।+
পাষাণ হইয়াছে সাধু বৈদেশে যাইয়া ॥+
মেঘের মতন কেশ কইন্যার
হইল পিঙ্গল ছটা।
তৈল নাই সে দেয় কইন্যা
কেশে বাইন্ধল জটা।
উন্মত্ত যইবনে কইন্যা
গেল যোগিনী হইয়া।
পাষাণ হইয়াছে সাধু বৈদেশে যাইয়া ॥
পালঙ্কে পুষ্পের শেজ[১২] রে
কইন্যার কাঁটা-বন হইল।
পালঙ্ক ছাড়িয়া রে কইন্যা
আইঞ্চল পাইত্যা শুইল।
ঘুমায়্যা স্বপন দেখ
সাধু আইল ফিরিয়া।
পাষাণ হইয়াছে সাধু বৈদেশে যাইয়া ॥+
স্বপন না দেখিয়া কইন্যা—
উইঠ্যা তরাতরি।
ঘরের দোয়ার খুলে কইন্যা
হইয়া বাউড়ী।+
সুখের স্বপন ত যায়
আন্ধাইরে মিলাইয়া।+
পাষাণ হইয়াছে সাধু বৈদেশে যাইয়া ॥+

১২। শেজ=শয্যা।

উদাসী হইয়া রে কইন্যা
শুক পঙ্খীরে জিগায়।
'উইড়া গিয়া খবর কইও
আমার বন্ধুরে তথায়।
তোমার আশায় কইন্যা
রইছে পন্থ পানে চাইয়া।+
পাষাণ হইলা রে বন্ধু, বৈদেশে যাইয়া॥+

উইড়া যাওরে শ্যাম-শুক
ঐনা কোন দেশে।
যেইখানে গিয়াছে বন্ধু
তার বাণিজ্যের আশে।
কানে কানে কইবা তারে
আমার কথা বুঝাইয়া।+
পাষাণ হইয়াছে বন্ধু বৈদেশে যাইয়া॥'+(ক)

সাইর সঙ্গতীরা[১৩] সবে করে কানাকানি।
সাধুর কুমারী কইন্যা হইল পাগলিনী॥
যাহার লাগিয়া কইন্যা আছে আশার আশে॥
কবে বান্ আইব সেই ফিইর‍্যা এইনা দেশে॥*

১৩। সাইর সঙ্গতী=সমবয়সী সখী।

(ক) এই গান 'মুড়াই ঝাঁপ' অথবা 'গোয়ালপাইড়্যা' সুরে শুনিতে ভালো লাগে।—সম্পাদক

পাঠান্তর ঃ—* পাষাণ দিয়াছে সাধু বৈদেশে।

(৬)

এক দিনের কথা সবে শুন দিয়া মন।
বৈদেশ হইতে ফিরে সাধুর নন্দন ॥
সোনার ডিঙ্গায় রাঙা নিশান
ঐ যে দেখা যায়।
দূর হইতে আইসে সাধু
শব্দে[১] শুনা যায় ॥
কাছাড়ে ঢেউয়ের বাড়ি[২]
নগরে পইড়ল সাড়া।
সাধুরে দেখিতে সবে
গাঙ্গের পাড়ে হইল খাড়া ॥

শুনিয়া সাধুর কথা ভেলুয়া সোন্দরী।
মনে মনে ভাবে, 'অখন কিবা উপায় করি ॥
যদি মোর পরাণ পিয়া এইনা তরী বাইয়া।
বাপের দেশে আইসা থাকে আমার লাগিয়া ॥
কেমনে যাই জলের ঘাটে কেবান যাইব সাথে।
কোন বা ছলে যাইব আমি ঐনা ঘাটের পথে।'*
মনে হইল চিন্তা ভারী নিশি স্বপ্ন প্রায়।
ভাবিতে চিন্তিতে কথা আর না ফুরায় ॥
কত সাধু আইসে যায় কত ডিঙ্গা বাইয়া।
নানান্ দেশে যায় তারা এইনা পন্থ দিয়া ॥

১; শব্দে=লোকমুখে। ২। কাছাড়ে ঢেউয়ের বাড়ি—বড়ো ডিঙ্গা চলায় জলে ঢেউ উঠিয়া তীরে আঘাত করিতেছে।

পাঠান্তর :—* কোন দেশেতে যাইব তুমি ঐ না জলের পথে ॥

কত সাধু আইল আর কত সাধু গেল।
ভেলুয়ার মনের দুক্ষু[৩] আইজও না ঘুচিল ॥*
নিশির স্বপনের কথা হয় বা না হয়।
এই ডিঙ্গায় যে আইছে সাধু কি তার পর্‌ত্যয়[৪] ॥
মুখেতে চান্নিমার পয়র[৫] মৈলান হইয়া গেল।
শুকের গলা ধইরা কইন্যা কান্দিতে লাগিল ॥
শুকেরে জিগায় কইন্যা সাধুর বিবরণ।†
'এই ডিঙ্গায়নি আইছে কও সাধুর নন্দন ॥'
মুরুখ বনেলা পাখি এক কথা কয়।
সেই কথা ভেলুয়ার কাছে মদনের পরিচয় ॥††

এইদিগে হইল কিবা শুন সভাজন।+
মানিক সাধুর কাছে মদনের আগমন ॥+
দরবারে বসিয়া আছে মানিক সদাইগর।
চাইরদিগে সাইসঙ্গত্[৬] লোক জন লস্কর ॥
হেনকালে মদন সাধু কোন কাম করে :
হীরা মণি মাণিক্য লয়্যা ভেটাইল[৭] সাধুরে ॥
মাণিক সাধু কয়,—'আরে সাধু সওদাগর।
কি কামে আইসাছ তুমি কোন বা দেশে ঘর ॥
চান্দের সোমান রূপ এমুন নাহি দেখি আর।
কিবা নাম পিতা মাতার কিবা নাম তোমার ॥'

৩। দুক্ষু—দুঃখ। ৪। পর্‌ত্যয়=প্রত্যয়, প্রমাণ। ৫। চান্নিমার পয়র =চাঁদের কান্তি। ৬। সাইসঙ্গত্=বয়স্য। ৭। ভেটাইল—ভেট দিল।

পাঠান্তর :— * অভাগীর কপালের দুঃখু আর না ঘুচিল ॥
† শুকেরে জিগয় কন্যা দুক্ষের বিবারণ ॥
†† সেই কথা কন্যার কাছে সাধুর পরিচয়।

'আমার বাপের নাম মুরারী সওদাগর।
উজানী নদীর পাড়ে শঙ্খপুরে ঘর।
বাণিজ্যির কারণে ঘুরি আমি তাহার নন্দন।
বাপমায় নাম মোর রাইখ্যাছে মদন॥
বড়ো দাগা পায়্যা আইস্যাছি তোমার কাছে।
বিধাতা লেইখ্যাছে দুক্ষু কপালে ফইল্যাছে॥*
ডিঙ্গা আমার ঘর বাড়ী সাইগর বাইয়া যাই।†
চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন থইয়া[৮] আমার শুকেরে হারাই॥
পরাণ সম শুক আমার রাইতে গেল উইড়া।
তাহার লাগিয়া আমি হইয়াছি বাউড়া[৯]॥
কত দেশে গেলাম রে আমি কত সাধুর স্থানে।
হীরামন শুক আমার না পাইলাম সন্ধানে॥
কোথাও না পাইলাম তারে দিন যায় বইয়া।
আইলাম তোমার দেশে খবর পাইয়া॥
খবইরা[১০] কইল খবর আমার বিদ্দমানে।[১১]
এক শুক আইছে উইড়্যা তোমার ভবনে॥
আছয়ে তোমার কইন্যা ভেলুয়া সোন্দরী।
এক শুক পালিতেছে অতি যতন করি॥
দয়া যদি কর সাধু, কির্পা[১২] যদি কর।+
সেই শুক আইনা দেখাও আমার গোচর'॥+

৮। থইয়া=থুইয়া। ৯। বাউড়া=অর্ধোন্মাদ। ১০। খবইরা=সংবাদদাতা, চর। ১১। বিদ্দমানে=সম্মুখে। ১২। কির্পা=কৃপা।

পাঠান্তর ঃ— * বিধাতা লেখ্যাছে দুস্খু কপালে ফইল্যাছে
† সাগর মোর ঘরবাড়ী সাগর বাইয়া যাই।

এই কথা না শুইন্যা সাধু কোন কাম করে।
খবইরা পাঠাইল আন্দরে কইন্যার গোচরে॥
'থাকে যদি শুক পঙ্খী পিঞ্জিরায় কইরা আন।'
হুকুম শুনিয়া খুশী সাধুর নন্দন॥
খবইরা আনিল শুক পিঞ্জিরায় করিয়া।
'পঙ্খী নিলে নিবা তুমি পরিচয় দিয়া'॥

মদন বলে, 'পরিচয় আমি নাহি দিব।
আপন পরিচয় শুক নিজে শুনাইব॥
কও কও শুক পঙ্খী তোমার নিজ পরিচয়।+
তোমার মুখে শুনিলে সাধুর হইব প্রত্যয়॥' +

শিখাইন্যা বানাইন্যা[১৩] পঙ্খী কয় পরিচয়।
যে গান শিখায়্যা রাইখাছে সাধু মহাশয়॥
'উজানী নদীর পাড়ে শঙ্খপুর গেরাম।
তথায় আছে মহাজন মুরাই সাধু নাম॥
সেই সাধুর এক পুত্র নাম তার মদন।
আমার রাখিল নাম সেই হীরামন॥'

পরিচয় শুইনা সাধুর আশ্চর্য লাগিল।
পিঞ্জিরা সহিতে শুক মদনের হস্তে দিল॥
হীরা মণি মাণিক্য দিল সাধুর নন্দনে।
বিদায় হইয়া মদন যায় আপন স্থানে॥

(৭)

ডিঙ্গায় উঠিল মদন শুকপঙ্খী লইয়া।
এক বাঁক পানি ডিঙ্গা গেল যে বাইয়া॥

১৩। শিখাইন্যা বানাইন্যা=শিখিয়ে পড়িয়ে প্রস্তুত করা।

সইন্ধ্যা গুয়াইয়া গেল আইল রজনী।
ভাইব্যা চিন্ত্যা মদন সাধু ফিরায় তরণী ॥
আর বার ঘাটে আইসা সাধুর নন্দন।
শুকেরে শিখায় গান করিয়া যতন ॥*

গান—

উঠ উঠ কইন্যা তুমি কত নিদ্রা যাও।
আমি ডাকি শুকপঙ্খী আঙ্খি মেইল্যা চাও ॥
পুষ্পকাননে তোমার পুষ্প গেল চুরি।
উঠ লো পরাণের কইন্যা, রাইত হইল ভারী ॥

মধ্য না নিশায় মদন কোন কাম করে।
উড়াইয়া দিল পঙ্খী ভেলুয়ার গোচরে ॥
উড়িতে উড়িতে পঙ্খী গেল ভেলুয়ার মন্দিরে।
নিশাকালে কয় কথা ডাকিয়া কইন্যারে।
'উঠ উঠ কইন্যা তুমি কত নিদ্রা যাও।
আমি ডাকি শুকপঙ্খী আঙ্খি মেইল্যা চাও ॥
পুষ্পকাননে তোমার পুষ্প গেল চুরি।
উঠ লো পরাণের কইন্যা রাইত হইল ভারী ॥'

আঙ্খিতে নাই নিদ্রালেশ কইন্যা করে ছট্‌ফটি।
শুকের ডাকে বিছান ছাইড়্যা বসিলেক উঠি ॥†
ঘরের কপাট খুইলা কইন্যা আইল বাইরে।
তারা ভাইস্যা রইছে দেখে আশমান সাওরে[১৪] ॥††

১৪। সাওরে=সাগরে।

পাঠান্তর :— * শুকেরে শিখায় সাধু করিয়া যতন ॥
† শুকের ডাকনে কন্যা বসিলেক উঠি ॥
†† তারা যে ভাসিয়া যায় আসমান সায়রে

পূব আকাশে অষ্টমীর চান্দ দুইপওর রাইত যায়।*
পুষ্পবন চাইয়া[১৫] কইন্যা ** চিন্তয়ে উপায়॥
সাইসঙ্গতীরে কইন্যা কিছু না জানাইল।
একেলা পুষ্পের বনে পরবেশ[১৬] করিল॥
গোপন কইরা সারীরে লইল আইঞ্চল চাপা দিয়া।
ঘরে রইল শ্যাম শুক পিঞ্জিরায় বসিয়া॥
বিরিক্ষের ডাল নোয়াইয়া কইন্যা ফুল তুলিতে চায়।
ছাম্‌নে চায়্যা দেখে কইন্যা কারে বান্ দেখা যায়॥
আশমানের চান্ নাইমা আইছে এই না পুষ্প বনে।
চান্দে বুঝি চুরি করে পুষ্প এই কাননে।+
চোর ধইরবার লাইগ্যা কইন্যা আগুয়াইয়া[১৭] গেল।+
নিশি রাইতে ফুল তুলিতে দুইজনে মিলন হইল।††
ফইলা গেল নিশির স্বপন তারা দুইজনে।
নিরলে[১৮] বসিল গিয়া ঘন পুষ্প বনে॥

'কোন পথে আইলা তুমি কেবা দিল কইয়া।
তোমার লাইগ্যা ফিরি আমি পাগল হইয়া॥
রাইতে চৌক্ষে নিদ্রা নাই পুষ্পবনে ঘুরি।+
সাধুর নন্দন হয়্যা তোমার পেশা পুষ্পচুরি॥'

১৫। চাইয়া=দেখিয়া। ১৬। পরবেশ=প্রবেশ। ১৭। আগুয়াইয়া=অগ্রসর হইয়া। ১৮। নিরলে=নির্জনে।

পাঠান্তর :— * মাঝ আকাশে চাঁদ উঠে দুপুর রাতি যায়।
** মাথায় হাত দিয়া কন্যা—'॥
† গোপন করিয়া কন্যা শাড়ী লইল সাথে।
শ্যাম শুক উইড়া বইল কন্যার শিরেতে॥
†† দুইজনে দেখা হইল নিশীথে গোপনে॥

'যে দিন দেইখ্যাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।
বৈদেশে বাণিজ্যে আমার মন নাই সে উঠে ॥
কোথায় থাকি কিবান্ করি ভাইব্যা ভাইব্যা মরি।+
তোমারে দেইখ্যা পাগল আমি হয়্যাছি সোন্দরী ॥
তোমার মুখের কথা আইজ আমি শুইনতে চাই।+
ঘটক পাঠাইব বাপে যুদি তোমার কথা পাই ॥'+

'শুন শুন পরাণের বন্ধু, আমি কইয়া বুঝাই।+
পাহাইড়্যা নদী ভাট্যাইলে[১৯] আর ত উজান নাই[২০] ॥+
যে হউক সে হউক না কেনে তুমি মোর পতি।+
তোমারে ছাড়িয়া আমার আর নাই ত গতি ॥+
বিয়া তুমি কর না কর সেই সে তোমার দায়।[২১]+
আমার মন বান্ধা পইড়াছে তোমার রাঙ্গা পায় ॥'+

মাণিক্যেরঅঙ্গুরী মদন লইল খুলিয়া।
ভেলুয়ার আঙ্গুলে দিল যতনে পরাইয়া ॥
মালতীর মালা কইন্যা গান্থিল যতনে।
রতি যেন সাজাইল আপন মদনে ॥ (ক)
হস্তেতে ধরিয়া মদন ভেলুয়ারে বুঝায়।
কেমনে হইব বিয়া চিন্তে সে উপায় ॥
'আগে ত যাইব আমি পিতার সদনে।
শান্ত হয়্যা থাইক্য কইন্যা আপন ভবনে ॥
কয় দিন থাক কইন্যা চিত্ত স্থির করি।
বিদায় দেও পরাণের কইন্যা যাই আমি বাড়ী ॥'

১৯। ভাট্যাইলে=নিম্নভূমি ভাটির দিকে গেলে। ২০। উজান নাই=উজান দিকে যায় না। ২১। দায়=দায়িত্ব।

(ক) ভূমিকা দ্রষ্টব্য—সম্পাদক।

'শুন শুন পরাণের বন্ধু, আমি কই যে তোমারে।
তোমার শুক রাইখ্যা যাইবা আমার মন্দিরে॥
তোমার আছে শুক পঙ্খী আমার আছে সারী।
শুক পঙ্খী রাইখ্যা আমি সারী বদল করি॥'
হাইস্যা মদন কয়, 'আর কি দিবা ধন।'
কইন্যা কয়, 'দিব আমার নবীন যইবন'॥

(৮)

নিশি শেষ হইল প্রায় ভোমরায় গান করে।
ডিঙ্গায় উঠিয়া মদন ভাসিল সায়রে[১]॥
ছয়মাসের পথ সাধু এক মাসে যায়।
শঙ্খপুর গেরামখানি ছামনে দেখা যায়॥
ঘাটেতে লাগিল ডিঙ্গা পুরীতে খবর গেল।+
পুত্ররে দেখিতে ঘাটে মুরাই সাধু আইল॥+
অর্গিয়া পুছিয়া[১] মায়ে ডিঙ্গার যত ধন।
আইঞ্চলে ঢাকিয়া লইল বাছাই নন্দন[২]॥
জয়াদি জোকার দিয়া ঘরে লইয়া যায়।
বাণিজ্যের কুশল কথা বাপে ত জিগায়॥

ভেলুয়ার চিন্তায় মদনের মলিন সোনার তনু।*
মেঘে ঢাইক্যা রাইখ্যাছে যেমুন পরভাত বেলায় ভানু॥

১। সায়র=বড়ো নদী। ১। অর্গিয়া পুছিয়া=পূজা ও বরণ করিয়া
২। বাছাই নন্দন=স্নেহের পুত্রকে। (সেন মহাশয় অর্থ করিয়াছেন—সম্ভবতঃ কোন ব্যক্তির নাম, তাহার পুত্র)।

পাঠান্তর :—* বিরয় বিচ্ছেদে সাধুর মলিন সোনার তনু

চিন্তাজ্বর আইলে অঙ্গে বড়ো বিষুম দায়।
কি বিয়াধি[৩] হইল পুত্রের না বুঝে বাপ মায়॥
সাইসঙ্গতীরা সবে করে কানাকানি।
কেন যে এমুন হইল কিছুই না জানি॥
এক দুই কইর‍্যা কথা সগলে শুনিল।
শেষমেশ সগল কথা মুরারীর কানে গেল॥
হীরা মণি মাণিক্য আর ডিঙ্গা ভইরা ধন।
ঘটক পাঠাইল সাধু পুত্রের বিয়ার কারণ॥
কাঞ্চন নগরে ঘটক ডিঙ্গা সে বাইয়া।
বিয়ার কারণে যায় পরস্তাব[৪] লইয়া॥ *

ঘটক কইল গিয়া সাধুর বিদ্যমানে।
'যে কারণে আইছি আমি তোমার ভবনে॥
এক কইন্যা আছে তোমার পরমা সোন্দরী।
বিয়ার পরস্তাব লইয়্যা আইলাম তোমার পুরী॥†
উজানী নদীর পাড়ে শঙ্খপুর গেরাম।
তথায় আছে মহাজন মুরারী সাধু নাম॥
সেই সাধুর এক পুত্র নাম তার মদন।
আমারে পাঠাইল সাধু বিয়ার কারণ॥
দেখিতে সোন্দর পুত্র কাত্তিক কুমার।
রূপে গুণে যুগ্য বর কন্যার তোমার॥'

৩। বিয়াধি—ব্যাধি। ৪। পরস্তাব—প্রস্তাব।

* বিয়ার কারণে যায় সায়র বাহিয়া॥
† হইল বিয়ার কারণ তার আইলাম তোমার পুরী

এই কথা শুইন্যা সাধু ভাইব্যা মনে মনে।
ঘটকরে কয় কথা সভা বিগুমানে ॥

'আমার বংশের কথা কইতে উচিত হয়।
আগে ত কইব কথা শুন মহাশয় ॥
বংশের ঠাকুর[৫] আমার চান্দ সদাইগর।
সাপেতে খাইল যার পুত্র লখীন্দর ॥
বণিক বংশেতে আমি সবার কুলীন।
অকুলীনে কইন্যা দিলে জাতি হইব হীন ॥
বণিক সোমাজে আমি খাই সোনার থালে।
পরধান[৬] পিঁড়িতে আমি বসি সভাস্থলে ॥
আমার বংশের কাছে সবার মাথা হেট্।
বিয়া সাদী ব্যাপারে আমি পাই বড়ো ভেট[৭] ॥
চান্দের সোমান বংশ জাইতে কালি[৮] নাই।
দেইখ্যা শুইন্যা কেমুন কইর‍্যা সাইগরে ভাসাই
কত পরস্তাব আইল গেল মন নাই সে উঠে।
এই বংশে কইন্যা দিলে মোর বংশ টুটে[৯] ॥'

বিদায় হইয়া ঘটক গেল নিজের স্থানে।
মুরাই সাধুরে কয় কথা বসিয়া গোপনে ॥
শুনিয়া মুরাই সাধু দুক্ষিত হইল।
পুত্রের বিয়ার লাইগ্যা অপমানী হইল ॥
ঘটকের বির্তান্ত কথা মদন শুনিয়া।+
কি করিব কি হইব না পায় ভাবিয়া ॥+

৫। ঠাকুর=পূজনীয়। ৬। পরধান=প্রধান। ৭। ভেট=সম্মানীর প্রণামী
৮। কালি=কলঙ্ক, দোষ। ৯। টুটে=নীচু হয়।

ঘরে নাইত বইসে মন মাও বাপরে কয়। }†
ফিরাবার বাণিজ্যে যাইব সাধুর তনয়॥
গণকে বাছিল দিন ভালা দিন চাইয়া।*
চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরে সাধু নানা বেসাত দিয়া॥
ভেলুয়ার সারী মদন সঙ্গে ত লইল।
মাও বাপের আগে গিয়া দরশন দিল॥
পরণাম করিয়া মদন কইল বাপ মায়।
'বৈদেশে বাণিজ্যে যাইতে করহ বিদায়॥
আর এক কথা মোর তোমরা শুনিবা। ††
সলুকা দাসীরে মোর সঙ্গে দিয়া দিবা॥'
ভালা দিন ভাল ক্ষেণ ভালা সময় চাইয়া।
ডিঙ্গায় উঠিল মদন সলুকারে লইয়া॥

(৯)

বাহিয়া সায়রের পন্থ মদন সাধু যায়॥
ছামনে কাঞ্চন নগর ঐ না দেখা যায়॥
ভাইটাল বাঁকে থইয়া[১] ডিঙ্গা মদন কোন কাম করে।
পরাণের যতেক কথা কহে সলুকারে॥

১। থইয়া—থুইয়া।

পাঠান্তর :—
† { ঘরে নাহি বসে মন মায় বাপে কয়।
ফিরিবার বাণিজ্যে যায় সাধুর তনয়॥
* গণকে বাছিল দিন ভাল দিন চাইয়া।
†† আর এক কথা মোর যতনে পালিবা।

'হীরামুক্তা দিব আর দিব রতন অলঙ্কার।
পরাণ বাঁচাইতে ধাই, উচিত তোমার ॥*
এই সারী লয়্যা যাইবা কাঞ্চন নগরে।
সারীরে বিকাইয়া আইস কই যে তোমারে ॥
পরিচয় কইরা যেই রাখে এই সারী।ণ
সেই জন জাইন্যো আমার ভেলুয়া সোন্দরী ॥
নিরালায় আনিয়া তারে এই কথা কইও।
কইন্যার পরাণ সারী কইন্যার কাছে দিও ॥
সায়রের জলে মোর ভাসাইব জীবন।
না পাই কইন্যারে যদি জন্মের মতন ॥
ভাইট্যাল বাঁকে রইলাম আমি মধুকর লইয়া।
গোপনে কইন্যারে তুমি আনিও কহিয়া ॥
ভাল যদি বাসে মোরে রাইতের নিশা কালে।
পুষ্পবনে হইব দেখা নিশীথে বিরলে ॥'

পিঞ্জিরা সহিতে সারী সলুকা লইল।
কাঞ্চন নগরে গিয়া দরশন দিল ॥
সারীরে বেচিতে সাধুর অন্দরেতে যায়।
কেহ নাহি রাখে সারী বেচুনী[২] ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
ঘুরিতে ফিরিতে আইল ভেলুয়ার মণ্ডলে।+
বেচুনী বেচইন্যা[৩] সারী পিঞ্জিরা বহলে[৪] ॥+

২। বেচুনী=বিক্রয়িনী। ৩। বেচইন্যা=বিক্রয়ের জন্য। ৪। বহল= নিরাপদে স্থিত।

পাঠান্তর:— * পরাণী বাছাইতে ধাই উচিত তোমার।
ণ বিনামূল্যে যেই জন রাখে এই শারী।

আওলাইয়া মাথার কেশ আপন মন্দিরে।
শুয়্যা আছিল সোন্দর কইন্যা পালঙ্ক উপরে॥
তথায় সলুকা যায়্যা পিঞ্জিরা নামাইল।
সারীরে দেখিয়া কইন্যা তখনি চিনিল॥
সলুকারে কয় কইন্যা, 'খাও মোর মাথা।
এমন সোনার সারী তুমি পাইলা কোথা॥'

সলুকা কয়, 'শুন কইন্যা, আমি দেশে দেশে যাই।
নগরে নগরে ঘুইরা পাখি বেইচ্যা খাই॥
বনেতে আছিল এই শুক আর সারী।
দৈবের নির্বন্ধ কথা শুন লো সোন্দরী॥
তুফানে গজারী বন ভাইঙ্গ্যা নাশ হইল।
সারীরে থইয়া শুক কোন বা দেশে গেল॥
উড়িতে উড়িতে সারী মোরে দিল ধরা।
পিঞ্জিরায় ভরিয়া আমি করিতেছি ফিরা[৫]॥
ইহার অধিক যদি শুইনবারে চাও।+
নিজ মুখে কইব কথা সারীরে জিগাও॥'+

'শুন শুন ওলো সারী, কও সেইনা কথা।+
বহুত দিন গত হইল না জানি প্রভুর বারতা'॥+

সারীর গান—
'পুষ্পবনে দেখা হইল মনপরাণ হইরা নিল
খালি দেহ ফিইরা গেল দেশে।+
কুলীনের কুল মান না বুঝে পরাণের টান
উপায় কি করি কও শেষে॥+

৫। ফিরা=ফেরি।

যদি না পাই ফিরে তেজিব পরাণ সাওরে[৬]
খালি দেহ রাইখ্যা লাভ নাই ।+
পাগল হইয়া ফিরি ভাটি বাঁকে থইয়া তরী
আমি তরে[৭] খুজিয়া বেরাই ॥'+

এই গান শুইন্যা ভেলুয়া কান্দিয়া উঠিল ।+
আস্তে ব্যস্তে যাইয়া কইন্যা শুকেরে আনিল ॥+
'কও কও পঙ্খী রে তুমি আমার কথা কও ।+
আমার কথা কইয়া তুমি বন্ধুরে জানাও ॥+

শুকের গান—
'জলের ঘাটে কি দেখিলাম মনপরাণ হারাইলাম
খালি দেহে কি হইব কুল মানে ।+
কুল মান হইল বৈরী ঘরে পইড়া কাইন্দ্যা মরি
মোর দুস্কু না বুঝে অন্য জনে ॥+
কাইট্যা সোনার পিঞ্জিরা দিব রে আমি পঙ্খী-উড়া
যুদি আমি তার লাগল[৮] পাই ।+
মনের কথা কইব কারে বেথার বেথী নাই সোংসারে
জীবনে মোর কোনো কায্য[৯] নাই ॥'+

শুনিয়া শুকের গান সলুকার পর্ত্তায়[১০] হইল ।+
মদন সাধুর প্রেমে ভেলুয়া মজিল ॥+
বিয়াকুল হইয়া কইন্যা সলুকারে জিগায় ।+
'সাচা[১১] কথা কইবা তুমি সারী পাইলা কোথায় ॥+

৬। সাওরে=সাগরে। ৭। তরে=তোমাকে। ৮। লাগল=নাগাল। ৯। কায্য=কার্য, প্রয়োজন। ১০। পর্ত্তায়—প্রত্যয়, বিশ্বাস। ১১। সাচা=সত্য।

হীরা মণি মুক্ত দিব দিব রতন আলঙ্কার।
জানিয়া খবর ধাই, কও যদি তার ॥
পূর্বাপর কথা ধাই, তুমি সব জান।
পরিচয় দিয়া তুমি বাঁচাইবা পরাণ ॥'
গলা হইতে খুলে কইন্যা হীরামণি হার।
পর্‌থমে সলুকার হস্তে দিল পুরস্কার ॥
'সারী যে কিনিব ধাই, তুমি কিবা মূল্য চাও।
সাচা কথা কইবা তুমি মোরে না ভাড়াও ॥'

সলুকা কইল, 'কথা শুন লো সোন্দরী।
বিনা মূল্যে কিনে যেই তারে দিব সারী ॥
আমার যে মহাজন তাহার হুকুম। +
এই সারীর জোড় শুক সমান যার গুণ ॥ +
সেই শুকের সঙ্গে সারীর বিয়া দিয়া যাইব। +
এই সারী কিনিতে তোমার কড়ি[১২] না লাগিব ॥ +
ঘরে বইসা বিয়ার কথা কেমনে বল কই। +
মন যুদি চায় চল পুষ্প বনে যাই ॥' +

সলুকার কথা কইন্যা অন্তরে বুঝিল। +
দুইজনে এক হইয়া পুষ্পবনে গেল ॥+
গোপনে বিরিক্ষের ছায় নিরলে নিবিলে[১৩]।
ভেলুয়ার কাছে কথা চুপি চুপি বলে ॥
'ভাইট্যাল বাঁকে আছে সাধু মধুকর লইয়া।
গোপন কথা তোমার কাছে যাই যে কইয়া ॥

১২। কড়ি=অর্থ, মূল্য। ১৩। নিবিলে=নিশ্চিন্ত হইয়া, নির্ভয়ে।

ভালা যদি বাসো তারে রাইতের নিশিকালে
পুষ্পবনে কইবা কথা নিশিথে[১৪] নিরালে ॥'
এই কথা কইয়া সলুকা বিদায় মাগিল।
ভাইট্যাল বাঁকে গিয়া সাধুর ডিঙ্গায় উঠিল ॥

(১০)

দিন না ফুরায় কইন্যার রাইত নাই সে আসে।
অন্ন নাহি রুচে কইন্যার নাই সে বান্ধে কেশে ॥
সইন্ধ্যা গোঙ্গারিয়া[১] গেল আইল রজনী।
মন্দিরে শুইয়া কইন্যা ভাবে একাকিনী ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কইন্যা কি কাম করিল।
মনমত কইরা কেশের লোটন[২] বান্ধিল ॥
লোটনের উপরে দিল মালতীর মালা।*
তাম্বুল খাইয়া কইন্যার ঠোট হইল লালা ॥
ভাইট্যাল[৩] নদীতে যেন আইল জোয়ার।
নাগরে মোইতে[৪] রূপ ধরে চমৎকার ॥
সাজিতে পারিতে রাইত একপওর যায়।
আর এক পওর কাটে বইসে অনিদ্রায় ॥†

১৪। নিশীথে=গভীর রাত্রে।
১। গোঙ্গারিয়া=অতিবাহিত হইয়া। ২। লোটন=খোপা
ভাইট্যাল=শুষ্ক প্রায়। ৪। মোইতে=মোহিত করিতে।

পাঠান্তর :—* বান্ধিয়া পরিল কন্যা মালতীর মালা ॥
† আর এক প্রহর কাটে কন্যা বিভুলা নিদ্রায়

মধ্য রাইতে † কন্যা গেল পুষ্পের কাননে।
মদনের লাইগ্যা কইন্যা চলে চিন্তা মনে ॥
গাছে ফুইট্যা রইছে ফুল মল্লিকা মালতী।
টোনা[৫] ভইরা তুলে ফুল টগর আর যূথী ॥
ফুল তুইল্যা পুষ্পবনে একেলা বসিয়া।
নিরলে গাস্থিল মালা যতন করিয়া ॥
(ক) গাছের পাতা মড়্মড়ি শব্দ শুনা যায়।+
চম্‌ক্যা উইঠ্যা সোন্দর কইন্যা চাইরদিকে চায় ॥+
দূরেতে দেখিল কইন্যা আইসাছে নাগর।+
পুষ্পবনে হইছে যেমুন চান্দের পসর [৬]॥(ক)+

৫। টোনা=বাঁশ বা লতায় নির্মিত ফুলের সাজি। ৬। পসর= আলোকোজ্জ্বল।

পাঠান্তর :—† শেষ রাত্রিতে—'।
(ক— ক) এই চারি ছত্রের স্থলে সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নিম্নের দশ ছত্র

"গাছের পাতা মরমরি খইস্যা পড়ে ভূমে।
বসন পাতিয়া কন্যা মজে কাল ঘুমে ॥
দুরেতে দেখিয়া কন্যা কাছ বিলে চায়।
ঘুমাইন্যা নাগরে কন্যা ডাকিয়া জাগায় ॥
উঠ উঠ সদাগর কত নিদ্রা যাও।
অভাগী ভেলুয়া ডাকে আঁখি মেইল্যা চাও ॥
পূবে কি পসর দিল উঠে ভানুশ্বর।
রজনী হইলে সাঙ্গ ঘটিবে বিপদ ॥
স্বপনে শুনিয়া ডাক জাগিয়া উঠিল।
নিদ্রার আবেশে আঁখি ঢলিতে লাগিল ॥"

আদর সোয়াগ কইর‍্যা কইন্যারে বসাইয়া কুলে।
মদন জিগায় কথা মিঠামিঠা বোলে॥
'কি করিবা পরাণ-প্রেয়সী কি করিবা তুমি।
জীবনের মায়া বাসনা ছাইড়া দিছি আমি॥
তোমারে যুদি না পাই আমি ভরা নদীর জলে।
মধুকর ডুবায়্যা আমি মইরবাম্ অকালে॥
নিশি ত পোষায়্যা[৭] আইসে কইন্যা দঢ়[৮] বান্ধ হিয়া।
আমার সঙ্গে যাও যুদি মাও বাপ ছাড়িয়া॥
বেশী কথা সল্লা পরামিশের[৯] সময় আর ত নাই।
তোমারে লয়্যা চৌদ্দ ডিঙ্গা সায়রে ভাসাই॥'

'শুন শুন পরাণের বন্ধু, আমি কইয়া বুঝাই।+
তোমার সঙ্গে যাইবাম্ আমি অন্য চিন্তা নাই॥+
সাক্ষী রইলা চান্দ সূরুজ বনের তরুলতা।
আইজ মাও বাপরে ছাইড়া যাই আর পঞ্চ ভ্রাতা॥
কাঞ্চননগর ছাইড়া যাই ছাড়লাম সঙ্গীসাই[১০]।
পরাণ বন্ধুর সঙ্গে আইজ দেশান্তরে যাই॥
বিদায় দেও রে পউখ্ পাখালী বনের তরুলতা।
মায়েরে বুঝায়া কইও আমার মনেব কথা॥
কুলীন বাপে না দিল বিয়া তার কুলের মুখ চাইয়া।
পরাণ পতির সঙ্গে যাই আইজ আমি ধর্মরে রাখিয়া॥
বাপ ভাইরে নাই সে কইলাম কুলে দিলাম কালি।
বন্ধুর লাইগ্যা হইলাম রে আমি উদাম[১১] পাগলী॥

৭। পোষায়্যা=পোহাইয়া। ৮। দঢ়= দৃঢ়। ৯। সল্লা পরামিশ= সলা পরামর্শ। ১০। সঙ্গীসাই=সঙ্গী সাথী। ১১। উদাম=উদ্দাম।

কাঞ্চন-নগর মাঝে মোর যত বন্ধুজন।
সবার কাছে বিদায় মাগি আইজ নিশীথে গোপন ॥
দেব ধরম সাক্ষী তোমরা আমি না হইব অসতী।
সব ছাইড়্যা যাইরে আইজ সঙ্গে পরাণপতি ॥'

(১১)

চৌদ্দ ডিঙ্গা বাইয়া মদন ভেলুয়ারে লইয়া।
শঙ্খপুর গেরামের ঘাটে দেখা দিল গিয়া ॥
জয়াদিজোকার পড়ে সাধুর ভবনে *।
ডিঙ্গা অর্গিতে[1] আইল মাও ঘাট বিদ্যমানে ॥
খুড়ী জেঠী আইল কত ধাইন্য দূর্ব্বা লইয়া।
আচাম্বিতে কথা উঠে নগর জুড়িয়া ॥
আচানক[2] কইন্যা এক পরম সোন্দরী।
কোথারথিক্যা সাধুর বেটা আইন্‌ছে কইরা চুরি ॥
শিরের দীঘল কেশ পায়ে তার পড়ে।
এমত সোন্দর কইন্যা নাই কারো ঘরে ॥

এই কথানা শুইনা সাধু[3] মুরাই সদাগর।
পুত্ররে জিজ্ঞাসে ডাইক্যা জানিতে উত্তর ॥
'বাণিজ্য করিয়া বাপু, কি ধন আনিলা।
সঙ্গের সোন্দরী কইন্যা কোথায় পাইলা ॥'

১। অর্গিতে=বরণ করিতে। ২। আচানক=আশ্চর্যজনক। ৩। সাধু=(এখানে অর্থ হইবে—) সজ্জন।

পাঠান্তর :—* '—শঙ্খপুর গ্রামে ॥'

মদন শুনিয়া কথা কয় সমুদায়।
একে একে দিল কইন্যার যত পরিচয়॥
শুইনা ত মুরাই সাধুর গোস্বা[৪] হইল ভারী।
'বিলম্ব না কর তুমি ছাড়ো আমার পুরী॥
ঘটক পাঠায়্যা আমি পাইলাম অপমান।
সেই কইন্যা কইরাছ চুরি বংশের বদ্‌নাম॥
হেন পুত্তুর না চাই আমি অপুত্রক[৫] ভালা।
তোমার জন্মেতে আমার বংশ হইল কালা॥
ছাড়িলাম তোমার আশা মন কইরাছি থির[৬]।
জহ্লাদ ডাইক্যা আমি কাটাইতাম তর[৭] শির।
যার কইন্যা তারে দেও শীঘ্র যাও লইয়া।
শঙ্খপুরে আর না আইবা বাহুরিয়া[৮]॥'

মায় কান্দে বইনে কান্দে, কান্দে পাড়ার নরনারী।
ডিঙ্গায় বসিয়া কান্দে ভেলুয়া সোন্দরী॥
সমুদ্র বাইয়া মদন যায় দুঃখ মনে।
রাংচাপুর দাখিল হইল আবু রাজার থানে[৯]॥
বদ্‌নামী ডাকাইত রাজা বংশের কুড়াল[১০]।
তার কাছে গেল মদন লয়্যা মালামাল॥
হীরা-মণি-মাণিক্য দিয়া রাজারে ভুলায়।
বাড়ী বাইন্ধ্যা দিল রাজা থাকিতে তথায়॥
ভেলুয়ারে লয়্যা সাধু রাংচাপুরে রয়।
পরের যতেক কথা কহি সমুদায়॥

৪। গোস্বা=ক্রোধ। ৫। অপুত্রক=নিঃসন্তান। ৬। থির=স্থির।
৭। তর=তোর। ৮। বাহুরিয়া=ফিরিয়া। ৯। থানে=স্থানে।
১০। কুড়াল=কুঠার।

দুইখণ্ড শেষ হইল শুন সভাজন।
তিন খণ্ডির বিবরণ শুন দিয়া মন ॥

(১২)

রাংচাপুরের আবু রাজা তার কথা গাই।
ধন দৌলত লোক জনের সীমা তার নাই ॥
দুরন্ত দুশ্‌মইন্যা রাজা হগ্গলে[১] ডরায়।
তার ডরে বাঘে ভইষে এক কুয়ায় জল খায় ॥
পঞ্চ শত সোন্দর নারী আছে তার ঘরে।
পরের ঘরের সোন্দর নারী তেও[২] চুরি করে ॥
যেইখানে শুনে রাজা আছে সোন্দর নারী।
চরলোক[৩] পাঠাইয়া আনে তারে ধরি ॥
লোকের দুশমন রাজা দেবতা না মানে।
ধন দৌলত পরের নারী ডাকাইতি কইরা আনে ॥
তার স্থানে রইল মদন ভেলুয়ারে লয়্যা।
পরে ত হইল কিবা শুন মন দিয়া ॥

কৌশল্যা নাপ্‌ত্যানী ছিল রাংচাপুরে বাড়ী।
একদিন কামাইতে গেল মদন সাধুর পুরী ॥
পুরীর মধ্যে দেখে নানা রত্ন অলঙ্কার।
মদন সাধুর বাড়ী ঘর অতি চমৎকার ॥
তার মধ্যে দেখে সেই নাপিতের নারী।
রত্নের মধ্যে বাড়া[৪] রত্ন ভেলুয়া সুন্দরী ॥

১। হগ্‌গলে = সকলে। ২। তেও = তথাপিও। ৩। চরলোক = ছদ্মবেশী লোক। ৪। বাড়া = শ্রেষ্ঠ।

এমুন সুন্দর কইন্যা না দেইখ্যাছে আর।
দেখিতে ভেলুয়ার রূপ অতি চমৎকার ॥
নাপ্‌ত্যানী আসিয়া কয় নাপিতের কাছে।
মদন সাধুর ঘরে এক মাণিক আছে ॥
কি আর কইবাম্‌ তার রূপের ব্যাখ্যান।
মুখখানি দেখি কইন্যার পূন্নুমাসীর চান ॥
পর্‌থম যইবন কইন্যার রূপে জোয়ার বয় ।*
মেঘের মতন কেশ পায়েতে লুটায় ॥
এমুন দীঘল কেশ আর নাই সে দেখি।
সোনার বরণ তনুখানি তারার মতন আঁখি ॥
আইজ যদি যাও তুমি রাজার দরবারে।
কইবা রাজার কাছে এই কইন্যার সমাচারে ॥
এই খবর পাইলে রাজা খুশী ত হইয়া।
ধনরত্ন দিব তোমারে কাঠায়[৫] মাপিয়া ॥'

নাপিত কয়, 'নাপ্‌ত্যানী লো, কইছস্‌ ভালা কথা।
এই কথা মিছা হইলে কাটা যাইব মাথা ॥
এক গাছা কেশ আইন্যা আগে আমারে দেখাও।
রাজার কাছে যাইতাম্‌[৬] যুদি তুমি না ভাড়াও ॥'

শুইন্যা নাপিতের কথা নাপ্‌ত্যানী অছিলা[৭] ধরিয়া।
মদন সাধুর বাড়ী সান্ধাইল[৮] গিয়া ॥

৫। কাঠা=ধান মাপিবার পাত্র। ৬। যাইতাম্‌=যাইব। ৭। অছিলা=ছুতা, ছল। ৮। সান্ধাইল=প্রবেশ করিল।

পাঠান্তর :—* পরথম যৌবনে কন্যা পালঙ্কে নিদ্রা যায়।

শুইয়া আছিল সুন্দর কইন্যা পালঙ্ক উপর।
রতিরে জিনিয়া রূপ পরম সুন্দর ॥
কাছ্‌মাইলে[৯] খাড়ায়্যা কুট্‌নী করে কোন কাম।
আগে ত করিল কইন্যার রূপের ব্যাখ্যান ॥
শরীলে বুলায়্যা হাত পায়ে নামাইল।
মস্তকের দীঘল কেশ হাতাইতে[১০] লাগিল।*
'এমুন দীঘল কেশ না দেইখ্যাছি আর।
চান্দ মৈলান হয় দেইখ্যা রূপের বাহার॥
তোমার পায়ের নউখ্‌ চান্দের রূপ হারে।
না জানি কি দিয়া বিধি বানাইল তোমারে।
সোনার বরণ দেহখানি তারার মত আঁখি।
এমুন সোন্দর কইন্যা কোথাও না দেখি॥
পঞ্চশত নারী আছে আবু রাজার ঘরে।
তোমার দাসীর যুগ্যি নাহি দেখি কারে ॥
যেমুন মদন সাধু মদন সোমান।
তার ঘরের নারী সোমানে সোমান।।
তুমি যুদি হইতা লো কইন্যা, রাজার পাটরাণী।
সব্বাঙ্গে পরায়্যা দিত হীরা মুক্তা মণি ॥
তুমি যুদি থাক্‌তা লো কইন্যা, কোনো রাজার ঘরে।
পায়ের গোলাম হয়্যা পূজিত তোমারে ॥'

নষ্টা দুষ্টা নাপ্‌ত্যানীরে ভেলুয়া না বুঝিল।+
সাদা মনে নাপ্‌ত্যানীরে কাছে বইতে দিল ॥+

৯। কাছ্‌মাইলে=গা-ঘেঁষিয়া। ১০। হাতাইতে=হাত বুলাইতে।

পাঠান্তর :—* রূপের বাখান তার করিতে লাগিল ॥

গাও টিপে পাও টিপে দুষ্টু করে হাহুতাশ।
আবের পাঙ্খা লয়্যা করে ভেলুয়ারে বাতাস ॥
বাতাসে মুন্দিল আঁখি অঙ্গ হইল ভারী।
নিদ্রার আবেশে পড়ে* ভেলুয়া সোন্দরী ॥
হেনকালে নাপ্‌ত্যানী কোন কাম করে।
হাতে ধান্য লয়্যা কইন্যার বসিল শিওরে ॥
লোটন[১১] খুলিয়া কইন্যার হাতে ধান্য দিয়া।
একগাছি কেশ নাপ্‌ত্যানী লইল তুলিয়া ॥
কার্যসিদ্ধি কইরা তবে নাপিতের নারী।
আইঞ্চলে বান্ধিয়া কেশ চলে নিজের বাড়ী ॥
ভেলুয়ার দীঘল কেশ নাপিতরে দেখায়।
দেইখ্যা ত নাপিত তবে বলে, 'হায় রে হায় ॥
ছোটো বেলায় শুইন্‌ছিলাম কথা[১২]
আইজ সাচা[১৩] হইল। †
কোন মুল্লুক থাইক্যা সাধু
এমুন পরী ধইরা আইনল ॥'

হাতে কেশ লয়্যা নাপিত যায় রাজার বাড়ী।
অবারে[১৪] †† কামাইতে যায় লয়্যা নরুণ ক্ষুরি ॥

১১। লোটন=চুলের খোঁপা। ১২। কথা=গল্প, উপন্যাস। ১৩। সাচা=সত্য। ১৪। অবারে=নিষিদ্ধ বারে।

পাঠান্তর :— * নিদ্রায় ঢলিয়া পড়ে—"
† { ছোট বেলা দেখ্‌ছিলাম স্বপ্ন আজি সাজ হইল।
কোন মুল্লুক হইতে সাধু এমন কন্যারে আনিল }
†† আবারে— ॥

রাজা কয়, 'নাপিত তুমি আইলা অবারে।
অবারে কামাইতে দেখ খনায়[১৫] মানা করে ॥
নাপিত কয়, 'এই কামাইতে[১৬] খনায় মানা নাই।
কুয়ার[১৭] দেইখ্যাছি আমি সেই কারণে আই[১৮] ॥
আবু রাজা জিগায়, 'কিবা দেইখ্যাছ স্বপনে'।
নাপিত কয়, 'আগে যাই মন্দিরে গোপনে' ॥
গোপন মন্দিরে রাজা পরবেশ করিল।
ভেলুয়ার যতেক কথা নাপিত কইল ॥
কইন্যার দীঘল কেশ রাজার হাতে দিল।
কেশ দেইখ্যা আবু রাজা পাগল হইল ॥
নাপিতের সঙ্গে সল্লা[১৯] করিয়া গোপনে।
সাধুরে ডাকিয়া আনে আপন ভবনে ॥
'শুন শুন মদন সাধু কই যে তোমারে।
পঞ্চ শত সোন্দর নারী আছে আমার ঘরে ॥
পঞ্চ শত রাণী থাইক্‌তে পাটরাণী নাই।
আমার দুক্ষের কথা তোমারে জানাই ॥
শণকাঁইচ[২০] বরণ কইন্যা যেই দেশে পাও।
ডিঙ্গা বাইয়া তুমি তথায় চইলা যাও ॥
আমারে ত ভিন্‌দেশী এক সদাইগর।
এমন এক সোন্দর কইন্যার দিয়েছে খবর ॥

১৫। খনায় = খনার বচনে। ১৬। কামাইতে = (কামাই-তে = অর্থে উপার্জন-তে = অর্থে তাহাতে)* উপার্জনে। ১৭। কুয়ার = স্বপ্ন। ১৮। আই = আসিয়াছি। ১৯। সল্লা = পরামর্শ। ২০। শণকাঁইচ = শণের ফুল ও কুঁচের মত বর্ণ অর্থাৎ 'দুধে আল্‌তা' বর্ণ।

পরখাই[২১] করিতে কইন্যা সেই সদাইগরে।
কইন্যার দীঘল কেশ দিয়াছে আমারে ॥
সেই কেশ লয়্যা তুমি দেশে দেশে যাও।
কেশের পরমাণ[২২] লয়্যা কইন্যার আমারে জানাও ॥
এই মত লম্বা কেশ শণকাঁইচ বরণ তনু।
সেই কইন্যা পাইলে তারে করবাম পাটরাণী ॥
মনের মত নারী যদি আইন্যা দিতে পার।
সোনাতে বান্ধায়্যা দিবাম তোমার বাড়ীঘর ॥
বাইশ পুরা[২৩] জমিন দিবাম তোমারে লেখিয়া।
সোন্দর নারী দেইখ্যা তোমারে করাইবাম বিয়া ॥

হাতেতে লইয়া কেশ মদন সদাইগর।
দুক্ষিত হইয়া ফিরে আপনার ঘর ॥
ভেলুয়ার মাথার কেশ দেখিয়া চিনিল।
দারুণ বিপদ সামনে বুঝিতে পারিল ॥

(১৩)

ঘরে আইসা মদন সাধু কথা নাই ত কয়। +
বিছানে পইড়া থাকে অন্ন নাহি খায় ॥ +
মদনের দুঃখু দেইখ্যা ভেলুয়া জিগায় ॥ +
শুন শুন পরাণের ভেলুয়া কইয়া বুঝাই তরে।
আশমান ভাইঙ্গ্যা পইড়্যাছে আমার মাথার উপরে ॥

২১। পরথাই = পরীক্ষা, যাচাই। ২২। পরমাণ = প্রমাণ, মাপ। ২৩। পুরা = জমির মাপ, ১৬ বিঘা = ১ পুরা (বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাপের 'পুরা' বা 'কুড়া' প্রচলিত আছে।)

আইজ হইতে উজান নদী ভাইট্যালে বহিল।
চৌদ্দ ডিঙ্গা আইজ আমার সাইগরে ডুবিল ॥
আবেতে[২৪] ঘিরিয়া লইল পুন্নুমাসীর চান্নি।
সুখের ঘরেতে আমার লাইগ্যাছে আগুনি ॥
বাপে খেদাইল ঠাঁই না দিল তার ঘরে।
তোমারে লইয়া কইন্যা ভাসিলাম সাওরে[২৫] ॥
ভাসিতে ভাসিতে আইলাম রাইক্ষসের দেশে।
এইখানে মজিলাম আমি আপন কর্মদোষে ॥
বাপ হইল কাল তোমার যইবন হইল বৈরী।
তোমারে লয়্যা আমি হইলাম দেশান্তরী ॥
ইথেও[২৬] মোর আছিল সুখ ধনে কার্য নাই।*
সেও সুখে সাধিল বাদ বিধাতা গোঁসাই ॥†
শিরেতে দীঘল কেশ কাইট্যা ফালাও।
সোনার যইবনে তুমি কালি সে মাখাও ॥
দুরন্ত দুশ্‌মইন্যা রাজা তোমার খবর পাইয়া।
বৈদেশে পাঠায় মোরে তোমারে ছাড়িয়া ॥'

এইনা কথা শুইন্যা ভেলুয়ার মাথায় পড়ে ঠাডা[২৭]।
কাঁইপ্যা উঠিল বইক্ষ লোমে দিল কাঁটা ॥
পূর্বাপর সগল কথা ভেলুয়ারে কইয়া।
যুক্তি করে মদন সাধু সলুকারে†† লইয়া ॥

২৪। আবেতে = খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘে। ২৫। সাওরে = সাগরে।
২৬। ইথেও = ইহাতেও। ২৭। ঠাডা = বজ্র।

পাঠান্তর :— * সেও মোর আছিল ভাল সুখে কার্য নাই।
† সেও সুখে বাধিল সাধ বিন্ধাতা গোঁসাই।
†† "—ভেলুয়ারে—" ॥

‘দিনের মধ্যে মোর ছাড়ন্ লাইগ্‌ব বাড়ী।
সগল কথা কইয়া যাই শুন ভেলুয়া সুন্দরী ॥
তোমায় যদি সঙ্গে লই রাজা না ছাড়িব মোরে।
তোমার লাইগ্যা রাজা মোরে পাঠায় দেশান্তরে ॥
জানিয়া তোমার কথা কুটুনীর কাছে।
বৈদেশে যাইতে মোরে হুকুম কইর‍্যাছে ॥
যাইবার কালে এক কথা কইয়া যাই তোমারে।
হীরণ সাধু বন্ধু মোর আছে জৈতাশ্বরে ॥
ঘাটে রইল পবন-ডিঙ্গা[২৮] মালদহের বৈঠালী[২৯]।
তাহারা থাকিল তোমার রাইতের কালে পউরী[৩০] ॥
পবন-ডিঙ্গা লয়্যা যদি পলাইতে পার।
বন্ধুর বাড়ী যাইও তুমি সেইনা জৈতাশ্বর ॥
কালুকা[৩১] যাইবাম আমি বৈদেশনগরে।
বিদায় কালে আর এক কথা কইয়া যাই তোমারে ॥
শুক লয়্যা যাইবাম্ আমি থাকো সারী লয়্যা।
বিপদে পইড়া রক্ষা পাইবা মা-দুর্গা স্মরিয়া ॥
পলাইতে না পারো যদি কইয়া যাই আমি।
হীরার বিষ খায়্যা তুমি তেজিও পরাণী ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা লয়্যা আমি ডুবিবাম্ সাইগরে।
এই মুখ আর না দেখাইবাম্ ফিরিয়া নগরে ॥

২৮। পবন-ডিঙ্গা = বাইচের নৌকা।

২৯। বৈঠালী = যাহারা নৌকায় বৈঠা ও দাঁড় বাইয়া থাকে।

৩০। পউরী = প্রহরী, পাহারা।

৩১। কালুকা = আগামীকাল।

(১৪)

ঊষাকালে যাত্রা কইরা ভবানী স্মরিয়া।
চইল্যা গেল মদন সাধু চৌদ্দ ডিঙ্গা বাইয়া॥
লোকলস্কর লয়্যা আবু কোন কাম করিল।
মদন সাধুর বাড়ী যেমুন পিপ্ড়ায় ঘিরিল॥
আন্দরে ঢুইক্যা আবু রাজা ভেলুয়ারে দেখিল।
দেইখ্যা সে ভেলুয়ার রূপ রাজা অজ্ঞান হইল॥
সেইত দীঘল কেশ কইন্যার শণকাঁইচ বরণ।
ছাম্‌নে খাড়া সোন্দর কইন্যা চান্দের মতন॥
আবু রাজা কয়, 'কইন্যা, আইস আমার বাড়ী।
পায়ের গোলাম হইয়া থাক্‌বাম্ চরণেতে পড়ি॥
পঞ্চ শত নারী আছে আমার যে ঘরে।
তোমার পায়ের দাসী হইব আমি কইলাম তোমারে॥'*

নির্ভয়ে ভেলুয়া কইল, 'রাজা, দোহাই তোমারে।
আমার এক নালিশ আছে তোমার গোচরে॥
দুশ্‌মন মদন সাধু শয়তানী করিয়া।
বাপের ঘরথাইক্যা মেরে আইনাছে হরিয়া॥
নিশিকালে পুষ্পবনে আমি একাকিনী।
নিদ্রায় ঢইল্যা পইড়াছিলাম মুই অভাগিনী॥
কাল ঘুম কাল হইল দুশ্‌মন আসিয়া।
আমারে না তুইল্যা ডিঙ্গায় আইল পলাইয়া॥
বাপ মাও ঘরে আছে আর আছে পঞ্চ ভাই।
সবারে হারায়্যা আমি আইজ ভাইস্যা বেড়াই॥

পাঠান্তর :—* তোমার পায়ের দাসী করবাম সবারে

আর না দেখবাম্ রে আমি মাও বাপের মুখ।
পঞ্চ ভাই পঞ্চ বউরে দেইখ্যা আর না পাইবাম সুখ॥
না জাইন্যা না শুইন্যা লোকে কইব কলঙ্কিনী।
হীরার বিষ খায়্যা আমি তেজিবাম পরাণী॥'

'কি কর কি কর কইন্যা, তুমি আমার মাথা খাও।
হীরার বিষ খায়্যা কেনে পরাণ হারাও॥
সাত লাখের জমিদারী তোমারে লেইখ্যা দিব।
চরণের গোলাম আমি চরণে থাকিব॥
ঘরে আছে সোনার পালঙ্ক সুখে নিদ্রা যাইবা।
রাজত্বি বদলে দিবাম যেই সুখ চাইবা॥
ধন দিবাম দৌলত দিবাম আর দিবাম হীরামণি।
বিয়া কইরা সুখে থাইক্‌বা হয়্যা পাটরানী॥
কাঠগড়া[১] কুইপ্যাছি[২] আমি রক্ষাকালীর মন্দিরে।
মদন সাধু আইলে দেশে বলি দিবাম তারে॥'

'কৌশল্যা নাপত্যানীর মুখে যেদিন তোমার কথা
শুইন্যাছি।+
সেইদিনথিক্যা আমি রাজা, তোমার আশায় আছি॥+
মাও আছে বাপ আছে আছে গর্ভসোদর ভাই।
কেমুন কইরা বিয়া হইব তারারে[৩] না জানাই॥
কাঞ্চননগরে ঘর মানিক সদাইগর।
খবইরা পাঠাও তথা হইয়া সত্বর॥

১। কাঠগড়া=বলি দেওয়ার হাড়িকাঠ। ২। কুইপ্যাছি=পুতিয়াছি।
৩। তারারে=তাহাদের।

বাপ আইব মাও আইব আইব পঞ্চ ভাই।
পরে ত হইব বিয়া তোমারে জানাই॥
এই কয় দিন তুমি না আইবা[৪] আমার পুরে।
এই কয় দিন রাজা তুমি থাইকবা নিজ ঘরে॥
এই কথা যুদি লড়েচড়ে[৫] না পাইবা মোরে তুমি।
হীরার বিষ খায়্যা আমি তেজিব পরাণী॥'

খুশী হয়্যা আবু রাজা কোন কাম করে।*
খবইরা পাঠায়্যা দিল কাঞ্চন নগরে॥
সলুকারে লয়্যা ভেলুয়া যুক্তি কইরা স্থির।
পবন ডিঙ্গায় পলায়্যা যাইব সেইনা জৈতাশ্বর॥†
পিঞ্জিরার পঙ্খী যেমুন ঠোটে কাটে শলি[৬]।
কামড়ে ছিড়িতে চায় পায়ের শিকলি॥
এক দিন দুই দিন কইরা তিন দিন গেল।
বাতি[৭] ভাসাইতে ভেলুয়া নদীর ঘাটে আইল॥
সারী আর সলুকারে লয়্যা পবন-ডিঙ্গায় উঠে।
মালদহের বৈঠালী বৈঠা ধরিল দাপটে[৮]॥ ††
আন্ধাইর্যা রাইত রে নদী কল্-কল্ করে পানি। **
সাঁ সাঁ কইরা চলে ভাইরে পবন-ডিঙ্গা খানি॥ §

৪। আইবা=আসিবে। ৫। লড়েচড়ে=অন্যথা হয়।
৬। শলি=খাঁচার শলা। ৭। বাতি=প্রদীপ। ৮। দাপটে=সবিক্রমে।

পাঠান্তর *—খুশী রাজা আবু রাজা কোন কাম করে।
† কেমন কইরা যাইব কন্যা সেইনা জৈতাশ্বরে॥
†† '—ধরিল কপটে।
** অন্ধকাইরা রাত্রির নদী সাঁ সাঁ করে পানি।
§ তার উপরে ভাসে ভাইরে পবন ডিঙ্গা খানি।

মধ্যে মধ্যে হাইলের মাঝি হাইলে দেয় লাড়া[৯] ।+
ষাইট বইঠার পবনার নাও চলে পঙ্খী উড়া ॥+
বাতাস পাইল খরতর পাল হইল ভরা[১০] ।
গাঁও দেশ ডিঙ্গাইয়া নৌকা ছুটে যেমুন তারা ॥*
একে ত মালদয়ের বৈঠালী তাতে পাইল পাল ।**
সাত দিনের পথ নাও এক আধনে[১১] গ্যাল্[১২] । †
পইড়া রইল রাংচাপুর রাজার লোকলস্কর ।††
ভেলুয়ার ডিঙ্গা দেখা দিল ঘাটে জৈতাশ্বর ॥

(১৫)

ঘাটেতে বান্ধিয়া ডিঙ্গা ভেলুয়া সুন্দরী ।
সলুকারে সঙ্গে লয়্যা যায় হিরণ সাধুর পুরী ॥
হিরণ সাধুর বাপ আছিল ধনঞ্জয় সাধু নাম ।+
ধনঞ্জয়ের কাছে গিয়া কইন্যা জানাইল পর্ণাম ॥[১] +
পরিচয় পাইয়া সাধু ভাবিত হইল ।+
ভাইব্যা চিন্তা ভেলুয়ারে আশ্রা[২] সাধু দিল ॥+
অবিয়াত এক কইন্যা আছিল সাধুর ঘরে ।+
ভেলুয়ারে পাঠাইল সেই কইন্যার অন্দরে ॥+

৯। লাড়া=নাড়া। ১০। ভরা=বাতাসে ফুলিয়া উঠিল। ১১। আধনে =অর্ধ দিবস বা অধ রাত্রিতে, অর্থাৎ ছয় ঘন্টায়। ১২। গ্যাল=গেল।

১। পরণাম=প্রণাম। ২। আশ্রা=আশ্রয়।

পাঠান্তর :—* সায়র ডিঙ্গাইয়া নৌকা ছুটে যেমন তারা।
** বৈঠালী বাহিল নাও উদ্দিশ না পায়।
† তিন দিনের পথ তারা এক আধনে যায়॥
†† পইরা রইল রংচাপুর আবু রাজার ঘর।

ধনঞ্জয় সাধুর কইন্যা * মেনকা সোন্দরী।
সভার কাছেতে তার পরিচয় করি॥
পরম সোন্দর কইন্যা পর্‌থম যইবন।
ধনঞ্জয়ের ঘরে নাই এয়ার[৩] তুল্য ধন॥
আশ্‌মানে চাইলে কইন্যা তারা পড়ে খসি।
দেইখ্যা সোন্দর কইন্যা মৈলান হয় শশী॥
ষুল বছরের কইন্যা সতরতে দিছে পাড়া[৪]।
আক্ষিতে বাইন্ধ্যা রাইখাছে পরভাতিয়া তারা॥

একদিন মদন সাধু বন্ধুর বাড়ী আইল।
মদনেরে দেখিয়া কইন্যা পাগল হইল॥†
সেই হইতে মনে মনে মেনকা সুন্দরী।
নিরলে বসিয়া চিন্তা করে একেশ্বরী॥
যেই দিন হইতে ভেলুয়া আইল জৈতাশ্বর।
মেনকা পাইল যেমন আপন নাগর॥
যেইখানে পইড়াছে মণি আইব তথা নাগ।
মেনকা সোন্দরী পাইব মদনের লাগ্‌॥
দুক্ষিনী ভেলুয়া আর মেনকা বিরহিনী।
দুইজনে শুনে দুইয়ের দুক্ষের কাহিনী॥
দুইয়ের মনের কথা দুয়েতে বুঝিল।
দুইজনে মনে প্রাণে এক হইয়া গেল॥
খাইতে শুইতে দুয়ে হইল সহচরী।
ভেলুয়া বিনে নাহি বুঝে মেনকা সুন্দরী॥

৩। এয়ার=ইহার। ৪। পাড়া=পদক্ষেপ।

পাঠান্তর :—* হীরণ সাধুর ভগ্নী।
† কন্যারে দেখিয়া সাধু পাগল হইল।

এক বিছানে দুইজনে করয়ে শয়ান।
একসাথে নদীর ঘাটে করে দুয়ে ছান ॥
এক থালে বইয়া[৫] দুইয়ে বাড়া ভাত খায়।
এক অঙ্গ হইল যেমুন তারা দুই জনায় ॥

একদিন দুইদিন কইরা দিন চইলা যায়। } ক
জৈতাশ্বরে আছে ভেলুয়া ভালায় ভালায় ॥
একদিন হিরণ সাধু বইনের মণ্ডলে[৬] ত আইল।+
ভেলুয়ারে দেইখ্যা সাধু পাগল হইল ॥
মনে ত ভাবিল সাধু কইন্যা বন্ধুরে না দিব।+
বিয়া কইরা আপন ঘরে কইন্যারে রাখিব ॥+
এই কথা না ভাইবা হিরণ কোন কাম করে।
সাইসঙ্গতী[৭] লয়্যা হিরণ যুক্তি স্থির করে ॥
ভেলুয়ারে করিব বিয়া যুক্তি কইরা মনে।
বাপের কাছে কয় কথা অতিক্যা[৮] গোপনে ॥
পুত্রের রাখিতে মন বাপ ধনঞ্জয়।
বিয়ার দিন থির করে দেখিয়া সময় ॥
এই কথা না জানিল ভেলুয়া সুন্দরী।
মদনের কথা ভাবে দিন রাইত ভরি ॥

গনার দিন[৯] কাছাইল বিয়ার বাদ্যি বাজে।
পুরীর যতেক লোক নানা রঙ্গে সাজে ॥

৫। বইয়া=বসিয়া। ৬। মণ্ডলে=মহলে। ৭। সাইসঙ্গতী=সাথীসঙ্গী।
৮। অতিক্যা=অতিশয়, হঠাৎ। ৯। গণার দিন=গণকের নির্দিষ্ট দিন।

পাঠান্তর :—

+ { এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়।
জৈতাশ্বরে আছে কইন্যা না দেখি উপায় ॥

এরে শুইন্যা আস্তে বেস্তে মেনকা সোন্দরী।
ভেলুয়ার কাছে আইসা কইল সবিস্তারি ॥*
'শুন শুন পরাণের সই, আমি কই যে তোমারে।
তোমার বিয়ার বাদ্যি আইজ বাইজতাছে এই পুরে[৮] ॥†
দুরন্ত দুশ্‌মন ভাই তোমার রূপেতে মজিল।
করিতে তোমারে বিয়া পাগল হইল ॥
বুড়াকালে বাপ আমার হইল বাহাত্তরা[১০]।
পুত্রের মন রাইখ্‌তে বাপ হইল জ্ঞান হারা ॥'

আছাড় খায়্যা পড়ে কইন্যা জমিনের উপরে।
কান্দিতে লাগিল কইন্যা হা-হুতাশ কইরে ॥ +
'বন্ধুর বাড়ী আইলাম রে আমি বিপদে পড়িয়া।
সেও আশ্রা[১১] ভাইঙ্গ্যা দিল বিধি নিদয়া হইয়া ॥ +
বিরিক্ষের তলায় আইলাম রে আমি
ছায়া পাইবার আশে।
পত্র ছেইস্থা[১২] রোইদ লাগে রে
আমার আপন কর্মদোষে ॥
ঘরেতে পাতিলাম রে শয্যা
নিশ্চিন্তে নিদ্রার কারণ।
সেও ঘরে বিধাতা মোর
হায় রে লাগাইল আগুন ॥††

১০। বাহাত্তরা=৭২ বৎসর বয়সের পর বুদ্ধিহীন। (ইহা একটি প্রবাদ ও গালাগালি) ১১। আশ্রা=আশ্রয়। ১২। ছেইস্থা=ভেদ করিয়া।

পাঠান্তর :—* ভেলুয়ার কাছেতে আইসা বইসে একেশ্বরী ॥
† তোমার বিয়ার বাদ্য আজি বাজিছে নগরে ॥
†† সেই ঘরে লাগিল আগুন কপালের লিখন ॥

বিরিক্ষের ফুল উইড়া আইল
পাগ্‌লা ভমরার উদ্দিশে।
বেড়ায় খাইল ক্ষেত রে
আমার আপন কপাল দোষে॥ (ক)
যেইনা ডালে ভর করি রে
আমার ভাঙ্গে সেই ডাল।
রূপ হইল বৈরী রে আমার
যইবন হইল কাল॥

ভেলুয়ারে সান্ত্বনা দেয় মেনকা সুন্দরী।
'আমার কথা শুন সই, এক যুক্তি করি॥
ভাইয়েরে ডাকিয়া কও সকল বিবরণ।
তিন মাস সময় লও বিয়ার কারণ॥
বিপদ যাইব দূরে কইলাম বিশেষ।
তিন মাসের মধ্যে সাধু ফিইর‍্যা যদি আসে॥
রাংচাপুর না যাইব সাধু সদাইগর।
অবশ্যি আইব সাধু এই জৈতাশ্বর॥
তিন মাস মধ্যে সাধু না আইলে ফিরিয়া।
দুইজনে তেজিবাম্ পরাণ জলেতে ডুবিয়া॥'

(ক) দুই ছত্রের তাৎপর্য—রসিক ভ্রমর ফুলের কাছে যায়; ফুল কখনও ভ্রমরের কাছে যায় না, যাইতেও পারে না। এখানে ফুল-ভেলুয়া তাহার বৃক্ষ-পিতৃগৃহ হইতে পাগ্‌লা ভ্রমর-হীরণ সাধুর কবলে পড়িয়াছে। ক্ষেতের ফসল রক্ষার জন্য কাঁটা গাছের বেড়া দেওয়া হয়। কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, বেড়ার কাঁটাগাছ বৃদ্ধি পাইয়া ক্ষেতের ফসল গ্রাস করিয়াছে। এখানেও তাহাই ঘটিল, ভেলুয়া ধর্মরক্ষার জন্য হীরণ সাধুর গৃহে আশ্রয় লইয়াছে এখন হীরণ সাধুই তাহার ধর্মনাশ করিতে উদ্যত।—সম্পাদক

এই কথা শুনিয়া তবে ভেলুয়া সুন্দরী।
হীরণ সাধুরে ডাইক্যা আনে নিজপুরী ॥
'শুন শুন সাধু, আরে কই যে তোমারে।
আমারে ত বিয়া কইর তিন মাস পরে ॥
বাণিজ্যির কারণে সাধু গিয়াছে বৈদেশে।
কি জানি পরাণে বাঁইচ্যা আছে নাইবা আছে ॥
তিন মাস পার[১৩] হইলে বিয়া করিব তোমায়।
এই তিন মাস কাল তুমি রইবা এই ভায়[১৪] ॥
যদি আমার এই কথা নাই সে রাখ তুমি।
হীরার বিষ খাইয়া পরাণ তেজিবাম আমি ॥'

এই কথা না শুইন্যা সাধু লোকজন লইয়া।
সল্লা[১৫] করে সবে মিলে গোপনে বসিয়া ॥
বাণিজ্যির অছিলায় সাধু বৈদেশে যাইব।*
যেইখানে আছে মদন সাধু খুইজ্যা দেখিব ॥†
দেখা পাইলে দুশ্‌মনরে পরাণে মারিয়া।
দেশে আইসা ভেলুয়ারে কইরব সাধু বিয়া ॥

যত সল্লা করে হিরণ গোপনে বসিয়া।
গোপনে মেনকা আইল সগ্‌গল শুনিয়া ॥
সগল সল্লার কথা কইল ভেলুয়ার স্থানে।
যা কিছু কইরাছে ফন্দি দুরন্ত দুশ্‌মনে ॥

১৩। পার = অতিক্রান্ত। ১৪। ভায় = কথানুযায়ী। ১৫। সল্লা = পরামর্শ।

পাঠান্তর :—* বিদেশে যাইব সাধু বাণিজ্যের কারণ।
† যেইখানে গিয়াছে সেই দুষমণ মদন ॥

এই কথা না শুইন্যা ভেলুয়া হইল পাগলিনী।
সারীরে শিখায় গান দুক্ষের কাইনী ॥
আবু রাজার কথা যত সব শিখাইল।
পবন-ডিঙ্গা বাইয়া কইন্যা জৈতাশ্বরে আইল ॥
একে একে শুনায় কইন্যা হিরণ সাধুর কথা।
সারীরে কান্দিয়া কয় পরাণের ব্যথা ॥
'তোমারে বধিতে হিরণ চইলাছে বৈদেশে।*
পরাণ লইয়া তুমি যাও নিজদেশে ॥
আমি যে বন্দিনী রইলাম এইনা জৈতাশ্বরে।
বনেলা পঙ্খিনী যেমুন পইড়াছে পিঞ্জরে ॥
দুক্ষিনী ভেলুয়ার কথা বন্ধু, না ভাবিও আর।
আগুনে পুড়ায়্যা দেহ করবাম রে ছাড়খার ॥
আনইলে[১৫] ডুবিবাম রে আমি অথৈ সায়রে।
আর না আসিও বন্ধু, এই জৈতাশ্বরে ॥
এক কথা রাইখ রে বন্ধু, তুমি আমার মাথা খাও।+
মেনকারে কইর বিয়া যদি তারে পাও ॥+
তিন মাস সময় আমার পরে অবশ্য মরণ।†
রূপ হইল বৈরী আমার কাল হইল যইবন ॥'

হীরণ সাধুরে ভেলুয়া ডাকিয়া আনিল।
এই সারী সঙ্গে লইতে মাথার কিরা দিল ॥
'এই সারী লয়্যা তুমি বৈদেশেতে যাও।
এক কথা বলি তোমায় যুদি না হারাও[১৬] ॥

১৫। আনইলে = তাহা না হইলে। ১৬। হারাও = ভুলিয়া যাও।

পাঠান্তর :—* তোমারে মারিতে সাধু বন্ধু তোমার আশে।
† এখানে আসিলে তোমার অবশ্য মরণ।

এই সারীর জোড়া শুক যথায় পাইবা।
আমার লাইগ্যা সেই শুক কিন্যা আনিবা ॥
সারীর জোড়া কোন শুক সারী দিব কইয়া।
কিন্যা আনিবা তুমি যতন করিয়া ॥' *

'শুন শুন ভেলুয়া আমি কহি যে তোমারে।
বাণিজ্যে যাইবাম আমি দুই দিন পরে ॥
তোমার পিঞ্জিরার সারী সঙ্গেতে লইয়া।
দেশে দেশে খুইজ্যা দেখ্‌বাম্ শুকেরে চাইয়া ॥
পন্থে যুদি পরাণের বন্ধু মদনরে নাগাল পাই।
সঙ্গে কইরা লয়্যা আইবাম তোমারে জানাই ॥'
মনে বিষ মুখে মধু এতেক কইয়া।
ভেলুয়ার কাছে গেল বিদায় লইয়া ॥

(১৬)

ভাইট্যাল গাঙ্গ বাইয়া সাধু উজান দেশে যায়।
সাতদিন বাইয়া মদন সাধুর নাগাল পায় ॥
ছান করে মদন সাধু ডিঙ্গা লাগাইয়া।
হীরন সাধু বান্ধিল ডিঙ্গা তাহারে দেখিয়া ॥†
দুইবন্ধু কোলাকুলি অনেক দিনের পরে।
মদন সাধু গেল বন্ধুর ডিঙ্গার ভিতরে ॥

পাঠান্তর ,—* যেখানে যেখানে যাইবা বাণিজ্য কারণ।
ফরমাইসি আনিবা আমার এক এক রতন ॥
কোন দ্রব্য আনিব তা সারি দিব কইয়া।
কিনিয়া আনিবা তুমি ডিঙ্গার ভরিয়া ॥

† হীরণ সাধু গেল তথায় শারীরে লইয়া ॥

ডিঙ্গার ভিতরে গিয়া সারীরে দেখিল ।+
দেখিয়া মদন সাধু সারীরে চিনিল ॥+
মদন সাধু কয়, 'বন্ধু, নানান দেশে যাও ।
কোন দেশেতে যাইয়া এমন সোনার সারী পাও ॥'

হিরণ সাধু কয়, 'বন্ধু, এইনা এক দিনে ।+
উইড়া আইল সোনার সারী আমার বিদ্যমানে ॥+
এই না সারীর জোড়া শুক কোথাও না পাই ।+
সঙ্গে লয়্যা সোনার সারী বৈদেশে বেড়াই ॥"+
'আমার আছে এক শুক সারী তার নাই ।+
এই সারী লয়্যা আমি তাহারে মিলাই ॥ +
মিল যদি হয় বন্ধু, শুক লইও তুমি । +
সারীরে লইয়া অখন ডিঙ্গায় যাই আমি ॥'+

ডিঙ্গায় আইসা মদন সাধু সারীরে জিগায় । *
'কও কও পরাণের পঙ্খী, কও সমুদায় ॥
ভেলুয়া সোন্দরী তোমারে কিবা শিখাইল ।
আইবার কালে ভেলুয়া তরে কি কইয়া দিল ॥"
যে গান গাইল সারী ভেলুয়ার শিখান ।
শুইন্যা ত মদন সাধু হারাইল জ্ঞান ॥
একে একে গায় সারী আবু রাজার কথা ।
পলাইয়া আইল কইন্যা জাইন্যা সে বারতা ॥
পবন ডিঙ্গা বাইয়া কইন্যা আইল জৈতাশ্বরে ।
হীরণ সাধু পাগল হইল দেখিয়া কইন্যারে ॥

পাঠান্তর :— * নিশাকালে মদন সাধু শারীরে বুঝায় ।

'তোমারে মারিতে তোমার বন্ধু বাণিজ্যেতে আসে।
পরাণ বাঁচায়্যা বন্ধু, যাও নিজ দেশে॥
এক কথা রাইখ্য রে বন্ধু, তুমি আমার মাথা খাও।
মেনকারে কইর বিয়া যদি তারে পাও॥
দুষ্কিনী ভেলুয়ার কথা না ভাবিও আর।
আগুনে পুড়িয়্যা দেহ করবাম রে ছারখার।'
ভেলুয়ার কান্দনের কথা মদন যখনে শুনিল।
হারাদিশ্ হয়্যা মদন কান্দিতে লাগিল॥

দুই পওর[১] রাইত হইল আর আছে দুই পওর।
নিদ্রা যায় হীরণ সাধু নিজ ডিঙ্গার ভিতর॥
বন্ধুরে মারিব কাইল পানে দিয়া বিষ।
লোকজনের সঙ্গে এই কইরাছে পরামিশ[২]॥
হেন কালে মদন সাধু কি কাম করিল। +
মাঝিমাল্লা যত আছিল ডাইক্যা তুলিল॥ +
খুলিল ডিঙ্গার কাছি উড়াইল পাল।
চৌদ্দ ডিঙ্গা বাইয়া যায় নদী ভাটিয়াল॥
দশ বাঁক যায়্যা মদন কোন কাম করে। +
চৌদ্দ ডিঙ্গা পাছে থইয়া[৩] পবন-ডিঙ্গা ছাড়ে॥ +
একে মালদহের বৈঠালী তায় পবনার নায়।
এক মাসের পথ মদন দুইদিনে যায়॥
ভাইট্যাল বাঁকে থইয়া নৌকা উপরে উঠিল।
বেচনীয়ার[৪] বেশ ধইর‍্যা সারী হাতে লইল॥

১। পওর=প্রহর। ২। পরামিশ=পরামর্শ। ৩। থইয়া=থুইয়া।
৪। বেচনীয়া=বিক্রেতা, ফিরিওয়ালা।

জিগাইতে জিগাইতে গেল ধনঞ্জয় সাধুর বাড়ী।
কেউ-নি রাখিব কিন্যা আমার এই সারী ॥'
আন্দরে খবর গেল লয়্যা গেল সারী।
সারী দেইখ্যা চিনিল ভেলুয়া সুন্দরী ॥
হস্তের অঙ্গুরী ভেলুয়া বেচনীরে দিয়া।
আপনার সারী নিল আপনি কিনিয়া ॥
নিরলে বসিয়া কইন্যা জিগায় সারীরে।+
'শুন রে পরাণের পঙ্খী, কইয়া বুঝাই তরে ॥
কত দেশ ঘুইরা আইলা কত বা নগর।
কোথাও নি দেইখ্যাছ তুমি পরাণ পিয়া মোর ॥
আমি যে কাইন্দ্যা মরি তাহার লাগিয়া।+
কোথায় আছে মদন সাধু দে মোরে কইয়া ॥

ভেলুয়ার যতেক কথা সারী যখনে শুনিল।
একগান সারী তখন গাহিতে লাগিল ॥
'দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি কইন্যা, তোমার পরাণ পিয়া।
তোমার লাইগ্যা ঘুইরা ফিরে বেচনী সাজিয়া ॥
বাউড়া[৫] হয়্যাছে সাধু তোমার কারণে।
দিন যায় উবাসে[৬] সাধুর নিশি জাগরণে ॥
ভাইট্যাল বাঁকে আছে মদন পবনডিঙ্গা[৭] লয়্যা।
সেইখানে যাওলো কইন্যা, তুমি পলাইয়া ॥'

সারীর গান শুইন্যা কান্দে ভেলুয়া সোন্দরী।
বিস্তর কান্দিল কইন্যা পূর্ব কথা স্মরি ॥

৫। বাউড়া=অর্ধোন্মাদ। ৬। উবাসে=উপবাসে। ৭। পবন ডিঙ্গা =বাইছের নৌকা।

বিদায় মাগিল কইন্যা মেনকার পাশে।
কাইন্দ্যা দুই কইন্যায় আখির জলে ভাসে ॥
রাইতের নিশাকালে কইন্যা সারীরে লইয়া।
ভাইট্যাল বাঁকে কইন্যা গেল পলাইয়া ॥
জৈতার সওরে[৮] আর কেহ না জানিল।
মেনকা সুন্দরী কথা গোপনে রাখিল ॥

(১৭)

ছাড়িল পবনের নাও উড়াইয়া পাল। }
মালদহের বৈঠালী নায় ধইরাছে কইষা[১] হাইল ॥ } *
কতদূর যাইয়া নৌকা ধরিল উজান।
মদন পাইল যেমুন পুন্নুমাসীর চান ॥
ভয় ডর নাই আর নাও সায়রে পড়িল।+
ছামনে কাঁইচার বাঁক[২] দূরে দেখা দিল ॥†
কতদূর যাইয়া নৌকা ধরিল উজান।
ভেলুয়ার কাছে আইসা বসিল মদন ॥
বিয়াকুল[৩] হইয়া মদন কইন্যার হস্ত ধরে।††
চৌক্ষের জলে দুইজনা দেখিতে না পারে ॥

৮। সওরে=সহরে।

১। কইষা=সজোরে। ২। বাঁক=শাখানদী। ৩। বিয়াকুল=ব্যাকুল।

পাঠান্তর : * { কাটিল ডিঙ্গার কাছি উড়াইল পাল।
উজান নদীতে নৌকা ধরে ভাটিয়াল ॥ }

পাঠান্তর :— † সম্মুখে কাউচার বাক দেখাইয়ে দিল ॥
†† আলিঙ্গন কইরা সাধু ভেলুয়ারে ধরে।

দুইজনে হইল পুন মধুর মিলন।
কি জানি ঘটায় দৈবে পুন বিড়ম্বন ॥
দিন গেল নিশি গেল পুন দিবা আইল।
মদন সাধুর নৌকা আইসা কাঁইচায়[৪] পড়িল ॥

কোথা হইতে আইসে কেবা উড়াইয়া নিশান।
ডিঙ্গা দেইখ্যা মদন সাধুর উড়িল পরাণ ॥
ডিঙ্গা বাইয়া আইসে দেখে মানিক সদাইগর।
সঙ্গেতে আইছে ভেলুয়ার পঞ্চ সহোদর ॥
ডিঙ্গা দেইখ্যা ভেলুয়া সে চিনিতে পারিল। +
মুখ ফিরাইয়া নাও ভাইটালে ধরিল ॥ +

কতদূর যায় মদন ডিঙ্গা ফিরাইয়া।
ছামনে দেখিল মদন নজর করিয়া ॥
নিশান দেখিয়া সাধুর উড়িল পরাণ।
আইতাছে আবু রাজা পাইয়া সন্ধান ॥
সেও বাঁক ছাইড়া নাও অন্য বাঁকে বায়।
নৈক্ষত্র ছুটিল যেমুন দেখা যায় বা না যায় ॥

কতদূর যাইয়া মদন নজর কইরা চায়।
সেও বাঁকে সাধুর ডিঙ্গা আইসে দেখা যায় ॥
লোকলস্কর সঙ্গে আর মেনকা সোন্দরী।
ধনঞ্জয় সাধু আইসে চৌদ্দ নাও ভরি ॥

সেও বাঁক ছাইড়্যা নৌকা বাইয়া মদন।
চৌগঙ্গার বাঁকে গিয়া দিল দরশন ॥

৪। কাঁইচা—কর্ণফুলী নদীর স্থানীয় নাম।

তিন বাঁক ছাইড়্যা মদন আর এক বাঁকে যায়।
কত দূর যায়্যা হায় রে দেখিবারে পায়॥
পাল নিশান দেইখ্যা ত চিনিল মদন।
আইস্‌তাছে হীরণ সাধু ত্বরিত গমন॥

নৌকা ফিরাইয়া মদন চৌগঙ্গায় পড়িল।
চাইর বাঁক দিয়া ডিঙ্গা মদনরে ঘিরিল॥
উপায় না দেখে মদন ভাবে মনে মন।
দৈবেতে ঘটাইল আইজ অবশ্য মরণ॥
ভিতরে আছিল ভেলুয়া নায়ের বাইরে আইল।+
মদনের পানে কইন্যা একবার চাইল॥+
আউলা ঝাউলা মাথার কেশ পাগলিনী প্রায়।
পরথম যইবন কইন্যা সায়রে ডুবায়॥
লম্ফ দিয়া মদন সাধু পাড়িলেক জলে।
'কি করিলা পরাণ ভেলুয়া এমন সময় কালে॥'

মাণিক সদাইগরের ডিঙ্গায় মেনকা সুন্দরী।+
দেখিল দুই জনায় ডুবে সায়রেতে পড়ি॥+
মেঘের মতন ভেলুয়ার কেশ ছামনে ভাইস্যা যায়।+
তা দেইখ্যা মেনকা জলে পড়িল ঝাপায়॥+
ধরিল ভেলুয়ার কেশ মেনকা সুন্দরী।
দুইজনে সায়রে ভাইস্যা চলে জড়াজড়ি॥

এমুন সময় কি হইল শুন সভাজন।+
তুফান[৫] আইল ডাইক্যা সঙ্গে লয়্যা বান[৬]॥+

৫। তুফান=ঝড়। ৬। বান=জোয়ার।

আকাশ ছাইল কালা মেঘ রে পাতাল ছাইল জলে।
তুফানে ছিড়িল পাল সায়র উথলে ॥
লোকলস্কর সহ ডিঙ্গা ডুবে দরিয়ায়।
মাঝিমাল্লা জলে পইড়া না দেখে উপায় ॥
চাইর দিগে চাইর ডিঙ্গা সব তল হইল।
চৌগঙ্গা সায়রের জলে মানুষ ভাসিতে লাগিল ॥
কেবা কারে দেখে আর কেবা কারে তুলে।
এক লহমার[৭] মধ্যে দৈব প্রলয় ঘটাইল ॥*
কোথায় গেল মদন সাধু কোথায় আবু রাজা।
ধর্ম্মে দিল হীরণ সাধুরে উচিত মত সাজা ॥
তুফানে ডুবিল ডিঙ্গা সায়রেতে পড়ি।
কোন দেশে ভাসায়্যা নিল পরাণের ভেলুয়া সুন্দরী ॥

(১৮)

চাইর খণ্ড ভেলুয়ার কথা শুন মন দিয়া।
নাও বাইয়া যায় ধার্মিক সাধু উজান পানি বাইয়া ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা সদাইগরের ধন রত্ন ভরা।
সোনার মাস্তুলে আবের[১] নিশান আসমানে দেয় উড়া
সেইনা ডিঙ্গা বাইয়া সাধু যায় উজান বাঁকে।
ছামনে আছিল বালুর চর তাতে ডিঙ্গা ঠেকে ॥

৭। লহমা=মুহূর্ত।

১। আবের=অভ্রের।

পাঠান্তর :— * সায়রে ভাসিয়া সবে হরি হরি বলে

দাঁড়ি মাঝি হয়রাণ হইল নামাইয়া পাল।
চড়ায় ঠেকিয়া সাধুর মাথায় কুড়াল[২]॥
এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়।
চড়ায় ঠেকিয়া রইল সাধু না দেখে উপায়॥
হেন কালেতে হইল দৈবের ঘটন।
ডিঙ্গা ছাইড়া চরে উঠে মাঝিমাল্লাগণ॥
কত দূরে যাইয়া দেখে জলের কিনারে।†
চান্দ সূরুজ খইসা যেন পইড়্যাছে বালুর চরে॥
বালুর চরে পাইড়া রইছে যুগল রমণী।
দেহেতে পরাণ তার আছে কি না জানি॥
আছে বা না আছে পরাণ মড়ার মতন।
কোন জনার হারাইয়া গেল গাইঠের[৩] রতন॥
স্বপন দেইখাছে সাধু কাইল নিশাকালে।
আইজ বুঝি সেই কথা ফলিল কপালে॥
দাঁড়ি মাঝি আইসা কয়, 'শুন সদাইগর।
চাঁন্দ সূরুজ পইড়া রইছে চরের উপর॥

এইনা কথা শুইন্যা সাধু কোন কাম করে।
ঝট্‌তি চইলা গেল সেই নদীর কিনারে॥
দেখিল দুই সুন্দর কইন্যা রইছে পড়িয়া।+
হাহাকার করে সাধু দুই কইন্যারে দেখিয়া॥+

২। মাথায় কুড়াল=মাথায় কুঠারের আঘাত, সর্বনাশ।
৩। গাইঠের=গিঁঠের, আঁচলে বাঁধা।

পাঠান্তর :—† '—চরের উপরে।

'কার ঘরের যুগল মাণিক কেমনে সায়রে ডুবিল।+
হারাইয়া বাপ মাও কেমনে বাঁইচ্যা রইল॥'+
গায়ে হস্ত দিয়া দেখে গাও গরম আছে।+
নাকে হস্ত দিয়া দেখে নিশ্বাস বইছে॥+
মাঝি মাল্লা ডাইক্যা সাধু কইন্যা ডিঙ্গায় তুলিল।+
জুয়ার আইস্যা চৌদ্দ ডিঙ্গা সায়রে ভাসিল॥+
ডিঙ্গায় তুইলা দুই কইন্যা সাধু যতন করিয়া।+
নানা পরকারে[৪] পরাণ আনিল ফিরাইয়া॥+
উত্তম বসন দিল রত্ন অলঙ্কার।
আহার করিতে দিল দব্ব[৫] চমৎকার॥
উজানপানি বাইয়া সাধু গেল নিজ দেশে।
তারপর হইল কিবা শুন সবিশেষে॥

ঘাটে লাগাইল ডিঙ্গা ধার্মিক সদাইগর।
জয়াদি জোকার পড়ে পুরীর ভিতর॥
ধান্যদূর্ব্বা লইয়া সাধুর যত পুরনারী।
ডিঙ্গা অর্ঘিবারে[৬] আইল কইরা ত্বরাতরি॥
পুষ্প চন্দন দিয়া ডিঙ্গার গলইয়ের উপর।
দুর্গা পদ্মা নাম কইর‍্যা নোয়াইল শির॥
ভরায় (ক) তুলিয়া লইল রত্নাদি কাঞ্চন।
একে একে তুলে ভরা ডিঙ্গার যত ধন॥
আচানক[৭] দুই কইন্যা সাধুর ডিঙ্গায়।
দেইখ্যা যতেক লোক করে হায় হায়॥

৪। পরকারে = প্রকারে। ৫। দব্ব = দ্রব্য। ৬। অর্ঘিবারে = পূজা ও বরণ করিতে। ৭। আচানক = আশ্চর্যজনক, হঠাৎ।

(ক) 'বাইন্যাবউ—লক্ষ্মীর ঝাঁপি' পালার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

এমুন না দেখি আর এমুন না শুনি।
কোথায় পাইল সাধু এই যুগল নন্দিনী ॥
ঘরণী[৮] জিগায়, 'সাধু কোন বা দেশে গেলা।
কোন বা সোনার পুরী হইতে এমুন মাণিক আনিলা ॥'
'নাই পুত্তুর নাই কইন্যা আন্ধার আমার পুরী।
বিধাতা কইরাছে দান কপাল গেল ফিরি ॥
সায়রের মধ্যে চর চৌদ্দ ডিঙ্গা যে ঠেকিল।+
দুই কইন্যা আইসা মোর ডিঙ্গা ভাসাইল ॥+
এক কাওনের বেসাত[৯] মোর তিন কাওন[১০] হইল।+
ছল কইরা লক্ষী মাও মোর ঘরে আইল ॥'+

যুগল ঘিরতের[১১] বাতি জ্বালায়া মন্দিরে।
দুই কইন্যা পালে নারী আপন মনে কইরে ॥
সাধুর আছিল যত রত্ন অলঙ্কার।
হীরা মোতি আর যত বাজুবন্ধ তার ॥
সব দিয়া সাজাইল যুগল নন্দিনী।
আশ্বিন মাসেতে যমুন পূজে দুর্গারাণী ॥
বয়সের বয়সী কইন্যা বিয়ার কাল হইল।+
বিয়ার লাইগ্যা সাধু ভাবিতে লাগিল ॥+
এই মতে একদিন সাধু জিজ্ঞাসে কইন্যারে।
'তোমরা যে আছ মাও, আমার মন্দিরে ॥
বিয়া দিতে চাই মাও গো, বিয়ার বয়স হইল।+
তোমরার পরিচয় কথা মোরে খুইলা বল ॥+

৮। ঘরণী = পত্নী, গৃহিনী। ৯। বেসাত = পণ্য। ১০। কাওন = কাঞ্চন, টাকা। ১১। ঘিরতের = ঘৃতের।

কোন বা দেশে জনম মাও গো, কোন দেশেতে ঘর ।*
দয়া কইরা কও মাও গো আমার প্রশ্নের উত্তর ॥
বড়ো ঘরের কইন্যা তোমরা বুইঝাছি ভালামতে ।+
আমার ঘরে আইসাছ এইনা পড়িয়া বিপদে ॥+
নানা দেশে যাই আমি বাণিজ্যির কারণ ।
তোমরার[১২] মাও বাপের কও বিবরণ ॥'† (ক)

এই কথা শুইন্যা তবে যুগল নন্দিনী ।
দুই জনে কান্দাকাটি চৌক্ষে বহে পানি ॥
একে একে কয় ভেলুয়া সগ্‌গল বারতা[১৩] ।
বাপ মার নাম কয় যত ইতি কথা ॥
যেমতে হইল মদনের সঙ্গে ত মিলন ।
মাও বাপ ছাইড়া কইন্যা করে পলায়ন ॥
শ্বশুরে না দিল স্থান কলঙ্কী বলিয়া ।
নানা দেশে ঘুরে মদন কইন্যারে লইয়া ॥
তার পর কয় কইন্যা আবু রাজার কথা ।
সেই কথা কইতে ভেলুয়া মনে পায় ব্যথা ॥‡
যেইমতে দুশমন্ রাজা পাষণ্ডী হইল ।
ছল কইর‍্যা মদনেরে বাণিজ্যে পাঠাইল ॥

১২। তোমরার = তোমাদের। ১৩। বারতা = বার্তা, ঘটনা।

(ক) সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় ইহার পর নিম্নোদ্ধৃত দুই ছত্র আছে,—
'দারুণ কঠিন স্বামী এমত করিল ।
মধ্যনদীর চড়ায় আইন্যা নির্বাস যে দিল ॥'

পাঠান্তর — * কোন দেশে বাড়ী তোমার কোন দেশে ঘর ।
† তোমাদের মা বাপ্ দেখিতে কেমন ।
‡ এইখানে থাইক্যা কন্যা সানে ভাঙ্গে মাথা ।

পব্‌নার নাও[১৪] বাইয়া কইন্যা জৈতাশ্বর পলায়।
সওদাগরের কাছে ভেলুয়া সব কথা কয় ॥
মেনকার পরিচয় কথা সদাইগররে কইল।+
কেমন কইরা হীরণ সাধু পাগল হইল।+
কাঁইচা নদীর[১৫] চাইর শাখা চৌগঙ্গার জলে।
যেইমতে ডুবিল কইন্যা দিনের দুইপর কালে ॥
সগ্‌গল কইয়া কইন্যা কান্দিতে লাগিল।*
দুই কইন্যার কান্দন দেইখ্যা সগলে কান্দিল ॥†

ঘরণীর সঙ্গে সাধু পরামিশ করিয়া।
দুই কইন্যা লইল সাধু মধুকরে তুলিয়া ॥
আগে ত যাইব সাধু কাঞ্চন নগরে।
তথা হইতে যাইব সাধু সেইনা জৈতাশ্বরে ॥
নিজ নিজ কইনা সাধু তারে তারে দিয়া।
বাণিজ্য করিব সাধু বৈদেশে ঘুরিয়া ॥
শুভ দিনে শুভক্ষণে জয় পদ্মা স্মরি।
পাল উঠাইল সাধুর যত ডিঙ্গা তরী ॥

(১৯)

ভেলুয়া কইন্যার কথা এইখানে থইয়া।
আবু রাজার কথা সবে শুন মন দিয়া ॥

১৪। পব্‌নার নাও=বাইচের নৌকা। ১৫। কাঁইচানদী=কর্ণফুলী নদীর স্থানীয় নাম কাঁইচা।

পাঠান্তর :—* এই কথা শুইন্যা সাধু কান্দিতে লাগিল।
† সাধুর কান্দন দেখি সকলে কান্দিল ॥

দুরন্ত দুশ্‌মইন্যা আবু মইর‍্যা না মরিল।
লোকলস্কর খুয়াইয়া[1] পরাণে বাঁচিল ॥†
পাত্রমিত্র লয়্যা রাজা যুক্তি স্থির করে।
পউরী[2] রাখিল রাজা নদীর ঘাটের উপরে ॥
যত সাধু ডিঙ্গা বাইয়া নদী দিয়া যায়।
আবু রাজার ডরে তারা আন্ধাইরে পলায় ॥
লাগাল পাইলে ডিঙ্গা দুরন্ত দুশ্‌মন।
ডিঙ্গা হইতে কাইড়্যা লয় যত রত্ন ধন ॥

সেই ঘাট দিয়া যায় ধার্মিক সদাইগর।
সন্ধানী[3] নাগাল পাইল নদীর উপর ॥
সন্ধানী ডাকিয়া কয়, 'শুন সদাইগর।
রাজার হুকুম ডিঙ্গা ভিড়াও সত্বর ॥
হুকুম না মান যদি আপনার বলে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা সহ তোমারে ডুবাইব জলে ॥'

এই কথা শুনিয়া সাধু কোন কাম করে।
ঘাটে ভিড়াইল ডিঙ্গা বাঁচিবার তরে ॥
রাজার লোক-জন ডিঙ্গায় উঠিয়া।
ধন রত্ন যত ছিল লইল লুটিয়া ॥
এর মধ্যে দেখে সন্ধানী ডিঙ্গার ভিতরে।
চান্দ সূরুজ ধইরা আইনাছে সাধু সওদাগরে ॥
ত্বরাতরি গিয়া তবে যত লোক জন।
রাজারে খবর দিল আনন্দিত মন ॥

১। খুয়াইয়া—হারাইয়া। ২। পউরী—প্রহরী। ৩। সন্ধানী—গুপ্তচর

---

† পাঠান্তর :—পরাণে বাঁচিয়া সে যে গেল নিজ ঘরে।

এই কথা শুইন্যা রাজা চৌদোলা[৪]* লইয়া।
ঘাটেতে আইল রাজা ঝট্‌তি করিয়া॥
আইসা দেখে ডিঙ্গার মধ্যেত ভেলুয়া সোন্দরী।
দেইখ্যা ত আবুরাজা কয় দড়বড়ি[৫]॥
'এতদিনে বিধি মোরে সদয় হইল।
দানের সহিতে আইসা দক্ষিণা মিলিল॥
এক নারীর লাইগ্যা আমি পাগল হয়্যা ফিরি।
ভাগ্যে মিলাইল বিধি দুই সোন্দর নারী॥
দুই দিগে দুই নারী পালঙ্কে লইয়া।
ঘুমাইব নিশাকালে আনন্দিত হইয়া॥
মেঘের মতন কেশ কইন্যার তারার মত আঁখি।
ছয়মাস হইল আমি স্বপনেতে দেখি॥
রাইজ্য ধন মোর কাছে বিষের লাড়ু ছিল।
এতদিনে ভাগ্যে বিধি নিধি মিলাইল॥'

বলেতে ধরিয়া রাজা দুই সোন্দর নারী।
রাংচাপুরে লইয়া গেল আপনার পুরী॥
সাধুর যতেক ধন লোক লস্কর গিয়া।
রাজার হুকুমে নিল পুরীতে তুলিয়া॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা সাধুর ঘাটেতে বান্ধিয়া।
ভাঙ্গা ফাটা এক নায়ে দিল সাধুরে তুলিয়া॥
পরের লাইগ্যা ধার্মিক সাধু কপালের ফেরে।
স্রোতের সেওলা হয়্যা ভাসিল সায়রে॥

৪। চৌদোলা = পাল্‌কি। ৫। দড়বড়ি = উৎসাহে চিৎকার করিয়া।

পাঠান্তর :—* '—পাত্রমিত্র—'। † '—জলঘাটে—'।

এইখানে আবুরাজার কথাখানি থইয়া।
মদন সাধুর কথা শুন মন দিয়া॥

(২০)

মালদহের বৈঠালী আছিল মদন সাধুর নায়।
পরাণের আশা ছাইড়া মদনরে বাঁচায়॥
পবন ডিঙ্গা কইরা মদন সলুকারে লয়্যা।
দেশে দেশে ঘুরে সাধু ভেলুয়ার লাগিয়া॥
সঙ্গে আছে শুক সারী মালদয়ের বৈঠালী।
নানান দেশে ঘুরে সাধু হইয়া আকুলি॥
এক দিন নদীর ঘাটে দেখিল চাইয়া।
ভাঙ্গা নায় ধার্মিক সাধু আইছে চলিয়া॥
বাতা বাইয়া উঠে পানি ডুবে ডিঙ্গাখানি।
মদন সাধু জিগাইল, 'এ কার তরণী'॥
কাছেতে ভিড়াইয়া মদন মাঝিরে সম্ভাষে[1] *
এই যে ধার্মিক সাধু বইসে কোন দেশে॥
মাঝি-মাল্লা কিছু কিছু পরিচয় দিল।
হেনকালে ধার্মিক সাধু বাহিরে আইল॥
পবন ডিঙ্গায় উঠে সাধু মাঝি মাল্লা নিয়া।
বাঁকে পইড়া ভাঙ্গা ডিঙ্গা গেল তলাইয়া॥

পবন ডিঙ্গায় উইঠ্যা সাধু কহে পরিচয়।
একে একে কয় সাধু কথা সমুদয়॥

১। সম্ভাষে—জিজ্ঞাসা করে।

পাঠান্তর :—* কাছেতে ভিড়াইয়া ডিঙ্গা সাধুরে সম্ভাষে।

কিমতে চড়ায় পাইল যুগল নন্দিনী।
কিমতে বাঁচাইল সাধু দুই কইন্যার পরাণী ॥*
শুইন্যা আন্‌চৌক[২] কথা মদন সদাইগর।
ধার্মিক সাধুরে তবে কহিল উত্তর ॥
'কোথায় পাইলা কইন্যা তুমি
কোথায় গেলা লইয়া।
এই ভাবেতে আইস কেনে
তুমি ভাঙ্গা ডিঙ্গা বাইয়া ॥
অনুমানে বুঝি বিধি নিদারুণ হইল।
সায়রে তোমার ডিঙ্গা ডুইব্যা তারা মইল ॥'

'নয় রে নয় রে নয় রে সাধু, না ডুইব্যাছে তরী।
দেশে লয়্যা গেলাম আমি যুগল সুন্দরী ॥
মেঘের মতন চুল কইন্যার তারার মতন আঁখি।
এমুন সুন্দর কইন্যা আমি নাই ত দেখি ॥
ছয় মাস পালিলাম দুইরে কইন্যার মতন।
দৈবেতে ঘটাইল আমার এই বিড়ম্বন ॥
একদিন দুইজনে পরিচয় করিল।
বাপের বাড়ী যাইবার লাইগ্যা কান্দিতে লাগিল ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইলাম ধন রত্নে ভরি।
আগেত যাইবাম আমি কাঞ্চন নগরী ॥
পন্থেতে ধরিল মোরে দুশ্‌মনিয়া বাঘ।
রাংচাপুরের আবুরাজা মোরে পাইল লাগ ॥

২। আনচৌক = অকস্মাৎ।

* কোথায় ডুবিয়াছিল সাধুর তরণী ॥

ধন বেসাতি লুইট্যা লইল, লইল দুই কইন্যারে।
আশ্‌মান ভাইঙ্গা পইড়াছে আমার মাথার উপরে ॥
রাইক্ষসের পুরে বন্দী দুই কইন্যা আমার। } পা:
ভাঙ্গা নায়ে চইড়া আমি করি হাহাকার ॥
ভালা কইরতে মন্দ হইল বিধির নির্বন্ধে।
ধর্মপথে যাইতে শেষে পইড়া গেলাম ফান্দে ॥'

এই কথা বলিয়া সাধু কান্দিতে লাগিল।+
পরিচয় দিয়া মদন সাধু কইতে লাগিল ॥+
'না কাইন্দ না কাইন্দ সাধু আমি কই যে তোমারে।+
পরতিজ্ঞা কইরতাছি[৩] আমি তোমার গোচরে ॥+
উদ্ধার কইরা দুই কইন্যা আমি সে আনিব।+
চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন তোমার ফিরাইয়া দিব ॥'+

পবন ডিঙ্গা বাইয়া তবে মদন সদাইগর।
ধার্মিক সাধুর দেশে তারা গেল অতঃপর ॥
আপনার ঘরে ধার্মিক সাধুরে রাখিয়া।
রাংচাপুরে যায় মদন সলুকারে লইয়া ॥

(২১)

এদিগে হইল কিবা শুন সভাজন।+
রাংচাপুরে আবুরাজার পুরীর ঘটন ॥+

৩। পরতিজ্ঞা কইরতাছি=প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

পাঠান্তর :— { চৌদ্দ ডিঙ্গার যত ধন সব লইল কাড়ি
রাক্ষসার পুরে বন্দী আছে দুই নারী ॥ }

আইল আইল আবু রাজা রাইতের নিশাকালে।
দুশ্‌মন আইসা তবে ভেলুয়ারে বলে ॥
'হারানিধি পাইয়াছি বিধি মিলাইল।
আমার কথা রাইখ্যা কইন্যা, পরাণ কর শীতল ॥*
গণকরে দেখায়্যা আমি দিন কইরাছি থির।
ভালা দিনে বিয়া কইরা হইবাম সুস্থির ॥
আইজ কাইল কইরা কইন্যা, না ভাড়াইও আর।
তোমার লাইগ্যা গড়াইছি কইন্যা, গজমতির হার ॥
তোমারে লইয়া কইন্যা, জলটুঙ্গি[৪] ঘরে।
রাইতের নিশা কাটাইবাম বইক্ষের উপরে ॥
কালা দীঘল কেশ তোমার রূপার বরণ আঁখি।
পাগল হয়্যাছি আমি তোমার যইবন দেখি ॥
ছয় শত রাণী আছে আমার পুরীর ভিতরে।
তারা সবে দাসী হয়্যা সেবিব তোমারে ॥'

এই কথা শুইন্যা ভেলুয়া হাইস্যা হাইস্যা কয়।+
'বিয়া যে করিব তোমারে এ কথা নিশ্চয় ॥+
এক কথা কই তোমারে খাও আমার মাথা।†
বরত[৫] ভাইঙ্গ্যা আমার মনে না দেও তুমি ব্যথা ॥
তিন মাইস্যা বরত আমার যায় এক মাস।+
তারপরে পুরিব রাজা তোমার মনের আশ ॥' +

৪। জলটুঙ্গী=জলাশয়ের মধ্যে গ্রীষ্মাবাস। ৫। বরত=ব্রত।

পাঠান্তর :— * আমার কথা শুইন্যা কন্যা পরাণ কর মিল।
† বিয়া যে করিব তোমায় আছে এক কথা।

এইনা কথা শুইন্যা রাজা কি কাম করিল।
ভেলুয়ার মণ্ডলে[৬] রাজা পউরি বসাইল ॥

এক দিনের কথা তবে শুন মন দিয়া।
মেনকা কইল কথা ভেলুয়ারে আসিয়া ॥
'এক কথা শুন সই, কহি যে তোমারে।
পর্‌তিজ্ঞা[৭] করিবা তুমি আমার গোচরে ॥ (ক)

৬। মণ্ডলে=মহলে। ৭। পর্‌তিজ্ঞা=প্রতিজ্ঞা।

(ক) ইহার পর হইতে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় আছে, আমি কোথাও পাই নাই।—সম্পাদক

যে জনে করিব বিয়া আমি আপনা ভুলিয়া।
সেই ত পুরুষে কন্যা তুমি করবা বিয়া ॥
এই পরতিজ্ঞা যদি কর আমার কাছে।
খণ্ডাইব তোমার দুঃখ উদ্ধার কইরা পাছে ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা পরতিজ্ঞা করিল।
শুনিয়া মেনকা তবে কহিতে লাগিল ॥
'আমি যে করেছি পণ গো মনেতে ভাবিয়া।
এই আবু রাজারে আমি করবাম বিয়া ॥
সুন্দব সুরুপা রাজা ধনে মানে বড়।
এমন পুরুষ নাই সংসার ভিতর ॥
ধন দৌলতে রাজার সীমা সংখ্যা নাই।
রাজ্যের ভিতরে পড়ে রাজার দোহাই ॥
হীরা মতি পইরা হইবাম রাজরাণী।
তোমারে করিব কন্যা পিয়ার সঙ্গিনী ॥'

এই কথা শুনিয়া ভেলুয়া কান্দিতে লাগিল।
কুলট অসতী বলিয়া কত গালি দিল ॥

আমি যা করিব তুমি বাধা নাইত দিবা।+
আমি যাহা বলিব তুমি তাহাই করিবা ॥+
এই পর্তিজ্ঞা তুমি যদি কর আমার কাছে।
খণ্ডাইব তোমার দুক্ষু উদ্ধার কইরা পাছে ॥'

ভাইবা চিন্ত্যা ভেলুয়া সে পর্তিজ্ঞা করিল।
শুইন্যা মেনকা তবে কইতে লাগিল ॥
'এই আবু রাজারে করবাম্ আমি বিয়া।
বিয়া কইরা দুশ্মনরে আমি ফালাইবাম মারিয়া ॥ +
দুশ্‌মন মইরা গেলে তুমি উদ্ধার পাইবা।+
আমার অদিষ্টে কি ঘটিব তুমি না ভাবিবা ॥" +

এইনা কথা শুইন্যা ভেলুয়া কান্দিতে লাগিল।
কুলটা অসতী বইলা কত গাইল দিল ॥
'শুন শুন বইন মেনকা, আমি কইয়া বুঝাই তরে।+
মরণে ডর না থাইক্‌লে যম না ছোয় তারে ॥ +

'তুমি যদি বাস ভাল তুমি কর বিয়া।
পরাণ তাজিব আমি জলেতে ডুবিয়া ॥
ঘরেতে হীরার কাতি তাই দিবাম গলে।
আর না দেখাইবাম মুখ নটুয়া মহলে ॥"
এতেক বলিয়া কন্যা কান্দিয়া আকুলা।
দুই চক্ষে বহে ধারা বসনে মুছিলা ॥
মেনকা কহিছে 'সই মোর কথা ধর।
কিরূপে উদ্ধার পাবে বিপদে সায়র ॥
স্বীকার কর কন্যা তুমি আমার কথা রাখ।
দুষমণ রাজারে তুমি ভাল চক্ষে দেখ ॥
বিবাহ করিবা বলি দেও ত সকতি।
তোমারে বরিব রাজা তুমি পরাণ-পতি ॥"

পরাণ তেজিবাম আমি জলেতে ডুবিয়া।
তরে না করিতে দিবাম্ দুশ্‌মনেরে বিয়া ॥+
ঘরেতে হীরার কাতি তাই দিবাম গলে।
আইসে যদি দুশ্‌মন ছুইবারে বলে ॥'+
এতেক বলিয়া কইন্যা কাইন্দ্যা আকুলা।
দুই চৌক্ষে বহে ধারা আইঞ্চলে মুছিলা ॥

মেনকা কহিছে, 'সই, মোর কথা ধর।
কিরূপে উদ্ধার পাইবা বিপদ সায়র ॥
ঘরে বাইরে পউরী খাড়া রাইক্ষসের পুরী।+
কেম্‌নে উদ্ধার পাইবাম আমরা দুই নারী ॥'+
হেনকালে ডুমুনী এক খারি[৮] বিউনি[৯] নিয়া।+
মণ্ডলে পরবেশ করে কইন্যারে ডাকিয়া ॥+

(২২)

ডুমুনীর বেশ ধইর‍্যা সলুকা সোন্দরী।
খারি বিউনি লয়্যা যায় আবু রাজার পুরী ॥
উবু কইর‍্যা[১] বান্ধা চুল পিঙ্গল বরণ।
কাঙ্কালে[২] বাইন্ধ্যাছে ধাই পিন্ধনের বসন ॥
এক দুই তিন কইরা মওল্লা[৩] পার হয়।
অন্দরে ঢুকিয়া দিল নিজ পরিচয় ॥

৮। খারি = ফুল তুলিবার সাজি। ৯। বিউনি = পাখা।
১। উবু কইরা = উপর দিকে উল্টাইয়া। ২। কাঙ্কালে = কাঁকালে, কটিতে
৩। মওল্লা = মহল্লা।

'শঙ্কর আমার ডোম আমি তার নারী।
খারি বিউনি বিকাইয়া দেশে দেশে ফিরি ॥'
এই কথা শুনিয়া যত রাজার রাজরাণী।
কেহ খারি কিইন্যা লয় কেহ বা বিউনি ॥
সবশেষে ডুমুনী সে কোন কাম করে।
শেষ বিকাইতে গেল ভেলুয়ার ঘরে ॥
বইসা আছে ভেলুয়া মেনকারে লইয়া।
চৌক্ষের জলেতে যায় বসন ভিজিয়া ॥
কেবল মেনকা ছাড়া রাইক্ষসের পুরে।
এমন সুহৃদ নাই জিজ্ঞাসা যে করে ॥
মেনকা কান্দিলে ভেলুয়া মুছায় দুই নয়ান।
ভেলুয়া কান্দিলে মেনকা করয়ে সান্ত্বন ॥
এইরূপে দুইজনার দিন যায় কান্দি।
রাবণ রাইক্ষসের ঘরে সীতা যেমন বন্দী ॥

সলুকারে দেইখ্যা ভেলুয়া যেমন পরাণ পাইল।
মদনের সংবাদ কইন্যা পরথমে চাহিল ॥
এরে শুইন্যা মেনকা যে মুখে হাত দিয়া।
মানা করে ভেলুয়ারে গোপন করিয়া ॥
মেনকা কয়, 'ডুমুনীলো, তুই কোন ডোমের নারী।
কোন দেশেরতন্ আইছস্ কোন দেশে তর বাড়ী ॥'
এই কথানা শুইন্যা সলুকা মুচ্‌কি হাসিল।
বড় গলা কইর‍্যা কইন্যারে পরিচয় দিল ॥
'শঙ্কর আমার ডোম উজান দেশে বাড়ী।
খারি বিউনি বিকাইতে আইলাম তোমার পুরী ॥
এক গাছি খারি মোর সাত রাজার ধন।
কিনিলে কিনিয়া লইবা না সহে বিলম্বন ॥'

খুলিয়া কণ্ঠের হার মেনকা যে দিল।
এই মূল্যে খারি বিউনী কিনিয়া লইল॥
ফরমাইস করিল কইন্যা, 'বিউনী দুইখানি।
আর দিন লইয়া আইবা শুন্‌লো ডুমুনী॥'
বাটার পান খায়্যা ডুমুনী বিদায় হইল।
খারির সহিতে পত্র মেনকারে দিল॥
পত্র পড়ে মেনকা যে গোপনে বসিয়া।
কি লেখা লিখ্যাছে সাধু পত্রেতে ভরিয়া॥
'নগরেতে আছি আমি সলুকারে লইয়া।
এক কথা কহি কইন্যা, শুন মন দিয়া॥
কিরূপে বাইরে আইবা রাইক্ষসের ঘরে।
ভাইব্যা চিন্ত্যা উত্তর দিবা সলুকার করে॥'

(২৩)

দুই কইন্যা রাইতে বইসা শয়ন মন্দিরে।+
কি করিলে কি হইব পরামিশ করে॥+
যুক্তি স্থির কইরা মেনকা দিনের পরভাত কালে।+
রাজারে ডাকাইয়া আনিল ভেলুয়ার গোচরে॥+
আবু রাজা আইলে ভেলুয়া কি কাম করিল।+
ভালা একখান আসন পাইত্যা বইবারে দিল॥+
'শুন শুন আগো রাজা, আমি কই যে তোমারে।+
বিয়া ত হইব রাজা, আর একমাস পরে॥+
বরতের দুইমাস গেল আর একমাস আছে।+
আগে ত শুক-সারীর বিয়া মোর বিয়া পাছে॥+

আমার বরতের কথা মেনকা সই জানে।
তাহারে জিজ্ঞাস কর আছে এইখানে ॥'

খুশী হয়্যা আবু রাজা মেনকারে কয় ।+
'কি কইরতে হইব বরতে কইবা সমুদয় ॥'+
রাজার কথা শুইনা তবে মেনকা সোন্দরী ।+
হাইস্যা হাইস্যা কয় কথা অতি মধুর করি ॥+
'আমার সইয়ের কথা বলিব তোমায়।
কি কি দ্রব্য লাগিব আমার সখীর পূজায় ॥
পূর্বাপর পদ্দি[1] আছে কহি যে তোমারে।
শুক সারীর বিয়া হইব সখীর বিয়ার বাসরে ॥
সদাইগরের কইন্যা মোরা সাওরেতে[2] ঘর।
সাওরের বুকেতে গিয়া মিলিবে কইন্যা বর ॥
যত যত বিয়া হয় বণিক বংশেতে।
ডিঙ্গায় কইরা সবে তারা যায় সাওরেতে ॥
সেইখানে হইব বিয়া সখীর আমার ।*
সেইখানে পরিবে রাজা তুমি পুষ্পহার ॥
আর এক কথা রাজা কইয়া বুঝাই। +
তিন দিনের মধ্যে শুক সারী কিন্যা আনন চাই[3] ॥ +
দুই মাস যাইতে আর তিন দিন আছে।+
এক মাস পালিবাম মোরা শুক সারী কাছে ॥ +

১। পদ্দি--পদ্ধতি, প্রথা। ২। সাওর=সাগর। ৩। কিন্যা আনন্ চাই - কিনিয়া আনিতেই হইবে।

পাঠান্তর :— * সেইখানে হইবে বিয়া সঙ্গেতে তোমার।

এক মাস পাইল্যা শুক সারী বিয়া দিয়া দিব।+
তা' নইলে সখীর বিয়া তিন মাস পিছাইব ॥+
বেচনীয়া[৪] যে দাম চায় সেই দাম দিয়া।+
কিন্যা আইন শুক সারী সখীর মুখ চাইয়া ॥+

শুভদিন শুভক্ষণ স্থির যে করিয়া।
চইলা গেল আবু রাজা বড়ো খুশী হইয়া ॥*

(২৪)

খারি বিউনি লয়্যা সলুকা আইল কইন্যার স্থানে।+
মেনকা কইল তারে বসাইয়া গোপনে ॥+
'শুন শুন সলুকা লো, আমি কহি যে তোমারে।
কাইল আইল আবু রাজা রাইতের নিশাকালে ॥
দুশ্‌মনের সঙ্গে বিয়া হইয়াছে স্থির।
ছিন্নি মাইন্যাছি আমি বড়ো বড়ো পীর ॥
দাণ্ডারা[১] পড়িব কাইল সহরে বাজারে।
শুক সারীর বিয়া হইব কই যে তোমারে ॥
কিনিতে রাজার পাইক যাইব শুক সারী।
প্রভুরে কহিও তোমার এই ছল করি ॥
শুক সারীর মূল্য চাইবা এক সাধুর ধন।
চৌদ্দ ডিঙ্গা চাইবা আর রত্নাদি কাঞ্চন ॥
দুশ্‌মন কিনিয়া লইব করিবারে বিয়া।
শুক সারী কিন্যা লইব ডিঙ্গা ধন দিয়া ॥

৪। বেচনীয়া=বিক্রেতা। ১। দাণ্ডারা=ঢেঁড়া।

পাঠান্তর :— * এইরূপে আবুরাজা গেল যে চলিয়া ॥

চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন লয়্যা ভাসিবা সায়রে।
এইখান হইতে আগে যাইবা ধার্মিক সাধুর পুরে ॥
ধন রত্ন দিবা তারে চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন।
অভাগীর লাইগ্যা হইল তার এত বিড়ম্বন ॥
তারপর চইল্যা যাইবা কাঞ্চন নগরে।
ভাইট্যাল বাঁকে ডিঙ্গার মধ্যে রাখিয়া প্রভুরে।
তুমি যায়্যা কইবা বার্তা সাধু সদাইগরে ॥
তোমার যে কইন্যা সাধু, ভেলুয়া সোন্দরী।
ক্ষীরনদী সাওর জলে ভাসে একেশ্বরী ॥
মাও বাপ থাকিতে কইন্যা ভাইস্যা বেড়ায়। *
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা কইল মোরে আইবার দায়[২] ॥
সেইখান থাইক্যা চইলা যাইবা সেই না শঙ্খপুরে।
তোমার পর্‌ভু সদাইগর যথায় বসত করে ॥
কইও কইও কইও তুমি তারে সগল কথা।
পুত্রের লইগ্যা ** মাও বাপের মনে আছে বেথা ॥
তোমার পুত্র ভাইস্যা যায় ক্ষীরনদী সাওরে।
লোকজন লয়্যা তুমি উদ্ধার কর তারে ॥
দুশ্‌মন লাইগ্যাছে পাছ্‌ লোক লস্কর নিয়া। +
ধইরতে পাইরলে পুত্ররে তোমার ফালাইব কাটিয়া ॥ +
পাল নাই পবনের ডিঙ্গা না জানি কি করে। ††
বাও বাতাসে ভাইঙ্গ্যা ডিঙ্গা ডুবে বা সাওরে ॥

২। আইবার দায়—আসিবার জন্য

পাঠান্তর :— * মাও নাই বাপ নাই ভাসিয়া বেড়ায়।
** প্রভুর লাইগ্যা— ।
† পাল নাই ভাঙ্গা ডিঙ্গা না জানি বা করে।

এক পুত্র বিনা তোমার পুরী অইন্ধকার।
রাণী ত হারাইছে এই মাণিকের হার ॥
কান্দিতে কান্দিতে মায়ের চৌক্ষে মাকড়সা ঝুরে।
এই দিন না গেলে পুত্র ডুবিব সাওরে ॥
তারপর যাইও যত ইষ্ট বন্ধুর বাড়ী।
সবারে আইস গিয়া নিমন্তন্ন করি ॥
মদন সাধুর বিয়া হইব ভেলুয়ার সনে।
নিমন্তন কইরা আইস যত সাধু জনে ॥

"সগল দেশে যাইও তুমি না যাইবা জৈতাশ্বরে।
আমার ভাইয়ে জাইনতে পাইলে পইড়া যাইবা ফেরে ॥
সায়রে ডুইব্যাছে ভাই আছে কিনা আছে।
তবে ত হইব দেখা বাঁচি যদি পাছে ॥"
এই কথা শুইন্যা তবে সলুকা সোন্দরী।
মদনেরে কয় গিয়া সগল বিস্তারী ॥

(২৫)

দাণ্ডারা[১] পড়িল সব নগরে বাজারে।+
শুক-সারীর বিয়া হইব আবু রাজার পুরে ॥+
মনের মতন শুক সারী যথায় পাইব।+
যে মূল্য চাইব দিয়া রাজা কিন্যা লইব ॥+
রাজা কিন্যা লইব শুইন্যা কেউ দাণ্ডারা না ধরে।+
মদন সাধু ধরে দাণ্ডারা ঘাটের উপরে ॥+

১। দাণ্ডারা=ঢেঁড়া।

গোপ্তে থাইক্যা মদন সাধু কি কাম করিল। +
লোক দিয়া শুক সারী রাজার সভায় পাঠাইল ॥ +
রাজা জিগায়, 'শুক-সারীর কত মূল্য চাও।' +
লোকে বলে, 'সেই কথা শুক-সারীরে জিগাও'[২] ॥ +
শুক কয়, 'আমার মূল্য চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন'। +
সারী কয়, 'আমার মূল্য রজত কাঞ্চন ॥' +
খুশী হয়্যা আবু রাজা ডিঙ্গা ধন দিয়া ॥ +
বিয়ার লাইগ্যা শুক সারী লইল কিনিয়া ॥ +

এইদিগে মদন সাধু কোন কাম করে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা লয়্যা গেল ধার্মিক সাধুর পুরে ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন দিয়া পরণাম[৩] করিল।
সাধুর যতেক ধন সাধুরে বুঝাইল ॥
এইখানে দিল আগে বিয়ার নিমন্তন।
তারপরে চলে সাধু ত্বরিত গমন ॥
মালদহের বৈঠালী আর পব্‌নার নায়। +
সায়রের বুকে মদন পঙ্খী উড়ায় ॥ +

না'ও আইসা ঘাট পাইল কাঞ্চন নগরে।*
আপনি গোপনে† থাইক্যা পাঠায় সলুকারে ॥
ভেলুয়ার দুক্ষের কথা যতেক কাইনী।
একে একে কয় সলুকা চক্ষে ঝরে পানি ॥

২। জিগাও—জিজ্ঞাসা কর। ৩। পরণাম=প্রণাম।

পাঠান্তর :—* তথা হইতে যায় সাধু কাঞ্চন নাগরে।
† আপনি গোমনে—'।
(সেন মহাশয় 'গোমনে' অর্থ করিয়াছেন—'গোপনে'। গোপন অর্থে 'গোমন' কোথাও শুনি নাই।)—সম্পাদক

বুঝায়্যা শুনায়্যা সলুকা কয় মাও বাপে।
অন্তর পুইড়া যায় সাধুর কইন্যার শোক তাপে ॥
পাঁচ ভাইয়ের কাছে কয় সলুকা সোন্দরী।
'তোমার বইন ডুইব্যা মরে সাওরেতে পড়ি ॥
রাইক্ষসের হস্ত থিক্যা একবার বাঁচিল।
শেষের বারেতে আবার সাওরে ভাসিল ॥
পাঁচ ভাই থাকিতে হইব বইনের মরণ।
সোন্দর ভেলুয়ার ভাগ্যে এই না বিড়ম্বন ॥'
বার্তা পায়্যা পঞ্চ ভাই* কোন কাম করে।
লোকলস্কর সাইজা চলে ক্ষীরনদী সাওরে ॥**

তথা হইতে চলে মদন ত্বরিত গমন।
শঙ্খপুরের ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥
গোপনে থাকিয়া মদন দূতীরে পাঠায়।
দূতী গিয়া বার্তা কয় তার বাপ মায় ॥
'একমাত্র পুত্র তোমার শুন সদাইগর।
ক্ষীর নদী সাওরে ভাসে হইয়া কাতর ॥
রাইক্ষসে সে ধইরাছে পাছ কি জানি কি হয়।†
উচিত বাঁচাইতে সাধু তোমারে যোযায়[৪] ॥'
এই না খবর পায়্যা সাধু মুরাই সদাগর।
চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইল লয়্যা লোকলস্কর ॥

৪। যোয়ায়=কর্তব্য।

পাঠান্তর :—* বার্তা পাইয়া সদাগর—।
** পাঁচ পুত্র লইয়া চলে ক্ষীরনদী সাগরে
† আছে কিনা বাঁইচ্যা অতদিন যায়।

তথা হইতে চলে মদন ত্বরিত গমন।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে দিল বিয়ার নিমন্তন ॥
যত যত সদাইগর যত দেশে আছিল।
ক্ষীরনদী সাওরে ডিঙ্গা বাইয়া চলিল ॥
আইজ দিন হইলে গত কাইল হইব বিয়া।
রাইজ্যের যত সদাইগর মিলিল আসিয়া ॥

(২৬)

শুভদিন শুভক্ষন বিয়ার যখনে আইল।
পাত্র মিত্র লয়্যা রাজা যাত্রা যে করিল ॥
সিলৈ হাউই আর পানাস্ পপ্পন।
চড়কি বাজির সঙ্গে ভালা বাজি শোন-ধূম[১] ॥*
বাজি বাজনা ক লইল রাজা নৌকায় ভরিয়া।
ডঙ্কা দামামা বাজে ডিঙ্গায় বসিয়া ॥
ঘন ঘন লোক জনে জয়ধ্বনি করে।
বিয়া কইরতে যায় রাজা ক্ষীরনদী সাওরে ॥
এক ডিঙ্গায় উঠিল রাজা পাত্রমিত্র লয়্যা।
আর ডিঙ্গায় চলিল ভেলুয়া মেনকারে লয়্যা ॥
নাপিত নাপ্‌ত্যানী চলে বিয়ার পুরোহিত।
যাত্রাকালে অমঙ্গল হিতে বিপরীত ॥

১। সিলৈ–শোন ধুম=এগুলি বাজির নাম।

পাঠান্তর :— ক চড়কি বাজি সাথে আর সৈন্যধুম
* বাজি বারুদ —।

অমঙ্গল দেইখ্যা রাজা ডিঙ্গায় উঠিল।
কাণামাছি নাপ্‌ত্যানীর চৌক্ষে পড়িল॥
'চোখ্‌ গেল চোখ্‌ গেল' কইরা নাপ্‌ত্যানী চিক্কাইর পাড়ে[2]
ডঙ্কা আর দামামায় তত কইষ্যা বাড়ি মারে॥
জোরে জোরে হাঁচি পড়ে না ফুটে জোকার।
জয়ধ্বনি দিতে লোকে করে হাহাকার॥
উইড়া আইসা শকুন বইসে ডিঙ্গার মাস্তুলের উপরে।
উখেড়া[3] বাতাসে রাজার ডিঙ্গায় কাছি ছিড়ে॥
ঘাটের মাঝে এক ডিঙ্গা উভে[4] হইল তল।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য গেল রসাতল॥
রাণীরা বুঝায় রাজা পর্‌বোধ[5] না মানে।
পাত্র মিত্র লয়্যা রাজা যায় আপন মনে॥

ক্ষীরনদী সাওরে আইসা রাজা চাইর দিগে চায়।+
বড়ো বড়ো সাধুর ডিঙ্গা দেখিবারে পায়॥+
চাইরদিগে দেখে ডিঙ্গা পর্বত আকার
দেইখ্যা সে আবু রাজার লাগে চমৎকার॥
'নাই সে দিলাম নিমন্তন কোনো জ্ঞাতি বন্ধুজনে।
কইন্যারে লইয়া আইলাম আমি ত গোপনে॥
কোথারথিক্যা আইসে ডিঙ্গা না জানি ভালা মন্দ।'
এরে দেইখ্যা আবু রাজার লাইগ্যা গেল ধন্দ॥

একে একে আইস্যা ডিঙ্গা রাজারে বেড়িল।+
হাব্‌ভাব দেইখ্যা রাজা পর্‌মাদ[6] গণিল॥+

২। চিক্কাইর পাড়ে=চিৎকার করে। ৩। উখেড়া=দম্‌কা। ৪। উভে=উল্টাইয়া। ৫। পর্‌বোধ=প্রবোধ। ৬। পর্‌মাদ=প্রমাদ।

পবনের নাও বাইয়া আইসে যত লোকলস্কর ।+
ভেলুয়ার পঞ্চ ভাই উঠিল রাজার ডিঙ্গার উপর ॥+
হুকুম দিল মদন সাধু যত লোক জনে ।
আবু রাজারে ধইর‍্যা সবে কইষ্যা বাইন্ধ্যা আনে ॥*
চুলে ধইর‍্যা নাপিতরে নৌকায় তুলিল ।
মাথা কুইট্যা নাপ্‌ত্যানী কান্দিতে লাগিল ॥
যতেক সঙ্গের লোক লইল বান্ধিয়া ।
তারপরে যায় সবে পাল উড়াইয়া ॥
রাজার ডিঙ্গা ডুইব্যা গেল ক্ষীরনদী সাওরে ।
সগল্‌রে ধইর‍্যা নিল অলঙ্ঘ্যার চরে ॥

অলঙ্ঘ্যার চরের কথা সগলে জানাই ।
দশ যোজন পথ ধইরা গাছ বিরিক্ষ নাই ॥
বাড়ী ঘর নাই তথায় না আছে জন-মুনিষ ।
চরেতে পড়িলে লোক হয় হারাদিশ ॥[৭]
বসনে বান্ধিয়া মদন হাতে আর গলে ।
অলঙ্ঘ্যার চরে লয়্যা রাখিল সগলে ॥
নাপিত নাপ্‌ত্যানীরে বান্ধে ডিঙ্গার কাছি দিয়া ।
আবু রাজারে কয় লোকে 'আইস করাই বিয়া' ॥
রাজারে বান্ধিল মদন হাতে আর পায় ।
চরেতে রাখিল তারে উব্‌ধা মাথায়[৮] ৷৷ ॥

৭। হারাদিশ=হারউদ্দিশ, দিগ্‌ভ্রান্ত। ৮। উব্‌ধা মাথায়=হেঁটমুণ্ডে।

পাঠান্তর :— * আবু রাজারে ধরে সাধুর যত লোক জনে ॥
+ '—উবুতিয়া পায়। (সেন মহাশয় কোনো অর্থ করেন নাই। 'উবুতিয়া' অপ্রচলিত শব্দ। —সম্পাদক।)

(২৭)

তারপরে কি হইল শুন সভাজন ।+
ভেলুয়া মেনকার সঙ্গে মদনের বিয়ার ঘটন ।।+
মিন্নতি[১] করিয়া মদন যত সাধু জনে ।
দৈব বিড়ম্বন কথা কয় সবার স্থানে ॥
সবার সঙ্গেতে মদন যায় শঙ্খপুরে ।
পঞ্চ কুটুম্বের সঙ্গে লইয়া শ্বশুরে ।।
কতদিনে দেখা দিল আরে সেই না শঙ্খপুর ।
কুলের বড়াই মাণিক সাধুর হইয়া গেল দূর ॥
মনে মনে ভাবে সাধু বিচার করিয়া
মদনের সঙ্গে দিব ভেলুয়ার বিয়া ।।
গণক ডাকিয়া সাধু দিন করে স্থির ।
এই রূপে বিয়ার লগ্ন হইল সুস্থির ।।
ভেলুয়ারে লয়্যা তবে মাণিক সদাইগর ।+
দেশেতে হইব বিয়া কাঞ্চন নগর ।।+
সোনার গলই ডিঙ্গা পবনের পাল ।
জোরে ত বাহিয়া যায় বাতাস উতরাল[২] ।।

মালাধর বৈঠালীরে ডাইক্যা কয় মুরাই সদাগর ।
'শীঘ্র কইরা যাও তুমি সেইনা জৈতাশ্বর ।।
বিয়ার ঘটক * লয়্যা তুমি যাও সেইখানে ।
এই পত্র দিও তুমি ধনঞ্জয়ের স্থানে ।।'

১ । মিন্নতি = মিনতি । ২ । উতরাল = উত্তরদিক হইতে ।

পাঠান্তর :— * বিয়ার নিমন্ত্রণ—' ।

পবন ডিঙ্গা বাইয়া যায় মালদহের বৈঠালী।
চলিল পর্‌ভুর কাজে নাই ত শৈথিল্যি[৩] ॥
শুভ দিনে শুভক্ষণে আইল ধনঞ্জয়।
রাইজ্যের যত সদাইগর আইসা হইল উদয় ॥
দুই কইন্যার বিয়া হইব মদনের সঙ্গে।
শঙ্খপুরের যত লোক মজে নানান্ রঙ্গে ॥
জয়াদি জোকার পড়ে মঙ্গল বাজন।
দরিদ্রে বিলায় সাধু রজত কাঞ্চন ॥
শুভদিনে শুভক্ষণে মদনের বিয়া হইলা গেল।+
দুই কইন্যা লয়্যা মদন বাড়ীতে আইল ॥+
এইরূপে ভেলুয়া আর মেনকা সোন্দরী।
সোয়ামীর সঙ্গে বঞ্চে দিবস সর্ব্বরী ॥
মনের আকাঙ্ক্ষা যত হইল পূরণ।
দুই নারী পাইল সাধু মনের মতন ॥
তিন জনে মেলামিশা পরাণের পরাণ।
সলুকারে দিল সাধু ধন রত্ন দান ॥
রাইজ্যের যত সদাইগর নিজ দেশে যায় ॥
ভেলুয়া মদন সাধুর কথা এইখানে ফুরায় ॥

ইহার পর সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় যে কয় ছত্র আছে, উহা গায়েনের রচনা, পালা রচয়িতা কবির রচনা নহে।—সম্পাদক

"সভাজনের কাছে মোর এক নিবেদন।
কি গাহিতে কি গাহিয়াছি নাহিক স্মরণ ॥

৩। শৈথিল্যি = শৈথিল্য।

নিজ গুণে ক্ষমা মোরে কর সভাপতি ।
পাঁচখণ্ড ভেলুয়ার গান আমি অল্পমতি ॥
গান বাগ্নি নাহি জানি নাহি তাল মান ।
সবার চরণে আমি অধমের ছেলাম ॥
যাঁর তাঁর নিজস্থানে করুন গমন ।
এতদূরে কাহিনী কথা করলাম সমাপন ॥
পান দাও তামুক দাও কর্মকর্তা ভাই ।
এইখানে গাইয়া গান নিজের বাড়ী যাই

সমাপ্ত

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

ষষ্ঠ খণ্ড

বাইন্যা বউ-লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

বাইন্যাবউ-লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা

ভূমিকা

'বাইন্যাবউ-লক্ষ্মীর ঝাঁপি' পালা মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংগ্রহে নাই। বগুড়া জেলার সেনপুর সহরে দত্ত পাড়ায় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবত পাঠ করিতে গিয়া অক্ষয়া তৃতীয়া তিথিতে এক বৃদ্ধার মুখে এই পালার কাহিনী শুনিয়াছিলাম। কাহিনীর সঙ্গে কয়েকটি গানও ছিল। এই কাহিনী শুনিয়া তখন দৃঢ় ধারণা জন্মায় যে ইহার পিছনে একটি সুসম্বদ্ধ পালা আছে। সেই হইতে পালাটি আমি অনুসন্ধান করিতেছিলাম। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমার পাকিস্থানে গমনাগমন বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, ওদেশে পালা অনুসন্ধান করা আর সম্ভব হয় নাই। সেজন্য এই পালাটির আশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলাম। গত নভেম্বর (১৯১১) সালে আসামে গোয়ালপাড়া জেলায় বিলাসী-পাড়ায় গিয়া শ্রীমান অজিত ঘোষের গৃহে অবস্থান কালে গৌর-দাস নামে এক ভিখারী বৈরাগীর মুখে এই পালার শেষের গানটি শুনিয়া চমকিত হইয়া তাহার নিকটে অনুসন্ধান করিয়া শুনিলাম, কামরূপ জেলায় সরভোগ রেল স্টেশনের দক্ষিণে চক্চকা গ্রামে রাধামোহন দাস নামে এক বৃদ্ধ বৈরাগীর নিকটে সমগ্র পালা আছে। তাহার পর চক্চকা গিয়া পালাটি পাই। রাধামোহন বৈরাগীর পূর্ব নিবাস মৈমনসিংহ জেলায় পূর্বধলা গ্রামে। তাঁহার পিতার নিবাস ছিল ঢাকা জেলায় 'মণ্ডলঘাট'।

রাধামোহনের মুখে শুনিলাম, তাঁহার পিতা ও পিতামহ 'গায়েন' ছিলেন। তাঁহাদের ঘরে অনেকগুলি পালা ছিল। একবার

চন্দ্রকুমার নামে (ইনিই বোধ হয় দীনেশ সেন মহাশয়ের পালা সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে) এক ভদ্রলোক তাঁহার পূর্বধলা গ্রামের বাড়ীতে পালার খোঁজে আসিয়াছিলেন। তিনি কোনো পালা লিখিয়া লইয়াছিলেন কিনা, তাহা রাধামোহন বলিতে পারেন না কারণ, সে সময় তাঁহার পিতা জীবিত ছিলেন।

এই পালা কে রচনা করিয়াছিলেন তাহা রাধামোহন জানেন না। পালাটি এককালে পূর্ববঙ্গে গন্ধবণিক সমাজে প্রিয় ছিল। ভাদ্র মাসের 'ভাদুই ষষ্ঠী' ও মহালয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মহা-নবমী পর্যন্ত স্থানে স্থানে পালাটি আসর করিয়া গান হইত।

এই পালাটীর ছত্র সংখ্যা ৬০৪। রচনার ছন্দ ও ভাষা দৃষ্টে মনে হয় ইহার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, এবং কবির জন্মস্থান বিক্রমপুরের অন্তর্গত কোনো গ্রামে। কিন্তু এই পালার মূলে যে ঐতিহাসিক ব্যাপারগুলি আছে তাহা বাংলাদেশের প্রাগ্‌মুসলিম্ শাসন যুগের। পালাটি যদি ঘটনা-মূলক হয়, তবে পূর্ববঙ্গের পল্লীকবি-ঐতিহ্য অনুসারে ঘটনার সমসাময়িক কালেই ইহা রচিত হইয়াছিল ; পরবর্তীকালে ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে পালার ভাষারও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া পালাটিতে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্যনীয়, পালায় কাহারও নাম বা কোনো স্থানের নাম উল্লেখ নাই। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত অভিমত, পালাটির মূলে কোনো ঘটনা নাই, তৎকালে বাঙ্গালী বণিক-সমাজের ব্যবসায়ী সততা, দুর্জয় সাহস, দেবভক্তি ও পারিবারিক চিত্র লইয়া কবি এই পালা রচনা করিয়াছিলেন। আমার এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে পালাটি সুপ্রাচীন।

স্মরণাতীত কাল হইতে খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে দেখা যায়, এই অঞ্চলের নদী

ও সমুদ্রপথে প্রবল জলদস্যুর উপদ্রব ছিল। এই উপদ্রব হইতে তৎকালে স্বদেশীয়-বিদেশীয় বণিকদের বাণিজ্যতরী রক্ষার জন্য সমুদ্রোপকূলবর্তী রাষ্ট্রের রাজশক্তিগুলি সামরিক নৌবহর কাজে লাগাইতেন। এই উদ্দেশ্যে প্রাগ্‌মুসলিম যুগে বাঙ্গালী হিন্দু রাজাদেরও সামরিক নৌবহর ছিল। এককালে দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের রাজা দক্ষিণ রায় ও রাজা মাণিক রায় বাংলাদেশের নদীপথ ও বঙ্গোপসাগর হইতে জলদস্যু বিতাড়িত করিয়া একাল পর্যন্ত কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসীর চিত্তে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজা পাইতেছেন।*

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহম্মদ সামছুদ্দিন ইলিয়াস সমগ্র বঙ্গদেশ দিল্লীর বাদশাহী শাসনের অধীনে আনেন। তাহার পর হইতে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান-কাল পর্যন্ত বাঙ্গালী বা ভারতীয় হিন্দু বণিকদের সমুদ্রপারের বাণিজ্য রক্ষার জন্য কোনো সরকারী প্রচেষ্টার কথা সমসাময়িক ইতিহাসের পাতায় আমি দেখি নাই। বাংলাদেশের সুবাদার নবাব মিরজুমলা ও শায়েস্তা খাঁ জলদস্যু 'হার্মাদ' অত্যাচার নিবারণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় রাজধানী ঢাকা সহর ও উহার নিকটবর্তী বন্দরগুলি রক্ষার জন্য। তাঁহাদের সে চেষ্টা যে কিপ্রকার অকিঞ্চিৎকর ছিল তাহার প্রমাণ, ঢাকা সহরে বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে 'বড়ো কাট্‌রা' ও 'ছোট কাট্‌রা' নামে সুপ্রাচীন যুগের দুইটি সুবৃহৎ দুর্গতোরণ হার্মাদ জলদস্যুদের কামানের গোলার

---

* পৌষ সংক্রান্তিতে পূর্ববঙ্গে বাস্তুপূজার সঙ্গে 'কালামাণিক' বা 'মাণিক রায়'-এর পূজা হয়। দক্ষিণ রায়ের পূজা সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচলিত। এ সম্পর্কে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' পালার ভূমিকা দ্রষ্টব্য—লেখক।

আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া এখনও সাক্ষ্য দিতেছে। পরবর্তীকালের সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তো উপদ্রুত রাজধানী ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া নয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদের পত্তন করেন। এই ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, এই পালাটি প্রাগ্-মুসলিম শাসন যুগের বাঙ্গালী বণিকসমাজের একটি চিত্র।

দুর্গাপূজায় 'ভরা তোলা' ব্যাপারটা বর্তমানকালে গৃহস্থবাড়ীর পূজায় পূজার একটি অবশ্যকরণীয় অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হইলেও প্রাগ্‌মুসলিম শাসনযুগে বোধ হয় এপ্রকার ছিল না। বর্তমানকালে শারদীয় দুর্গোৎসবে যে প্রকার প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা হয়, সে প্রতিমার আবির্ভাবকাল ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানে তিন শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নহে। কিন্তু এই পালার বর্ণনায় জানা যায়, বাঙ্গালী বণিকসমাজে 'চণ্ডীমণ্ডপ', 'দুর্গোৎসব,' 'মহালয়ায় বোধন' ও মহানবমী পূজার শেষে 'ভরা তোলা' সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত।

বর্তমানকালে পূর্ববঙ্গে 'ভরা' শব্দের অর্থ—মাল বোঝাই বড়ো নৌকা। ইহাতে এবং এই পালার বর্ণনায় বুঝা যায়, সে যুগে সাগরপারের বাণিজ্যরত বাঙ্গালী বণিকদের পণ্যবোঝাই সুবৃহৎ 'ডিঙ্গা' অর্থাৎ সমুদ্রগামী জাহাজকেই 'ভরা'বলা হইত। কিন্তু 'ভরা-তোলা' ব্যাপারে 'ভরা' শব্দের অর্থ—বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগত বণিকের ডিঙ্গা বোঝাই পণ্য, লক্ষ্মীর ঝাঁপি ও ব্যবসা সংক্রান্ত খাতাপত্র। এই তিনটির মধ্যে লক্ষ্মীর ঝাঁপিই প্রধান 'ভরা'।

'বণিক' শব্দে বর্তমানকালে 'গন্ধবণিক,' 'সুবর্ণবণিক', 'শঙ্খ বণিক' ও 'কাংস্যবণিক'—এই চারিটি সম্প্রদায় বুঝায়। কিন্তু এই পালায় 'বাইন্যা' শব্দে যাহা বুঝায়, তাহাতে প্রাচীনকালে

যেসব সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারাই 'বাইন্যা' শব্দের লক্ষ্য। বাঙ্গালী 'সাহা' ও 'তিলি' সম্প্রদায় দুইটি বর্তমানকালে যদিও 'বণিক' পদবাচ্য নহেন, তথাপি ইঁহারা পুরুষানুক্রমে স্মরণাতীত কাল হইতে এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ব্যবসাবাণিজ্যেই লিপ্ত ছিলেন। সেজন্য ইঁহারাও 'বাইন্যা' পদবাচ্য।

প্রাগ্‌মুসলিম শাসন যুগে বাঙ্গালী বণিকসমাজ তাঁহাদের ব্যবসায়ে অসাধারণ সততার জন্য দেশে ও বিদেশে 'সাধু' আখ্যা পাইয়া ছিলেন। এই সাধু শব্দেরই অপভ্রংশ—'সাহু' এবং 'সাই'। সাধু বণিকের ব্যবসাবাণিজ্যে সততাপূর্ণ আদান-প্রদানের নাম—'সাহু-কারী' বা 'সাইকারী'। ব্যবসাবাণিজ্যের আদান-প্রদানে 'সাইকারী' শব্দটা বোধ হয় এখন (১৯২২) পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বড়ো ব্যবসায়ীদের মুখে শোনা যায়। এই সাহু ও সাই হইতে 'সাহা' উপাধির উদ্ভব হইয়াছে কিনা তাহা অনুসন্ধেয়। ফার্সি 'সওদাগর' শব্দের বাংলা অপভ্রংশ 'সদাগর' ও 'সদাইগর', ইহা মুসলিম যুগে প্রচলিত হয়।

বাংলা দেশে মুসলিম-শাসন কালে জলপথে বাঙ্গালী বণিকদের বাণিজ্য বহর রক্ষার কোনো সরকারী ব্যবস্থা না থাকায় তাঁহাদের বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ হইয়া আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে পলাশী বিজয়ের পর ইংরেজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা দেশ শাসন ও ব্যবসার নামে শোষণের পরিপূর্ণ সুযোগ পাইয়া লক্ষ্য করিলেন,এতবড়ো দেশে শোষণমূলক ব্যবসা পরিচালনা করিতে হইলে দেশী কর্মচারী ও ব্যবসায়ী বণিকদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সম্প্রদায় হইতে 'মুৎসুদ্দি', 'মুন্‌সি' প্রভৃতি কর্মচারী পদের জন্য

সুযোগ্য লোক পাওয়া গেল, কিন্তু 'বেনিয়ান্'-গিরির জন্য কোনো বাঙ্গালী বণিক পাওয়া গেল না। কারণ, তখন পর্যন্ত বাঙ্গালী সম্প্রদায় অর্থের লোভে নিজেদের বংশমর্যাদা সাহুকারী ত্যাগ করার মত মনোবৃত্তি লাভ করেন নাই। ভারতে কোনোকালেই যেকোন যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ বা জাতির অভাব হয় নাই। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতা করার মতো উপযুক্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও জুটিয়া গেল। যাঁহারা বাদশাহী আমলে নবাব-বাদশা-আমীর-ওমরাওদের খেয়ালের রসদ যোগাইয়া প্রচুর অর্থের মালিক হইয়াছিলেন তাঁহারাই ভাঙ্গানৌকার মত পুরাতন প্রভুদের ত্যাগ করিয়া উদীয়মান প্রভু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়ে সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশে আসিলেন। বাংলাদেশে ব্যবসায়ে সততা ও বাঙ্গালী বণিকসমাজের বড়ো ব্যবসার শেষ-সমাধি সুসম্পন্ন হইল।

রাঙ্গালী চিরকালই ভাবপ্রবণ জাতি। তাহার সে ভাব প্রকাশের পন্থাও অভিনব। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে স্মরণীয় কোনো মহাপুরুষকে দেয় সে অবতারত্ব, বীরকে দেয় দেবত্ব; আর ঘটনাকে কুলাচার, দেশাচার অথবা ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিতে চাহে। সে প্রচেষ্টা বহুক্ষেত্রে কিছুকাল পরে মূল বিষয় হারাইয়া একটা গতানুগতিক বিষয়, ব্যাপার বা প্রথায় পর্যবসিত হয়। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবে ভরাতোলাটাও তাহাই হইয়াছে।

বাঙ্গালী বণিকদের সপ্তডিঙ্গা মধুকর আর নাই। বিদেশী সাগর-পারের 'লক্ষপতি সদাগরের' 'কুচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল' বিবাহ করিয়া বাঙ্গালী বণিকপুত্র 'ময়ূরপঙ্খী নাও'এ আর বাড়ীর ঘাটে আসে না। এখন 'সাইবাইন্যার পুত্র' তথাকথিত লেখাপড়া শিখে

চাকুরির জন্য অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়ায়। তথাপি আজও বাঙ্গালী তার জাতীয় শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয় দুর্গা-পূজায় 'ভরা' তোলে।

দুর্গোৎসবের নবমী পূজা অন্তে ভরাতোলা উৎসব করা হয়। একখানা কাঠের বড়ো বারকোশের উপরে একখানা খেলনা নৌকা বসাইয়া সেই নৌকার আগা-গলুই পাছা-গলুইতে সিন্দুর চন্দনের ফোঁটা ও আশীর্বাদী ধান-দূর্বা দিয়া তাহার উপরে ধান, কড়ি, টাকা পয়সা ও সোনা রূপার কুচি ঢালিয়া দেওয়া হয়। সেই ধান ও অন্যান্য জিনিসগুলির উপরে লক্ষ্মীর ঝাঁপি বা লক্ষ্মীর কৌটা বসাইয়া লাল কাপড়ে ঢাকিয়া ভরালক্ষ্মীর পূজা হয়। পূজা শেষে গৃহকর্তা ও তাঁহার স্ত্রী গাঁটছড়া বাঁধিয়া কুলপ্রথানুযায়ী মণ্ডপ হইতে ভরা অন্দরমহলের প্রধান ঘরে নিয়ে যান। গমন পথে কুমারী কন্যা ঝারি হইতে জলধারা দেয় ও পুরোহিত ঘন্টা বাজাইয়া শাস্ত্রীয় মঙ্গলাচরণ মন্ত্র পাঠ করেন। অন্দরমহলে প্রধান ঘরে ভরা পৌঁছাইলে নিজস্ব কুলপ্রথানুযায়ী অনেকগুলি আচার অনুষ্ঠান ও একটি কুমারী কন্যাকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করা হয়।

বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্বাধীনতালাভের ফলে বাঙ্গালী জাতির অর্ধাংশ হইয়াছে ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তু। আর্থিক দৈন্যের ফলে বাঙ্গালী গৃহে নিত্যসেবিত দেবদেবী মূর্তিগুলি 'আখড়া বাড়ী' ও 'ঠাকুরবাড়ী' নামক এক অপূর্ব হোটেলে স্থান পাইতেছেন, আর নৈমিত্তিক পালপার্বণের দেব-দেবী প্রায়ই গৃহস্থ বাড়ীতে স্থান না পাইয়া বারোয়ারিতলায় পূজিত হইতেছেন। এইসব পূজার পিছনে গৌরব করিবার মত কোনো ঐতিহ্য নাই, কোনো কুলাচার বা দেশাচারও নাই।

অধঃপতিত কোনো মহান্ জাতির পুনরভ্যুত্থানের ইতিহাস

পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সেই অভ্যুত্থানের সাহস ও শক্তির অনেকখানি যোগাইয়াছে তাহার গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এইদিক হইতে বাইন্যাবউ-লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালাটি বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ মূল্যবান।

আগমেশ্বরীপাড়া রোড, নবদ্বীপ

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

বাইন্যাবউ-লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা

(১)

ফাগুনের ফাগুয়া গেল চৈতের চৈতালী।
সদাইগরের সপ্ত ডিঙ্গায় পইড়াছে গাব কালি॥
সপ্ত ডিঙ্গা সাইজা আইল গাব গব্য দিয়া।
বৈদেশে যাইব সাধু বাণিজ্যির লাগিয়া॥
সাইগরের পারে ময়াল[১] এক মাইস্যা পথ।
সূয্যি ঠাকুর উঠেন সেথায় চইড়্যা রাঙা রথ॥
ধলাপানি কালাপানি সাইগরের গড়ান[২]।
পাহাড়ের মতন ঢেউ ছুইয়াছে আশ্‌মান॥
সব ভাইঙ্গ্যা যাইব ডিঙ্গা সাত সুমুদ্দুর পারে।
কুচ বরণ রাজকইন্যা সেথায় বসত করে॥
কুচ বরণ কইন্যা তার মেঘ বরণ চুল।
সাত রাজার ধন মাণিক দোলে কইন্যার কানে দুল॥
সাত রঙ্গা পঙ্খী কত উইড়া বেড়ায়।
পাঙ্খা মেইল্যা পেরজাপতি পুষ্পের মধু খায়॥
পরভাত কালে সূর্য উঠে সাইগরে ছিয়ান[৩] করি।
বনের মাথায় সোনার কিরণ পড়ে তানার[৪] ঝরি॥
সেই না দেশে যাইব সাধু বেসাতি[৫] লইয়া।
ছয় মাইস্যা পর্‌বাস[৬] হইব ঘর দেশ ছাড়িয়া॥

১। ময়াল=ক্ষেত্র। ২। সাইগরের গড়ান=সাগরের বড়ো ঢেউ।
৩। ছিয়ান=স্নান। ৪। তানার=তাঁহার। ৫। বেসাতি=পণ্যদ্রব্য।
৬। পরবাস=প্রবাস, বিদেশে বাস।

চৈতের সংক্রান্তি দিনে নীল পূজা করে।
আচার কাসুন্দি কত করে ঘরে ঘরে॥
সোয়ামী যাইব বাণিজ্যিতে সাইগর পারি দিয়া।
বাইন্যা বউ সাজায় দব্ব[৭] সোয়ামীর লাগিয়া॥
সাইগরের বুকে ডিঙ্গা হাট-বাজার নাই।
শাগ তরকারি ফল মুল পন্থে নাই ত পাই॥
হুড়ুম[৮], চিড়া, খৈ, উপ্‌ড়া[৯], নাইরকলের নাড়ু।
ডাল বড়ি সজ-মশলা আর চাইল সরু॥
নানান রকম কাসুন্দি আর মোরব্বা আচার।
বাইন্যাবউ সাজাইল দব্ব ভারে ভার॥
বৈশাক মাস শুভ দিন তিথি যে অক্ষয়া।
সদাইগর বাইন্যা যাইব শুভ যাত্রা যে করিয়া॥

গঙ্গা পূজা মঙ্গলচণ্ডী আর সত্যনারায়ণ।
গন্ধেশ্বরী দেবী পূজে ভক্তি কইরা মন॥
গনেশাদি দেবতা সব পূজিয়া যতনে।
লক্ষ্মীর ঝাঁপি তুলে ডিঙ্গায় অতি শুদ্ধ মনে॥
মধুকর ডিঙ্গায় লক্ষ্মীর ঝাঁপি ত তুলিয়া।
বেসাতি তুলিল বাইন্যা সপ্ত ডিঙ্গায় ভরিয়া॥
মাঝি মাল্লা আইসা সব ডিঙ্গায় উঠিল।
বাঁশ দড়ি কাছি হাইল পরখ্[১০] করিতে লাগিল॥
নয়া হাইল নয়া পাল নয়া দাঁড়ের বাঁশ।
নয়া দড়ি কাছি দিয়া বান্ধে হাইলের রাশ॥

৭। দব্ব=দ্রব্য। ৮। হুড়ুম=মুড়ি। ৯। উপ্‌ড়া=মুড় কি।
১০। পরখ=পরীক্ষা।

বান্ধিতে ছান্দিতে সাত দিন কাইট্যা গেল।
অক্ষয় তির্তীয়া তিথি উপনীত হইল॥

(২)

অক্ষয় তির্তীয়া তিথি দিনের ভাটি বেলা।
বাণিজ্যে যাইব সাধু সপ্তডিঙ্গা ত খুলিয়া॥
পরভাত কালে উইঠা বউ কোন কাম করে।
ছিয়ান কইরা বাইন্যাবউ নতুন শাড়ী পরে॥
সিথায় সিন্দুর পইরা মঙ্গল চণ্ডী পূজে।
পূজা সাইরা[১] গেল বউ রান্ধন ঘরের কাজে॥
সোয়ামী যাইব পর্বাসে ছয় মাসের তরে।
নানান বেন্নুন রান্ধে বউ মনের মতন কইরে॥
ডাইল রান্ধিল ডাল্না রান্ধিল শাক সুক্তা যত।
কুমড়ার বেস্সরী রান্ধিল ভাজাভুজি কত॥
রউ মাছ[২] রান্ধিল বউ দিয়া পাঁচ মশলা বাঁটা।
টাট্কা ইল্সা মাছ রান্ধে কাঞ্চা মরিচ কাটা॥
বোয়াল মাছে আদা বাঁটা ঘণ্ট করে ভালা।
নয়া জলের ফুল চাঁইফ্লা চচ্চড়ি রসালা॥
মাছের মুড়ার মুড়িঘণ্ট ইলসা গাদা ভাজা।
বাইলা[৩] মাছের অম্বল রান্ধন অতি সোজা॥
বড়ো বড়ো কইমাছ পেটে ডিম্ব ভরা।
বেন্নুন রান্ধিল বউ দিয়া ডাইলের বড়া॥

১। সাইরা=সারিয়া, সমাধা করিয়া। ২। রউমাছ=রোহিত মৎস্য।
৩। বাইলা=বেলে।

পায়েস পিঠা কইরা কত রাইতে খাওন তরে।[৪]
ডিঙ্গায় পাঠায়্যা দিল বাটি বারকোশ ভইরে॥
পাঁচ চুলা জ্বাইল্যা দশ দাসী সঙ্গে কইরা।
রান্ধন করিল বউ মন পরাণ ভইরা॥

পরভাতকালে উইঠ্যা সাধু ছেয়ান পূজা করি।
জলপান কইরতে বইল পাইতা কাঁটালের পিড়ি॥
সাইলা ধানের চিড়া আর গাম্‌ছা বান্ধা দই[৫]।
ঘরের গাইয়ের দুধের ক্ষীর বিন্নিধানের খই॥
মস্ত মস্ত শব্‌রিকলা আর কাশীর চিনি।
তালগুড়ের উপ্‌ড়্যার সাথে ঘোলের মাঠানি[৬]॥
নাইরকল কুড়ায়্যা দিছে হুড়ুমের সাথে।
পাত্‌ক্ষীর কইরা দিছে হুড়ুমের পাতে॥
বড়ো দুইটা কচি ডাব কাটিয়া ছুলিয়া।
নেওয়া-জল ঢাইলা দিল পাথর বাটিতে ভরিয়া॥
জলপান খায়্যা সাধু বন্দরে ত গেল।
কেমন সাইজাছে ডিঙ্গা পরখ করিয়া দেখিল॥
দুইপর কালে ঘরে আইসা খাইতে বসিল।
পঞ্চাশ বেন্নুন ভাত বউ সাজাইয়া দিল॥
পাঙ্খা হাতে কাছে বইসা যতনে খাওয়ায়।
না খাইলে বাইন্যা বউ মাথার কিরা দেয়॥
পরবাসে যাইব পতি বউয়ের পরাণ উতলা।
সদাইগরের বউ হওনের এইনা এক জ্বালা॥

৪। খাওন তরে=খাইবার জন্য। ৫। গাম্‌ছা বান্ধা দই=প্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গে বিখ্যাত জমাট দধির নাম। ৬। ঘোলের মাঠানি=কিছু মাখনের সহিত ঘোলের শেষ ভাগ।

ছোটো খাটো বাইন্যা বেপারী[৭] দেশে হাট বাজার করে।
সইন্ধ্যা রাইতে বাড়ী ফিরে রাইতে থাকে ঘরে॥
বড়ো বড়ো সদাইগরের বাণিজ্য বৈদেশে।
বাণিজ্যে যাইলে পতি না ফিরে ছয় মাসে॥

(৩)

ভাটি বেলায় বাণিজ্যি যাত্রা পাঁজির শুভক্ষণ।
ঘরে থাইকা সদাইগর করিল সাজন॥
সঙ্গে যাইব বাইন্যাবউ ঘাটে বিদায় দিতে।
চৌক্ষের জল সাম্‌লায়্যা বউ সাজে কনমতে॥
পরণাম কইরা লক্ষ্মীর আসন চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে।
সদাইগর বাইর হইল বাড়ীর বাইরে॥
দোয়ার[১] পার হইবার কালে শাড়ীর আইঞ্চল জড়াইয়া।
বাইন্যাবউ পইড়া গেল হস্তের শাখা যে ভাঙ্গিয়া॥
ঘরের কাছে কাউয়া[২] ডাকিল গোয়াইলে ডাকে গাই।
বনের মাঝে শিয়াল ডাকিল কুলক্ষণ সবাই॥
আস্তেবেস্তে উইঠা বউ সোয়ামীর হাত ধইরে।
কইতে লাগিল কাইন্দ্যা অতি মিন্নতি[৩] কইরে॥

'পতি, আমার মাথা খাও,—
এইবারে বাণিজ্যে তুমি আর নাই সে যাও॥—ধুয়া
আরে—না যাইও না যাইও গো পতি,
আমি কই যে তোমারে।

৭। বেপারী = ব্যবসায়ী।

১। দোয়ার—দুয়ার। ২। কাউয়া—কাক। ৩। মিন্নতি=মিনতি।

অলক্ষণ দেখি যে আমি
তোমার পন্থের চাইর ধারে ॥
ঘরের ছাদে কাউয়া ডাকিল
গোয়াইলে ডাকিল গাই।
দিনের বেলা শিয়াল ডাকিল
আমি শুইনা ভয় পাই ॥
পন্থের মাঝে শূন্য কলসী
হাইড়াচাঁচায় নাইচা যায়।
অভাগী হাপুতা[৪] বুড়ী
শুন, দুঃখের গান গায় ॥
বড়ো অলক্ষণ দেখি আইজ
এইনা তোমার যাত্রাকালে
বাণিজ্যে না যাও গো পতি,
আমার যা থাকে কপালে ॥
বৈদেশের ঐ মণি মানিক্যি
আমার কাজ ত নাই।
তুমি সুখে থাইকলে আমি
স্বর্গের সুখ যে পাই ॥
সোনা দানা না চাই গো আমি
না চাই অগ্নিপাটের শাড়ী।[৫]
সিথার সিন্দূর বজায় থাউক[৬]
আমি এই পর্থনা[৭] করি ॥

৪। হাপুতা=মৃতপুত্র, পুত্রের মৃত্যু হইয়া যে নির্বংশ হইয়াছে।
৫। অগ্নিপাটের শাড়ী=প্রাচীনকালে বিখ্যাত লাল রঙের মুল্যবান শাড়ী।
৬। থাউক=থাকুক। ৭। পর্থনা=প্রার্থনা।

না যাইও না যাইও গো পতি,
তুমি বাণিজ্যে বৈদেশে।
বিপদ ঘটিব আমার
দেখি চৌক্ষের উপর ভাসে ॥'

'শুন শুন শুন বাইন্যা বউ
তুমি সাই-বাইন্যার ঝি।[৮]
আমি যদি বাণিজ্যে না যাই
তবে লোকে কইব কি ॥
সাই-সদাগরের পোলা [৯] লো আমি
আমার বাণিজ্য বৈদেশে।
সাইগরের পারে যাইব
আমি মনের উল্লাসে ॥
সাইগরের বইক্ষে ডিঙ্গা
ঢেউয়ের মাথায় নাচে।
ভয় ত না করি আমি
ছেইলা-খেলা আমার কাছে ॥
বৈদেশে মোকাম লো আমার
লাখো ট্যাকার বেপার [১০] করি।
যাত্রা কালে না দিও বাধা
এখন দেও আমারে ছাড়ি ॥
পুত্র কইন্যা রইল গিরে
তুমি যতনে পালিবা।

৮। সাই বাইন্যার ঝি=বনিয়াদী বণিক বংশের কন্যা। ৯। পোলা=পুত্র। ১০। বেপার=লেন-দেন, বেচা-কিনা।

অতিথ বরাহ্মণ[১১] গিরে[১২] আইলে
যতনে সেবিবা ॥
দুঃখী কাঙ্গালী ভিক্ষার ল্যাইগা
আইব তোমার দোয়ারে।
খাইলা হাতে [১৩] ফিইরা না যায়
তুমি দেখিবা সবারে ॥
গোয়ালে কপিলা গাই
রইল দোয়ারে কুকুর।
পিজ্‌রার হীরামন টিয়া
তাগর দুঃখু কইর দূর ॥
ক্ষেতের শস্যি গোলায় তুইল
তুমি যতন করিয়া।
হাইল্যা চাকর দাস দাসী
রাইখো খুশীতে ভরিয়া ॥
অভাবে স্বভাব নষ্ট
সব্বলোকে কয়।
অভাবে পইড়্যা মাইনষে
চুরি কইর‍্যা খায় ॥
আমি তো বাইন্যার পোলা
বৈদেশে বাণিজ্যি করি।
তুমি গিরের গিরলক্ষী
সোংসার রাইখ্যো ধরি ॥

১১। বরাহ্মণ=ব্রাহ্মণ। ১২। গিরে=গৃহে। ১৩। খাইলা হাতে=শূন্য হস্তে।

ডিঙ্গা ছাড়নের সময় হইছে
　　　　আর বাধা না দেও মোরে।
হাসি মুখে বিদায় দিয়া
　　　　যাও লো, তুমি ঘরে ॥'

কাঁদন কাটি বাইন্যা বউয়ের
　　　　সব হইল ব্রেথা[১৪]।
অন্তরে তো বিষম ভয়
　　　　মুখে নাইরে কথা ॥
বিদায় লয়্যা সাইসদাইগর
　　　　ডিঙ্গায় উঠিল।
ভাটার টানে সাধুর ডিঙ্গা
　　　　　　ভাসিয়া চলিল ॥
বড়ো ডিঙ্গা মধুকর সাধু ডিঙ্গায় উঠিয়া।
ছাদে দাণ্ডাইল ঘাটে পুত্র-কন্যারে চাইয়া[১৫] ॥
ঘাটের উপরে বউ তিন পুত্র-কন্যা লয়্যা।
দাণ্ডাইয়া রইল সোয়ামীর মুখেরে চাইয়া ॥
মুখে নাই রে রাও বউয়ের বইক্ষে নাই সোয়াস।
চৌক্ষে নাই পলক কেবল পরাণে হুতাশ ॥
ঘাট ছাইড়া মধুকর গাঙ্গের বাঁকে ঘুইরা গেল।
একে একে সপ্তডিঙ্গা আদেখা হইল ॥

গিরে আইসা বাইন্যাবউ চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে।
কাইন্দ্যা লুটায়্যা পইড়ল মায়ের আসন তলে ॥

১৪। ব্রেথা=বৃথা। ১৫। চাইয়া=দিকে তাকাইয়া।

'শুন শুন মা-জননী, আমি ধরি তোমার পায়।
তুমি বিনা কে রাখিব আমার শঙ্খ সিন্দুর বজায়॥
মহাষ্টমী সন্ধিপূজায় আমার বইক্ষের রক্ত দিয়া।
সরা ভইরা পূজা দিব সোয়ামীর লাগিয়া॥
ভালা হালে ফিইর‍্যা আহুক[১৬] সোয়ামী আমার ঘরে
বাবা ভোলানাথের সঙ্গে আমি পূজিব তোমারে॥'

(৪)

কোন সাইগরের পারে রে ভাই
কোন সাইগরের তীরে।
সূর্যঠাকুর ঘুমান রাইতে
জাইগ্যা উঠেন ভোরে॥
কোন বা দেশের রাজকন্যা
তার মেঘের মতন চুল।
বোঁচা নাকে পইরা[১] থাকে
গোটা গজমোতির ফুল॥
কুচবরণ রাজকন্যা
তার আউলা মাথার কেশ।
ফুল বাগিচায় নাইচ্যা বেড়ায়
নাই লাজ সরমের লেশ॥
কোন বা দেশে পরদীম[২] নাই রে।
জুনাকী জ্বালায় বাতি।

১৬। আহুক = আসুক।

১। পইরা = পরিয়া। ২। পরদীম = প্রদীপ।

দিনসকালে কাজ কারবার
রাইতে নিশুতি ॥
কোন বা দেশের দেব-দেউল
আশমান ছোঁয়া খাড়া।
পূজার আজনাস্[৩] মণি-মুক্ত
সোনা রূপায় গড়া ॥
কোন বা দেশে নপ্পি-পোঁচা[৪]
শাক বেন্নুনে খায়।
ঘির্তের[৫] গন্ধে উট্কি[৬] উইঠা
তারা পলাইয়া যায় ॥
কোন বা দেশে রাইক্ষসেরা
পাহাড় পর্বতে ঘোরে।
সোনার লোভে মানুষ গেলে
আর নাই সে ফিরে ॥
কোন বা দেশে জলকন্যা
গাঙ্গের কূলে বসি।
মানুষ ভুলাইবার লাইগ্যা
বাজায় মোয়ন[৭] বাঁশি ॥
বাঁশি শুইন্যা মানুষ যদি
যায় সে কন্যার কাছে।
হস্তে ধইর্যা জলে লামায়[৮]
পরাণে নাই সে বাঁচে ॥

৩। আজনাস্=বাসনপত্র। ৪। নপ্পিপোঁচা=অবিক্রিত সামুদ্রিক মাছ পচাইয়া শুকাইয়া পরে পিটাইয়া পিণ্ড করা হয়,এই পিণ্ডকে নপ্পিপোঁচা বলে। ৫। ঘির্তের =ঘৃতের। ৬। উট্কি=বমি। ৭। মোয়ন=মোহন। ৮। লামায়=নামায়।

কোন বা দেশে জংলী মানুষ
মাইনষের মাংস খায়।
হাট বাজারে খাইবার লাইগ্যা
পোলাপান[৯] বিকায়॥
সেই না দেশে যায় সদাইগর
বাণিজ্যির লাগিয়া।
পরাণের মায়া নাই রে তাগোর[১০]
ঘড় বাড়ী ছাড়িয়া॥
সাইগরী ঝড় উথাল পাতাল
নদীর সোঁতে পাক।
কিছু নাই ত মানে তারা
বিষুম বিপাক॥
ছয় মাস বাণিজ্যি করে
তিন মাইস্যা পারি।[১১]
খোঁজ খবর না পায় দেশে
কেমনে পরাণ ধরি
হায় রে, কেমনে পরাণ ধরি॥

বৈহাক গেল জষ্ঠি রে গেল
আষাঢ় গেল চইলে।
তিন মাস গেল বউয়ের
আখির জল ফেইলে॥

৯। পোলাপান=বালক বালিকা, শিশুসন্তান। ১০। তাগোর=তাহাদের। ১১। তিন মাইস্যা পারি=আসিতে যাইতে তিন মাসের পথ।

শাওনে বাউনা[১২] মেঘা
আশ্‌মান নাই সে ছাড়ে।
রাইত দিন ঝড় বাতাস
বিষ্টি পড়ে ধারে ॥
ভয় পায়্যা আশমানের চান্দ্‌
আর না দেয় দেখা।
কে বুঝিব বাইন্যা বউয়ের
বুগ[১৩] ভরা বেথা ॥
আশমান ছাইল কালা মেঘা
দিনের আলো ঘোর।
পূবাইল বাতাসে সইন্ধ্যায়
উইঠাছে বিষুম ঝড়।
বাইন্যাবউ ভাইব্যা মরে
কুথায় রইল সদাইগর ॥
ঝড়ের বেগে বিরিক্ষের মাথা
দাপাদাপি করে।
বাইন্যাবউ ভাবে মনে
ডিঙ্গার কাছি দড়ি ছেঁড়ে ॥
তাল নাইরকল গাছের ডাগুর[১৪]
ঝড়ে বাড়ি খায়।
বাইন্যাবউ ভাবে বুঝি
ডিঙ্গার পাল ছিঁইড়্যা যায় ॥

১২। বাউনা—বাউরা, আধপাগ্‌লা, নাছোড়বান্দা। ১৩। বুগ—বুক।
১৪। ডাগুর—ডেগো।

মড়্মড়ায়্যা দাড়াক্[১৫] বিরিক্ষের
মাথা ভাইঙ্গ্যা পড়ে।
বাইন্যাবউ কাঁইপ্যা উঠে
ডিঙ্গার মাস্তুল ভাইঙ্গল ঝড়ে ॥
দারুণ শাউনে ঝড় ঘরের বাইরে থাকন্[১৬] দায়।
পুত্র কন্যা লয়্যা বউ ঘরেতে লুকায় ॥
শিব ঠাকুর মা-কালী সত্য নারায়ণ।
মা-মনসা আদি যত পির্থিমীর দেবগণ ॥
সবারে ডাকিয়া বউ কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা কয়।
'আমার সোয়ামীরে রক্ষা করিবা নির্চ্চয়[১৭] ॥
এমুন তুফানের রাইতে ডিঙ্গা যথায় তথায় থাকে।
রক্ষা কইর মা-চণ্ডী পড়িলে বিপাকে ॥'

শেষ রাইতে বাইন্যাবউ ঘুমে অচেতন।
কপাল ভাইঙ্গ্যাছে হায়রে দেখিল স্বপন ॥
আকাশ ভরা কাজ্লা মেঘ সাইগরে বিষুম বাও[১৮]।
ঢেউর উপর আথাল পাথাল সদাইগরের নাও ॥
পাহাড় সোমান বড়ো ঢেউ দত্যিদানার মত।
সাওরের বুকে লড়াই করে সংখ্যা নাই সে কত ॥
ঢেউয়ের মাথায় সাধুর ডিঙ্গা যেমুন কলার খোলা।
আছাড় মাইরা ফালায় গত্তে[১৯] দানা দত্যির খেলা ॥
হাইল ভাইঙ্গ্যাছে পাল ছিড়্যাছে
ডিঙ্গার মাস্তুল গেছে পইড়া।
কেমুন কইরা বাঁইচব ডিঙ্গা দড়ি কাছি ছিঁইড়া ॥

১৫। দাড়াক্=উঁচু ও খাড়া। ১৬। থাকন্=থাকা। ১৭। নির্চ্চয়=নিশ্চয়। ১৮। বাও=বাতাস। ১৯। গত্তে=গর্ত্তে, দুই ঢেউয়ের ফাঁকে।

সাইগরে পাহাইড়া ঢেউ ঝড়ে মারে বাড়ি।
একে একে ডুইব্যা গেল সাধুর ছয়খান তরী ॥
মধুকরের ছাদে আইসা সাধু দাণ্ডাইল।
মাথায় লয়্যা লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিশান উড়াইল ॥
দমকে দমকে উঠে পানি ডুইব্যা যায় রে ডিঙ্গা।
দাণ্ডাইয়া রইল সাধু ধইরা মাস্তুল ভাঙ্গা ॥
ডুইব্যা গেল মধুকর সাধু হইল তল।
ঢেউয়ের মাথায় লক্ষ্মীর ঝাঁপি ভাসিল কেবল ॥
ভাইস্যা যায় রে লক্ষ্মীর ঝাঁপি তুফানে পড়িয়া।
স্বপন দেইখ্যা বাইন্যাবউ উঠিল কান্দিয়া ॥

রাইতের নিশি ভোর হইল চইল্যাছে বিষ্টির ঝরা।
চন্দন তৈল লইল বউ কাঙ্কে[২০] এক ঘড়া ॥
গাঙ্গের ঘাটে যায়্যা সোঁতে তৈল দিল ঢাইল্যা।
তৈল পায়্যা সোঁতের ঢেউ গেল সোমান হইয়্যা ॥
হাত জুইড়া বাইন্যাবউ কান্দিয়া কান্দিয়া।
কইতে লাগিল অতি বিনীত করিয়া ॥
'শুন শুন গঙ্গা মাও গো, আমি ধরি তোমার পাও।
পতি আমার যেথায় আছে তৈল সেথায় লয়্যা যাও ॥
তোমার পতি সাইগর দেবতার বইঙ্কে মাখাইয়া।
শান্ত কর মাও গো তান্‌রে[২১] আমার পতির লাগিয়া ॥
পর্‌তি বচ্ছর[২২] ভাদ্দর মাসে তৈল এক কলসী।
দিব আমি কইছি মাও গো, আমি তোমার দাসী ॥'

২০। কাঙ্কে=কক্ষে। ২১। তান্‌রে=তাঁহাকে। ২২। পর্‌তিবচ্ছর=প্রতি বৎসর।

ভাইস্যা যায় চন্দন তৈল সোঁতের টানে বইয়া।
ঘাটে দাণ্ডায়্যা বাইন্যাবউ রইল চাইয়া ॥

(৫)

আইল আইশ্‌না মাস দেশে আগমনীর গান।
জলে ফুটে শাফ্‌লা ফুল সামাল্‌ক্যা[১] ভইরাছে বাগান।
গাঙ্গের জলে টান ধইরাছে ধানে নোয়ায় মাথা।
বৈদেশী ত ঘরে ফিরে ভাইব্যা ঘরের কথা ॥
বন্দরে সদাইগরের ডিঙ্গা বাইন্ধ্যা লঙ্গর করে।
ছয় মাসের বাণিজ্য-বেসাতি তুইল্যা লইব ঘরে ॥
মহালয়ায় বোধন কইরা নয় দিনের * পূজা।
দুখী কাঙ্গালী পরতিবাসী[২] খাইব পাইব মজা ॥
বাইন্যাবউয়ের বাইন্যার খবর হদিস্ কিছু নাই।
ঘরে বইস্যা ভাইব্যা মরে বউ না দেখে উপায় ॥
বাড়ীর বাইরে মাইনষের আওয়াজ যখন বউ পায়।
ছুট্যা যায়্যা দোয়ার খুইল্যা পন্থে ত দাণ্ডায় ॥
মহালয়ার মহাসন্ধ্যা বউ সইন্ধ্যার অইন্ধকারে।
দাণ্ডাইল আইস্যা সেই না চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে ॥
মুখে নাই রে রাও বউয়ের আখি কাইন্দ্যা ফুলা।
বুকের সাহস হারায়্যা গেছে লইতে আসন তলার ধূলা ॥

১। সামাল্‌ক্যা=শেফালী। ২। পরতিবাসী=প্রতিবাসী।

* বাংলাদেশে দুর্গোৎসব মহালয়া হইতে বিজয়া দশমী পর্যন্ত চলে. ইহাতে এগার দিনের উৎসব বলাই সঙ্গত। কিন্তু প্রাচীন কালে বাঙ্গালী বণিকগণ তাঁহাদের ডিঙ্গার ভরা তোলা শেষ হইলেই উৎসব সম্পূর্ণ হইল মনে করিতেন। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মহা অষ্টমী পূজায় তুল্‌ছে সগল সদাইগরের ভরা।
বাগ্নি-বাজনা শুইন্যা বউয়ের চৌক্ষে লাম্‌ল[৩] ধারা॥
'কোথায় রইলা সদাইগর আইজ বাড়ী ঘর ছাড়িয়া।
তোমার চণ্ডীমণ্ডপ গোলা[৪] রইল খালি যে পড়িয়া॥'

বাইন্যা বউয়ের বারোমাসী—

কাত্তিক মাসে কাল-কাতেনী[৫] ধানে আইসে থোর।
রাইতে শিরশিরা শীত কুয়াশায় ঢাকে ভোর॥
মাঠ ঘাট শুইক্যা উঠে গাঙ্গে টল্‌টলা পানি।
সূয্যি ঠাকুর খুইল্‌ছেন ধীরে আগুনে চাদ্দরখানি॥
গান গাইয়া জাইলা নায় নতুন জাল বায়।
হাট বাজারে বেচা কেনা মনের মতন হয়॥
সদাইগরের বৈদেশী মাল হাট বাজারে ওঠে।
দেইখ্যা শুইন্যা দেশের মানুষ জিনিস কেনে কাটে॥
সদাইগর না আইসাছে ঘরে সপ্ত ডিঙ্গা না ফিরিল।
ভাইব্যা চিন্ত্যা বাইন্যাবউয়ের চৌক্ষের ঘুম গেল॥

আগণ মাস আইল লয়্যা শীতের বুড়া বুড়ী।
সুখীজনের সুখের দিন দুখী কাঁপন থরথরি॥
রাইতের কালে আশ্‌মানে চলে উড়ুইরা পাখির ঝাঁক।
নিশি রাইতে শুনা যায় ভেওয়া পক্ষীর ডাক॥
কাঁইপ্যা উঠে বাইন্যাবউ ভেওয়ার ডাক শুইন্যা।
মনে ভাবে এমুন শীতে কোথায় রইল বাইন্যা॥
সেই না দেশে আগণ মাসে শীত পড়ে কেমন।
শীতের দিনে ভালা ভালা খাওয়াইব কোন জন॥

৩। লাম্‌ল=নামিল। ৪। গোলা—আড়ৎ, গুদাম, দোকান। ৫। কাল-কাতেনী—কার্তিক মাসের নিয়মিত ঝড়বৃষ্টি (কাল বৈশাখীর মত)।

আগণ মাসে নয়া চাইলের মিষ্টান্ন রান্ধিয়া।
কাইন্দ্যা মরে বাইন্যাবউ চৌক্ষের জলেতে ভাসিয়া॥

পৌষ মাসে পৌষ পার্বণ আর বাস্তুপূজা।
কালামাণিক দক্ষিণরায়* পৌষ দেবতার রাজা॥
ঘরে ঘরে পূজা করে এক বচ্ছরের লাইগ্যা।
রক্ষা করিব ঠাকুর রাইত দিন জাইগ্যা॥
পিঠাপুলি মিষ্টান্ন ভোগ সাজাইয়া।
ঠাকুররে দেয় বাইন্যাবউ যতন করিয়া॥
'শুন শুন ঠাকুর দেবতা অভাগীর পানে চাইয়া।
পতিরে আমার আইন্যা দেও বৈদেশ বিচ্‌ড়াইয়া[৬]॥
শুন ঠাকুর কালামাণিক, তুমি জলের দেবতা।
তুমি সে কইতে পার সদাইগরের বারতা॥
নদীনালা সাইগরে যদি পতির বিপদ হয়।
তুমি সে করিবা রক্ষা আমি ধরি তোমার পায়॥
শুন ঠাকুর দক্ষিণরায়, তুমি বনের দেবতা।
বৈদেশে দুশ্‌মনের মধ্যে তুমি হইও ত্রাতা॥
জলজঙ্গল পাহাড় পর্বত দুশ্‌মনের দেশে।
ঠাকুর, তোমরা আমার পতির রইবা আশে পাশে॥'

মাঘ মাইস্যা বাঘা শীত শীতে কাঁপে গা।
বাইন্যাবউ দিন কাটায় মুখে নাই তার রা[৭]॥
মুখে নাই রে রা বউয়ের বইক্ষে ত আগুন।
মাঘের রাইতে সেই না আগুন জ্বলে রে দ্বিগুণ॥

৬। বিচ্‌ড়াইয়া=তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া। ৭। রা=শব্দ, কথা।

* ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মাঘমাসে পূজাপাব্বণ ধম্মকম্ম যত।
বাইন্যাবউয়ের মন বইসে না ভাবনা শত শত॥
রাইত নিশিতে কাছের বনে ডাকে কোক-পাখি।
ভয়ে কাঁপে বাইন্যাবউ লেপে মুখ ঢাকি॥
দিনে শির্গাল রাইতে কোক শীতের কালে সাপ।
যেইখানে যা দেখে বউ ভাবে অমঙ্গল আর পাপ॥
বরাহ্মণ[৮] ডাইক্যা বাইন্যাবউ গ্রহশান্তি করে।
বৈদেশী সোয়ামীর লাইগ্যা কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা মরে॥

আইল ফাল্‌গুন মাস রে লয়্যা নতুন সাজ।
বাইন্যাবউয়ের মন বসে না গিরের কোনো কাজ॥
ফাগুনে বিরিক্ষলতার পুরান পাতা ঝরে।
ভাবনা চিন্তায় বাইন্যাবউয়ের মাথার চুল উপাড়ে॥
চাঁচর চিকণ কেশ মাথা ভইরা এক ঢাল।
সেই না কেশ উপ্‌ড়ায়া হইল যেমুন বিন্নির খাল[৯]॥
ফাগুনে ফাগুয়া খেলায় মানুষ উঠে মাইত্যা।
বাইন্যাবউয়ের চৌক্ষের জল না শুখায় দিবা রাইতে॥
আমের গাছে কোয়েল ডাকে দৈয়ল দেয় শিষ্।
বাইন্যাবউয়ের কাছে আইজ ফাগুন হইল বিষ॥

চৈত মাসে আগুনে হাওয়া দিন-দুইপরে বয়।
কুশুম কুশুম[১০] শীত রাইতে সুখের স্বপন জাগায়॥
সাঁঝ্‌সকালের মিষ্টি হাওয়া পোখ্‌পাখালীর ডাক।
যার পতি নিরুদ্দিশ হইছে তার অন্তর ফাঁক॥

৮। বরাহ্মণ=ব্রাহ্মণ। ৯। বিন্নির খাল=(?)। ১০। কুশুম কুশুম=অল্প কিন্তু আরামদায়ক।

চৈতের রোইদের তাপ গায়ে ধরে জ্বালা।
যার পতি গিরেতে নাই তার অন্তর পুইড়া কালা ॥
এই না চৈত মাসে ডিঙ্গায় পইড়্‌ত গাবকালি।
সদাইগর বাণিজ্যে যাইত কামের হুলাহুলি [১১]॥
আইজ সদাইগরের খবর নাই রে নাই রে সপ্ত ডিঙ্গা।
ঘরে পইড়্যা কান্দে বউ আশা গেছে ভাইঙ্গ্যা ॥

অক্ষয় তৃতীয়া তিথি বৈশাখ মাসে পড়ে।
বৈদেশে বাণিজ্যযাত্রা সাই সদাইগর করে ॥
সপ্তডিঙ্গা মধুকর চলে পাল দাঁড় বাইয়া।
দেশের মাইনষে দেখে ডিঙ্গা ঘাটে দাণ্ডাইয়া ॥
এক না বচ্ছর আগে এই না তিথির দিনে।
সদাইগর বৈদেশে গেল কি অশুভের ক্ষেণে ॥
সপ্তাডিঙ্গা মধুকর গাঙ্গের ভাটি বাইয়া গেল।
এক বচ্ছর চইলা যায় ডিঙ্গা উজায়্যা না আইল ॥
বাইন্যার বউ কান্দে পোলায় কান্দে ঘরে কান্দে মাইয়া[১২]।
কালবৈশাখীর কালা মেঘে আশ্‌মান গেল ছাইয়া ॥

জষ্ঠি মাসে খর রোইদ জমিনে আগুন ঢালে।
তার থাইকা আগুন জ্বালা বউয়ের বইক্ষে জ্বলে ॥
জষ্ঠি মাসে আম পাকা ফলফলান্তি কত।
কে খাইব কারে দিব মনে ভাবনা অবিরত ॥
এই না মাসে দীঘল দিন দুইপরে কাম নাই।
খাইয়া-দাইয়া দিন দুইপরে ঠাণ্ডা ঘরেতে ঘুমাই ॥

১১। হুলাহুলি—তাড়াহুড়া, হৈহল্লা। ১২। মাইয়া—মেয়ে।

ছোটো বড়ো দিনের কথা বউ ভুইলা গেছে।
শীত গ্রীষ্ম রাইত দিন সোমান তার কাছে॥
মুখে নাই ত রুচে অন্ন মাথায় না দেয় তেল।
পুত্র কন্যার মুখ চাইয়া সয়[১৩] সে বইক্ষের শেল ॥

আষাঢ় মাসে মেঘকন্যা লয়্যা হস্তে ঝারি।
রোইদে পুড়া ধানের ক্ষেতে ঢালে শীতল বারি ॥
দয়াবতী মেঘকন্যার দয়ার জল পাইয়া।
বাঁইচ্যা উঠে মরা ক্ষেত সবুজ হইয়া ॥
কোন বা দেবতা এমুন দয়াল খুঁইজা সদাইগরে।
বাইন্যাবউ ভাবে বইসা আইনা দিব ঘরে ॥
দক্ষিণ সাইগরের মেঘ উত্তরে উইড়্যা চলে।
দেইখ্যা দেইখ্যা বাইন্যাবউ মনে মনে বলে ॥
'দক্ষিণ সাইগরী মেঘা রে,
তুমি আশমানে উইড়া যাও।
সদাইগরের দেইখ্ছ নি
মোরে কইয়া যাও ॥
নীলবরণ সপ্ত ডিঙ্গা
তার হলুদ বরণ পাল।
পালের গায়ে আঙ্কা আছে
তিনটা আগুনের মশাল ॥
আগা গলুই মধুকরের
দেইখ্বা কুমইরের[১৪] মুখ।
সোনা রূপায় বান্ধা আছে
সেই কুমইরের চৌখ ॥

১৩। সয়=সহ্য করে। ১৪। কুমইর=কুমির।

হাইল ধরে হাইলের মাঝি
শালের পোশাক পইরা।
সকাল সইন্ধ্যায় বাঁশি বাজে
ভাইট্যালী সুর ধইরা ॥
মধুকরের ছাদে আছে
ফুল তুলসীর গাছ।
পোষনীয়া[১৫] পাখি আছে
তারা দেখায় কত নাচ ॥
সেই সে ডিঙ্গা কুথায় আছে
দেইখাছ নি তুমি।
সেই সে ডিঙ্গার লাইগ্যা ঘরে
কাইন্দ্যা মরি আমি ॥"

শাওন মাসে বার্য্যা রাণী
পইরা মেঘের শাড়ী।
চান্দ সূরুজ ঢাইক্যা রাখে
বড়ো গুমর[১৬] করি ॥
দিন রাইত বিষ্টি ঝরে
মধ্যে মধ্যে বাও।
পূবাইল বাতাসে চলে
পাল উড়ায়্যা নাও ॥
চাষের সোনা আউশ ধান
পাইক্যা উঠে মাঠে।
বারোমাইস্যা গাহান গাইয়া
কির্‌ষাণে ধান কাটে ॥

১৫। পোষনীয়া = পুষিবার উপযুক্ত সুন্দর। ১৬। গুমর = অহঙ্কার।

রাইত আন্ধারে দেওয়ায় ডাকে
জিল্‌কি ঠাডা[১৭] পড়ে।
ঘরে বইস্যা বইন্যাবউ
কিবান্ কাম করে॥
'কোন বা দেশে রইলা রে সাধু,
এই না শাওন মাইস্যা বেলা।
রাইত দিন ঝড় জল
আশমানে দেওয়ার[১৮] খেলা॥
দারুণ সে কালাপানি
দেও দেব্‌তার বাসা।
ঝড় তুফানে পইড়লে ডিঙ্গার
নাইত কনো আশা॥
সাইগরের দেব্‌তা তোমরা
অভাগীর পানে চাও।
দয়া কইর‍্যা সোয়ামীরে আমার
ঘরে ফিরায়্যা দেও॥'

ভাদ্দর মাইস্যা ভরা গাঙ্গ
কূল ছাপায়্যা পানি।
বাইন্যাবউ চাইয়া দেখে
দূরের ডিঙ্গাখানি॥
ভাদ্দরে ভাদুই ষষ্ঠি
কলা-পাইট্যার[১৯] নায়।

১৭। ঠাডা জিলাক=বজ্র বিদ্যুৎ। ১৮। দেওয়ার=মেঘের। ১৯। কলা-পাইট্যার নায়=কলাগাছের খোলের নৌকায়।

বৈদেশী স্বজনের লাইগ্যা
ক্ষীরপিঠা ভাসায় ॥
পাইট্যার ডিঙ্গা সাতখানা
তাইতে ধান-দূর্বা দিয়া।
ক্ষীর-সন্দেশ ভাসায় বউ
কাইন্দ্যা আকুল হইয়া ॥

'শুন শুন গঙ্গা মাও গো,
শুন আবাগীর কথা।
এই ক্ষীরসন্দেশ লয়্যা যাও
সাধুর সপ্তডিঙ্গা যথা ॥

সাধুরে কইও মাও গো,
আমি ঘরে কাইন্দ্যা মরি।
ব্যাপার-বাণিজ্যিত্ কাম নাই
ঘরে আহুক[২০] ত্বরা তরি ॥'

ভাদ্দর মাইস্যা গাঙ্গের সোঁত
অল্প অল্প বাও।
ঢেউয়ের মাথায় নাইচ্যা দুইলা
চলে পাইট্যার নাও ॥

বাইন্যাবউ চাইয়া থাকে
যদ্দুর দেখা যায়।
অদেখা হইলে বউ
টানা নিশ্বেস ফালায় ॥

২০। আহুক = আসুক।

ভাদ্দর যায়্যা আশ্বিন আইল
আইল রে মহালয়া।
বারোমাসী শেষ হইল
সাধুর পন্থের পানে চায়্যা ॥
আশায় আশায় বছর গেল
এইবার হইল আশাহীন ॥
আন্ধারে ছাইল আখি
বাইন্যাবউয়ের আইল দুঃখের দিন ॥

(৬)

এক দুই তিন কইরা বচ্ছর চইলা যায়।
কি করিব বাইন্যাবউ না দেখে উপায় ॥
ঘরের পুঁজিপাটা যত বেইচ্যা-কিন্যা খাইল।
ক্ষেতখলা মাহাজনের ঘরে বান্ধা দিল ॥
গোয়ালে ত গরু নাই ঘাটে নাই নাও।
পাওনাদারের ডরে বউ বাইরে না দেয় পাও ॥
পরম সুন্দর কন্যা রূপের না ছিল তুলনা।
খাওন বেগরে[১] হইল আধা খাইদের সোনা[২] ॥
চাঁচর চিকণ কেশ পিষ্ঠ ঢাইক্যা পড়ে।
শনের নুড়ি হইল কেশ মাথার তৈল বেগরে ॥
সাইর সখী[৩] আইলে কন্যা আন্ধারে লুকায়।
ভালা পরণ[৪] নাই কন্যার কি করে উপায় ॥

১। খাওন বেগরে—খাদ্যের অভাবে। ২। আধা খাইদের সোনা—সোনার সঙ্গে সমপরিমাণ খাদ মিশাইলে যেরূপ হয়। ৩। সাইর সখী—সমবয়সী বান্ধবী। ৪। পরণ—পোশাক।

দেইখ্যা ত বাইন্যা বউর ফাইট্যা যায় বুক।
নামডাকি[৫] সদাইগরের কন্যার এত দুখ্ ॥

মায়রে জিগায় বড় পোলায় ব্যবসার লাইগ্যা।
অল্পবিস্তর মূলধন পাইব কোথার থাইক্যা ॥
কি কইব অভাগী মাও পোলার মুখ চাইয়া।
দিনের খোরাক ঘরে নাই উপাসে কাটাইয়া ॥
পরামিশ[৬] দেয় পাড়াপড়শী বাইন্যাবউরে ডাকিয়া।
'পোলারে পাঠাও গঞ্জে চাকুরির লাগিয়া' ॥
সেই না পরামিশ বউয়ের মন নাই ত বুঝে।
সাইসদাইগরের পুত্র হয়্যা নোক্‌রী[৭] নাই ত সুঝে[৮] ॥

দেওয়াল ফাইট্যা অশথ্‌গাছ উকি মাইরা চায়।
ছাদ ফাইট্যা বিষ্টির জলে বিছান ভিইজ্যা যায় ॥
বার্ষ্যার দিনে রাইত কাটায় টাপোর[৯] মাথায় দিয়া।
কেমনে মারামতি হইব বউ না পায় ভাবিয়া ॥
সূতা কাইটা ধান ভাইনা পেটের ভাত করে।
বাড়ী মারামতির ট্যাকা আইব কেমনে ঘরে ॥

এত দুঃখের মাঝে বউ ভাদুই ষষ্ঠীর দিনে।
সাত গোটা পাইটার ডিঙ্গা ভাসায় গিয়া গাঙ্গে ॥
আধাপেটা খায়্যা বউ কড়ির যোগাড় করে।
সেই না কড়ির দুধ কিইন্যা ক্ষীরসন্দেশ করে ॥

৫। নামডাকি = স্বনামধন্য, বিখ্যাত। ৬। পরামিশ = পরামর্শ। ৭। নোক্‌রী = চাকুরী। ৮। সুঝে = শোভা পায়। ৯। টাপোর = গরুর গাড়ি বা ছোট নৌকায় বৃষ্টি হইতে মাল রক্ষার জন্য পাতায় নির্মিত আবরণ বিশেষ।

ভাদ্দর মাইস্যা ভরাগাঙ্গে টানা সোঁত বয়।
দক্ষিণ সাইগর পানে বউয়ের ডিঙ্গা ভাইস্যা যায়॥
চাইয়া রয় বাইন্যাবউ ঘাটে খাড়াইয়া।
চৌক্ষের জল ঝইড়া দেয় বইক্ষ ভাসাইয়া॥

(৭)

বারো বচ্ছর পার হইয়া আইল আশ্বিন মাস।
কোনো আশা নাই রে বউয়ের পরাণে হুতাশ॥
গাঁয় গঞ্জে দুর্গাপূজা কত হইছে ধুম।
ভাবনা চিন্তায় বাইন্যাবউয়ের রাইতে নাই রে ঘুম॥
গেরাম গঞ্জের বউ ঝি পূজায় আমোদ করে।
বয়সের বয়সী[১] কন্যা লুকায়্যা থাকে ঘরে॥
নাই রে একখান আস্তা কাপড় কি করিব মায়।
কন্যার মুখ দেইখ্যা মায়ের বইক্ষ ফাইট্যা যায়॥
মহাপূজার মহাষ্টমী রাইত হইল নিশি।
পচ্চিমেতে অস্ত গেল আধখানা শশী॥
আন্ধার ঘরে দুই পুত্র কন্যা সে ঘুমায়।
ঘরের বাইর হয়্যা বউ মণ্ডপ ঘরে যায়॥
বারো বচ্ছর পূজা নাই পূজার আসন ভাইঙ্গ্যা গেছে।
আছাড়খায়্যা পইড়্ল বউ সেইনা ভাঙ্গা আসনের কাছে॥

'শুন শুন দুগ্গা মাও গো,
আইজ শুন আভাগীর কথা।
তুমি হইলা মা জননী
তুমি বুঝ মায়ের বেথা॥

১। বয়সের বয়সী=বয়ঃপ্রাপ্তা, যুবতী।

আর ত না সয় মাও গো,
আমার পুত্তুর কন্যার দুখ্ ।
একবার তুমি চাও মা গো,
তোমার অভয় মুখ ॥
কোন অপরাধ কইরাছি মা গো,
আমি নাই ত জানি ॥
দয়া কইরা ক্ষেমা দেও মা,
ধরি চরণ দুইখানি ॥
অবোধ পুত্তুর কন্যার পানে
একবার মুখ তুইলা চাও ।
তোমার ত পুত্তুর কন্যা রইছে
হইলা তুমি তাগোর[২] মাও ॥
মায়ে বুঝে মায়ের বেদন
আপন পুত্তুর কন্যার লাগি ।
সেই সুবাদে[৩] আইসাছি আইজ
আমি ত অভাগী ॥
সোয়ামী নিরুদ্দিশ হইল
আইজ বারো বচ্ছর যায় ।
ধন সম্পদ ফুরায়া গেল
আমি না দেখি উপায় ॥
সবার চাইতে বড়ো দুঃখ মা,
আমার বয়সী কন্যার দুখ্ ।
বিয়ার কথা দূরে থাউক
পেটের ভাত কাপড়ের দুখ্ ॥

২। তাগোর—তাহাদের। ৩। সুবাদে—সূত্র ধরিয়া।

আর ত না সয় মাও গো,
আমার আর ত না সয়।
এই দুখুঃ না ঘুচিলে
আমার মরণ নিচ্চয়।।'

কান্দে বাইন্যাবউ পইড়্যা মায়ের আসন তলে।
মায়া নিদ্রা আইল বউয়ের চৌক্ষে হেনকালে।।
স্বপনে দেখিল বউ, লক্ষ্মীরে লইয়া।
মা-দুগ্‌গা বইসাছে মণ্ডপ আলো ত করিয়া।
হাইস্যা কয় মা-দুগ্‌গা বাইন্যা বউরে ডাকিয়া।।
'শুন আ-লো বাইন্যাবউ, তর দুঃখুঃ হইল দূর।
বাইন্যারে আর পাবি না সে গেছে পাতালপুর।।
মধুকর ডুইব্যাছে সেই না কালাপানির তলে।
ডুব্‌বার কালে লক্ষ্মীর ঝাঁপি বাইন্যা ভাসাইল জলে।।
সাই বাইন্যার লক্ষ্মীর ঝাঁপি সাইগরে ভাসিয়া।
বারো বচ্ছর পরে আইসাছে বংশেরে চাইয়া[৪]।।
উঠ উঠ বাইন্যাবউ, রাইত হইল ভোর।
ঘাটে আইসা লাইগ্যা রইছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি তোর।।'

ধড়্‌মড়ায়া বাইন্যাবউ উঠিল জাগিয়া।
গাঙ্গের ঘাটে ছুইট্যা চলে পাগল হইয়া।।
ঘাটে যায়্যা দেখে বউ শেওলা জড়াইয়া।
কি যেন কি ভাইস্যা রইছে নতুন আসিয়া।।
ঝম্প দিয়া বাইন্যাবউ পড়ে ঘাটের জলে।
কষ্টেছিষ্টে শেওলার বোঝা টাইন্যা আনে কূলে।।

৪। চাইয়া—খুঁজিয়া।

শেওলা ছাড়ায়্যা দেইখ্যা বইক্ষ উঠে কাঁপি।
বারো বচ্ছর ভাইসা আইসাছে বাইন্যার লক্ষ্মীর ঝাঁপি ॥

(৮)

পূব আকাশে ভোরের আলো
তখন উঁকি মাইরা চায়।
ধীরে স্থস্থে আশ্‌মানের তারা
বিদায় লয়্যা যায় ॥

ফুলের কুড়ি ঘুমায়্যা ছিল
পাতা ঢাকা দিয়া।
ভোরের আলো পায়্যা তারা
জাগে মুখ খুলিয়া ॥

শিউলী ফুল ঝইরা পড়ে
দিনে ভমরার ভয়।
পাতার শিশির ঝইরা পড়ে
থলপদ্মের গায় ॥

ভোরের হাওয়া দোল দিয়া যায়
বকুল ফুলের গাছে।
ফুল-বিছানা পাইত্‌বার লাইগা
সেই না গাছের নীচে ॥

ঘাসের উপর শিশির যেমুন
শাড়ীত্‌ মুক্তো গাঁথা।
ঊষার লাইগা পাইত্যাছে মায়
পুরাণ শাড়ীর কাঁথা ॥

পূব আকাশে রাঙা অরুণ
ডাক দিয়াছে বনে।
পোখ্-পাখালী জাইগা উইঠ্যা
উষারে ডাকে গানে॥
কোয়াশা-আইঞ্চলে অঙ্গ ঢাইক্যা
উষা-কন্যা আইল।
হেন কালে বাইন্যাবউ
ঝাঁপি কাঙ্কে তুইল্যা লইল॥
বনের পাখি গান ধরিল
পুষ্পে ভমরা ধরে তান।
গাছের ডালে ঘুঘু গায়
গোপাল জাগানো গান॥
পরভাত কাইলা মিষ্টি হাওয়া
উড়ায় মাথার রুক্ষু কেশ।
মা-দুগ্গার কিরপায় হইব
এইবার বাইন্যাবউয়ের দুঃখু শেষ॥

গিরে আইসা বাইন্যাবউ কোন কাম করে।
লক্ষ্মীর ঝাঁপি রাইখ্ল গিয়া চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে॥
আস্তে বেস্তে কন্যারে ডাইক্যা তুলিল।
মায়ে ঝিয়ে মণ্ডপঘর ধুইতে লাগিল॥
মায়ে আনে গাঙ্গের জল কলসী ভরিয়া।
ঝিয়ে ধোয় দেবীর আসন ভক্তি করিয়া॥
পোলারে পাঠাইল বউ বংশের পুরুত-বাড়ী।
গেরামে রাষ্ট হইয়া গেল কথা তড়িঘড়ি[১]॥

১। তড়িঘড়ি—দ্রুত।

ধন্যি ধন্যি কইরা লোক দেখিবারে আইসে।
বারো বচ্ছরে সাধুর ঝাঁপি ঘাটে আইল ভাইসে ॥
দুঃখিত্ ছিল পুরুত ঠাকুর বাইন্যার নিরুদ্দিশে।
খবর পায়্যা ছুইট্যা আইল মনের হরিষে ॥
মাঝি-মাল্লা সপ্তডিঙ্গার আছিল যত জন।
তাগোর পোলা ভাই ভাতিজা আইল সর্বজন ॥
নাপিত আইল ধুপা আইল আর আইল বংশের ঢাকী।
বারো বচ্ছর পরে ভরা উঠ্ব সময় আর নাই বাকি ॥

নবমী পূজা শুভক্ষেণে ঠাকুর ভরা পূজা করিল।
পূজা শেষে বাইন্যার পোলা ভরা মস্তকে তুলিল ॥
ঝারি হস্তে কন্যায় দিল পন্থে জলের ছিটা।
বড়ো ঘরে উইঠ্ল ভরা কইরা কত ঘটা ॥
ঘরে গিয়া কুলাচার যতেক আছিল।
গুরুপূজা কুমারীপূজা সগলি হইল ॥
পূজা আচার শেষে বাইন্যাবউ কোন কাম করে।
লক্ষ্মীর ঝাঁপি খুলে বউ কাঁইপ্যা অন্তরে ॥
ঝাঁপি খুইল্যা দেখে মণিমাণিক্যি বিস্তর।
ঝল্‌মল্ কইরা আলো ভইরা গেল ঘর ॥

গুরু পুরুত ধোপা নাপিত বয়বিত্ত জন।
সবারে বিদায় দিল কইরা খুশী মন ॥
সপ্তডিঙ্গার মাঝিমাল্লা যারা নিখুজি হইল।
তাগোর পোলা-ভাই-ভাতিজারে খুশী কইরা দিল ॥
তারা যে আছিল বাইন্যার সুখ দুঃখের ভাগী।
বাইন্যাবউয়ের পরাণ কান্দে তাগোর পোলাপানের লাগি ॥

(৯)

ছয় মাসে নয়া ডিঙ্গা তৈয়ার হইল।
চৈইত্তর সংকারান্তি দিনে ডিঙ্গা ঘাটে ত বান্ধিল ॥
সপ্তডিঙ্গার মাঝিমাল্লা আইসাছে পুরাণ সম্বন্ধ ধরি।
নয়া সাধুর নয়া কাম মনে আনন্দ ভারী ॥
বৈদেশরে না ডরায় তারা কালাপানিরে না করে ভয়।
ঝড় তুফানে আন্ধার রাইতে দেবতা সহায় ॥
সাইসদাইগরের পুত্র বৈদেশে মোকাম।
সাইগর পারে বাণিজ্যিত্ রইছে বাপের সুনাম ॥

বৈশাখের পরথমে গঙ্গাপূজা মনসা পূজা করে।
কালামাণিক দক্ষিণরায়ের পূজা করে ভক্তি ভরে ॥
অক্ষয় তির্তীয়ার দিনে চণ্ডীপূজা করি।
বাণিজ্যযাত্রা করিল পুত্র মায়ের আশীর্বাদ ধরি ॥
মায়ের পায়ের ধূলা লইল বরাম্মণের আশীর্বাদ।
বইনে রাখী বাইন্ধ্যা দিল ধইরা ভাইয়ের হাত ॥
নয়া মধুকর নয়া ডিঙ্গায় উঠিল লক্ষীর ঝাঁপি।
মাঝি মাল্লার জয়ধ্বনিত্ উইঠল ডিঙ্গা কাঁপি ॥
ডিঙ্গা ছাইড়্যা যায় পোলায় মায় দাণ্ডাইয়্যা দেখে।
নয়া পাল উড়ায়া ডিঙ্গা হইল আদেখা গাঙ্গের বাঁকে ॥
ছয়মাস গেল বাইন্যাবউয়ের দেবতা পূজিয়া।
পরথম আশ্বিনে ফিরিল পুত্র সপ্তডিঙ্গা লইয়া ॥
মায়ের লাইগ্যা আইনাছে পুত্র নতুন সমাচার।
বৈদেশী সদাইগরের কন্যা বধূ সে তাহার ॥
কুচবরণ কন্যা, ও তার মেঘ বরণ চুল।
সোনার পিঞ্জিরায় পাখি অচিনা বুলবুল্ ॥

বইনের লাইগ্যা আইনাছে ভাইয়ে বর এক ভালা।
ধনপতি সদাইগরের নাতী ধনে মানে উজালা[১] ॥
মহালয়া তিথিতে মহাপূজার বোধন করিল।
আষ্টদিন ধইরা পূজা উচ্ছব চলিল ॥
মহানবমী পূজা শেষে গুরু পুরুত লইয়া।
ভরা তুইলতে যায় সাধু বাছি বাজন করিয়া ॥
নয়া সাধুর নতুন বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি কাঙ্কে লইল।
হিসাব নিকাশ খাতাপত্র সাধু মস্তকে তুলিল ॥
আর যত জনে লইল বেসাতি[২] কিছু কিছু।
মাঝিমাল্লা হাতিয়ার[৩] লয়্যা চলে পিছু পিছু ॥
আগে চলে কুমারী কন্যা ঝারির জল ছিটাইয়া।
পরে চলে গুরু পুরুত মঙ্গল মন্তর গাইয়া ॥
তার পিছে চলে সাধু যোগল[৪] হইয়া।
ভরার ঝাঁপি খাতাপত্তর মস্তকে তুলিয়া ॥
মধুকরের মাঝি মস্তকে শ্বেত ছত্তর[৫] ধরে।
আর সগল বাদ্যভাণ্ড চলে তার পরে ॥
এইরূপে ভরা আইসা মণ্ডপে উঠিল।
বরাম্মণে বিধিমতে ভরাপূজা করিল ॥
পূজা শেষে ভরা যায়্যা উঠে বড়ো ঘরে।
কুমারী পূজা কুলাচার হয় বড়ো ঘরে ॥
দাণ্ডাইয়া বাইন্যাবউ করায় সব কাম।
পোলার বউরে শিখায় সব
যাইতে থাকে বংশের নাম ॥

১। উজালা = উজ্জ্বল, প্রসিদ্ধ। ২। বেসাতি = পণ্যদ্রব্য। ৩। হাতিয়ার = অস্ত্রশস্ত্র। ৪। যোগল = যুগল, স্বামী ও স্ত্রী একত্রে। ৫। ছত্তর = ছত্র।

(১০)

মা-দুগ্‌গার বরে বাইন্যাবউয়ের

দুখুঃ হইছে দূর।

নাতী-নাতনী ধনে জনে সোংসার ভরপূর ॥

বুড়া হইছে বাইন্যাবউ মাথায় পাক্‌না কেশ।

সাঁঝ সকালে রাইতের কালে ভাবে সেইনা দেশ ॥

বৈদেশে গেল রে সাধু মানা না শুনিল।

সপ্তডিঙ্গা আর ঘাটে ফিইরা না আইল।

কুথায় কি হইল সাধুর কিছুই নাই সে জানে।

ধন জন ফিইরা পাইছে তবু পরাণ পরবোধ না মানে ॥

পর্‌তিবচ্ছর ভাদ্দর মাসে ভাদুই ষষ্ঠীর দিনে।

বাইন্যাবউ ভাসায় ডিঙ্গা কাইন্দ্যা আপন মনে ॥

এক মাস আগেথিকা বউ খাইয়া এক বেলা।

একবেলার চাইল বাঁচায়া কিনে দুধ চিনি কলা ॥

সাত গোটা পাইট্যার ডিঙ্গা সন্দেশ ভারিয়া।

ধান দুর্বা দিয়া দেয় গাঙ্গে ভাসাইয়া ॥

ভাইস্যা যায় রে পাইট্যার ডিঙ্গা গাঙ্গে সোঁতের টানে।

ঘাটে খাড়ায়্যা বাইন্যাবউ দেখে উদাস নয়ানে ॥

পরাণ কান্দে রে তার লাইগ্যা—

আর না ফিইর‍্যা আইল সে আমারে ত ডাইক্যা ॥

বড়ো সাইগরের বড়ো ঢেউ

সে দেইখ্‌তে ভালোবাসে।

ধন পাইলাম তার পরাণ পাইলাম না

ও সে রইছে কোন বা দেশে ॥

দিন যায় আমার হাইস্যা খেইল্যা
রাইতে বইসা কান্দি ।
তোমারে হারায়্যা বল
আইজ কেম্‌নে পরাণ বান্ধি

সমাপ্ত

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

ষষ্ঠ খণ্ড

মলয়া কন্যার পালা

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

মলয়া কন্যার পালা

ভূমিকা

এই সংগ্রহ ও সম্পাদনায় 'মলয়া কন্যার পালা'য় ছত্রসংখ্যা ৮৫৪ এবং পালাটি সম্পূর্ণ। মাননীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত 'মলয়ার বারোমাসী' পালার ছত্র সংখ্যা ৪৩০ এবং পালাটি 'অসম্পূর্ণ'। সেন মহাশয়ের সংগ্রহ ৪৩০টি ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে। যে ছত্রগুলি সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই তাহা বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল। শেষের তিনটি অধ্যায়ের কোনো ছত্রই সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় না থাকায় ঐ তিনটি অধ্যায়াঙ্কের পাশে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সংগৃহীত ৪৩০ ছত্রের মধ্যে ৯২টি ছত্রে এই সংগ্রহের শব্দার্থ ও তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় তাঁহার সম্পাদিত পাঠ তৎ-তৎস্থলেই পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। ছত্র, শব্দ ও ঘটনার অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর এবং শব্দের বানান ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না।

'মলয়া কন্যার পালা' রচয়িতা কবির নাম ও পরিচয় ব্যাপারে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'লীলা-কঙ্ক' পালার কঙ্ককে এই পালার কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কারণ, এই পালার ৮ম অধ্যায় 'বারোমাসী' গানে কবি কঙ্কের ভণিতা আছে। কিন্তু লীলা কঙ্ক পালার ৯ম অধ্যায়ে দেখা যায় কঙ্ক গো-চারণে মাঠে গিয়া

'বাথানে ছাড়িয়া ধেনু হস্তেতে লইয়া বেণু
ছায়াতলে বসিয়া মাঠেতে।
কঙ্কধর গায় গান শুনিলে জুড়ায় কান
যত সব রাখুয়াল সহিতে ॥'

কঙ্কের সেই বাঁশি ও গান শুনিয়া গোষ্ঠে নবাগত এক পীর সাহেব মোহিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহার পর—

'পীরের নিকটে বসি "মলয়ার বারোমাসী"
যবে কঙ্ক মধুরে গাইল।'

হিসাব করিলে দেখা যাইবে এই সময়ে কঙ্কের বয়স ষোল বৎসরের অধিক হইতে পারে না।

কঙ্ক 'পঞ্চ না বচ্ছরের শিশু হইল যখন, তেরাখিয়া জ্বরে মৈল চণ্ডাল সুজন॥' সুজনের মৃত্যুর অনতিকাল মধ্যেই 'পতির লাগিয়া কাইন্দ্যা দিবস রজনী, অনাহারে অনিদ্রায় মরে চণ্ডালিনী॥' চণ্ডালিনী মায়ের 'শ্মশানে পড়িয়া শিশু (কঙ্ক) কান্দে মা মা বলি।' শ্মশানের নিকট দিয়া যাইতে 'গর্গ নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ' 'দেখিয়া শ্মশানে শিশু যায় গড়াগড়ি, হাতে ধইরা উঠাইল গিয়া তড়াতাড়ি॥' তাহার পর 'সঙ্গেতে লই শিশু নিজ ঘরে যায়।' গর্গের স্ত্রীর নাম ছিল গায়ত্রী দেবী। কঙ্ককে 'দেখিয়া গায়ত্রী দেবীর সুখী হইল মন।' 'গায়ত্রী জননীর কোলে কন্যা এক ছিল।' 'দুই না বছরের কন্যা লীলা নাম তার।' অতএব লীলা অপেক্ষা কঙ্ক তিন বৎসরের বড়ো।

কঙ্ক গর্গ-পণ্ডিতের গৃহে আশ্রয় পাইয়া 'উঠিয়া প্রভাতে, লইয়া গর্গের ধেনু চরায় মাঠেতে॥' ক্রমে লীলা ও কঙ্ক বড়ো হইয়া উঠিল। গর্গের 'বাড়ীতে আছিল টোল কত ছাত্র পড়ে, লীলা কঙ্ক শুইন্যা শুইন্যা পড়া কণ্ঠে করে।' 'দেখিয়া গর্গের মনে

ইচ্ছা হইল ভারী, দশ না বচ্ছরের কালে কঙ্কের হাতে দিল খড়ি ॥' এ সময়ে লীলার বয়স সাত বৎসর। ইহার পর গায়ত্রী দেবীর মৃত্যু হইলে 'আষ্ট না বচ্ছরের লীলা কাইন্দ্যা গড়ি যায়'। তাহার পর 'বারো না বচ্ছরের লীলা তেরতে পড়িল', 'সোনার যইবন আইস্যা অঙ্গে দেখা দিল ॥' এই সময়ে 'ফেরুসাই বারো-মাসী সঙ্গীত যে কত, শিখিয়াছে কঙ্কধর গান শত শত ॥' ইহাতে বুঝা গেল সে পর্যন্ত কঙ্ক বারোমাসী গান শিখিয়াছিলেন, রচনা করেন নাই; আর ষোলো সতর বৎসর বয়সে মলয়ার বারোমাসীর মত আদিরসাত্মক গান রচনা করা সম্ভব কিনা তাহাও বিবেচ্য।

এই সঙ্গে আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিতে হইবে। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পালার শেষভাগ পান নাই, পাইলে বোধ হয় তাঁহার মনেও এ প্রশ্নের উদয় হইত। পালার অষ্টম অধ্যায়ে মলয়ার বারোমাসী গান আরম্ভ হইয়াছে ফাল্‌গুন মাস হইতে। ফাল্‌গুন, চৈত্র, বৈশাখ—এই তিন মাসে গানে কোনো ভণিতা নাই, জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে অবশিষ্ট নয় মাসের মধ্যে পাঁচ মাসের গানে কঙ্কের ভণিতা পাওয়া যায়। পাঁচটি ভণিতায়ই দেখা যায় কঙ্ক মলয়াকে আশ্বাস দিয়া বলিতে-ছেন, বাঁচিয়া থাকিলে বন্ধুর সঙ্গে মিলন হইবে। ইহাতে কঙ্ক যদি এই পালার রচয়িতা হইতেন, তবে মলয়ার সঙ্গে বসন্ত-কুমারের মিলনান্তে পালা শেষ হইত। কলিকাতাবাসী সেন মহাশয়ের পক্ষে এই সব প্রাচীন পল্লীগাথা দুর্লভ হইলেও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে—বিশেষ করিয়া যে অঞ্চলের ঘটনা অবলম্বনে পালা রচিত সেই অঞ্চলে উহা অনেকের নিকটেই পাওয়া যাইত, এবং পালার ঘটনা পল্লীসান্ধ্য আসরে

গল্পের মত কথিত হইত। মৈমনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চলে 'মলয়া কন্যার পালা' ও গল্প আমি বহু গ্রামে শুনিয়াছি, কিন্তু কোথাও এ কাহিনী মিলনান্ত শুনি নাই।

এই পালার রচয়িতা কবি সম্বন্ধে আমি অনুসন্ধান করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে পালার ঘটনা মৈমনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চলে প্রাগ্-মুসলিম শাসন যুগে ঘটিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের পল্লী কবি-ঐতিহ্যানুসারে ঘটনার অব্যবহিত কালে কোনো পল্লীকবি এই ঘটনা অবলম্বনে পালা রচনা করিয়াছিলেন। পালাটি জনসাধারণের প্রিয় হওয়ায় দূরাঞ্চলেও প্রচার লাভ করে। কালক্রমে ইহার কোনো কোনো অংশ লুপ্ত হওয়ায় প্রচলিত গল্প অবলম্বনে বিভিন্ন কবি সেই লুপ্ত অংশ পূরণ করিয়া পালাটি চালু রাখিয়াছেন। ইহার ফলে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী—এই পাঁচশত বৎসরের পল্লীকবির রচনা ও ভাষার নিদর্শন পালাটিতে দেখা যায় এবং এই কারণে পালাটির রচনায় বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কবিভণিতার যুগের কবি কঙ্ক সমগ্র রচনা করেন নাই, যদি করিতেন তবে বারোমাসী অধ্যায় ছাড়াও অন্য অধ্যায়ে তাঁহার নাম-ভণিতা থাকিত। 'লীলা-কঙ্ক' পালায় দেখা যায় কঙ্ক প্রথম জীবনে বারোমাসী গান শিখিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, মলয়া পালার অন্তর্গত বারোমাসী গান কঙ্কের পূর্ববর্তী রচনা। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে রচিত কাব্যের কবিনামভণিতা দৃষ্টে অনুপ্রাণিত হইয়া কঙ্ক তাঁহার অভ্যস্ত মলয়ার বারোমাসী গানের পাঁচটির শেষে নিজের নামভণিতা জুড়িয়া দিয়াছেন।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মলয়ার বারোমাসী' পালার দশ পৃষ্ঠা ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই সুবৃহৎ ভূমিকায় পালা সম্পর্কে " * * * পীরের কাছে বসিয়া সে যখন

তাহার রচিত 'মলয়ার বারমাসী' গান করিত, তখন পীরের চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত ; * *"—এই কয়েকটি কথা ছাড়া আর কিছু নাই। দশ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা 'লীলা-কঙ্ক' পালার কঙ্ককে অবলম্বন করিয়া হিন্দু জাতি-ধর্ম-সমাজ-শাস্ত্র-পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ্যধর্ম'-আচার-ব্যবহার সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা—যাহা তিনি তাঁহার সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকা, 'লীলা-কঙ্ক' পালার ভূমিকা এবং আরও অনেকগুলি পালার ভূমিকায় করিয়াছেন তাহারই পুনরাবৃত্তিতে পরিপূর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ পৃষ্ঠপোষিত রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ., ডি. লিট্ মহাশয়ের লেখায় বহু জায়গায় 'ধান ভানিতে শিবের গীত' দেখিয়াছি। কিন্তু এই পালার ভূমিকা লিখিতে বসিয়া তিনি যে প্রকার 'শিবের গীত' গাহিয়াছেন, সে প্রকার আর কোথাও দেখি নাই। ইহার অপকারিতা এই যে, সেন মহাশয়ের মত বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লেখা উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুবিদ্বেষী ভিন্নধর্মী বিদেশী সমালোচক ও লেখকগণ হিন্দুজাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার সুযোগ পায়।

এই পালার বর্ণনায় মলয়ার পিতৃগৃহ 'নবরঙ্গপুর' এবং ভূমা রাজার রাজধানী 'থলভূম' বলা হইয়াছে। মৈমনসিংহ ও ঢাকা-জেলায় এই নামে কোন গ্রাম আমি খুঁজিয়া পাই নাই। পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমায় 'স্থল-নহাটা' নামে দুইটি গ্রাম আছে। প্রাগ্‌স্বাধীন যুগে স্থল-নহাটায় একঘর রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন, তাঁহাদের উপাধি 'পাকড়াশী'। এই পাকড়াশী জমিদার বংশ অপরাপর রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ ।কায়স্থের মত, গঙ্গানদীর পশ্চিমপাড় রাঢ়দেশ মুসলিম শাসনাধীনে আসিলে উদ্‌বাস্তু হইয়া খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে জলজঙ্গল-নদীনালা-খালবিলে

সমাকীর্ণ দুর্গম পূর্ববঙ্গে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের সুরেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, 'মলয়া কন্যা' পালার নায়ক বসন্তকুমার তাঁহাদের বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মলয়ার খোঁজে বসন্তকুমার নিরুদ্দিষ্ট হইলে তাঁহার শোকার্ত পিতা থলভূমের নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন 'স্থলবসন্তপুর'। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থানের অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বাংলাদেশের প্রাণ তিনটি নদীর মধ্যে করতোয়ার জলধারা তিস্তানদী অবলম্বনে প্রবাহিত হইতেছে। গঙ্গানদী গতিপথ পরিবর্তন করিয়া তাহার শীর্ণকায় শাখানদী পদ্মাকে স্ফীত করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র তাহার জলরাশি 'যুনাই' বা 'ঝিনৈ' নামের সে যুগের একটি শুষ্ক খাতে ঢালিয়া দিয়া তাহাকে ভয়ঙ্করী 'যমুনা'রূপে পদ্মার সঙ্গে মিলাইয়া বঙ্গোপসাগরে পাঠাইয়াছে। এই যমুনা নদীর কবলে পড়িয়া নবরঙ্গপুর এবং সম্ভবত পালায় বর্ণিত 'হাইল্যা বন' লোপ পাইয়াছে।

বৃদ্ধ জমিদার পাকড়াশী মহাশয়ের এই উক্তি স্বীকার করিতে অসুবিধা এই যে, যে অঞ্চলের ঘটনা অবলম্বনে পালা গান রচিত হয় সেই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে উহার সর্বাধিক প্রচার থাকে, এবং সেই অঞ্চলের কথ্য ভাষার আধিক্য রচনায় দেখা যায়। 'মলয়া কন্যার পালা' পাবনা জেলায় কোথাও আমি পাই নাই। ইহার প্রচার মৈমনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চলেই অধিক। ভাষার দিক দিয়া মৈমনসিংহ ও ঢাকা জেলার কথ্য ভাষারই প্রাধান্য দেখা যায়।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডের ৪১৯ পৃষ্ঠায় 'মলয়ার বারমাসী' গানে আছে,—

'প্রাণপতি বন্দি মোর হইল বৈদেশে।
তরাশে কাঁপিল পরাণ জানিয়া হুতাশে ॥
ধরিয়া অতিথের বেশ বন্ধুরে বাঁচাই।'

এই ঘটনা নিশ্চয়ই মলয়ার বনবাসের পূর্ববর্তী, কিন্তু সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় ঐ তিনটি ছত্রের অতিরিক্ত ঘটনার বর্ণনা নাই, আমিও ঐ প্রকার কিছু পাই নাই বা গল্পে শুনি নাই।

এই পালার 'ভূমা রাজা' শব্দের অর্থ বোধ হয় 'রাজচক্রবর্তী' বা সম্রাট। যদি 'ভূমা রাজা' শব্দের এই অর্থ হয় তবে মলয়া কন্যার পালা প্রাগ্‌মুসলিম যুগের ঘটনা। আর 'ভূমা' শব্দের অর্থ যদি 'ভূঁইয়া' বা 'ভূঞা' হয়, তবে ঘটনা ঘটিয়াছিল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর 'বারো ভুইঞার' প্রাধান্য কালে। ঘটনা যে কালেরই হউক না কেন মলয়া কন্যার পালায় জানা যায়, সে যুগের হিন্দু জাতির জাতিভেদ বিবাহের প্রতিবন্ধক ছিল না, এবং হিন্দু রাজাদের যে সব ত্রুটি বাংলাদেশে মুসলিম প্রাধান্য স্থাপনে সহায়ক হইয়াছিল, তাহার একটি ডাকাত হাইর‍্যার মুখ হইতে পালার কবি শুনাইয়াছেন,—

'সিঙ্গাসনে বইসা বিচার করে বুদ্ধির ছাগল ॥'

নবদ্বীপ. **শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক**

মলয়া কন্যার পালা

বন্দনা।

আদিতে বন্দনা করি পর্‌ভু সত্যনারায়ণ।
এক বিরিঞ্চে এক ফল ছিষ্টির কারণ॥
সত্যনারায়ণ পর্‌ভু অগতির গতি।
তানার চরণে করি শতেক পন্নতি[১]॥
বরম্মা[২] বিষ্ণু বন্দি গাই লক্ষ্মী সরস্বতী।
কৈলাস পর্বতে বন্দি হর আর পার্বতী॥ *
স্বর্গেতে বন্দিয়া গাই দেবী সুরধনী।
মর্ত্যলোকে বন্দি গাই গঙ্গা পতিত পাবনী॥§
শিবের জটায় ছিল যানার বসতি।
ভগীরথ আইন্‌ল গঙ্গা করি অনেক স্তুতি॥
চাইর কুনা পিরথিমী বন্দুম্‌[৩] আগুন আর পানি।
তেত্রিশ কোটী দেব্‌তা বন্দি জানি বা না জানি॥
আড় বন্দি পাড় বন্দি[৪] বন্দি তরুলতা।
জন্মদাতা পিতারে বন্দি আর বন্দি মাতা॥ †

১। পন্নতি=প্রণতি। ২। বরম্মা=ব্রহ্মা। ৩। বন্দুম্‌=বন্দনা করিতেছি। ৪। আড় বন্দি পাড় বন্দি=দুর্গম-সুগম ভালো-মন্দ সব কিছু বন্দনা করি। 'আড়-পাড়' ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলায় প্রচলিত গ্রাম্য ভাষা অনেকটা মধ্যবঙ্গের 'কোনাকানছি' পশ্চিমবঙ্গের 'আনাচ কানাচ'-এর মত অর্থ।

পাঠান্তর :—* কৈলাস পর্বত বন্দি গাই হর আর পার্বতী॥
§ মর্ত্তোত বন্দিয়া গাই আমি পতিত পাবনী॥
† জন্ম দাতা বন্দিয়া গাইলাম মাও আর পিতা॥

মায়ের দুড়ি তন[৫] বন্দুম অক্ষয় ভাণ্ডার।
শত জন্ম ধরি মানুষ সুজিতে নারে ধার[৬] ॥
চন্দর বন্দুম সূরুজ বন্দুম তান্‌রা দুড়ি ভাই .
গ্রহ তারা বন্দি গাই যার লেখা জোখা নাই ॥
বারে বারে বন্দি গাই উস্তাদের চরণ।
মিন্নতি করিয়া বন্দি সভার[৮] চরণ ॥
কিবা গাই কিবা না গাই আমি অল্পমতি **।
নিজগুণে ক্ষেমা কর মোরে সভাপতি ॥
আর বার বন্দি আমি সভার চরণ।
আমার সভাতে আইস সত্যনারায়ণ ॥
আইস মাও-গো সরস্বতী কণ্ঠে কর ভর।
তুমি হইলা তাল যন্ত্র আমি কেবল ভর[৯] ॥
ছাইড়্‌লে না ছাড়ম্[১০] মাও গো না যাও অন্যথা[১১]।
বেইড়া রাইখ্‌ব যোগল চরণ ছাইড়া যাইব কুথা ॥
এইবেলা বন্দনা থইয়া আসল গাওনা[১২]† গাই।
আমারে কইর রে ক্রিপা যত মোমিন[১৩] ভাই ॥
সভা কইরা বইছ ভাইরে হিন্দু মোসলমান।
তোমার জনাবে জানাই অধমের সেলাম ॥

৫। দুড়ি তন=দুটি স্তন। ৬। সুজিতে নারে ধার=শোধ করিতে না পারে ঋণ। ৭। তানরা=তাঁহারা। ৮। সভার=সভাস্থ সকলের। ৯। ভর =আশ্রয়। ১০। ছাড়ম্=ছাড়িব। ১১। অন্যথা=অন্যস্থানে। ১২। গাওনা =গানের বিষয়বস্তু। ১৩। মোমিন—ধর্মবিশ্বাসী।

পাঠান্তর :— * শত জন্নম গেলে মানুষ শোধিতে নারে ধার
** কিবা গাই কিনা গাই আমি অন্ধমতি।
† '—আসল গান—'

পালা আরম্ভ।

ধমে বিত্তে সদাগর গো

আরে ভালা, সদাগর আছিল নবরঙ্গপুরে।

তাহার খেতিমা কথা[1] জানাই সভারে ॥

চৌদ্দ ডিঙ্গা[2] ঘাটে বান্ধা রাখে সদাইগর।

জলের উপরে যেমুন ভাসিছে নগর ॥

ধনদৌলত আছিল কত লেখাজুখা নাই।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী* ঘরে দুখুঃ কিছু নাই।

এক কইন্যা সদাইগরের লক্ষ্মীর সোমান।

বাপ মাও রাইখ্যাছে কইন্যার মলয়া সে নাম ॥

চান্দের সোমান কইন্যা দেখিতে সোন্দর।

আন্ধাইররে করে আলো কইন্যার রূপের পশর ॥

নয় না বচ্ছরের কইন্যা কুলের পর্‌দীম[২]   ।

ইহারে দেখিয়া সাধু[3] গোণে বিয়ার দিন ॥

সিন্দুর বরণ ঠোঁট দুডি কইন্যার দেখিতে সোন্দর।

সদাইগর সদাইভাবে কইন্যার কোথায় যুগ্যি বর ॥ণ

১। খেতিমা কথা=সুখ্যাতির কথা। ২। ডিঙ্গা=প্রাগ্‌মুসলিম শাসন যুগে হিন্দু বণিকদের বৈদেশিক বাণিজ্য জাহাজ। ৩। সাধু=প্রাগ্‌বৃটিশ যুগে ব্যবসায় সততার জন্য বাঙ্গালী হিন্দু বণিকদের দেশে বিদেশে 'সাধু' উপাধি লাভ হইয়াছিল। 'সাই সাদাগর', 'সাধু সদাগর' একার্থক। আর্থিক ব্যাপারে বণিকদের সততাকে এখনও পূববঙ্গে 'সাহুকারী' বা 'সাইকারী' বলে।

পাঠান্তর :—* গজমতি লক্ষ্মী—'। (সেন মহাশয় ইহার অর্থ করেন নাই।)

ণ সদাগর ভাবিয়া মরে কোথায় যুগ্য বর ॥

শিরেতে চাঁচর কেশ কইন্যার মেঘের সোমান।
কোথায় সে রাজার কুমার কইন্যা কারে দিব দান ॥
মুখখানি সে দেখি কইন্যার যেমন চন্দরকলা।
কার গলায় দিবরে কইন্যা সাধের বিয়ার মালা ॥*
ভাইব্যা চিন্ত্যা সদাইগর কোন কাম করিল।
চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া বাণিজ্যিতে গেল ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইল তৈল সিন্দুরে।
মাঝিমাল্লা লয়্যা সাধু যায় ত সফরে[৪] ॥
চৌদ্দখানি নয়া পাল মাস্তুলে উড়িল।
নদীর ঢেউ ভাইঙ্গ্যা ডিঙ্গা † পঙ্খী-উড়া দিল ॥
শ্রীমন্ত† নগর বামে নয়া রাজার দেশ।
যুগ্যি পাত্র না দেখিল করিয়া উদ্দেশ ॥‡
দক্ষিণ ময়ালের দেশে ক্ষীরনদী সাইগর[৫]।
তথায় বসতি করে সাধু দণ্ডধর ॥
সেই না দেশের সাধুর পুত্র দেখিতে কেমন।
দেইখ্যা না হইল সাধুর মনের মতন ॥
পূর্ব-পশ্চিম সাধু ঘুরিয়া দেখিল।
কইন্যার যুগ্যিবর কোথাও খুঁইজ্যা না পাইল ॥
তবে সাধু নীতিধর চিন্তিত হইল।
পশ্চিম ময়াল[৬] ছাড়ি ডিঙ্গার মুখ ফিরাইল ॥

৪। সফরে=বিদেশে। ৫। সাইগর=সাগর। ৬। ময়াল=বাণিজ্য ক্ষেত্র।

পাঠান্তর :—* কার গলে দিব কন্যা আপন বিয়ার মালা ॥

† সামন্ত—'।

‡ সেইদেশে করয়ে সাধু পাত্রের উরদেশ।

আরবার পূর্বদেশে করিল গমন।
ছয় বচ্ছর গুয়াইল[৭] সাধু কইন্যার কারণ॥

(২)

সাধুর বাণিজ্যির কথা এইখানে থুইয়া।
দেশেতে ঘটিল কিবা শুন মন দিয়া॥
হারমাদ[১] ডাকাইত এক নবরঙ্গপুরে।
ডাকাইতি করিয়া বেটা খাইত নগরে॥
ধর্মের নাহিক ভয় যারে তারে মারে।
নরহত্যা বরম্‌বধ সদাকাল করে॥

একদিন রাইতের নিশা হাইর‍্যা[২] কোন কাম করিল।
লয়্যা চল্লিশ জন সাথী সাধুর † পুরীখান বেড়িল॥
ভাণ্ডারের যত ধন লইল লুড়িয়া[৩]।
হীরামণি মাণিক্য কত লইল বাছিয়া॥
বাণিজ্যি কইরা না সাধু বৈদেশে নগরে।
যত যত রত্ন পায় আনে নিজ ঘরে॥
সেই সব ধনের কথা লেখা জোখা নাই।
পরে ত করিল কিবা শুন যত ভাই॥

৭। গুয়াইল=অতিবাহিত করিল।

১। হারমাদ=মঘ ও পর্তুগীজ জলদস্যুর মিলিত দলের নাম 'হার্মাদ'। ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ২। হাইর‍্যা=দস্যু দলপতির নাম। সম্ভবত এই নাম জনসাধারণ প্রদত্ত। ৩। লুড়িয়া=লুটিয়া।

পাঠান্তর :—† লইয়া চল্লিশা সাইথ—'। (এই ভাষা কোনো কালেই প্রচলিত ছিল না। ইতি—সম্পাদক)

অন্দর মহালে হাইর্‌য়া দেখে এক না মাণিক।
আন্ধাইর ঘরে বাতি যেমুন জ্বলে রে ঝিক্‌মিক্‌ ॥
পালঙ্কে শুইয়া কইন্যা রূপে লক্ষ্মীর সোমান।
সে রূপের তুলনা নাই জগতে বাখান ॥
এরে দেইখ্যা পাগল হাইর্‌য়া কোন কাম করিল।
ঘোমন্ত কইন্যারে কান্ধে তুইল্যা লইল ॥
মায়ের বুকের ধন হায় রে, আইজ চোরে লয়্যা যায়।
মায়ের কান্দনে কইন্যা চক্ষু মেইল্যা চায় ॥
নয় বচ্ছরের কইন্যা কিবা বল ধরে।+
হারমাদ ডাকাইতের সাথে কেবা লড়াই করে ॥+
কান্ধে করি লইয়া হাইর্‌য়া চলিল ডেরায়।+
কইন্যার কান্দনে চান্দ কালা মেঘেতে লুকায় ॥+

হাইলা বনের[৪] † মাঝে দারাক বিরিক্ষ সারি সারি।
সেই বনে থাকে হাইর্‌য়া তার নাই ঘরবাড়ী ॥
কুঠি বানায়্যা হাইর্‌য়া মাটির ঢিবির তলে।
সেইখানে থাকে হাইর্‌য়া লয়্যা ডাকাইত দলে ॥
পুত্তুর নাই রে কইন্যা নাই রে কেও নাই সংসারে।+
সেই কুঠিতে লয়্যা গেল হাইর্‌য়া কইন্যা মলয়ারে ॥+
সাধুর যতেক ধন কুঠিতে লুকাইল।
নয় বচ্ছরের মলয়ারে তথায় রাখিল ॥
কান্দন কাটি করে মলয়া মায়ের লাগিয়া *।
মায়েরে দেখিব বইলা ফাডে তার হিয়া ॥

হাইলাবন = শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত 'হাইল্যাবন'।

পাঠান্তর :—† পাইলা বনের—'।
* কান্দন কাটি করে কইন্যা তাহারে লইয়া।

মণি মাণিক্যি দিয়া হাইর‍্যা কন্যারে ভুলায়। *
এক বচ্ছর দুই বচ্ছর কইরা তিন বচ্ছর যায়।।
পুত নাই রে কইন্যা নাই রে হাইর‍্যার বুগভরা মায়া †।
পরের কইন্যা চুরি কইরা লইল বুগেতে তুলিয়া।।
যেই না দেশে যত দব্ব[৫] ডাকাইতি কইরা পায়।
ভালা ভালা বনের ফল কইন্যারে আইনা দেয়।।
কত বচ্ছর গেল রে মলয়ার এমনই করিয়া।
তারপরে কি হইল কইন্যার শুন মন দিয়া।।

একদিন হইল কিবা শুন সভাজন।
ডাকাতি করিতে গেল হাইর‍্যা লয়্যা লোকজন।।
খাইল্যা কুঠি পায়্যা মলয়া কোন কাম করিল।
গাথার[৬] কুঠি ছাইড়া বনে বাইর হইল।। §
চাইর দিগে দেখে কইন্যা দারাক বিরিক্ষ[৭] সারি সারি।
পর্‌থম যইবন কইন্যা চলে একেশ্বরী।।
বনের সে বাঘ ভাল্লুক কইন্যারে না বোলায়।+
বনের শোভা দেখে কইন্যা যেই দিগে চায়।।+
চাইর দিগে দেখে কইন্যা পশুপঙ্খী চরে।
চাইর দিগে ফুটে ফুল দেখে সুবিস্তরে।।

৫। দব্ব=দ্রব্য। ৬। গাথার=মাটির গর্তের। ৭। দারাক বিরিক্ষ=বনের সবাপেক্ষা প্রাচীন বড়ো গাছকে 'দারাক বৃক্ষ' বলে।

পাঠান্তর :— * মাও বাপের কথা হারয়্যা কন্যারে ভুলায়।।
† '—হার‍্যার বুকে হইল দয়া।
§ আলোক ডেঙ্গাইয়া কন্যা বনে বাহিরিল।
('আলোক ডেঙ্গাইয়া' ইহার কোনো অর্থ হয় না, সেন মহাশয়ও অর্থ করেন নাই)।

ময়ূর ময়ূরী কত উইড়া বইসে ডালে।
বনের পন্থ দিয়া কইন্যা আস্তে মস্তে চলে ॥
এই মতে বনে বনে ভরমণা[৮] করিয়া।+
হাইর‍্যার গাথায় কইন্যা গেল সে ফিরিয়া ॥+
ডাকাইতি করিয়া হাইর‍্যা কুটিতে আইল।+
বন ভরমণার যত কথা কইন্যা তাহারে কইল ॥+
মানা না করিল হাইর‍্যা ভাইব্যা মনে মনে।+
মানুষ না দেখিব কইন্যা এই ভেউর[৯] বনে ॥+
এইমতে মলয়া কইন্যা ভরমে[১০] বনে বনে।+
বনদেবী মনে করে কাঠকাটইয়াগণে ॥+
আর জনে মনে করে কইন্যা জিন্-পরী।+
দিনে ত ঘুরিয়া ফিরে বনের ভিতরি ॥+
মণি মাণিক্যি ঝলমল করে কইন্যার সর্ব গায়।+
বনের পশু সাপ বাঘ কইন্যারে ডরায় ॥+
এইমত ভাবে লোকে কইন্যারে দেখিয়া।+
কাছে নাই সে যায় কেহ মনে ডর পাইয়া ॥+

(৩)

থলকুলের ভূমা-রাজা,[১] রাজার ক্ষেমতা অপার।
হাত্তি ঘোড়া লোকজন আছে বহু তার ॥
সিপাই লস্কর[২] যত লেখাজোখা নাই।
ধনদৌলত রাজার গুইন্যা না বাড়াই[৩] ॥

৮। ভরমণা=ভ্রমণ। ৯। ভেউর=গভীর। ১০। ভরমে=ভ্রমণ করে।
১। ভূমা রাজা=সার্বভৌম রাজা। ২। সিপাই লস্কর=সৈন্যসামন্ত।
৩। গুইন্যা না বাড়াই=গুনিয়া শেষ করিতে পারি না

মত্তের[৪] না বালু যত আশমানের তারা।
সেই মত রাজার ধন গুইন্যা না পাই সারা[৫] ॥

রাজার যে এক পুত্রু নাম বসন্তকুমার।*
দেখিতে সোন্দর রূপ যেমুন কাত্তিক কুমার॥
যেই দেখে সেই জনে রূপের বাখানে[৬]।
রাজপুত্রুর রূপ দেখো চন্দরকলা জিনে[৭]॥
পরথম্ যইবন কুমারের রাজপুরী উজালা।†
পণ্ডিতে শিখাইছো†† তারে নানা শাস্তরকলা॥

একদিনের কথা সবে শুন দিয়া মন।
শিগারে[৮] যাইব কুমার কইরাছে মনন॥
'শুন শুন পিতা ঠাকুর, আমি কই যে তোমারে।
শিগারে যাইব আমি হাইল্যাবনের মাঝারে।'
এখানে যে আছে বন বড়ো শিগার নাই।+
হাইল্যার ভেউর বনে[৯] ভালা শিগার পাই॥'+
হাইল্যা বনের নাম শুইন্যা রাজার লাগে চমৎকার।‡
'বাঘ ভাল্লুক বহুত আছে লেখা[১০] নাই সে তার॥

৪। মত্তের=মর্তের, পৃথিবীর। ৫। সারা=শেষ। ৬। বাখানে=প্রশংসা করে। ৭। জিনে=জয় করে। ৮। শিগারে=শিকার করিতে। ৯। ভেউর বনে—গভীর বনে। ১০। লেখা=হিসাব।

পাঠান্তর:—* গলবসন্ত নামে ছিল রাজার কুঙার।
† প্রথম যৌবন পুত্র যে পুরী উজ্জলা।
†† রাজা শিখায়েছে—॥
‡ শুনিয়া বনের কথা রাজার লাগে চমৎকার।

রাঙ্গ পরী দলে দলে ভর্মে সেই বনে।
হাইলা বনে শিগারে যাইতে না লয়[১১] মোর মনে ॥'*
মায় ত শুনিয়া কয়, 'শুন পুত্রধন।+
হাইলা বনে শিগারে যাইতে না দিব কখন ॥+
বনে আছে জিন্‌পরী শুইন্যাছি আমি কানে।+
জিন্‌পরী নাগাল পাইলে কেহ না বাঁচে পরাণে ॥+
যদি বাঁচে সেই মানুষ পাগল হয়্যা যায়।+
জাইন্যা শুইন্যা যাইতে বনে না দিব তোমায় ॥'+
মায় যত মানা করে বাপে যত বুঝায়।+
বসন্তকুমারের মন তত যাইতে চায় ॥+
কেমুন সে হাইল্যার বন কেমুন রাজপরী।+
শিগারে যাইয়া কুমার দেখিব বিচাড়ি[১২] ॥+
না শুনিল বাপের কথা না মানিল মায়ের মানা।+
পর্‌ভাতে উডিয়া কুমার শিগারের দিল থানা[১৩] ॥+
লোকলস্কর লয়্যা কুমার শিগারে মেলা দিল[১৪]।} §
হাত্তি ঘোড়া শত শত সঙ্গেতে চলিল ॥
মঞ্চের না ধূলা কুডা[১৫] আশমানেতে উড়ে।
হাইল্যা বন বেইড়া[১৬] লইল রাজার লস্করে ॥

১১। না লয়=সম্মত। ১২। বিচাড়ি=খুঁজিয়া। ১৩। দিল থানা=লোকজন জড় করিল। ১৪। মেলা দিল=যাত্রা করিল। ১৫। মঞ্চের না ধূলা কুডা=পৃথিবীর ধূলা ও খড় কুটা। ১৬। বেইড়া=বেষ্টন করিয়া।

পাঠান্তর :—* সেই বনে যাইতে পুত্রে মানা করে মায় ॥

§ { তবে ত রাজারপুত্র মানা না শুনিল।
লোক লস্কর লইয়া কুমার শিকারে মেলা দিল ॥ }

(৪)

কিসের শিগার কিসের ফিগার কুমার ভরমে[১] বনে বনে ।+
কুথায় থাকে রাজপরী দেখিব কেমনে ॥+
এক দুই তিন করি চাইর দিন যায় ।+
পাঁচ দিনে শাড়ীর আইঞ্চল দেখিবারে পায় ॥+
দারাক বিরিক্ষের তলায় ময়ূর নির্ত্য করে[২] ।+
হরিণ খাড়ায়্যা আছে বিরিক্ষের চাইর ধারে ॥+
বিরিক্ষের ফাঁকে আইঞ্চল[৩] দেখে পরীরে না দেখিল ।+
বিরিক্ষের ডালে ঘোড়া বাইন্ধ্যা কুমার হাঁডিয়া চলিল ॥+
চুপ্পে চুপ্পে কাছে আইসা নজর কইরা চায় ।+
পাখ্না[৪] নাই এই কইন্যা পরী নাই ত হয় ॥+
সাহস পায়্যা রাজার কুমার সামনে হইল খাড়া ।+
আৎকা[৫] মানুষ দেইখ্যা কইন্যা, ডরে হইল সাড়া ॥+
'না ডরাও না ডরাও কইন্যা, আমি রাজার কুমার ।+
এই ভেউর[৬] বনে তোমার সর্মান দায়[৭] সে আমার ॥+
কে তুমি সোন্দর কন্যা ফির বনে একেশ্বরী ।
দেব দৈত্য দানার কইন্যা কিবা তুমি রাজপরী ॥ †
মায় ত বইলাছে মোরে এই বনে পরীর বাসা ।+
রাজপরী দেখিব বইলা মনে বড়ো আশা ॥+
চাইর দিন ফিরিলাম বনে কিছু দেখি নাই ।+
আইজ তোমারে ভেউর বনে দেখিবারে পাই ॥+

১। ভরমে = ভ্রমণ করে। ২। নির্ত্য করে = নৃত্য করে।
৩। আইঞ্চল = আঁচল। ৪। পাথ্না = পক্ষ। ৫। আৎকা = হঠাৎ।
৬। ভেউর = গভীর। ৭। সর্মান দায় = সম্মান রক্ষার দায়িত্ব।

পাঠান্তর :—† মনুষ্য নহত কন্যা কিবা রাজপরী ॥

নয়ান জুড়াইল কইন্যা তোমার রূপ দেখি।
কোথায় থাইক্যা আইলা তুমি কার পিঞ্জিরার[৮] পাখি ॥'

'শুন শুন রাজার কুমার কই যে তোমার ঠাঁই। +
দেব দৈত্য দানা পরী কিছুই আমি নই ॥ +
দুঃখিনী দুঃখের কইন্যা দুঃখ মোর সাথী। +
এই দুনিয়ায় কেহ নাই আমার বেথার বেথী ॥ +
বনে থাকি বনের পশু পক্ষীর সঙ্গে বাস। +
এমুন কইরা কাইট্যা গেল বহুত বচ্ছর মাস ॥ +
আপন জন থাইক্‌লে তালাস[৯] কইর্‌ত এত দিনে। +
একেশ্বরী ঘুইরা ফিরি বনের পশুর সোনে ॥' +

'না কাইন্দ না কাইন্দ কইন্যা, তুমি মুছ চৌক্ষের পানি।
কি কারণে তোমার দুঃখ কইবা আমি শুনি ॥
আমার বাপ সে ভুমা রাজা রাইজ্য থলকুল। +
রাইজ্যর মাঝে হাইল্যা বন কইন্যা, তুমি বনের ফুল ॥ +
এমুন ফুলের দুঃখ আমি সইতে ত না পারি।
কি কইরা দুঃখ ঘুচব কইন্যা, কইবা বিস্তারি ॥'

'শুন শুন রাজার কুমার আমি কই যে তোমারে।
শীঘ্র কইর‍্যা যাও কুমার, ফিইর‍্যা আপন ঘরে ॥
দুরন্ত দুশ্‌মন হাইর‍্যা যদি লাগাল পায়।
আমার মায়ের মতন কাইন্দ্যা মইরব তোমার মায় ॥
দয়া মায়া নাই হাইর‍্যার নিদয়া পাষাণ।
লাগাল পাইলে তোমার বধিব পরাণ ॥

৮। পিঞ্জিরার—খাঁচার। ৯। তালাস—খোঁজ।

থল বসন্ত কুমার কয়—'কইন্যা মন করলো দড় ।
বাহির বনেতে আছে আমার হাজার লস্কর ॥
হের দেখো[১০] ঘোড়া গোটা আমার পবন সোমান ।
তরোয়ালে কাইট্যা লইব হাইর‍্যার পরাণ ॥
আমি যে জিগাই তুমি কইবা সাচা[১১] কথা ।+
এই বনে আইবার আগে তুমি ছিলা কুথা ॥+
কেবা তোমার মাতা পিতা কেবা তোমার ভাই ।
পরিচয় কথা কও-লো কইন্যা, শ্রবণ জুড়াই ॥
কার বুগ[১২] খালি কইর‍্যা তুমি বনেতে বেড়াও ।
পরিচয় কথা কইন্যা, তুমি আমারে শুনাও ॥'

'বাপ আমার সদাইগর নবরঙ্গপুরে ।
নিত্যিমাধব নাম তানার জানাই তোমারে ॥
মাও মোর কাঞ্চনমালা আর কেহ নাই ।
মায়ের কুলেতে আমি সুখে নিদ্রা যাই ॥
দুরন্ত দুশ্‌মন হাইর‍্যা হায়রে কোন কাম করিল ।
মায়ের বুক খালি কইর‍্যা আমারে আনিল ॥
মায়ের আখির জল হইল বুঝি সার ।
সেই হইতে আছি গো কুমার, বনের মাঝার ॥"

"শুন শুন সোন্দর কইন্যা, আমার কথা ধর ।
আমার না সঙ্গে তুমি চল আপন ঘর ॥
নবরঙ্গপুরের কথা আমার জানা আছে ।
ছয় বচ্ছর গেল কইন্যা তারা বাঁচ্যা আছে । *

১০ । হের দেখো=লক্ষ্য করিয়া দেখ । ১১ । সাচা=সত্য । ১২ । বুগ =বুক ।

পাঠান্তর :—‡ ছয় বছর গেছে লো কন্যা তারা আছে বা না আছে

মাও বাপ কাইন্দ্যা কইন্যা, তর[১৩] অন্ধ কইর্‌ছে আঁখি।
এমুন কইন্যার রূপ কভু নাই ত দেখি ॥
থলভূমের ভূমা রাজা আমি পুত্র তার।
বনেতে আইলাম কইন্যা, করিতে শিগার ॥
শিগার না পাই কইন্যা, ঘুইরা বনে বনে।
বিধি মিলাইল শেষে তোমা হেন ধনে ॥*
চল চল সোন্দর কইন্যা, বাপের ঘরে চল।ণ
জুড়িয়া রইবা লো কইন্যা, আপুন মায়ের কোল ॥'

'শুন শুন সোন্দর কুমার, আমি কই যে তোমারে। +
কেমুন কইরা যাইব আমি মাও বাপের ঘরে ॥ +
নয় বচ্ছর বয়সের কালে মোরে চুরি কইরা আনে। +
ছয় বচ্ছর কাইট্যা গেল হাইর্যার এই না বনে ॥ +
হাইর্যা মোরে দয়া করে কইন্যার সোমান। +
দেশে ফিইরা না পাইব আমি সোমাজে সর্মান[১৪] ॥ +

'শুন শুন সোন্দর কইন্যা, আমি কইয়া বুঝাই তরে। +
আমি বিয়া কইরা লইব আমার আপন ঘরে ॥ +
থলভূমের রাজার কাছে সবে নোয়ায় মাথা। +
আমার ঘরে যাইলে কইন্যা, না উঠিব কথা ॥+
বিয়া নাই সে কইরাছি কইন্যা,'আমার ঘর রইছে খাইল্যা[১৫]। +
আমার ঘরে চল লো কইন্যা, আমার পুরী কইরা উজালা ॥'

১৩। তর=তোমার। ১৪। সোর্মান=সম্মান। ১৫। খাইল্যা=খালি, শূন্য।

পাঠান্তর :—* বিধি মিলাইল নিধি বনের ভিতরে।
ণ —আপন দেশে চল।

'শুন শুন সোন্দর কুমার তোমার মন কর দড়[১৬] ।+
পরতিজ্ঞা কইরা কইবা তুমি লইবা মোরে ঘর ॥+
সাক্ষী কর দেব-ধরম বনের পশু পক্ষী ।+
আশ্‌মানের চান্দ সুরজ হইব তোমার সাক্ষী ॥+
যে কথা কইলা আইজ তুমি রাইখ্‌বা সর্বকালে ।+
আমার এই না গলার মালা আইজ দিব তোমার গলে ॥' +

'শুন শুন বনেলা কইন্যা, আমি রাজার কুমার ।+
আমার মুখের কথা না হইব লড় চড় ॥+
আশমানের চান্দ সূরজ দেব ধরম সাক্ষী ।+
আর সাক্ষী রইল যত বনের পশুপক্ষী ॥+
আমার গলার মোতির মালা আইজ দিলাম তোমার গলে ।+
তোমারে না তেজিব আমি জীবনে কোনও কালে ॥+
তরে থইয়া না যাইব আমি আমার রাইজ্য দেশ ।
ঝাইড়্যা বান্ধ লো কইন্যা, তোমার চাঁচর কেশ ॥
এখন চল লো কইন্যা তোমার বাপের ঘরে ।+
বিয়ার ঘটক পাঠাইব আমি এক মাস পরে ॥'+

(৫)

ছয় বচ্ছর পরে মলয়া ফিরে বাপের বাড়ী ।
কইন্যা কুলে লয়্যা কান্দে সদাইগরের নারী ॥
অইন্ধকার আছিল পুরী হইল উজালা ।
বাপে ত আইয়াছে লয়্যা ধনদৌলত ভালা ॥

১৬। দড়=দৃঢ়, শক্ত।

রাজার কুমার জামাই হইব আশা বড়ো মনে।
এক দুই তিন করি মাসের দিন গণে ॥

নবরঙ্গপুরের রাজা বলাই তার নাম।+
রাজার পুত্র চন্দরকুমার বড়োই দুশ্‌মন ॥+
নদীর ঘাটে দেখে চন্দর মলয়া কইন্যারে।+
দেইখ্যা কইন্যার রূপ পাগল হয়্যা ফিরে ॥
রাজার পুত্র পাগল হইল রাজা ভাইব্যা নাইত পায়।
সাধুরে ডাকিয়া রাজা বৃত্তান্ত জানায় ॥
তবে সাধু কহে—'রাজা আমার কথা ধর।
এহি কইন্যা না করিব তোমার পুত্রের ঘর ॥
বয়সে বয়সী কইন্যা মন গেছে তার।
থলভূমের রাজার পুত্র বসন্তকুমার ॥
দোনো জনে দেখা হইল বনের মাঝারে।+
ধর্ম সাক্ষী করি কইন্যা বাক্যি দান করে ॥+
যে হউক সে হউক কইন্যার অন্যগতি নাই।+
থলভূমের কুমার হইব আমার জামাই ॥'+

এই না কথা শুইন্যা রাজা গোস্বায়[১] জ্বলিল।
ভূমা রাজার নাম শুইনা কিছু না কইল ॥
মনে মনে বলাই রাজা ভাবে সর্বক্ষণে।+
কেম্‌তে লইব পর্‌তিশোধ এহি অপমানে ॥+

১। গোস্বায়=চাপা ক্রোধে।

(৬)

এহিদিগে হইল কিবা শুন দিয়া মন।+
মলয়ারে হারাইয়া হাইর‍্যা ফিরে বনে বন ॥+
ফকির হইল হাইর‍্যা কইন্যারে লাগিয়া।+
নবরঙ্গপুরে আইল কইন্যারে চাইয়া[১]।+
সদাইগরের বাড়ীত্ দেখে বিয়ার আয়োজন।+
নারীগণের জয় জোকার কত বাগুবাজন ॥+
শুভ দিনে শুভক্ষেণে কইন্যার বিয়া হইয়া গেল।+
কইন্যারে লইয়া কুমার থলভূমে চলিল ॥+
ভাইব্যা চিন্ত্যা হাইর‍্যা ডাকাইত কোন কাম করে।+
হাজির হইল বলাই রাজার গোচরে ॥+

'শুন শুন আগো রাজা, কই যে তোমারে।+
তোমার পুত্র পাগল হইল এই কইন্যার তরে ॥+
তুমি যদি চাহ কইন্যা আইন্যা দিবাম্ আমি।+
আমি হইলাম হাইর‍্যা ডাকাইত দেইখ্যা লইবা তুমি ॥+
ছয় বচ্ছর পাইল্যাছি কইন্যা আমি হাইল্যা বনে।+
ভূমারাজার পুত্র তারে চুরি কইর‍্যা আনে ॥+
হাজারে-বিজারে আছে আমার সাক্‌রিদ্[২]।+
পন্থের মাঝারে আমি করবাম্ বিহিত ॥+
তুমি যদি থাকো রাজা আমার পক্ষ হইয়া।+
কইন্যা আইনা দিবাম তোমার ঘরে ত তুলিয়া ॥'+

এই না কথা শুইনা বলাই স্বীকুরী[৩] হইল।+
হাইরার সঙ্গে ত বহুত লস্কর পাঠাইল ॥+

১। চাইয়া=খুজিয়া। ২। সাক্‌রিদ=অনুচর। ৩। স্বীকুরী=সম্মতি।

রাইতের নিশাকালে পন্থে হইল বিষম রণ।+
ধলভূমের কুমার লড়ে লয়্যা আপন জন ॥+
হাইরাার আছিল দলে ডাকাইত আর সিপাই।+
বরয্যাত্তির কুমারের দলে লস্কর বেশী নাই ॥+
ঘোড়ায় চইড়া কুমার কাটে ডাকাইতের মাথা।+
পইড়া গেল রণের ঘোড়া পায় জড়ায়া লতা ॥+
সুয়ামীর বিপদ দেইখ্যা মলয়া সোন্দরী।+
তাঞ্জামের থুন্[৪] বাইর হইল হস্তে কিরিচ ধরি ॥+
কিরিচ চালায় কইন্যা যেমুন কুমারের চাক।+
ডাকাইতের দলে হইল বিষম বিপাক ॥+
আগে ত পলায়্যা গেল রাজার সিপাই।+
হাইর‍্যার দল পলাইল আর দুশ্‌মন নাই ॥+
রাইতের নিশাকালে কইন্যা কোন কাম করে।
পতিরে বাঁচায়্যা গেল সুয়ামীর ঘরে ॥*
রাজ্যেতে বাঁজিল ডঙ্কা আনন্দ অপার।
বাজিল বিয়ার বাদ্যি জয় ত জোকার ॥

(৭)

এক বচ্ছর গেল মলয়্যার পতি লয়্যা সুখে।+
কুমারের সোহাগ কত কথা মুখে মুখে ॥+
কেমনে যায় দিন মাস না জানে দুই জনা।+
বিধাতা বিমুখ হইল ভাগ্যের বিড়ম্বনা ॥

৪। তাঞ্জামের থুন=পাল্কি হইতে।

পাঠান্তর :—*পতিরে বাঁচাইয়া সতীকন্যা গেল সোয়ামীর ঘরে ॥

ছয় বচ্ছর ছিল কইন্যা ডাকাইতের ঘরে।+
এন[1] কইন্যা আইনা রাজা পুতের বউ করে॥+
সীতারে হরিল রাবণ সেইনা দোষের লাগি।+
অগ্নি পরীক্ষা হইল দেবতা হইল সাক্ষী॥+
দেশে ফিইরা পরজা লোকে কইল নানান কথা।+
বনবাসে দিল সীতা রামের মনে ব্যথা॥+
থলভূমের ভূমা রাজা কি কাম করিল।+
ডাকাইতের যইবতী কইন্যা ঘরেতে তুলিল॥+
না করে বিচার রাজা নাই সে দেখে কুল।+
কইন্যার রূপ দেইখ্যা রাজার সব হইল ভুল॥+
সতী কি অসতী কইন্যা নাই ঠিক ঠিকানা।+
এমুন কইন্যার লাইগ্যা কুমার হইছে মস্তানা[2]॥+

এই সব কথা রাজার কর্ণে ত উঠিল।+
কি করিতে কি হইল রাজা ভাবিতে লাগিল॥+
তবে ত ভূমানা রাজা কোন কাম করে।
পাত্রমিত্র জনে ডাইক্যা আনে আপন ঘরে॥+
সবে মিইল্যা ভূমা রাজা পরামিশ[3] করিল।+
যত যত রাজাগণে নিমন্ত্রণ পাঠাইল॥
আইয়া রাজা, পাইয়া রাজা, রাজা ধনেশ্বর।
পূব দেশেরথুন আইল রাজা নামে লম্বোদর॥
দক্ষিণ দেশের রাজা আইল নাম গদাধারী।†
মস্তবড়ো পালোয়ান জাঁকজমক ভারী॥+

১। এন = হেন। ২। মস্তানা = কাণ্ডজ্ঞানহীন। ৩। পরামিশ = পরামর্শ।

পাঠান্তর :— † দক্ষিণ দেশের রায় রাজা গদাধর।

পশ্চিমদেশ থুন আইল রাজা মস্ত অধিকারী
যার ধন রক্ষা করে কুবের ভাণ্ডারী ॥
উত্তর হইতে আইল রাজা চন্দ্রকেতু নাম।
পৃথিবী জুড়িয়া যার ধনের বাখান ॥
মধ্যম ময়ালের রাজা নামে মল্লশাট।*
হারা মাণিক দিয়া যেই না বান্ধাইছে ঘাট ॥

কত কত রাজা আইল লেখাজুখা নাই।
নবরঙ্গপুর হইতে আইল দুশমন বলাই ॥ †
থলকুলে আইসা বলাই গোপনে বসিয়া।
যুক্তি করে আর সব রাজারে লইয়া ॥
কোথা হইতে আইল কন্যা‡ কেবা পিতামাতা।
ভালা কইরা নাই সে জানি এই‡‡ কইন্যার কথা ॥
বনে ত কইরাছে বাস কইন্যা ছয় না ** বচ্ছর।
যইবন কালে বনে কইন্যা রইল একেশ্বর ॥
পরীক্ষা দেউক কইন্যা রাজসভা মাঝে। §
পরীক্ষায় জিনিলে কইন্যা লইবাম্ সমাজে ।+

কিবান্ পরীক্ষা কথা করিতে §§ বিচার।
রাজাগণে মিল্যা যুক্তি করে আরবার ॥

পাঠান্তর :—* মধ্যম ময়াল হইতে আইল রাজা মল্লশাট।

† { গোপনেতে আইল রাজা দুশ্মন বলাই ॥
নবরঙ্গপুর হইতে বলাই আসিয়া।
যুক্তি করে বলাই রাজা রাজা সবে লইয়া ॥ }

‡ '—আইল রাজা—'। ‡‡ '—জানি সেই—' ॥

** '—দশনা—' § পরীক্ষা দেহক কন্যা এই সভামাঝে।

§§ '—কথা করহ—'।

গোপনে বলাই রাজা সবারে বুঝায়।
'আমার যুক্তি কথা শুন যত রায়[৪] ॥
বাণিজ্যের বেসাতে[৫] * ভইরা ডিঙ্গা লয়্যা যাও।
সুমুদ্দুর সাওরে লয়্যা তাহারে ভাসাও ॥
দাঁড়ী নাই সে মাঝি নাই সে
ডিঙ্গা ফিইরা আইসে ঘাটে।
তবে জানি সতী কইন্যা
তুইল্যা লইবাম্ রাইজ্যপাটে ॥

'নাও-গলুইয়ে ** লাখের বাত্তি[৬] দেও ত জ্বালায়্যা।
উদ্‌লা বয়ারে[৭] বাত্তি যায় যদি নিবিয়া ॥†
তবে ত জানিবে কন্যা অসতী সমান।
বিচার কইরা কইন্যার কাটো নাক কান ॥

'রাজ ঘোড়া ছাইড়্যা দিউক †† বনের মাঝারে।
বিনি সুয়ারে[৮] সেইত ঘোড়া ফিরিব নগরে ॥
সেই ঘোড়া আইসে যদি রাজ্‌পুরীতে § ফিরিয়া।
সোহাগে কইন্যারে লইবা ঘরেতে তুলিয়া ॥
বনেতে হারায়্যা পন্থ ঘোড়া ফিরে নাইসে আসে।
রাক্কুসী জানিয়া কইন্যা পাঠাও বনবাসে ॥

৪। রায় = মাননীয়। ৫। বেসাত = পণ্য। ৬ লাখের বাত্তি = লক্ষ লক্ষ প্রদীপ। ৭। উদ্‌লা বয়ারে = খোলা জায়গায় দম্‌কা বাতাসে। ৮। বিনি সুয়ারে = বিনা সওয়ারে।

পাঠান্তর :—* '—ধন—'। ** গলুয়ে—'।
† উজলা বাওয়ারে বাত্তি যায়ত নিভিয়া।
†† '—ছাইরা দেন—'। § '—যদি নগরে—'।

'গুড়িকাটা চম্পা বিরিক্ষ কইন্যার পরশ পায়্যা *।
ডাল পাতা গজাইয়া উঠে যদি বাঁচিয়া ॥+
সেই না কাটা ** চম্পা বিরিক্ষে যদি ধরে ফুল।
তবে জানি এহি কইন্যা সীতা সমতুল॥
সেই না বিরিক্ষে ডালপালা পুষ্প নাহি ধরে।‡
তিলেক ডণ্ড এহি কইন্যা না রাখিবা ঘরে॥

'পিঞ্জিরায় পোষাপঙ্খী উড়াউক বাইরে।‡‡
উইড়া আইসা বইব[৯] পঙ্খী ঘরের পিঞ্জরে॥§
তবে জাইন্যা সতী কইন্যা ঘরে তুইল্যা লইও।
যোড়মন্দিরে সোনার খাটে কইন্যারে রাখিও॥§§
যদি দেখো পোষা পঙ্খী ফির‍্যা নাই সে আইসে।
রজনী না পোষাইতে[১০] কইন্যারে দিবা বনবাসে॥‡
ঘরের কপিলা গাই দুগ্ধ যদি শোষে[১১]।
একডণ্ড এহি কইন্যা না রাখিও বাসে॥'

যতেক পরীক্ষার কথা রাজা সে শুনিল।
বেসাতি ভরিয়া‡‡ ডিঙ্গা সায়রে ভাসাইল॥

৯। বইব=বসিবে। ১০। পোষাইতে=পোহাইতে। ১১। শোষে=শুখায়।

পাঠান্তর :—* গুড়িকাডা চাম্পা বিরিক্ষে যদি ধরে ফুল।
** অজরা না—'।
‡ অজরা চম্পা না গাছে পুষ্প নাহি ধরে।
‡‡ খাঁচায় না পোষা পাখী উড়াও বাহিরে।
§ উড়িয়া আসুক পাখী আপন পিঞ্জরে॥
§§ যোড়ের মন্দির মাইঝে যতনে রাখিও॥
‡ রজনী না পোহাইতে দিব বনবাসে॥
‡‡ বাণিজ্য ভরিয়া—'।

পরীক্ষার কাল দেখো উতরিয়া যায়।
ঘাটে না আইল ডিঙ্গা * কি হইল হায়॥
রাজঘোড়া গেল বনে ফিইরা না আইল ** ।
বিষ-তীর খাইয়া ঘোড়া বনে ত মরিল † ॥
গুড়িকাটা বিরিক্ষে কবে ধরে চম্পা ফুল।
গোপনে দুশ্‌মন বলাই বুঝাইল ভুল ॥
পোষনিয়া টিয়াপঙ্খী উইড়্যা পলায়।
ভাবিত হইল রাজা করে হায় হায় ॥
কপিলার নালে দেখে রক্ত ধারা বয়।
এরে দেইখ্যা হইল রাণীর পরাণ সংশয় ॥
নিবিয়া লাখের দীপ হইল অন্ধকার।
এহি কইন্যা ঘরে অখন রাখা হইব ভার ॥‡
পিত্থিমীর[১২] রাজাগণ একমত হইয়া।
অভাগী মলয়ারে দিল বনে পাঠাইয়া ॥§
দুক্কের কপাল কইন্যার কত দুক্কু পায়।
দেশে ত পাইল খবর কাইন্দ্যা মরে মায় ।§§

১২। পিত্থিমীর = পৃথিবীর।

পাঠান্তর :— * ঘাটে নাইসে ফিরে ডিঙ্গা—' ॥
** রাজঘোড়া গেল বনে আর না ফিরিল।
† '—ঘোড়া জীবন তেজিল ॥
‡ এই কন্যা ঘরে দেখ রাখা নাই সে যায় ॥
§ অভাগী মলয়া কন্যা বনে পাঠাইল ॥
§§ দেশেতে পৌঁছিল খবর কাইন্দা মরে মায় ॥

(৮)

মলয়ার বারোমাসী। (ক)

কান্দে রে মলয়া কইন্যা
ও তার চৌক্ষে বয় রে ধারা।
বনে বনে ফিরে কইন্যা
হায় রে পাগলিনীপারা ॥+
কোথায় রইলা বাপ মাও
কোথায় পরাণ পতি।+
বনের পশু পক্ষী কান্দে
দেইখ্যা কইন্যার দুরগতি ॥+

'কোথায় রইলা পরাণের পতি
দেও তো মোরে দেখা।
গহীন বনে ঘুইরা ফিরি
হায় রে আমি আইজ একা ॥+
বনে আছিলাম বনেলা কইন্যা
সেও ত ছিল ভালা।+
আদর কইরা লয়্যা গেলে
দিয়া মোতির মালা ॥+
এক না বচ্ছর কাইটা গেল
সুখে স্বপন সোমান।+
সেইনা কথা পইড়া মনে
আমার কান্দে রে পরাণ ॥+

(ক) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

দুশ্‌মন বলাই রাজা
দুশ্‌মনি করিল।*
কলঙ্কিনী বইলা মোরে
এইনা বনে পাঠাইল॥
আমি ত না জানি রে কুমার'
এক তোমারে ছাড়া।+
কোন বিধাতার কোপে পইড়্যা
আইজ হইলাম তোমা হারা॥+
কোথায় রইলা মা জননী,
অভাগী কইন্যারে ভুলিয়া।+
কোথায় রইলা বাপ গো আমার
এক বার দেখ সে আসিয়া॥+
অভাগী তোমার কইন্যা
অঘোর বনে বাস করে।+
বনের সে বাঘ ভাল্লুক
চায় না ত ফিরে॥+
অভাগ্যা বইলা না মোরে
সবে করে হেলা।+
জনম দুক্ষিনী রে আমি
কান্দি সে একেলা॥+

আইল ফাল্‌গুন মাস রে
ফুটে গাছে নানান ফুল।
গন্ধ তৈল দিয়া নারী
বান্ধে মাথার চুল॥

পাঠান্তর :— * যত যত রাজাগণ দুষ্মণ হইল।

নবীন যইবনের ভারে
তারার হাইল্যা পড়ে গাও।
শরীল দহিয়া বইছে
দক্ষিণালী বাও[1] ॥
গাছে গাছে সোনার কোইল
কত রঙ্গে হুলা গায়[2]।
নাইচ্যা নাইচ্যা খঞ্জনা পড়ে
দেখো খঙ্গনীর গায় ॥
কুক্ষেনে দুশ্‌মন হাইর‍্যা
মায়েরে ভাণ্ডাইয়া।
কুক্ষেণে বনের মাঝে
মোরে আনিল হরিয়া ॥
বনে বনে ঘুইরা ফিরি
আমি একাকিনী।+
পুরুষ কেমন ধন
আমি নাইসে জানি ॥+
কোথারতনে আইলা পুরুষ
তুমি সোনার বরণ।
বনের অতিথরে দিলাম
জীবন যইবন ॥
আমারে লইয়া কুমার
ঘোড়ায় তুলিল।+

১। দক্ষিণালী বাও—দক্ষিণা হাওয়া, মলয় পবন। ২। হুলা গায়—কুহুধ্বনি করে।

বন বাহুরিয়া[৩] ঘোড়া
শূন্যে উড়া দিল ॥*
দুই আখি বুইঞ্জ্যা[৪] রইলাম
কুমাররে ধরিয়া।
বাপের বাড়ীত্ ফিইরা আইলাম
অদিষ্টিরে লইয়া ॥**
এইনা ফাল্গুন মাইস্যা
দহিনালী বায়।+
স্বপনের দেখা হায় রে
স্বপনে মিলায় ॥

আইল আইল চৈত্তির মাস রে
আইল বসন্ত দারুণ।
যইবনের বনে মোর
লাইগ্ল রে আগুন ॥
পুষ্প যেমুন পাগল হয়্যা
সম্ভাষে ভমরারে।
যাইচা দিলাম ফুলের মালা
ভিন্দেশী কুমারে ॥†
সোনার রাজপুরী পাইলাম
সোনার শ্বশুর শাশুড়ী।††

৩। বাহুরিয়া = বনঘুরিয়া। ৪। বুইঞ্জ্যা = বুঁজিয়া।

পাঠান্তর :—* বন বাহুরিয়া ঘোড়া শুন্যেতে মিলায়।
** কোন রাজার পুরে আইলাম আদিষ্টিরে লইয়া ॥
† যাচিয়া দিলাম মধু ভিন্ন দেশী কুমারে ॥
†† সোনার পুরী পাইলাম শ্বশুরা শাশুরী ॥

কামটুঙ্গা ঘরে শুইয়া
নিদ্রা হইত ভারী ॥
দক্ষিণালী হাওয়া বইত
কোকিলায় কইরত গান
বন্ধুর মুখে তুইল্যা দিতাম
চুয়া-চন্দনী পান ॥*
গান্থিয়া পুষ্পের মালা
পরাণবন্ধুরে পরাই।
পুষ্পের শীতলা শেজে
শুইয়া নিদ্রা যাই ॥
বেলা ত হইল ভারী
নিদ্রা নাই সে টুটে।
এক দুই তিন কইরা
চৈত্তর মাস কাটে ॥
আচম্‌কা স্বপন যেমুন
সগলই ভুলায়।
স্বপনের খেলা †† যেমুন
স্বপনে মিলায় ॥

আইল বৈশাক মাস রে
গ্রীষ্ম নিরদয়[৫]।

৫। নিরদয়—নির্দয়।

পাঠান্তর :—* মলয়ের হাওয়া বয় কোকিলা করে গান।
† বন্ধুর মুখে তুল্যা দেই চুয়া পান ॥
†† স্বপনের দেখা—'॥

আগুন মাখিয়া অঙ্গে
ভানুর উদয় ॥
বন্ধু কইল, 'কামটুঙ্গী[৬]
ছাইড়্যা চল সুন্দরী'।
চলিতে চলে না পাও
যইবন হইল ভারী ॥
বন্ধুর হস্ত ধইরা গেলাম *
আমি জলটুঙ্গী[৭] ঘরে।
বিছান শীতল পাটি
শীতল মন্দিরে † ॥
শীতল চন্দন বন্ধু মোর
মাখায় সর্ব গায়।
বন্ধুর উরেতে[৮] শুইয়া
মোর সুখে দিন যায় ॥
সেই না সুখের দিন মোর
স্বপনে মিলাইল। ††
এক দুই তিন কইর্যা কন্যার
বৈশাক চইল্যা গেল ॥

৬। কামটুঙ্গী—বিলাসী ও বিলাসিনীর বিলাস গৃহ।
৭। জলটুঙ্গী—জলাশয়ের মধ্যে গ্রীষ্মাবাস। ৮। উরেতে—পাশে।

পাঠান্তর :—* আস্তে বেস্তে চলিলাম—'।
† বিছাল শীতলপাটি পালঙ্ক উপরে ॥
†† এই দিন স্বপ্নের মত স্বপ্নে মিলাইল।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ত কন্যার দুঃখের বিবরণ।
শ্বশুরে পাঠায় রাজগণেরে নিমন্তন ॥*
'সুখের স্বপন মোর এইখানে কাটিল।
দারুণ পরীক্ষাকাল সম্মুখে আসিল ॥
এমুন কুদিন আইব[৯ক] আমি কভু ভাবি নাই।+
গোপনেতে আইল রাজা দুশ্‌মন বলাই ॥
নবরঙ্গপুর হইতে বলাই আসিয়া।
যুক্তি করে বলাই রাজা সবারে লইয়া ॥ } ক
যুক্তি কইরা স্বামীরে মোর বৈদেশে পাঠাইল।+
আমার মন্দির দেখ শূন্য যে হইল ॥ +
পরাণ পতি যাইয়া রইল কোন সে বৈদেশে।†
তরাসে কাঁপিল পরাণ জানিয়া হুতাশে ॥
পরীক্ষা চলিল মোর কোন উপায় নাই।††
এত কষ্ট দিল মোরে দুশ্‌মন বলাই ॥

বাহুবিয়া ডিঙ্গা দেখ ঘরে না আইল।
বিষ তীর খাইয়া বনে ঘোড়া সে মরিল ॥§

৯ক। আইব = আসিবে।

ক—এই তিন ছত্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় ৯ম অধ্যায়ে আছে, এখানে নাই।

পাঠান্তর ঃ—* পৃথিবীর রাজগণে পাঠায় নিমন্তন।

† প্রাণপতি বন্দি মোর হইল বৈদেশে ॥

†† ধরিয়া অতিথির বেশ বন্ধুরে বাঁচাই। (এই ছত্রটি অপ্রাসঙ্গিক।—সং)

§ রাজ ঘোড়া মইল বনে খাইয়া বিষতীরে ॥

বনবাসে আইলাম রে আমি বন্ধুরে ছাড়িয়া।
দৈচ্ছতে[৯] কান্দিল পরাণ বিভুঁইয়ে পড়িয়া॥
কোথায় রইল পরাণপতি কারে কইবাম কথা।
বারোমাসী কথা মোর শুন তরুলতা॥
বনের ময়ূরী আর বিরিক্ষের পঙ্খিনী।
তোমরা আইজ* শুন মোর দুক্কের কাইনী॥
অচিনা বনের রাইজ্য কন্ দিগে যাই।
কলঙ্কিনী কইন্যারে রাখে এমুন সুহৃদ নাই॥
মাও বাপ এমুন কালে রইলা তোমরা কোথা।†
দুক্কের লাগিয়া কইন্যারে সির্‌জিল বিধাতা॥
গলায় তুলিয়া দিবাম্ ঘাস্নার ফাঁস[১০]।"
কঙ্ক কয় না ছাইড় কইন্যা পরাণের আশ॥
বাঁচিয়া থাকিলে হইব†† বন্ধুর দরশন।
সুমুখে আষাঢ় মাস কইন্যা থির কর মন॥

আইল আষাইঢ়া মাস রে
আশ্‌মানে ঘন ডাকে দেওয়া।
পাটুনী পারাপার§ ধইরা
নয়া গাঙ্গে দেয় খেওয়া॥

৯। দৈচ্ছতে=দুর্ভোগে। ১০। ঘাস্নার ফাঁস=ঘাস্না নামে এক জাতীয় লতা, ইহা বেতের মত দৃঢ়।

পাঠান্তর :—* তোমরা বইসা—'॥ † '—রইল জানি কোথা॥
†† '—হবু—'। ('হবু' শব্দটি উত্তরবঙ্গে বগুড়া জেলা ও পাবনা জেলার উত্তর অঞ্চলে গ্রাম্য কথ্যভাষায় প্রচলিত, পূর্ববঙ্গের কোথাও 'হবু' প্রচলিত নহে।—সং)
§ পাটুনী পাটিয়া='। ('পাটিয়া' শব্দটির অর্থ সেন মহাশয় দেন নাই, অভিধানেও নাই; আমিও শব্দটি কোথাও শুনি নাই।—সং।)

নদীতে যইবন আইসাছে
　　নদী কূল ভাইঙ্গ্যা চলে।
বড় বড় সাধুর ডিঙ্গা
　　ঢেউ ভাইঙ্গ্যা চইলাছে পালে ॥*
পূব সাইগরে উইঠ্যা দেওয়া
　　পচ্চিম সাইগরে যায় ।†
হাড়ুম্ ধুড়ুম গইর্জ্যা দেওয়া
　　জিল্কি চম্কায় ॥+
রজনী গুয়ায় রে কইন্যা
　　বইস্যা বিরিক্ষের তলে ।††
কেশ বেশ ভিইজ্যা যায়
　　আষাইঢ্যা মেঘের জলে ॥+
কি করিব কি হইব কইন্যার
　　বনে নাই রে ঘর বাড়ী ।+
বনে বনে ঘুইর্য্যা ফিরে
　　হায় রে অভাগিনী নারী ।+

কান্দে মলয়া কইন্যা চউক্ষে ঝরে পানি ।
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা ফিরে কইন্যা
　　হায় রে হইয়া উন্মাদিনী ॥

পাঠান্তর :— * যতেক সাধুর ডিঙ্গা উড়াইল পাল ॥
† পূবেত গর্জিয়া দেয়া পচ্চিমে মিলায় ।
†† বিরিক্ষ তলে থাক্যা কন্যা রজনী গুয়ায় ॥

বিরিক্ষের ডালে বইস্যা ময়ূর
পেখম নাই সে ধরে।*
বনের পশু পঙ্খী কেউত
না বোলায় কইন্যারে ॥+
পূবাইল্যা[১১] কালা মেঘ
উইঠা আইসে ঝড়।+
তা দেইখ্যা পড়ে রে মনে
কইন্যার জলটুঙ্গী ঘর ॥
শয্যায় শীতল পাটি কইন্যার গায়ে ত চন্দন।
তার সঙ্গে আর পড়ে বন্ধুর বাহুর বন্ধন ॥
ঝাইড়্যা বান্ধে আউলা কেশ
কইন্যা পূর্বকথা স্মরি।
মেঘের পানে চাইয়া থাকে
কইন্যা হইয়া বাউড়ী[১২] ॥+
'আমার সে সোনার বন্ধুরে
হায় আইজ কে করিল চুরি।
ভরা বইক্ষ আমার রে আইজ
কে করিল খালি ॥
শুন শুন বিরিক্ষ লতা
আমার দুক্ষের বিবরণ।†
তোমার তলাতে হয় যেন
আমার সে মরণ ॥

১১। পূর্বাইল্যা=পূর্বগামী। ১২। বাউড়ী=অর্ধোন্মাদিনী।

পাঠান্তর :—* বিরক ডালে বসিয়ারে ময়ূর পেখম ধরে
† শুন বিরক কহিয়ে কথা দুঃখু বিবাবণ।

মরিলে মলয়া কইন্যা
যদি তার দেখা পাও ।*
আমার দুক্কের কথা
তোমরা বন্ধুরে জানাও ॥
কইও কইও কইও রে বৃক্ষ,
কইও বন্ধুর ঠাই ।+
জনমে মরণে মলয়ার
বন্ধু বিনা চিন্তা নাই ॥+
কইও কইও মধুলতা,
আমার বন্ধুরে ডাকিয়া ।+
মইরাছে অভাগী মলয়া
তার বন্ধুর লাগিয়া ॥'+
কঙ্ক কয়, 'না ছাইড় কইন্যা,
তুমি জীবনের আশ ।
সুমুখে আইসাছে কইন্যা,
তোমার ঐ না শাওন মাস ॥
আইল আইল শাওন মাস রে
শাওনের ঘন বরিষণ ।
দেওয়ার গর্জন শুইন্যা
বনে কাম্পে কইন্যার মন ॥
উল্‌কিয়া ঝল্‌কিয়া রে ঠাডার[১৩]
আশ্‌মান ভাইঙ্গ্যা পড়ে ।ণ

১৩। উল্‌কিয়া ঝল্‌কিয়া ঠাডার=উচ্ছলিত হইয়া ঝলক দিয়া বজ্র।

পাঠান্তর :—* মরিলে আভাগী কন্যা যদি দেখা পাও।
ণ উলকিয়া ফিনকি ঠাডা আসমান ভাইঙ্গা পড়ে।

চম্‌কাইয়া ঘরে ত নারী
সোয়ামীর গলা ধরে ॥
হস্তে ত শাফলার পুষ্প
আর শয্যায় শীতল পাটি ।*
পালঙ্কে বিছায় রে শয্যা
ভালা কইরা পরিপাটি ॥†
বিভোলা[১৪] বন্ধেরে লইয়া
শয্যায় ঘুমে অচেতন ।
এইসব কথা মলয়ার হয় রে স্মরণ ॥+
এইকালে মলয়ার দুক্ষের সীমা নাই ।§
মেঘের জলে আশ্রা মিলে
এমুন থান[১৫] কোথায় পাই ॥+
ভাঙ্গিয়া বিরিক্ষের ডাল
কইন্যা ধরে আপন শিরে ।
দুরন্ত বাদ্‌লার জল
কইন্যার অঙ্গ বাইয়া ঝরে ॥
ভিজা চুল ভিজা বস্তর
ভিজা মাটিতে শয়ান ।
এত দুক্ষুতেও কেন রে
কইন্যার না বাইরায় পরাণ ॥

১৪। বিভোলা=বিভোর। ১৫। থান=স্থান।

পাঠান্তর :—* গলায় শাফলার মালা আর শীতল পাটী। ('গলায় শাফলার মালা' ইহা অবাস্তব। শাফলার মালা হয় না।—সং।)

† ভাল ত বিছায়া শয্যা করি পরিপাটি।

§ এইকালে মলয়ার দুঃখ বিবারণ॥

কঙ্ক কহে, 'কইন্যা লো,
তুমি না ছাইড় তার আশ।
সুমুখে ত ভাদ্দর মাসে
হইব চান্নির পরকাশ [১৬] ॥

আইল আইল ভাদ্দর মাস রে
ভাদ্দরে রাইতখানা ছোটো।
অভাগী মলয়া কইন্যার
দুক্ষু না হয় খাটো[১৭] ॥*
অঙ্গ শীতলিয়া বায় [১৮] রে
নদীর শীতল বাও।
সেই বায়ে জ্বলে রে অঙ্গ
মনে পড়ে দেশের বাপ মাও ॥†
কেমুন আছে বাপ মাও
কিছুই ত না জানে।+
কইন্যারে হারায়্যা সাধু
বাঁইচ্যা আছে কি পরাণে ॥+
ভাদ্দর মাসে পরাণ বন্ধু কামটুঙ্গি ঘরে।+
মলয়ারে লয়্যা কত পাশা খেলা করে ॥+
ভাদ্দরে নিরল[১৯] চান্নি নদী নালা ভাসে।

১৬। চান্নির পরকাশ=আকাশ মেঘশূন্য হইয়া চন্দ্র দেখা দিবে।
১৭ খাটো=পূর্বাপেক্ষা অল্প। ১৮। বায়=প্রবাহিত হয়।
১৯। নিরল=নির্মল।

পাঠান্তর :—* '—কন্যার নিদ নাই সে মোট ॥
† '—দহে ত পরাণ ॥

নদীর পাড়ে কেওয়া বনে ফুল ফুইট্যা হাসে ॥+
মলয়ারে লয়্যা বন্ধু রাইতে ভাসাইত নাও।+
তাপিত অঙ্গ শীতল কইরত নদীর শীতল বাও ॥+
পাল উড়ায়্যা সাধুর ডিঙ্গা যাইত আপন দেশে।*
সেই সব কথা মনে পইড়া
কইন্যা চউক্ষের জলে ভাসে ॥+
আশ্বিনে শুকাইয়া গাঙ্গ
লাইম্যা যাইব পানি।**
ডুইবা মইরবার লাইগ্যা কইন্যা
খুঁজে গহিন পানি ॥
কঙ্ক কয়, 'আলো কইন্যা,
তুমি না হইও পাগলিনী।
বন্ধুর লাইগ্যা বাঁচাও লো কইন্যা,
তোমার সুন্দর দেহখানি ॥
পরাণে বাঁচিলে কইন্যা,
তুমি অনেক কিছু পাও।
কালেতে অবিশ্যি দেখা
তুমি পাইবা বাপ মাও' ॥ ♰

আইল আইল আশ্বিন মাস রে
আইল দুগ্‌গাপূজা দেশে।

পাঠান্তর :—* বাণিজ্য করিয়া সাধু ফিরে আপন দেশে ॥
** আশ্বিনে শুকাইয়া দরিয়া মন্দ পড়ব পানি।
♰ কঙ্ক কহে ওলো কন্যা নিজেরে বাঁচাও।
বাঁচিলে অবশ্যি দেখা পাইবে বাপ মাও ॥

ভাগ্যিমানে পূজে দুগ্‌গা
কত অশেষ-বিশেষে ॥
বাপের বাড়ীত্‌ দুগ্‌গাপূজা কিছু মনে পড়ে।
শৈশবের যত সুখ গেল কোন বা ফেরে ॥
কপালে আছিল যত সুখ তত দুখ্‌ আইল।
সোনার সেইনা রাইজ্য-পাট কাইড়্যা খেদাইল ॥
রাজার ছাওয়াল হইল কইন্যার সোয়ামী। *
বনে বনে কাইন্দা ফিইর‍্যা আইজ পোষায়[20] রজনী ॥†
বিষ বিরিক্ষের বিষফল কইন্যা বনে ত বিচ্‌ড়ায়[21]।
এমুন দুস্কের পরাণ রাখন্‌ হইল দায় ॥
কঙ্ক কয়, 'কইন্যা, তুমি না হইও উতলা।
দুক্কেরে করিয়া লও আপন গলার মালা ॥
সুখ যদি পাইতে চাও কর দুক্কের ভজনা।
অচির কালে পুইরব তোমার মনের কামনা ॥ +
পরাণ তেজিয়া কইন্যা, কোনো লাভ নাই। +
সুমুখে আইসাছে তোমার কাত্তিকের রোশনাই ॥' +

আইল আইল কাত্তিক মাস রে
কাত্তিকে আশ্‌মান উজল।
রাইতের নীয়রে[22] জ্বইল্যা মরে
যত জলের কমল ॥

২০। পোষায়—পোহায়। ২১। বিচ্‌ড়ায়—খোঁজে।
২২। নীয়রে—নীহারে।

পাঠান্তর :—* রাজার ছাওয়াল মোর হইল সোয়ামী।
† বনেতে কান্দিয়া আজি পোহাই রজনী ॥

সোনার সে কমল-বন রে হইল উজাড়।
কইন্যার মনের আশ হইল ছারখার॥
জলে ডুইব্যা মইরতে গেলে নদী শুকায়্যা যায়। *
বিষফল খাইতে গেলে ফল নাই সে পায়॥+
বস্তর হইল জীর্ণ্ন শীর্ণ্ন মস্তকের কেশ হইল ঝাড়া[২৩]।
বিরিক্ষের পাতা হইল কইন্যার জীর্ণ্ন বস্তর জোড়া[২৪]॥††
দুই নয়ানে বয় রে ধারা রাইত কাইন্দ্যা পোষায়।
ছোটো বেলা ছোটো দিন কাত্তিক মাসও যায়॥
কঙ্ক কয়, 'না কাইন্দ কইন্যা, তুমি থির কর মন।+
সুমুখে আইসাছে তোমার মাস সে আগণ॥'+

আইল আইল আগণ মাস রে
মনে জ্বলিল আগুন।§
শিশিরে দহিল রে অঙ্গ
কইন্যার কাতর পরাণ॥
বনে বনে ফিরে কইন্যা
শীতে আশ্রা[২৫] নাই ত পায়।+
এক জীর্ণ্ন বস্তরে শীত কেম্‌নে ঠেকায়॥+
দারুণ শীতের তাপে কান্দে কইন্যা বনে।+
'হায়রে দারুণ বিধি এই ছিল তর মনে॥+

২৩। ঝাড়া=রুক্ষ। ২৪। জোড়া—তালি। ২৫। আশ্রা—আশ্রয়।

পাঠান্তর :—* নদীতে ডুবিয়া মরি নদীত শুকায়॥
+ বিষফল খাইতে গেলে পরাণ না যায়।
†† গাছের না পাতা হইল কন্যার অঙ্গ জোরা।
§ আইল আগুন মাস জ্বলিল আগুনি।

শুন শুন তরু-লতা আমার দুক্কের কথা।
দুক্কের লাগিয়া মোরে সির্জিল বিধাতা॥
ঘর নাই দুয়ার নাই বিরিক্কের তলায় বাস।
এহিমতে কাইন্দ্যা আমার* যায় রে দশ মাস॥
সুমুখে পোষের শীত আমার অঙ্গে বস্তর নাই।
এহি অঘোর বনে কাল আমি কেমনে কাটাই॥' †
দুক্কিনীর দুক্কের কপাল কইন্দ্যা কঙ্ক কয়।
সাওরে বিছায়া শয্যা কইন্যা, নীহারে কি ভয়॥
এহি পন্থে চল লো কইন্যা, পাইবা বন্ধুর দেখা।
সুমুখে আইছে পৌষা আন্ধি[২৬] অইন্ধকারে ঢাকা॥'

আইল আইল পোষ মাস কুয়ায় ঢাকে বন।+
এইকালে করে কইন্যা বনে ত ভর্মণ॥+
কাণ্টায় ছিঁড়ে অঙ্গের চর্ম গোঁজা ফুটে পায়।+
পৌষা আঁধির অইন্ধকারে পন্থ দেখা নাই ত যায়॥+
পোষ মাসে ত কইন্যা কাইন্দা আকুল।
চাকুলির আঁশ[২৭] হইল কইন্যার রুক্ষু মাথায় চুল॥

২৬। পৌষা আন্ধি=পৌষ মাসের কুয়াশার ঘোর।

২৭। চাকুলির আঁশ=(শনপাট পরিষ্কার করিতে চিরুনীর মত যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাহাকে চাকুলি বলে। 'চাকুলি দিয়া শনপাট পরিষ্কার করিতে যে বাজে আঁশ বাহির হয়। (সেন মহাশয় অর্থ করেন নাই)।

পাঠান্তর :—* '—কইন্যার—'

† দারুণা শীতের কাল কিমতে কাটাই।

দুই নয়ানে ধারা বয় কইন্যা ফিরে বনে বনে।
ঘুরিতে ফিরিতে আইল কাঠুরিয়ার থানে[২৮] ॥†
বনের দুক্কিনী দেইখ্যা কাঠুইর‍্যা ডেড়ায়[২৯] থান দিল
দারুণ পৌষা শীতে কইন্যার আশ্রা যে মিলিল ॥
কঙ্ক কয়, 'শুন কইন্যা, তুমি মনে কর বল। +
দুক্কের নিশি কাইট্যা যাইব পাইবা সুফল ॥ +
সুমুখে আইসাছে তোমার এই না মাঘ মাস। +
মন থির কইরা থাকো না ছাইড় কইন্যা, আশ' ॥ +

আইল আইল মাঘ মাস
বনে বিরিক্ষের পাতা ঝরে। +
মলয়া কইন্যা কান্দে বইসা
কাঠ কাটইয়ার[৩০] ঘরে ॥ +
সুখের দিনের কথা কইন্যার
সদাই পড়ে মনে। +
রাজার ঘরের বউ হইয়া
আইজ কাইন্দ্যা ফিরে বনে ॥ +
মাঘ মাসে ত কইন্যার
দুক্কু হইল ভারী।
বন ছাইড়্যা দেশে গেল
যতেক কাঠুরি ॥

২৮। থান=স্থান। ২৯। ডেরায়=বনে অস্থায়ী কুঁড়ে ঘরে।
৩০। কাঠ কাটইয়া—যাহারা বনে কাঠ কাটিয়া জীবিকা অর্জন করে

পাঠান্তর :—† কান্দিতে কান্দিতে গেল কাঠুরীর থানে ॥

কইন্যারে না লইল তারা সঙ্গে ত করিয়া। +
অজানা অচিনা কইন্যা তারা গেল ত ফেলিয়া ॥ +
দুক্ষের দুক্ষিনী কইন্যার শেষ আশ্রা গেল। +
ভাঙ্গা কুঁইড়্যায় একলা কইন্যা কাইন্দ্যা পাগল হইল ॥ +
উদাস[৩১] বনে ত কইন্যা থাকে একেশ্বরী।
দিন রাইত কান্দে কইন্যা বনে বনে ঘুরি ॥ +
দারুণ মাঘের শীতে অঙ্গ না পড়ে ঢাকা।
হেনকালে হাইর্যার সঙ্গে আবার হইল দেখা ॥

(৯)+

(সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই অধ্যায় নাই ।—সম্পাদক)

হাইর্যা না চিনিল কইন্যারে কইন্যা সে চিনিল।
'বাপ বাপ'—ডাইক্যা মলয়া কান্দিয়া উঠিল ॥
বনের দেবী আছিল কইন্যা সগ্‌গের অপ্‌সরী।
হেন কইন্যা হইছে আইজ পন্থের পাগলা নারী ॥
পিন্ধনে ত ছিন্ন বস্তর অঙ্গে নাই রে মাষ[১]।
কেমনে চিনিব হাইর্যা কইন্যার কথায় বিশ্বাস ॥
লখিয়া[২] চিনিল হাইর্যা এই সে মলয়া।
হাহাকার কইরা ডাকু[৩] ধরিল জড়াইয়া ॥
কইন্যার দুগ্‌গতি দেইখ্যা কাইন্দ্যা হইল সারা।
নানান কথা কয় হাইর্যা হয়্যা পাগল পারা ॥

৩১। উদাস = জনশূন্য।

১। মাষ = মাংস। ২। লখিয়া = লক্ষ্য করিয়া। ৩। ডাকু = ডাকাত।

হস্তে ধইরা মলয়ারে আপন থানে লয়্যা গেল।
খাওন পরণের যত দুস্কু কইন্যার সব ঘুচাইল ॥
দিনে দিনে রূপ যইবন কইন্যার আইল ফিইর‍্যা।
বনের দেবী বনে বনে আবার বেড়ায় ঘুইর‍্যা ॥

(১০)*+

তিন বচ্ছর বৈদেশে কুমার ভর্‌মণ করিয়া।
রাইজ্যে ফিরিয়া আইল চিন্তাযুক্ত হইয়া ॥
মলয়ার খবর কুমার তিন বচ্ছর নাই সে পায়।
গিরে আইসা কইন্যারে কুমার দেইখ্‌তে ত না পায় ॥
মায়েরে জিগাইলে[১] মাও কান্দিয়া উঠিল।
আদিগুড়ি[২] সব কথা পুত্ররে কইল ॥

সেই না কথা শুইনা কুমার কোন কাম করে।
পাগল হয়্যা ছুইট্যা গেল ঘোড়াশাল ঘরে ॥
ঘোড়াশালের টাঙ্গন ঘোড়া[৩] বাইর করিল।
বন বিচ্‌ড়াইতে[৪] কুমার টাঙ্গনে উঠিল ॥ ক১
রাজার হুকুমে লস্কর কুমারের পিছে ছুটে। ক২
কোথায় রইল লোক লস্কর আর কুমার ঘোড়ার পিঠে ॥ ক৩

সাত দিন বিচ্‌ড়ায় কুমার কইন্যারে বনের মাঝে।
লোক লস্কর আইসা বনে দুইজনারে খোঁজে ॥

১। জিগাইলে = জিজ্ঞাসা করিলে। ২। আদিগুড়ি = আদ্যন্ত, আগাগোড়া।
৩। টাঙ্গন ঘোড়া = ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া। ৪। বন বিচ্‌ড়াইতে = বনে খুঁজিতে।

*এই অধ্যায় হইতে 'ক' চিহ্নিত ছয়টি ছত্র বাদে আর কোনো ছত্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই।—সম্পাদক।

সাত দিন পরে কুমার কি কাম করিল।
লোক লস্কর লয়্যা কুমার নবরঙ্গপুর চলিল ॥
নবরঙ্গপুরে হইল এক অঘট ঘটন।
তথায় পাইল কুমার হাইর‍্যার দরশন ॥

মলয়ার মুখে হাইর‍্যা শুইনা দুক্ষের কথা।
পরতিজ্ঞা কইরাছে কাইটুব বলাই রাজার মাথা ॥
ডাকাইতের দলবল একত্তর করিয়া।
রাইতের অইন্ধকারে পুরীত্ সান্ধাইল[৫] গিয়া ॥
শুতিয়া[৬] আছিল বলাই শয়ান মন্দিরে।
কেশে ধইরা আইনা হাইর‍্যা পুরীর বাইরে ॥
পন্থের তেমাথায় বলাইরে খাড়া যে করিল।
এক কোবে হাইর‍্যা রাজার মাথা কাইট্যা লইল ॥
বলাইর মাথা কাইট্যা হাইর‍্যা কোন কাম করে।
মাথা হস্তে লয়্যা চলে কইন্যারে দেখাইবারে ॥

হেনকালে পন্থে দেখো কোন কাম হইল।
বসন্ত কুমার আইসা হাইর‍্যারে ঘিরিল ॥
হাইর‍্যারে বান্ধিয়া কুমার লইল নাগপাশে[৭]।
লোক লস্কর লয়্যা কুমার আইল বাপের দেশে ॥

রাজসভায় দাণ্ডায়্যা হাইর‍্যা কয় রাজার ঠাই।
‘শুন শুন আ-গো রাজা, আমার কোনো দোষ নাই ॥
বৈদেশের রাজাগণে তুমি কর নিমন্তন।
সগলের সমুখে কইবাম্ আমার কইন্যার বিবরণ ॥

৫। সান্ধাইল = প্রবেশ করিল। ৬। শুতিয়া = শয়ন করিয়া।
৭। নাগপাশে = দড়ি বা শিকল দিয়া সর্বাঙ্গ জড়াইয়া।

সুখে রইছে দুক্খিনী কইন্যা আমার বনের বাসায়।
আমি না জানাইলে তারে কেহ খুঁইজ্যা নাই ত পায় ॥
যেই রাজাগণে কইন্যারে বনবাসে দিল।
তাগরে সভায় আনো।' বইলা হাইর‍্যা কথা বন্ধ যে করিল ॥
রাজা জিগায় কুমারে জিগায় হাইর‍্যা না কয় কোনো কথা।
রাজ সভায় দাণ্ডায়্যা রইল হেট কইরা মাথা ॥

(১১)+

থলভূমের ভূমা রাজা কোন কাম করিল।
দেশে দেশে রাজাগণরে নিমন্তন পাঠাইল ॥
যত যত রাজাগণ সভা কইর‍্যা বসে। ক৪
হাইরারে বান্ধিয়া কুমার আনে নাগপাশে ॥ ক৫
সভাস্থলে আইসা হাইর‍্যা দাণ্ডায় মাথা উচা করি।
কইতে লাগিল কথা বির্তান্ত[১] আদিগুড়ি ॥

'শুন শুন রাজাগণ, আইজ কইবাম্ আমার কথা।
পরথমে কইবাম্ রে আমি আমার নিজের বারতা[২] ॥
পরে ত কইবাম রে আমি মলয়া কইন্যার কাইনী।
যা কিছু ঘইট্যাছে যা আমি জানি শুনি।
হাইলার[৩] ঘরের পুত্রু আমি হাইলা বাপ মাও।
হাল[৪] গরু জমিন আছিল ঘাটে বান্ধা নাও ॥
পাঁচ বচ্ছর বয়সের কালে বাপ মইরা গেল।
দেনার দায়ে মহাজনে জমা-জমিন লইল ॥

১। বিরতান্ত = ঘটনার বিবরণ। ২। বারতা — বার্তা, কাহিনী।
৩। হাইলা — হালুয়া, চাষী। ৪। হাল — লাঙ্গল।

রাজার কারকুন[৫] লইল ঘরের মালামাল।
জমিন নাই বলদ নাই কে বাইব হাল॥
খাওন বেগরে[৬] মইল[৭] মাও ভিডায়[৮] পড়িয়া।
দশ বচ্ছর বয়সে গেল সগলে ছাড়িয়া॥
পেটে না ছিল ভাত আমার ঘরে না ছিল ছানি[৯]।
রাইত দিনে খাইতাম রে আমি
বিরিক্ষের পাতা আর পানি॥
পেটের ভোকে যাইতাম যদি
কোন গিরস্তের ঘরে।
চোর বইলা মাইর দিত
পস্থের মাঝে ধইরে॥
বার্ষ্যায় গেল ঘর ভাইঙ্গ্যা
লইলাম বিরিক্ষের তলায় বাসা।
কেহ না জিগাইল মোরে
কেহ না দিল কোনো আশা॥
পন্থের দুইডা কুকুর আছিল
আমার দুক্কের সাথী।
আমার সঙ্গে থাইকত তারা
পওরা[১০] দিবা রাত্তি॥
এহিমতে গেল রে আমার
তিন বচ্ছর কাটিয়া।
পরে কি হইল রাজাগণ,
তোমরা শুন মন দিয়া॥

৫। কারকুন—রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের প্রধান। ৬। খাওন বেগরে—অন্নাভাবে। ৭। মইল—মরিল। ৮। ভিডায়—বাস্তুভিটায়। ৯। ছানি—ছাউনি। ১০। পওরা—পাহারা।

'বিরিক্ষের তলায় শুতিয়াছিলাম[১১]
রাইতের নিশি কালে।
দুই পাশে দুই কুকুর আমার
আছিল ভালায় ভালে॥
ভাইঙ্গ্যা গেল চৌক্ষের ঘুম
আমার দুই কুকুরের ডাকে।
চৌখ খুইলা দেখলাম ছাম্‌নে
খাড়ায়্যা এক জন লোকে॥
নরসিং ডাকাইত আছিল
দেশ বৈদেশে জানা।
পেটের পীলা চম্‌কাইত
তোমাগর[১২] যার নাম শুইনা॥
সেইনা নরসিং ডাকাইত
ছাম্‌নে রইছে খাড়া।
ভয়ে ডরে হইলাম আমি
যেমুন সাপে কাটা মড়া॥
হাইস্যা হাইস্যা কইল ডাকাইত
'শুন হারাধন, তরে কই।
মনিষ্যি সোমাজে বাস কইর‍্যা
তর কোনো আশা নাই॥
না আছে তর ধনদৌলত
না আছে বাড়ী ঘর।
ধন দৌলত না থাকিলে
আপন হয় রে পর॥

১১। শুতিয়াছিলাম—শুইয়াছিলাম। ১২। তোমাগর—তোমাদের।

পন্থের কুকুর রে দুইডা
তর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে।
বার্ম্যার রাইতে সোমাজী মাইন্‌ষে
তরে আশ্রা না দিব ঘরে ॥
বনের পশু পন্থের কুকুর
তারাও বহুত ভালা।
সোমাজী মাইন্‌ষের ভালা মন্দ
কেবল ধন দৌলতের খেলা ॥
শুন শুন অরে হাইর‍্যা,
আমি কইয়া বুঝাই তরে।
আমার সঙ্গে চল যাই
হাইল্যা বনের ভিতরে ॥'

'চাইর বচ্ছর মাও মইর‍্যাছে
না শুইন্যাছি মিডা[১৩] কথা।
তির্‌সোংসারে কেউ না আছিল
বুঝে আমার মনের বেথা ॥
কুকুর দুইডা সঙ্গে লয়্যা
আমি গেলাম হাইল্যার বনে।
ডাকাইত হইলাম রে আমি
থাইক্যা ডাকাইতের সনে ॥
দশ বচ্ছর পরে নরসিং সাপে কাইট্যা মইল।
দলের সব ডাকাইত আমারে সদ্দার করিল ॥

'এক দুই তিন কইরা বিশ বচ্ছর যায়।
মন আমার উতলা হয়্যা কি যেন কি চায় ॥

১৩। মিডা—মিঠা, মিষ্ট।

সোমাজী মানুষ সোমাজে যা লয়্যা থাকে মইজ্যা।
তার মধ্যে আমি কিছু না দেখি ভালা খুঁইজ্যা ॥
নবরঙ্গপুরে গেলাম ডাকাইতি করিবারে।
সাধুর গিরে ডাকাইত পইড়ল রাইতের অইন্ধকারে ॥
সাধুর ঘরে ঢুইক্যা দেখি পালঙ্ক উপরে।
আশ্‌মানের চান্দ লাইম্যা আইসা ঘর উজাল করে ॥
না ভাবিলাম না চিন্তিলাম না শুইনলাম কোনো কথা
কইন্যারে লয়্যা চইলা গেলাম
আমার ডেরা আছিল যথা ॥

বাপ্‌ মাও ছাইড়্যা আইস্যা
কইন্যা কান্দন কাটি করে।
আমি হইলাম বাপ মাও
কত না বুঝাই কইন্যারে ॥

দশ না বচ্ছরের কইন্যা
কের্‌মে ষুলো বচ্ছরের হইল।
কাউয়ার বাসায় কোকিলার ছা
কইন্যা পোষ না মানিল ॥

বিয়ার কথা ভাবি আমি
কোথায় দিবাম্‌ বিয়া।
সোনার পর্‌তিমা কইন্যারে
দিব তুক্কু সোমাজে ত নিয়া ॥

হেন কালে হইল কিবান্‌
দৈবের ঘটন।
নিরুদ্দিশ হইল কইন্যা
ছাইড়্যা হাইল্যার বন ॥

রাইত যায় আমার কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা
দিন যায় কইন্যার খোঁজে।
কত কইর‍্যা বুঝাই মনরে
মন নাইত বোঝে ॥
কান্দিতে কান্দিতে শেষে
হাইল্যা বন সে ছাড়িয়া।
নবরঙ্গপুরে গেলাম কইন্যার লাগিয়া ॥
নবরঙ্গপুরে শুনলাম বিয়ার আয়োজন।
বলাই রাজা পুত্রের লইগ্যা হইল কইন্যার দুশ্‌মন ॥
দুশ্‌মন বলাই রাঙ্গার সঙ্গে পরামিশ[১৪] কইর‍্যা।
থির হইল কইন্যারে আমি লইবাম্‌ কাইড়্যা ॥
লোক লস্কর যত লাগে বলাই রাজা দিব।
থলভূমের কুমাররে আমি পরাণে বধিব ॥

'বিয়া হয়্যা কইন্যা মলয়া শ্বশুর বাড়ী যায়।
পন্থের মাঝে ধইরাছে ডাকাইত কি কইরব বাপ মায়।
কুমার সে বন্দী হইল ডাকাইতের হাতে।
আর সবাই পলাইল আছিল যারা সাথে ॥
হেন কালে হইল কিবান্‌ অঘট ঘটন।
দোলার বাইর হইল কইন্যা হস্তেতে কির্‌পাণ ॥
আউলা ঝাউলা মাথার কেশ
কইন্যার আক্ষি জবা ফুল।
রণ-থলাতে[১৫] লাইম্যাছে চণ্ডী
আমার সব হইল ভুল ॥

১৪। পরামিশ = পরামর্শ।   ১৫। রণ থলাতে—যুদ্ধক্ষেত্রে।

পরাণ লয়্যা পলায়া গেলাম
আমি হাইলার বনে।
মন রে বুঝাইলাম আমি
এই না দেইখ্যে শুইনে॥
হাইলার বন ছাইড়্যা গেলাম
বহুত দূরের দেশে।
মলয়া কইন্যার কথা
যাইতে[১৬] কানে নাইসে আইসে॥
ডাকাইতি ছাইড়্যা আমি
হইলাম রে বনবাসী।
একে একে দুই বচ্ছর হইয়া গেল বাসি[১৭]॥
মনে না আছিল সোয়াস্তি আমার
বইক্ষে না আছিল বল।
কইন্যারে হারায়্যা হইল
আমার সগলই বিফল॥
ভাণ্ডার ভরা ধন রতন
আমি কারে দিয়া যাইব।
বুড়াকালে রোগ বিয়াধিতে
ছামনে কেবান্ খাড়া হইব॥

হেনকালে কিবান্ হইল বিধির লিখন।
বনের মাঝে বাপ ডাইক্যা আইল পাগ্‌লী এক জন॥
চিইন্‌তে না পারি তারে হাড়ে মাংস নাই।
মাষের সঙ্গে চর্ম্ম তার গিয়াছে শুকাই॥

১৬। যাইতে=যাহাতে। ১৭। বাসি=অতিক্রান্ত।

পিন্ধনে নাই আস্ত বস্তর লতা পাতায় বেড়া।
কপালের গত্তে জ্বলজ্বল করে চক্ষু এক জোড়া॥
বাপ বাপ বইলা পাগলী আমারে ধরিল।
কইন্যা মলয়া বইলা পরিচয় দিল॥
পরিচয় দিয়া কইন্যা হইল অজ্ঞান।
কান্ধে তুইলা লয়্যা গেলাম যেথায় আমার থান॥
জ্ঞান হইলে কইন্যা মোরে সগল বির্ত্তান্ত শুনাইল।
পার্‌তিহিংসার আগুন বক্ষে জ্বইলা ত উঠিল॥
পরতিজ্ঞা কইরাছি কাটবাম সগল রাজার মাথা।
পির্‌থিমিতে না থাকে যেন রাজার বিচার কথা॥

'শুন শুন রাজাগণ, আমি কই যে তোমাগরে।
বিচার করিতে বইছ তোমরা বুদ্ধি নাই ত ধড়ে[১৮]॥
শুইন্যাছে কি কভু কেউ কাটা বিরিক্ষে ফুল ফুটে।
হাইল মাঝি না থাকিলে নাও আপনি আইসে ঘাটে॥
নাও গলুয়ে লাখের বাত্তি উদাম গাঙ্গের বাও [১৯]।
জ্বালাইতেনি পাইর্‌ব রাজা, তোমাগরের মাও॥
দুশ্‌মন বলাই রাজার পরামিশ শুনিলা।
পরীক্ষা কইরা নিদুর্ষী কইন্যারে বনবাসে দিলা॥
কি কইবাম্ তোমাগরে মুরুখ্[২০] রাজার দল।
সিঙ্গাসনে বইসা বিচার করে বুদ্ধির ছাগল॥

'শুন শুন রাজাগণ, আমার কথা শুন্।
মলয়া কইন্যার আর না পাইবা সন্ধান॥

১৮ ধরে=শরীরে। ১৯। উদাম গাঙ্গের বাও=উদ্দাম নদীর হাওয়া
২০। মুরুখ=মূর্খ

মাথা আমার কাইট্যা ফালাও
কিবান দেও শূলে।
বইক্ষে পাষাণ চাপা দিয়া
রাখো বন্দীশালে।
কোন কথা না পাইবা
আর হাইর‍্যা ডাকুর মুখে।
আমি জানি কইন্যা আমার
রইছে পরম্ সুখে॥'

এইনা কথা বইলা হাইরা নীরব হইল।
শতেক পরশ্নে[২১] আর মুখ না খুলিল॥
বন্দীশালে রাইখল তারে ছিকলে বান্ধিয়া।
দশমনি পাথর এক বইক্ষে চাপা দিয়া॥

বসন্ত কুমার সেই না কি কাম করিল।
কন্যারে বিচড়াইতে কুমার বনে চইল্যা গেল
আর না ফিরিল কুমার হইল নিরুদ্দিশ।
এতদূরে মলয়া কইন্যার পালা হইল শেষ॥

সমাপ্ত

২১। পরশ্নে = প্রশ্নে

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

ষষ্ঠ খণ্ড

হাতি-খেদার গান

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

হাতি খেদার গান

ভূমিকা

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে চট্টগ্রাম জেলার খুন্তাখালি গ্রামের অধিবাসী মহিউদ্দিন মুন্সী ওরফে মহিম বেপারীর খাতা হইতে এই পালাটি লিখিয়া লইয়াছিলাম। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় খণ্ডে এই 'হাতি খেদার গান' পালাটি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত পালার সঙ্গে এই সম্পাদনার ৫৮টি তাৎপর্যে পাঠান্তর ও কিছু ছন্দঘটিত অবান্তর পাঠান্তর ছাড়া অতিরিক্ত কিছু নাই। এই পালার রচয়িতা কবির নাম জানা যায় না। রচনার কাল সম্ভবত বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভ। এই অনুমানের হেতু, তৎকালে ঐ অঞ্চলে বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার ইংরেজী 'ফায়ার—fire' শব্দটি প্রচলিত হইলেও 'গোল্লাবাজি'র পরিবর্তে 'বোমবাজি' শব্দের প্রচলন হয় নাই।

পালাটি পড়িলে বুঝা যায়, ইহার রচয়িতা কবি নিজে গোলবদন জমাদারের সঙ্গে গর্জন্যার ঢালার খেদায় উপস্থিত থাকিয়া খেদায় জংলা হাতি ধরা যে কি ব্যাপার,তাহা প্রথম হইতে শেষপর্যন্ত দেখিয়া তৎকালে পল্লীপ্রচলিত ভাষায় পালাটি রচনা করিয়াছিলেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলে ও ব্রহ্মদেশে বন্য হস্তী ধরিয়া পোষমানানো সম্বন্ধে ইংরেজ ও ফরাসী প্রত্যক্ষদর্শীদের লিখিত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আছে, কিন্তু উহার কোনো বর্ণনাই সম্পূর্ণাঙ্গ নহে। কারণ, ঐ সব বিদেশীর পক্ষে জংলাহাতির বিচরণক্ষেত্র জল-জঙ্গল, বিষাক্ত কীটে পরিপূর্ণ পার্বত্য প্রদেশে হাতিখেদার জমাদারের দলে মাসাধিক কাল থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নহে। ভারতীয় লেখকদের

লেখায় যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই বিদেশী লেখকদের গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। অবশিষ্টগুলি খেদায় হাতি পড়িয়াছে শুনিয়া ট্যাক্সি বা জিপ হাঁকাইয়া গিয়া ঘণ্টা দুই দেখিয়া শুনিয়া প্রত্যক্ষদর্শী সবজান্তার রোমাঞ্চকর বিবরণ। এরূপক্ষেত্রে আমার মনে হয়, এই প্রত্যক্ষদর্শী পল্লীকবির বর্ণনাই সম্পূর্ণাঙ্গ ও অতি-রঞ্জন দোষ যদি থাকে, তবে তাহা অল্প।

মাননীয় সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত পালার ভূমিকায় এই পালার কবি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন,—'কৃষক কবি লিখিয়াছেন, বহু ক্রোশ ব্যাপীয়া শত শত হস্তী একসঙ্গে বাস করে; তাহাদের অধ্যুষিত বিস্তৃত বনভূমি একেবারে মরুর ন্যায় নির্জন ও ভয়াবহ। সেই স্থানের ঊর্দ্ধে কোন পক্ষী উড়িতে সাহস করে না। ইহাদের ভয়ে নিকটবর্তী জলপ্রবাহে কোন মৎস সন্তরণ করে না। সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশুগুলি সেই অঞ্চল হইতে বহুদূরে বাস করে। ইহারা যখন একত্র বৃংহণ করে তখন মনে হয় জগতের ভিত ধ্বসিয়া পড়িবে। অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি ইহারা শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করিলে তাহাদের সপ্ততল ভেদী শিকড় শিশুর ক্রীড়নকের ন্যায় উপাড়িয়া আসে। এই সকল বর্ণনায় কৃষক-কবি কতকটা কল্পনার দৌড় দেখাইয়া লইয়াছেন, কিন্তু সর্বাপেক্ষা সমধিক অতিরঞ্জন আমরা পাই যেখানে কবি বলিতেছেন যে, হস্তিনীর গর্ভে এক একটি শাবক এগার বৎসর বাস করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয় এবং যখন হস্তিনীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয় তখন তাহার চীৎকারে সমস্ত গিরিকন্দর বেদনাতুর হইয়া প্রতিধ্বনি করিতে থাকে।'

সেন মহাশয় কবির 'কল্পনার দৌড়' ও অতিরঞ্জন সম্পর্কে যে অভিযোগ তাঁহার ভূমিকার উদ্ধৃত অংশে করিয়াছেন উহার

অনেকগুলি কথা কবির রচনায় নাই। যাহা আছে তাহার জন্য কবি কৈফিয়ত দিয়াছেন,—

'কুথায় থাহে এত্ত হাতি আইসে কুথা হইতে।
শুইন্‌চি থোরাথুরি কতা বুড়াবুড়ীর কইতে॥' ২য়ঃ অঃ

বুড়াবুড়ীর মুখে হাতি সম্পর্কে যাহা শুনিয়াছেন তাহাই কবি তাঁহার রচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বুড়াবুড়ীদেরও দোষী করা যায় না। কারণ এই পালার রচনা কাল যদি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধও ধরা যায়, তবে ঐ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার পূর্বার্ধ হইতে ব্রহ্ম সীমান্তের বহুদূর বিস্তৃত গভীর বনভূমির অবস্থা সাধারণ জনসমাজের জানিবার কথা নহে, জংলা হাতির জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাদি পড়াও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া এই পালার রচয়িতার নাম-পরিচয় যখন অজ্ঞাত, তখন সেন মহাশয়ের মতে কবিকে কৃষক হইতেই হইবে; এরূপ অবস্থায় কৃষকের পক্ষে 'পালকাপ্য' রচিত 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' বা বিদেশী হস্তীবিশেষজ্ঞদের গ্রন্থ পড়িয়া জ্ঞান সঞ্চয়ের সুযোগ ছিল না। তাঁহার সম্বল বুড়াবুড়ীর মুখের বর্ণনা ও জনশ্রুতি। এইসব জনশ্রুতির মধ্যে 'মরণোন্মুখ বৃদ্ধ হস্তীর অজ্ঞাত স্থানে মহাপ্রস্থান' এখনও শিক্ষিত জনসমাজের ও সরকারী বনবিভাগের কর্মচারীদের অনেকেই বিশ্বাস করেন।

জংলা হাতির চলাফেরা সম্পর্কে সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় বর্ণনা করিয়াছেন,—'যখন ইহারা দলবদ্ধ হইয়া আগমন করে তখন নববর্ষাগমে দলিত-অঞ্জননিভ বিরাট্ মেঘপুঞ্জের সঙ্গে তাহাদের তুলনা হইতে পারে।'—এই বর্ণনা বোধ হয় অবাস্তব। এই পালার কবি বলিয়াছেন,—'এক্কই খোঁচে চলে রে হাতি এক্কই বরাবর'। অর্থাৎ জংলা হাতি চলে একটির পিছনে আর একটি

পাশাপাশি হইয়া তাহারা চলে না। বন্য হস্তীর এই প্রকার চলন আমি নিজেও দেখিয়াছি।

১৯৫৪ সালের শীতকালে জলপাইগুড়ি জেলায় দলসিংপাড়া ফরেস্ট অঞ্চলে একদল হাতি আসিয়াছিল। ফরেস্টের পূবে বাচ্‌ড়া নদীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহারা স্নান করিত। বাচ্‌ড়া নদীর পূর্বতীরে 'সেণ্ট্রাল ডুয়ার্স টি এস্টেট'-এর রাঙ্গামাটি চা-বাগানে নদীর সুউচ্চ পাড়ে দাঁড়াইয়া অতি নিকট হইতে এই বন্যহস্তীর স্নান নিরাপদে দেখা যায় শুনিয়া আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। নদীর পশ্চিম পাড় প্রায় তিন-চার শ' গজ বালুকা আস্তৃত সমতল চর, তাহার পরেই বন। শীতের সন্ধ্যার প্রায় একঘণ্টা পূর্বে বন হইতে হাতি বাহির হইয়া নদীর দিকে আসিতে লাগিল। কতগুলি হাতি দলে আছে, তাহা আমরা সম্মুখে থাকিয়া গণিতে পারিলাম না। কারণ দাঁতাল গুণ্ডা হাতির পিছনে অপর হাতিগুলি এমন ভাবে আসিতেছিল যে, গুণ্ডার পিছনে দুই-তিনটি শুঁড়ের দোলন ছাড়া আর কিছুই দূর হইতে লক্ষ্য করা গেল না। আমাদের সঙ্গে রাঙ্গামাটি বাগানের এক বৃদ্ধ মোদেশীয়া কুলি-সর্দার ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি আসাম-গৌরীপুর জমিদারের বন বিভাগে চাকরি করিয়াছেন, তুরা ও গারো পাহাড় অঞ্চলে কয়েকটি খেদায় হাতি ধরাও দেখিয়াছেন। সর্দার বলিলেন, জংলা হাতির পাল পথ-চলিবার কালে দলের গুণ্ডা হাতির পায়ের দাগের উপরে পা ফেলিয়া চলে; খাদ্য অন্বেষণ, স্নান ও বিশ্রামের সময় যাহার যাহার সুবিধামত ছড়াইয়া পড়ে। এইজন্য বনে জংলা হাতির দলে কতগুলি হাতি আছে, তাহা পায়ের দাগ দেখিয়া বুঝা যায় না।

দলসিংহপাড়া ফরেস্ট হইতে বাহির হইয়া হাতির দল আমরা

যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলাম একেবারে তাহার নীচে আসিল। কারণ, ঐ জায়গাটায় নদীর জল ছিল সাত-আট ফুট গভীর এবং প্রায় একশ' গজ লম্বা ও চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট প্রস্থ। আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম প্রায় তিরিশ ফুট উচ্চ খাড়া পাড়ির উপরে। দলে ছিল বাইশটা বড়ো হাতি ও দুইটি বাচ্চা। প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া স্নানান্তে তাহারা যে ভাবে আসিয়াছিল সেই ভাবেই চলিয়া গেল। পরের দিন আমরা বাচ্ড়া নদী পার হইয়া চরে গিয়া দেখিলাম হাতিগুলি যেমন একই জায়গায় সকলে পা ফেলিয়া স্নান করিতে আসিয়াছিল, বনে ফিরিয়া যাইতেও সেই ভাবেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র বাচ্চা দুইটি এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে কোনো হৃষ্টপুষ্ট হাসিখুশী চঞ্চল অল্প বয়স্ক বালক বুঝাইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'করীকলভ ইব' (অর্থাৎ—হস্তী-শাবকের মত) প্রয়োগ আছে। সেদিন বাচ্ড়া নদীতে হস্তীস্নানে দুইটি বাচ্চার চাঞ্চল্য দেখিয়া বুঝিলাম সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা একটি সার্থক উপমা।

রাঙ্গামাটি বাগানের কর্মচারী শ্রীমণীন্দ্র সরকারের বাসায় বসিয়া সেই মোদেশীয়া সর্দারের মুখে জংলা হাতি সম্পর্কে অনেক কথা শুনিলাম। তিনি যাহা শুনাইলেন তাহার অনেক কথার সঙ্গে সেনমহাশয় লিখিত ভূমিকার তথ্যের মিল নাই।

সেনমহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, '**—কোন গুণ্ডা অথবা 'মক্না' (পুরুষ হস্তী) মদভ্রান্ত হইয়া যখন দল হইতে ছুটিয়া আসে তখন কয়েকটি কুন্কীর' (স্ত্রী হস্তীর) সাহায্যে গুণ্ডা হস্তীকে কৌশলে আটকাইয়া ফেলা হয়। এই উপায়কে পরতলা-শিকার কহে।'

সর্দার বলিলেন, গুণ্ডা হাতি ধরিতে কেহ চেষ্টা করেন না। কারণ, গুণ্ডা কোনকালেই পোষ মানে না। খেদায় হাতির দল ধরা

পড়িলে তৃতীয় দিনে খেদা হইতে গুণ্ডাটিকে বাহির করিয়া তাড়াইয়া দেবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু প্রায়ই সে চেষ্টা সফল হয় না। খেদা হইতে বাহির হইয়া গুণ্ডা যখন দেখে, আর হাতিগুলি বাহির হইতে পারিল না, দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন হাউই, তুবড়ি, বোম বাজি, সব কিছু উপেক্ষা করিয়া খেদার দরজা আক্রমণ করে। তাহার সেই ভয়ঙ্কর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে একমাত্র উপায় সেইস্থলেই যে কোনো উপায়ে তাহাকে হত্যা করা। বনে কখনও একক গুণ্ডা দেখা যায় না।

খেদার গুণ্ডা মারা পড়িলে তখন অপরদিকের দরজা দিয়া এই পালায় বর্ণিত উপায়ে অপর হাতিগুলি বাহির করিয়া কেল্লায় আনিয়া বাঁধা হয়। এই সময়ে দলের অধিক বয়স্ক হাতিগুলিকে খেদার বাহিরে আনিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়, কারণ—অধিক বয়স্ক হাতিও সহজে পোষ মানে না, আর মানিলেও বাজারে উহাদের মুল্য অতি অল্প, সেজন্য খরচে পোষায় না। খেদা হইতে তাড়া খাওয়া হাতি বনে একাকী বিচরণ করে। মানুষের পক্ষে এইপ্রকার হাতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। শিকারীর বন্দুকের গুলিতে সাধারণত এই শ্রেণীর হাতিই মারা পড়ে

পুরুষ হাতি মাত্রেই 'গুণ্ডা অথবা মক্না' নহে। জংলা হাতির দলে যে হাতিটি দলপতি তাহাকেই 'গুণ্ডা' বলা হয়। একদল হাতির মধ্যে একটি মাত্র দলপতি থাকে। 'মক্না' বলা হয় সেই হাতিগুলিকে যাহাদের শুঁড়ের দুই পাশের দাঁত দুইটি একফুট হইতে দেড় ফুটের বেশী বাহিরে আসে না এবং দাঁতাল হাতির দাঁত অপেক্ষা অনেক সরু।

সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—'কুনকীকেই ফাঁসি শিকারে ধরা হয়। দুইটি কি তিনটি পোষা হাতি কোন বন্য কুনকীর সহিত

সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইলে তাহারা ঐ বন্য হস্তিনীকে লইয়া পর্বত হইতে নীচে নামিয়া আসে। এই সময়ে সুচতুর মাহুত একটা রজ্জু সেই বন্য হস্তিনীর শুণ্ডের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। হস্তিনা আপন প্রকৃতিবশতঃ সেই রজ্জু খেলাইতে খেলাইতে এমন অবস্থায় পৌঁছায় যাহাতে রজ্জুর ফাঁদটি ফাঁসের মত গলা জড়াইয়া ধরে। তখন সেই হস্তিনী মাহুতের নিকট চির-দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।'

মোদেশীয়া সর্দার বলিলেন, বাচ্চা মেয়ে হাতি ধরিয়া একটি বিশেষ শিক্ষা দিলে তবে সে কুন্‌কী হয়। জঙ্গলে কুন্‌কী হাতি পাওয়া যায় না। ফাঁসি শিকারে কুন্‌কী দিয়া যূথভ্রষ্ট যুবক হস্তী ধরা হয়। কোনো বন্য হস্তিনী ধরা তো দূরের কথা, একমাত্র খেদা ছাড়া জঙ্গলে বন্য হস্তিনীর সাড়া পাইলে কুন্‌কী উর্ধ্বশ্বাসে পালায়। এইজন্য যে বনে বন্য হস্তী থাকা সম্ভব সে বনে বাঘ, হরিণ, প্রভৃতি শিকারে কেহ কুন্‌কী সঙ্গে রাখেন না। ফাঁসি শিকার সর্দার দেখেন নাই, যাহা শুনিয়াছেন তাহা অনেকটা সেন মহাশয়ের বর্ণনার অনুরূপ। পার্থক্য—দড়ির ফাঁস হাতির সম্মুখে মাহুত আগাইয়া দেয় না, সুবিধামত জায়গায় কয়েকটা পাকা কলার কাঁদি গাছ সমেত মাটিতে বসাইয়া ফাঁসের দড়িটি এমন ভাবে ঝুলাইয়া রাখা হয় যাহাতে কলার কাঁদি ধরিতে গেলে ফাঁসি-ফাঁদের ভিতর দিয়া শুঁড় ঢুকাইতে হয়। ফাঁসের দড়ির অপর প্রান্ত বাঁধা থাকে একটি বড়ো গাছের সঙ্গে। ফাঁসে হাতি আবদ্ধ হইলে আর দুইটি শিক্ষিত হাতির সাহায্যে তাহার পায়ে শিকল পরাইয়া শিক্ষাকেন্দ্র 'কেল্লা'য় আনা হয়।

মোদেশীয়া বৃদ্ধ সর্দার জংলা হাতির রীতিনীতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা শুনাইয়াছিলেন। বর্ষাসমাগমে জংলা হাতির দল পার্বত্য নিম্নভূমি পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ মালভূমিতে চলিয়া যায়।

এই সময়ে দলের নবযৌবনপ্রাপ্ত হাতিগুলি বিভিন্ন দল হইতে সঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্বাচন করিয়া নূতন দল গঠনের সুযোগ পায়। কোনো দলে কোনো নবযুবক হাতি যদি অসময়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, তবে দলপতি গুণ্ডা তাহাকে দল হইতে তাড়াইয়া দেয়। এই প্রকার দল-চ্যুত হাতিই ফাঁসি-শিকার ও পরতলা শিকারে ধরা পড়ে। ফাঁসি-শিকারে দড়ির ফাঁস হাতির গলায় আবদ্ধ হয়, 'পরতলা শিকারে শিক্ষিতা কুন্‌কী লোহার শিকল হাতির পায়ে পরাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া এই দুই প্রকার শিকার পদ্ধতিতে আর কোনো পার্থক্য নাই। পরতলা শিকার পদ্ধতি কিন্তু কুন্‌কীর পক্ষে বিপজ্জনক।

দলচ্যুত নবযুবক হাতিকে 'মস্তান' বলা হয়। পার্বত্য বনভূমিতে একাকী বিচরণ করিতে করিতে মস্তান যদি কোনো অপরিচিত হাতির পালের দেখা পায়, তবে সেই পালের দলপতিত্ব অধিকার করিবার জন্য গুণ্ডার সঙ্গে লড়াই করে। সে লড়াই চলে উভয়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু পর্যন্ত। এইপ্রকার লড়াইতে গুণ্ডা তাহার দলের কাহারও সাহায্য পায় না, তাহারা নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র।

বনভূমিতে মৃত হাতির যেসব দেহাবশেষ পাওয়া যায়, সেগুলির মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, দৈবাৎ পাহাড়ী ধ্বস চাপা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হস্তীদন্ত শিকারী ও গুণ্ডা-মস্তানে লড়াই মৃত্যুর হেতু। বার্দ্ধক্যে স্বাভাবিক ভাবে মৃত জংলা হাতির দেহাবশেষ পাওয়া যায় না। ইহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন, বার্দ্ধক্যে মৃত্যুর পূর্বে বন্য হস্তী দলত্যাগ করিয়া মানুষের অগম্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানাভিমুখে মহাপ্রস্থান করে। বৃদ্ধ মোদেশীয় সর্দারের ধারণা, বন্যহস্তীর এই মহাশ্মশান আছে আসামের উত্তরপূর্ব কোনে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোনো মানুষের অজ্ঞাত স্থানে।

১৯৫৪ সালে ডিসেম্বর মাসে এই মোদেশীয়া সর্দারের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার অনেকগুলির সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থে লিখিত তথ্যের মিল দেখা যায়। আসামে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অভিজ্ঞ অধিবাসীরাও সর্দারের উক্তি সমর্থন করেন।

মাননীয় সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় অনেকগুলি মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদের পরিবেষণ করিয়াছেন। তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

'১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম বৈঠকের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীরাই প্রথমে হাতী ধরিবার কৌশল জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছিলেন, বঙ্গের উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থিত গভীর অরণ্যসমূহ হস্তীজাতির সর্বপ্রধান আবাসস্থল এবং এই হস্তীসম্পদই বঙ্গের অন্যতম গৌরব। শাস্ত্রীমহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরাই হস্তীরোগের সর্বপ্রথম চিকিৎসক। খৃষ্টজন্মের চারি শতাব্দী পূর্বে কিম্বা ততোধিক প্রাচীন সময়ে 'পালকাপ্য' নামক পূর্ব-ভারতীয় কোনো লোক হস্তীচিকিৎসা সম্বন্ধীয় 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' পুস্তক রচনা করেন। লোহিত নদ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে পালকাপ্য জন্ম গ্রহণ করেন। এই প্রদেশ এখন পর্যন্ত হস্তীর প্রধান আবাস-ভূমি বলিয়া স্বীয় চিরন্তন গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বহু শতাব্দী পরে আবুলফজল আইন-ই-আকবরীতে লিখিয়াছিলেন যে, দিল্লীশ্বরের হস্তীশালার শ্রেষ্ঠ হস্তীগুলি ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় পার্শ্ববর্তী গিরিসঙ্কুল প্রদেশ হইতে সংগৃহীত। এদেশের প্রাচীন প্রবাদ যে, পালকাপ্য অর্ধেক হস্তী ও অর্ধেক মানুষ এক অদ্ভুত রকমের মিশ্র আকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম

শ্যামগায়ন। পূর্বভারতীয় পর্বতমালার সানুদেশে ব্রহ্মপুত্রবিধৌত কোনো স্থানে শ্যামগায়ন ঋষি বাস করিতেন। পূর্বোক্ত প্রবাদে একথাও জানা যায় যে, পালকাপ্যের মাতা হস্তিনী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি কোনো অনার্য বংশসম্ভূতা নারী। সেই প্রাচীন যুগে অনার্যেরা বিজয়ী আর্যদিগের নিকট এই প্রকারের নানারূপ উদ্ভট উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। আমাদের পুরাণগুলিতে নাগ, বানর, পক্ষী প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট অনার্যদের উল্লেখ সর্বদা পরিদৃষ্ট হয়।

'শ্যামগায়ন ঋষি কোনো অনার্য রমণীর পানিপীড়ন করার ফলে পালকাপ্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া হস্তীজাতির চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদ লিখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, এই পুস্তকখানি সংস্কৃতে রচিত হইলেও সেই সংস্কৃতের ছন্দ এবং শব্দসমূহে অনার্য ভাষার অনেক নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে।...... বর্তমান কালে (১৯৩০) কাপ্তেন কোল্ডওয়েল এবং তাঁহার সহ-কর্মীরা পূর্বভারতীয় শিকারীদের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহারা কয়েকজন ভারতীয় শিকারীকে খেদা নির্মাণ শিক্ষা দিবার জন্য আফ্রিকায় লইয়া গিয়াছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় একটি কৌতূহলপ্রদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা গিয়াছে যে, কাপ্তেন কোল্ডওয়েল সাহেব সদলবলে খেদার কৌশল সম্যকরূপে শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতেছেন। ইহা আমাদের বিশেষ গৌরবের বিষয় যে, শত সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ যে বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও সে বিদ্যা অক্ষুন্ন থাকিয়া য়ুরোপের কৃতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং খেদার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।...

'প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, হস্তীর

লোভে মুসলমানেরা এই অঞ্চল আক্রমণ করিত। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ অথবা অন্য কোনোরূপ আভ্যন্তরীণ গোলোযোগের সহায়তার জন্য ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ অনেক সময় সুবর্ণগ্রাম ও লক্ষণাবতীর মালিককে শতাধিক হস্তী উপঢৌকন পাঠাইতেন। ত্রিপুর-রাজবংশের ইতিবৃত্ত 'রাজমালা'য় এই সকল বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে,—

"সর্বভ্রাতৃ জিনিয়া পাইল রাজ্যস্থান।
পুনর্বার গেল গৌড়েশ্বর বিদ্যমান॥
বহু করি হস্তী নিল অতি বৃহত্তর।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল গৌড়ের ঈশ্বর॥
রাজপুত্র জ্ঞানবান হইল হেন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর আপনেহ করিল বাখান॥
রত্নফা নাম তার পিতায়ে রাখিছিল।
রত্ন মাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বর দিল॥
তদবধি মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরেশে।
বিদায় হইয়া রাজা চলিলেক দেশে॥"

*　　*　　*　　*

'এইরূপে হস্তী উপঢৌকন পাঠাইয়া ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ নবাবের মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন। মহারাজ গোবিন্দ মানিক্যের সময় হাতী বাদসার দরবারে নজরানা দেওয়া হইত। রাজমালায় উল্লেখ আছে—

"গোবিন্দ মানিক্য রাজা পুনর্বার হইল।
তদবধি নজরানা হস্তীর করিল॥" * * *।'

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি এই পালার বর্ণনা পড়িলে স্পষ্টত বুঝা যায়, রচয়িতা কবি গর্জন্যার পাহাড়ী বনে খেদায় হাতি ধরার ব্যাপারে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। সেন মহাশয়ের 'কৃষক কবি' যে তিনি নহেন তাহা পালার বর্ণনা,—

'পাহাড়ীর মুখ শুকাইল—ওরে শুকাইল
ক্ষেতি গেল ভাবনা বিস্তর।
জুম্মা উড়িল মোচার উয়র বাঙ্গাল লইল ঘর ॥'

এই দুই ছত্রেই বুঝা যায়। তাঁহাকে গোলবদন জমাদারের 'কুলি' বলাও সুকঠিন। কারণ, যে প্রকার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এই পালার কবিতে দেখা যায়, সেপ্রকার ক্ষমতা যাহার আছে, সে কখনও একটা কুলির মজুরির লোভে খেদার কুলি হইতে পারে না। অধিকন্তু এই পালার ভাষা ও বর্ণনার বিষয়বস্তু পরিবেশন-ভঙ্গী লক্ষ্য করিলেও উপলব্ধ হইবে ইহা নিরক্ষর কৃষকের রচনা নহে। আমার মনে হয় কবি কোনো অবস্থাপন্ন পল্লীগৃহস্থ ঘরের দুঃসাহসী সন্তান, কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া গোলবদন জমাদারের সঙ্গী হইয়াছিলেন। খেদায় গুণ্ডার মৃত্যু দেখিয়া সমবেদনায় ও করুণায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পালার পঞ্চম অধ্যায় হইতে স্বাধীন বন্য হস্তীর প্রতি কবিহৃদয়ের এই ভাব রচনায় প্রকাশ পাইয়া পাঠক ও শ্রোতার মনও অভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই পালায় পয়ার ছন্দে রচিত অংশ 'পূবাইল মাইয়নী' সুরে এবং সার্ধদ্বিমাত্রার গানগুলি 'মুড়াই' সুরের 'ঝাঁপলহর'-এ গাহিতে শুনিয়াছি। অন্য কোন সুরে কাহাকেও গাহিতে শুনি নাই।

এই কবির রচনায় তৎকালের আঞ্চলিক পল্লী-কথ্য ভাষার শব্দ প্রচুর থাকায় এবং স্থানে স্থানে ছত্রের তাৎপর্য ভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার পক্ষে দুর্বোধ্য হইবে মনে করিয়া প্রতিটি ছত্রের প্রথম ছত্রে সংখ্যা দিয়া তদনুযায়ী মূলের পাদটীকায় প্রতি ছত্রের শাব্দিক অনুবাদ ও প্রয়োজনস্থলে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

নবদ্বীপ,

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

হাতি-খেদার গান

বন্দনা।

১ পরথমে আল্লার নাম করিয়া স্মরণ।
২ দরুদ সালাম ভেঙ্গি নবীর চরণ॥
৩ আশ্‌মানেতে চান্ সুরুজ রইয়ে কত দূরে।
৪ লাখে লাখে তারা আরো চাক'র মতন ঘুরে॥
৫ ক'নে যে কাড়িল এই বেমান সাইগর।
৬ ক্যাম্‌নে হইল নদী * আরো বালুর চর॥
৭ ক'নে বানাইল মুড়া কথুন্ † মাডি আনি।
৮ ম্যাওয়া ডাকি ক'নে ফ্যালায় আশমান থুন্ পানি॥**

অনুবাদ ঃ—

১ প্রথমে আল্লার নাম করিয়া স্মরণ।
২ সভক্তি প্রণাম জানাই নবীর চরণে॥
৩ আশ্‌মানেতে চন্দ্র সূর্য আছে কত দূরে।
৪ লাখে লাখে নক্ষত্র আরও চক্রাকারে ঘুরে॥
৫ কেবা যে কাটিল এই অসীম সাগর।
৬ কেমনে হইল নদী আরও বালির চর॥
৭ কেবা গড়িল পর্বত কোথা হইতে মাটি আনি।
৮ মেঘকে ডাকিয়া আনিয়া কেবা ফেলায় আশমান হইতে পানি॥

পাঠান্তর ঃ— * '—নন্দী—'। † '—কতুন—'।
** দেবার ডাকে কনে পেলায় আচমানর থুন পানি॥

৯ ক'নে দিল হস্ত পদ ক'নে দিল মাথা।
১০ বীচির ভিতর গাছ আর গাছের ভিতর পাতা ॥
১১ পর্‌ভুর অসাধ্য কর্ম নাই রে দুনিয়াইত্ ।
১২ দিনরে কর্‌তি পারেন পর্‌ভু আঁধারিয়া রাইত ॥
১৩ তান্ ইসারাই রাজা বাদসা হয় যে ফকির।
১৪ শতান কখনো হয় দেখ শরীয়তের পীর ॥
১৫ ঘর বাড়ী ট্যাকা পইসা মিছা জিন্দিগানি।
১৬ টলমল করে যেমন কচুর পাতার পানি ॥
১৭ ওরে সিনা ফাড়ি একদিন বাইর অইব দম।
১৮ পরানা লইয়া হাতে হাজির আছে যম ॥
১৯ হায়াত্ * ফুরায়্যা গেলি চলি যাইয়ম্‌গই।
২০ অকাঁদনা কাঁদির কেনে ছাড়া ভিডা লই ॥

---

৯ কেবা দিল (মোদের) হস্ত পদ কেবা দিল মাথা।
১০ বীজের ভিতর গাছ আর গাছের ভিতর পাতা ॥
১১ প্রভুর (ভগবানের) অসাধ্য কর্ম নাইরে দুনিয়াতে।
১২ দিনকে করিতে পারেন প্রভু অন্ধকার রাত্রি ॥
১৩ তাঁহার ইঙ্গিতে রাজা বাদ্‌শা হয় যে ফকির।
১৪ শয়তান কখনো হয় দেখো শাস্ত্রবক্তা গুরু ॥
১৫ ঘর-বাড়ী টাকা-পয়সা মিথ্যা এই জীবন ধারণ।
১৬ টলমল করে যেমন কচুর পাতার উপর জল ॥
১৭ ওরে বুক ফাটিয়া এক দিন বাহির হইবে প্রাণবায়ু।
১৮ পরোয়ানা লইয়া হাতে হাজির আছে যম ॥
১৯ পরমায়ু ফুরাইলে (আমরা) চলিয়া যাইব।
২০ যাহার জন্য কাঁদা উচিত নহে তাহার জন্য কাঁদি কেন (ভবিষ্যতে পতিত পড়িয়া থাকিবে, এমন) ছাড়া (পতিত) ভিঁটামাটি লইয়া ॥

পাঠান্তর :—* হয়াত—'

২১ মওতের পরে অইব আখেরের ইনছাপ।
২২ জন্মাবধি গুণা আল্লা তুমি কর মাফ॥

(২)

পালা আরম্ভ—

১ শুন শুন সভাজন শুন সমাচার।
২ হাতি-খেদার কিস্তা কই অতি চমৎকার॥
৩ শুন শুন আচানক্ কাণ্ড হাতির চরিত।
৪ এতবড়ো জানোয়ার নাই পিরথিম্মিত্॥
৫ এগারো বচ্ছর হাতির বাচ্চা পেডত্ থাকে।
৬ বাঘ ভাল্লুক পোলায় ডরে গুণ্ডা হাতির ডাকে॥
৭ পরসবের কালে হায় রে কি বইলব আর।
৮ গুজরি গুজরি হাতি ভাঙ্গে যে পাহাড়॥

---

২১ মরণের পরে হইবে (আমার কর্মের) শেষ বিচার।
২২ জন্মাবধি অপরাধের আল্লা, তুমি কর ক্ষমা॥

(২)

পালা আরম্ভ—

১ শুন শুন সভায় সমাগত শ্রোতাগণ, শুন বিবরণ।
২ হাতি ধরিবার খেদার কেচ্ছা (গল্প যাহা শুনিতে) অতি চমৎকার॥
৩ শুন শুন আশ্চর্য কাণ্ড হাতির চরিত।
৪ এত বড়ো জানোয়ার নাই পৃথিবীতে॥
৫ এগার বৎসর হাতির বাচ্চা (মায়ের) পেটে থাকে।
৬ বাঘ ভালুক পালায় ভয়ে গুণ্ডা (দলপতি) হাতির ডাকে।
৭ প্রসবের কালে হায় রে, কি বলিব আর।
৮ গর্জন করিতে করিতে হস্তিনী ভাঙ্গে যে পাহাড়॥

৯ হাতির ঠ্যাং দেইখতে যেন গুদাম ঘরর থম্ ।
১০ মুড়ার পন্থত্ লাগত্ পাইলে হাতি মাইন্‌ষর যম ॥
১১ ডাঙ্গর ডাঙ্গর * কান যেমন দুইহান কুলা ।
১২ দাঁতাল হাতির দাঁত দুইডা মাঘ মাইস্যা মূলা ॥
১৩ ঢেঁহির মতন ছোড়্তা তার মাথা সদাই হেট ।
১৪ ছোডো ছোডো চোগ হাত্তির ডোলর মতন পেড ॥
১৫ কে বুইঝবর পারে রে ভাই, আল্লার কেরামত ।
১৬ হাতির গাও দেহিলে হাতির ঘডিত বিপদ ॥
১৭ ঝাঁহে ঝাঁহে চলে হাতি অঘোর জোঙ্গলে ।
১৮ খেদা বানাই ধরে মাইন্‌ষে হেকমতেরই কলে ॥
১৯ আগই পিছই † হাতির খোঁচ একই বড়াবর ।

৯ হাতির পা দেখিতে যেন (বড়ো) গুদাম ঘরের থাম ।
১০ পাহাড়ের পথে নাগাল (দেখা) পাইলে হাতি মানুষের যম ॥
১১ বড়ো বড়ো কান যেমন দুইখান (ধান ঝাড়িবার) কুলা ।
১২ দাঁতওয়ালা হাতির দাঁত দুইটি মাঘ মাসের মুলা ॥
১৩ ঢেঁকির মত শুঁড় তার (সেই শুঁড়ের) মাথা সদাই নীচুমুখী থাকে ।
১৪ ছোটো ছোটো চোখ হাতির ধান রাখিবার ডোলের মত বড়ো পেট ॥
১৫ কে বুঝিতে পারে ভাই, আল্লার কেরামত (কাজের বাহাদুরী) ।
১৬ হাতির দেহ (হাতি যদি) দেখিতে পাইত (তবে) হাতির ঘটিত বিপদ ॥
১৭ ঝাঁকে ঝাঁকে চলে হাতি গহীন জঙ্গলে ।
১৮ খেদা বানাইয়া ধরে মানুষে বুদ্ধির কৌশলে ॥
১৯ আগে পিছে হাতির পায়ের গভীর চিহ্ন (গর্ত) একদিকেই চলিয়া যায় ।

পাঠান্তর :—* ডাঁহর ডাহর—' ।
† আগা পিছা—' ।

২০ খোঁচ ধরি পান্জালি পায় রে* হাতির খবর ॥

২১ কুথায় থাহে এত্ত হাতি, আইসে কুথা অইতে।
২২ শুইন্চি থোরাথুরি কতা বুড়াবুড়ীর কইতে ॥
২৩ ওরে, আছমান্-লাগা মুড়া আছে চাডীগাঁয়র পূগে।
২৪ কুকী, মুরুং, পাহাইড়া লোগ সেহানে দিন কাডায় সুগে ॥†
২৫ কুকীর মুল্লুক ছাড়ি গেলি আছে অঘোর বন।
২৬ মস্ত মস্ত গাছ সেহানে বাঁশ, বেত আর ছন ॥
২৭ অঘোর জোঙ্গল সেই ওর নাই রে তার।
২৮ দিন রাইত একই মতন গুট্‌গুইট্যা অন্ধিকার ॥
২৯ একছড়ি হাঁডি গেলি ভাইরে, ছয়ডা মাসের পথ।§
৩০ লাখে লাখে হাতি থাহে হেই জোঙ্গলত্ ॥

---

২০ সেই পায়ের চিহ্ন ধরিয়া (দেখিয়া) হাতির সন্ধানী 'পাঞ্জালি' হাতির খোঁজ করে।
২১ কোথায় থাকে এত হাতি! আসে কোথা হইতে?
২২ শুনিয়াছি কিছু কিছু কথা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের বলিতে ॥
২৩ ওরে আকাশ ছোঁয়া পাহাড় আছে চট্টগ্রামের পূবে।
২৪ কুকী, মুরুং (প্রভৃতি) পার্বত্যজাতির লোক সেখানে দিন কাটায় সুখে।
২৫ কুকীর দেশ ছাড়িয়া গেলে আছে গহীন বন।
২৬ বড়ো বড়ো গাছ সেখানে বাঁশ, বেত আর (ঘর ছাইবার) উলুখড় ॥
২৭ গহীন জঙ্গল সেই সীমা নেই রে তার।
২৮ দিন রাত্রি একই প্রকার ঘুটঘুটে (গভীর) অন্ধকার ॥
২৯ একদিকে (লক্ষ্য করিয়া) হাঁটিয়া গেলে ভাইরে ছয়টি মাসের পথ।
৩০ লক্ষ লক্ষ হাতি থাকে সেই জঙ্গলেতে ॥

পাঠান্তর :—* '—লয়রে—' ॥
† কুকী মুরুং পাহাড়ীয়া দিন কাডায় সুগে ॥
§ একছড়ি হাঁডি গেলে ছমাসের পথ ॥

৩১ একাত্তরে থাহে হাতি এক্কই ছুল্লুক।
৩২ হেই অঘোর জোঙ্গলাত্ নাই রে বাঘ আর ভাল্লুক ॥ *
৩৩ আছমানে উড়ে না পঙ্খী পানিত্ নাই মাছ।
৩৪ উপাড়ি ফ্যালায় গুণ্ডা হাতিত্ মস্ত মস্ত গাছ ॥ †
৩৫ হেই জোঙ্গলের কতা ভাই রে, কি কইব আর।
৩৬ হাজার হাজার মাইল জোঙ্গলা নাই রে সুমার ॥
৩৭ তার দহিণে আছে জাগা থম্বু-ফালুম্ নাম।
৩৮ হেই জাগাত্ বর্মার মাইন্ষে করে খেদার কাম ॥
৩৯ পোহনা পরীর মুল্লুক রে ভাই উত্তুর দেশে জানি।
৪০ সাদা হাতি খায় রে পূগে ঐরাবতীর পানি ॥

---

৩১ একত্রে থাকে হাতি এক দল বা গোষ্ঠী বাঁধিয়া।
৩২ সেই গহীন বনে নাই রে বাঘ আর ভালুক ॥
৩৩ আশ্মানে উড়ে না পক্ষী জলে নাই মাছ।
৩৪ উপাড়িয়া ফেলে গুণ্ডা হাতি বড়ো বড়ো গাছ ॥
৩৫ সেই জঙ্গলের কথা ভাইরে কি কহিব আর।
৩৬ হাজার হাজার মাইল জঙ্গলাকীর্ণ নাই রে হিসাব ॥
৩৭ তার দক্ষিণে আছে জায়গা (গ্রাম) থম্বুফালুম্ নাম।
(থম্বুফালুম গ্রামটি ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত।)
৩৮ সেই স্থানে ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা করে (হাতি ধরা) খেদার কাজ ॥
৩৯ পোহনাপরীর দেশ রে ভাই উত্তর দেশে জানি।
(নৃত্যগীত ব্যবসায় রত সুন্দরী মণিপুরী যুবতীদের চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জেলার মুসলমানগণ 'পোহনাপরী' বলেন।)
৪০ শ্বেত হস্তী খায় রে পুবে ইরাবতীর জল ॥ (ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীর তীরবর্তী বনভূমিতে শ্বেত হস্তী দেখা যায়। বর্তমানে শ্বেত হস্তী সুদুর্লভ।)

পাঠান্তর :— * সেই গহীন বনে নাইরে বাঘ আর ভাল্লুক
† উপাড়িয়া ফেলে হাতী মস্ত মস্ত গাছ ॥

(৩)

১ আহণ মাসে কুয়া ঝরের্ * ধানে লইল পাক্।
২ করলডেঁয়ার মুড়ার মাঝত্ শুনলাম হাতির ডাক—
ভাইরে শুন্লাম হাতির ডাক ॥
৩ পাহাড়ীর মুখ শুকাই গেল,—ওরে মুখ শুকাই গেল
ক্ষেতি গেল, ভাবনা অইল বিস্তর।
৪ জুম্মা উডিল মোচার উয়র, বাঙ্গাল লইল ঘর ॥
অইল ভাবনা বিস্তর ॥
৫ মুড়ার গুড়িত্ বাড়ী যারার—ওরে বাড়ী যারার
অইল তারার নোগর আগত জান †।
৬ বনর হাতি খাইল তারার § পূগর বিলর ধান ॥
হায় রে, গেল পাকা ধান §।

---

১ অগ্রাণ মাসে কুয়াশা নামে (মাঠে) ধান পাকিতেছে
২ (এমন সময়) করলডাঙ্গার পাহাড়ের মধ্যে শুনলাম হাতির গর্জন ॥
৩ পাহাড়ীয়াদের মুখ শুকাইয়া গেল, (তাহাদের) ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট হইল, (তাহা দেখিয়া আমাদেরও) হইল ভাবনা বিস্তর।
৪ জুম্মা (নামক জাতি) উঠিল মাচার উপর, বাঙ্গাল (উত্তর দেশের মানুষ) লইল ঘর (অর্থাৎ ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পালাইল) ॥
৫ পাহাড়ের গোড়ায় বাড়ী যাহাদের হইল তাহাদের নখের আগায় জীবন।
৬ বনের হাতি খাইল তাহাদের পূবের বিলের ধান, হায়রে বিনষ্ট হইল পাকা ধান ॥

পাঠান্তর :— * আহন মাসে খোয়া ঝরের—'। † '—নোগর গোড়াত জান।
§ বনর হাতী খাইল হায় রে—'।

৭ হাইল্যা চাষার কুশ্যাল ক্ষেতি—ওরে কুশ্যাল ক্ষেতি
খাইল হাতি, খোদায় দিল দাগা।
৮ পৈমাল করি গেল হাতি দোনাদোনি জাগা॥
হায় পৈমাল দোনাদোনি জাগা॥
৯ কারো খাইল বাইয়ন মূলা—ওরে বাইয়ন মূলা
মৈক্কা গুলা, ডলি গেল ভুঁই।
১০ কাঁইচনীর মাও বুড়ী বলে, আমার ছৈঁয়র ডুয়া কই।
হায় রে আমার ছৈঁয়র ডুয়া কই॥
১১ কেও কাঁদে মাথাত হাত্ দি—ওরে মাথাত্ হাত দি
নিরবধি চোগর পানি ঝরে।*
১২ বউ-পোয়া যে মরি যাইব খাওনর বেগরে।†
হায় রে খাওনর বেগরে॥

১৩ হায় নছিব হায় রে হায়—

---

৭ হালুয়া চাষার আখের ফসল খাইল হাতি খোদায় দিল দাগা (ব্যথা)।
৮ একেবারে বিনাশ করিয়া গেল দ্রোণের পর দ্রোণ জমি (১ দ্রোণ=২৪ বিঘা)॥
৯ কাহারও খাইল বেগুন, মূলা, ভুট্টাগুলো, মথিত করিয়া গেল চাষের জমি।
১০ কাঞ্চনীর মা বুড়ী বলে, 'আমার সীমের ডোগা কই॥
১১ কেহ কাঁদে মাথায় হাত দিয়া—নিরবধি চোখের জল ঝরে।
১২ স্ত্রী-পুত্র যে মরিয়া যাইবে খাওয়ার (খাদ্যের) অভাবে॥
১৩ হায় ভাগ্য হায় রে হায়—

পাঠান্তর :— * '—নিরবধি চৈক্ষের জল ঝরে।
† বৌ পোরা যে মারা যাইব আইয়ের বছরে। (আইয়ের =আগের)।

১৪ পানিত্ ভিজি রইদে পুড়ি কইরলম্* রে আমি চাষ।
১৫ বনলা হাতি আইয়া রে, আমার কইর্ল সব্বনাশ ॥
১৬ ধন নাই দৌলত নাই রে, আছে গায়ে ছিড়া তেনা।
১৭ বউয়র জেয়র বান্ধা দিয়া কইরলম যে দেনা ॥
১৮ কেম্নে সুজিব দেন্ খাইল্যা রইল গোলা।
১৯ কি খাইব সোনার মাণিক এক বছইরগ্যা পোলা ॥
২০ নছিবের দোষে এইবার ভাসি গেল সব।
২১ বনলা হাতি অইল হায় রে, খোদার গজব ॥
২২ এই মতন কাঁদে চাষা হাতির পৈমালে।
২০ পাহাইড়া জুম্মা চাউম্মা পড়িল বেনালে ॥
২৪ বাঁশ-কাড়িয়া ছন-কাড়েয়ার অইল দুর্গতি।

---

১৪ জলে ভিজিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া করিলাম রে আমি চাষ।
১৫ বনলা হাতি আসিয়া রে, আমার করিল সর্বনাশ ॥
১৬ ধন নাই দৌলত নাই রে, আছে পরণে ছেঁড়া (মলিন এক টুকরা) বস্ত্র।
১৭ স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া করিলাম রে দেনা ॥
১৮ কেমনে শুধিব (পরিশোধ করিব) দেনা খালি (শূন্য) রইল গোলা।
১৯ কি খাইবে সোনার মাণিক এক বৎসর বয়সের পুত্র।
২০ ভাগ্যের দোষে এইবার ভাসিয়া গেল (বিনষ্ট হইল) সব।
২১ বনলা হাতি হইল হায় রে, খোদার অভিসম্পাত (প্রদত্ত দণ্ড) ॥
২২ এই মত কাঁদে চাষা হাতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া।
২৩ পহাড়ীয় 'জুমিয়া' ও 'চাক্মা' জাতি পড়িল বিপাকে ॥
২৪ বাঁশ কাটৈয়া (যাহারা পাহাড়ে বাঁশ কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে) ও ছন কাটৈয়াদের (যাহারা পাহাড়ে ঘর ছাইবার খড় কাটে, তাহাদের) হইল দুর্গতি।

পাঠান্তর :—* ঝড়ে ভিজি রৈদে পুড়ি করিলুমরে চাষ।

২৫ চালার মুয়ত বন অইল মাইনষের অগতাগতি * ।।
২৬ বাঘ ভাল্লুক পোলায় ডরে গাছর পক্ষী গেল উড়ি ।
২৭ দহিন মিক্যা আইল হাতি মুড়ার পন্থ ধরি ।।
২৮ ডুলাহাজরায় আইল হাতি চুনতির পাহাড়ে ।
২৯ ঢেরি পিড়ি দিল মাইন্ষে হাডে আর বাজারে ।।
৩০ জুম্মার জোম অইল নাশ বাঙ্গাল্যার গেল ক্ষেতি ।
৩১ পূগের পাহাড়ে আইয়া গেছোঁ + ঝাঁকে ঝাঁকে হাতি ।।
৩২ দেশে বৈদেশে খবর গেল জাইন্ল হবাই ।
৩৩ অনেক জনে ভাবে মনে খেদা দিবার লাই ।।

২৫ পাহাড়ের উৎরাইয়ের নীচের দিকে বন হইল মানুষের অগম্য ॥
২৬ বাঘ ভালুক পলাইল ভয়ে গাছের পক্ষী গেল উড়িয়া ।
২৭ দক্ষিণ দিকে আইল হাতি পাহাড়ের পথ ধরিয়া ॥
২৮ ডুলাহাজরা গ্রামে আইল হাতি (ডুলাহাজরার নিকটবর্তী) চুনতি পাহাড়ে ।
২৯ ঢেঁড়ি পিটিয়া (সতর্ক করিয়া) দিল মানুষে হাটে ও বাজারে ॥
৩০ (পাহাড়ে 'জুম' অর্থাৎ একসঙ্গে রকমারি শস্যের চাষ করে যাহারা, সেই) জুমিয়ার জুম আবাদ হইল নাশ, উত্তরদেশ হইতে আগত চাষার নাশ হইল ক্ষেতের ফসল ॥
৩১ পুব দিকের পাহাড়ে আসিয়া গিয়াছে পালে পালে হাতি ॥
৩২ দেশে বিদেশে খবর গেল জানিল সবাই ।
৩৩ অনেক জনে ভাবে মনে খেদা (হাতি ধরিবার ফাঁদ) পাতিবার লাগিয়া ॥

পাঠান্তর :— * '—মাইনসের গতাগতি । + '—আইল—'

(৪)

১ নলুয়া ছড়ার পারে আছে বন সুনা মাডি।
২ খেদা বানায় কনো জন গাছ-গাছড়া কাডি ॥
৩ কেহ হাতির কেল্লা মারে ডুলাহাজরায়।
৪ আর কেহ বানায় খেদা চুন্‌তির ঢালায় *॥
৫ কাচালং ও ছুবলং আর মাইয়নীর উজানে।
৬ বৈদেশী পান্‌জালি আসি হাতি ধরি আনে ॥

৭ কাগ্‌বাজারর বহুত পূগে বাঘখালীর আগাত্‌।
৮ অঘোর জোঙ্গলা আছে সেই ত জাগাত্‌ ॥

---

(৪)

১ নলুয়া ছড়ার (ছড়া=পাবত্য ঝরণা নদী, 'নলুয়া ছড়া' একটি ঝরণা নদীর নাম) তীরে আছে বন (তাহার নাম) সুনামাটি। (সেখানে)—
২ (হাতি ধর ফাঁদ) খেদা বানায় কোনো জন গাছ-গাছাড়া কাটিয়া ॥
৩ কেহ হাতির জন্য কেল্লা প্রস্তুত করে ডুলাহাজরায়। (হাতি ধরিয়া যে সুদৃঢ় স্থানে রাখিয়া পোষ মানানো হয় তাহাকে 'খেদার কেল্লা' বলে)।
৪ অপর কেহ প্রস্তুত করে খেদা 'চুনতির ঢালা' নামক স্থানে ॥
৫ কাচালং, শুভলং, আর মাইয়নী নদীর উজানে (খেদা হইতে)—
৬ বিদেশ হইতে আগত পান্‌জালি (হাতি যাহারা ধরে তাহাদের পান্‌জালি বলে) হাতি ধরিয়া (ডুলাহাজরার কেল্লায়) আনে ॥
৭ কক্সবাজারের বহুদূর পূবে অবস্থিত 'বাঘখালী' নদীর উৎপত্তি স্থলে—
৮ গভীর জঙ্গল আছে, সেই জায়গায় (আছে) —

পাঠান্তর :—* '—ডালায়।

৯ এমন গর্জন গাছ ছুইয়াছে আছমান।
১০ তার বেড় ঘুরিতে মাইন্সর লাগে এক মাধান ॥
১১ জারৈল গাম্বারী আর গল্লাক বেতর বন।
১২ সেই জাগার খেদার কিছু কই বিবরণ ॥

১৩ নুনাছড়া আছে এক নুনা নুনা পানি।
১৪ পোষ মাসে হাতি আহে হেই খালর উজানি ॥
১৫ আর এক খাল আছে মিডা-ছড়া নাম।
১৬ ডাবর মতন মিষ্টা পানি নামর মতন কাম ॥
১৭ এহার দহিনে আছে রোসাঙ্গ্যার দেশ।
১৮ ভিন্ছায় লাগত্ পালি ছুরি মারি করি দিব শেষ ॥

---

৯ এমন গর্জন গাছ (যাহার মাথা) ছুঁইয়াছে আকাশ।

১০ সেই বনের চারিপাশ ঘুরিয়া আসিতে মানুষের এক মধ্যাহ্ন (ছয় ঘণ্টা) লাগে ॥

১১ জারুল গাম্ভারী আর 'গল্লাক' বেতের বন (সেখানে আছে। এই গল্লাক বেত দিয়া ছাতার বাঁট ও লাঠি হয়)।

১২ সেই জায়গার খেদার কিছু কহি বিবরণ ॥

১৩ নুনাছড় (নামে এক পার্বত্য ঝরণা নদী) আছে, তার লোনা লোনা (লবনাক্ত) জল।

১৪ পৌষ মাসে হাতি আসে সেই নদীর উজান অঞ্চলে ॥

১৫ আর এক নদী আছে মিঠাছড়া নাম।

১৬ ডাব নারিকেলের মত মিষ্টি জল, যেমন তাহার নাম কার্যতও তাহাই।

১৭ ইহার দক্ষিণে আছে রোসাঙ্গ্যার দেশ। (আরাকানের প্রাচীন নাম 'রোসাং', রোসাঙ্গের অধিবাসী মঘদের 'রোসাঙ্গ্যা' ও আরাকানের মঘ দস্যুদের প্রাচীন কালে 'ভিন্ছা' বলা হইত। এখনও বর্মী ভাষায় ভিন্ছা অর্থে—নরঘাতক দস্যু)।

১৮ ভিন্ছায় ধরিতে পারিলে করিয়া দিবে শেষ, অর্থাৎ—খুন করিবে ॥

১৯ মঘে আর বাঘে জাইন্য এক্কই বরাবর।
২০ বেঁকা ছুরি হাতত্ লইলে তারার বড়ো ডর॥
২১ হেই গর্জ্যন্যা মুড়ায় আইল পোষ মাসে হাতির ঝাঁক।
২২ পোলাই গেলগৈ হরিণ গয়াল টেইক্যা পড়া বাঘ॥
২৩ অজাগর হাপ আছিল কত মুড়ায় মুড়ায়।
২৪ সোয়াসে সোয়াসে হাপর তুয়ান যেন ধায়॥
২৫ শোয়াসে পরাণ লয় রে এমনি অজগৈরা তেজ *।
২৬ এক মুড়ায় মাথা হাপর আর এক মুড়ায় লেজ॥
২৭ বনর পশু গিলি গিলি খায় রে অজাগর।
২৮ এমনি কালে পাইল রে সে হাতির খবর॥

---

১৯ মঘ ও বাঘ—(এই দুইটিকে) জানিবে একই প্রকার (স্বভাব-নরঘাতক)।

২০ বক্রাকৃতি ছুরি হাতে লইলে তাহাদের দেখিয়া বড়ো ভয়ের কারণ আছে॥

২১ সেই গর্জন গাছের পাহাড়ে আইল পৌষমাসে হাতির দল।

২২ পলাইয়া গেল হরিণ, গয়াল এবং কালো ডোরাকাটা বাঘ॥ ('গয়াল' এক প্রকার মহিষের মত জন্তু, ইহারা পোষ মানে না। সেন মহাশয় 'টেইক্যা পোড়া বাঘ' পাঠ দিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন—'টেকে পোড়া বাঘ'।

২৩ অজাগর সাপ ছিল কত পাহাড়ে পাহাড়ে।

২৪ শ্বাসে শ্বাসে (শ্বাস প্রশ্বাসে) সাপের তুফান যেন ছোটে॥

২৫ শ্বাসের দ্বারা (জীবজন্তু টানিয়া আনিয়া) মারিয়া ফেলে, এমন অজাগরের শক্তি।

২৬ এক পাহাড়ে মাথা সাপের আর এক পাহাড়ে লেজ॥

২৭ বনের পশু গিলিয়া গিলিয়া খায় রে অজাগর।

২৮ এমন সময়ে পাইল রে সে হাতির খবর॥

পাঠান্তর :—* '—এমনি বিশাল তেজ।

২৯ মুড়ার * খোঁধাত্ লুকাইল রে আছিল যত হাপ।
৩০ বনর হিয়াল গাথাত্ ঘল্লই রইল রে চুপ্ চাপ্ ॥

(৫)

১ মাঘ মাসে খেদার কায্য করে জমাদার।
২ জোঙ্গলায় হাতি ধরা আচানক্ কারবার ॥
৩ বহুত দিন গত রে হইল শুন সে খবর।
৪ চাড়িগাঁইয়া কালা আইল গর্জ্যনার পাহাড় ॥
৫ চাড়িগাঁর থুন্ আইল তারা খেদা দিবার মন।
৬ জমাদার আইল সঙ্গে নাম গোলবদন ॥

---

২৯ পাহাড়ের গহ্বরে লুকাইল আছিল যত সাপ।
৩০ বনের শিয়াল গর্তে ঢুকিয়া রইল নীরব ॥

(৫)

১ মাঘ মাসে খেদার কার্য করে জমাদার। (হাতি ধরিবার জন্য যে ব্যক্তি রাজসরকার হইতে বন খাজনা দিয়া জমা নেয় তাহাকে 'জমাদার' বলে)।
২ জঙ্গলে হাতি ধরা একটা আশ্চর্য ব্যাপার ॥
৩ বহুদিন গত যে হইল এখন শুন সে খবর (=ঘটনা)।
৪ চট্টগ্রামের (হস্তী ব্যবসায়ী) কালা (নামক এক ব্যক্তি) আইল গর্জন-গাছের পাহাড়ে ॥
৫ চট্টগ্রাম হইতে আইল তাহারা খেদা দিবে মনে করিয়া।
৬ জমাদার আইল সঙ্গে তাহার নাম 'গোলবদন' ॥

পাঠান্তর :—* গাছর খোঁধাত—'।

৭ ওরে গোলবদন জমাদার সে মস্ত পালোয়ান।
৮ হক্কলর ছর্দার মিঞা আক্কল ভালা তান্ ॥
৯ বহুত খেদায় হাতি ধরি অইল জোরাইলা নাম।
১০ বনর বাঘ ভাল্লুক তানে জানাইত ছালাম ॥
১১ আগে পিছে চলে মিঞার পান্'শ জনা কুলি।
১২ কেহ লইয়ে ছেল বল্লম আর কেহ লইয়ে গোলা-গুলি
১৩ সঙ্গেতে চৈক্যাল চলে অতি হুসিয়ার।
১৪ কুড়াল খন্দা লইল আর যত হাতিয়ার ॥
১৫ শতে শতে লইল তারা দড়ি আর কাছি।
১৬ ভালা ভালা আলাত্ লইল মোটা মোটা বাছি ॥
১৭ চাউল লইল ডাউল লইল আরও লইল ত্যাল।

৭ ওরে গোলবদন জমাদার সে (একজন) বড়ো পালোয়ান (শক্তিমান)।
৮ সকলের সর্দার (পরিচালক) মিঞা আক্কেল (বুদ্ধি বিবেচনা) ভালো তাঁহার ॥
৯ বহু খেদায় হাতি ধরিয়া হইল জোরালো (বিখ্যাত) নাম।
১০ বনের বাঘ-ভালুকও তাঁহাকে জানাইত সেলাম (=ভয় করিত) ॥
১১ (তাঁহার) আগে পিছে চলে পাঁচ শত জন কুলি (মজুর)।
১২ কেহ লইয়াছে সড়কি বল্লম আর কেহ লইয়াছে (বন্দুকের) গোলাগুলি ॥
১৩ (তাঁহার) সঙ্গে চৈক্যাল চলে অতিশয় হুঁশিয়ার (=বনে বন্য জন্তুদের গতিবিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে 'চৈক্যাল' বলে)।
১৪ কুড়াল খন্তা লইল তারা দড়ি আর যত (প্রয়োজনীয়) যন্ত্রপাতি ॥
১৫ শত শত লইল তারা দড়ি আর কাছি (=নারিকেল আঁশে প্রস্তুত মোটা দড়ি)।
১৬ ভালো ভালো আলাত্ লইল মোটা দেখিয়া বাছিয়া (হাতি ধরিয়া প্রথমে বাঁধিবার জন্য শণ নির্মিত দড়িকে 'আলাত্' বলে) ॥
১৭ চাউল লইল ডাইল লইল আরও লইল তেল।

১৮ গর্জ ন্যার ঢালাত্ তারা হাতি ধইর্তে গ্যাল্ ॥

১৯ দারুণ মাঘর শীতে—ওরে মাঘর শীতে
গা কাঁপিতে লাইগ্ল রে থর থর।

২০ চুপ্পে চুপ্পে পার হয় তারা টিলা আর টক্কর *—
ওরে টিলা আর টক্কর ॥

২১ পার হইল নদীনালা—ওরে নদীনালা,
কত ঢালা, পার হইয়া যায়।

২২ ছড়ার কূলত্ গাছর তলাত্ খিচ্রি রাইন্ধ্যা খায়— ‡
তারা খিচ্রি রাইন্ধ্যা খায় ॥

২৩ কেওর অইয়ে গাওত্ বেথা—ওরে গাওত্ বেথা
রজাই কেঁথা, শীতর সম্বল নাই।

২৪ কেওর পেড ফুলি উডে নুনা ইল্সা খাই
ওরে নুনা ইলসা খাই ॥

---

১৮ গর্জন পাহাড়ের তরাই অঞ্চলে তাহারা হাতি ধরিতে গেল ॥

১৯ দারুণ মাঘের শীতে দেহ কাঁপিতে লাগিল থরথর।

২০ নীরবে কোনো সাড়া না দিয়া পার হইল তাহারা ছোটো পাহাড় ও প্রস্তরাকীর্ণ ভূমি ॥

২১ পার হইল নদী ও ঝরণা, কত তরাই অতিক্রম করিয়া যায়।

২২ পার্বত্য ঝরণা নদীর কূলে গাছের তলায় খিচুড়ি রাঁধিয়া খায় ॥

২৩ কাহারও হইল গায়ে ব্যথা, লেপ-কাঁথা শীতের সম্বল (সঙ্গে) নাই।

২৪ কাহারও (বদহজম হইয়া) পেট ফুলিয়া উঠিল (দিনের পর দিন) নোনা ইলিশ মাছ খাইয়া ॥

পাঠান্তর :—* '—টিলা আর টক্কর। (সেন মহাশয় 'টক্কর' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'ছোট পাহাড়'।

‡ ছড়ার কুলত গাছর তলে ভাত রাঁধিয়া খায়।

২৫ কেও করে আন্‌ছান্—ওরে আন্‌ছান্

'দিলম জান, কইরলম এবার কি।'

২৬ ঘরর কথা ভাবের কেও বোচ্‌কা হিতান্ দি—

ভাবে বোচ্‌কা হিতান্ দি ॥

২৭ 'ওরে নিজের কয়ব্বর কাড়ি মুই—হায় রে কাড়ি মুই

পইড়লম শুই, কইরলম কেরেঙ্কাল।

২৮ ক'নে চাইব ঘরত্ আমার সে দুধর ছাওয়াল*

হায় রে দুধর ছাওয়াল ॥

২৯ ক'নে দিব ভাত পানি - হায় রে, ভাত পানি

ঘরর ছানি দিব ক'নে আর।

৩০ খেদার লালছে পড়ি অইলম রে ছারখার

ওরে অইলম রে ছারখার ॥

৩১ দেশে আছিলম বড়ো সুগে— ওরে বড়ো সুগে

দিলম বুগে নিজর হাতে ছ্যাল।

৩২ গাছত্ কাঁট্টল দেহি আরে ঠোডত্ দিলম ত্যাল‡

ওরে ঠোডত্ দিলম ত্যাল ॥'

---

২৫ কেহ করে ছট্‌ফট্ (এবং বলে) 'দিলাম প্রাণ করিলাম এ যাত্রায় কি'।

২৬ স্ত্রী-পুত্রের কথা ভাবে কে? বোচ্‌কা শিথানে দিয়া ॥

২৭ 'ওরে, নিজের কবর কাটিয়া আমি পড়িলাম শুইয়া, (শেষে) করিলাম কেলেঙ্কারী।

২৮ কেবা দেখিবে ঘরে আমার সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান ॥

২৯ কেবা দিবে ভাত-জল (খাদ্য) ঘরের ছাউনি দিবে কে আর।

৩০ হাতি ধরিবার খেদার লালসায় পড়িয়া হইলাম রে ছারখার (=সর্বস্বান্ত)॥

৩১ দেশে আছিলাম বড়ো সুখে, দিলাম বুকে নিজের হাতে শেল।

৩২ গাছে কাঁঠাল দেখিয়াই আরে ঠোঁটে তেল দিলাম ॥

পাঠান্তর :—* কনে চাইব আমরি সে দুধেরি ছাবাল ॥

‡ গাছত কাট্টল দেখিয়ারে ওড়ত দিলুম তেল ॥

(৬)

১ চাউম্মার-কুল গেরাম হেই যে দেইখ্‌তে হোন্দর।
২ তার মাঝত্‌ আছে যত জুম্মা চাউম্মার ঘর ॥
৩ পাহাইড়্যা মঘ তারা হুন কই যাই।
৪ বে-পর্‌দা মাইয়া মাইন্‌ষর লাজ-হরম নাই ॥
৫ পইরণে এক পেঁচর খামি আড়াই হাতর মাপ।
৬ ন মানে যে ভাই-বেরাদর ন মানে মাও বাপ।
৭ বুগর উয়র ধইয়া বেড়াই মাথা রাইখ্যে খোলা।
৮ বে-পরদা জুম্মা চাউম্মার যত মাইয়া-পোলা ॥
৯ মাও বাপরে পুছ্‌ ন করি নিজে খসম লয়।
১০ মাইয়ালোগে পুরুষরে ন করে ডর ভয় ॥

---

(৬)

১ চাউম্মারকুল (চাকমার কুল) গ্রাম সেই যে দেখিতে সুন্দর।
২ তাহার মাঝে আছে যত জুমিয়া ও চাক্‌মা (পার্বত্যজাতির) বাড়ী ॥
৩ পার্বত্য মঘ তাহারা শুন কহিয়া যাই।
৪ বোরখা বা ঘোমটাহীন মেয়েমানুষের লজ্জাসরম নাই।
৫ পরণে এক পেঁচ খামি আড়াই হাত মাপ। (খামি ও লুঙ্গি একই প্রকার, পার্থক্য—খামি পরে মেয়েরা বুকের উপরে, সে জন্য বহরে লুঙ্গি অপেক্ষা কিছু বেশী। ব্রহ্মদেশে কোনো কোনো অঞ্চলে ইহাকে 'থামি' বলে)।
৬ না মানে যে ভাই ও আত্মীয়স্বজন না মানে মা বাপ ॥
৭ বুকের উপর 'ধইয়া' (নামক ছোটো একখানা গামছা) বেড় দিয়া পরে, মাথা রাখে অনাবৃত।
৮ বোরখা বা ঘোমটাহীন জুমিয়া ও চাক্‌মা জাতির যত স্ত্রীলোক ॥
৯ মা-বাপকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই (মেয়েরা) নিজেই স্বামী নির্বাচন করে।
১০ মেয়েরা পুরুষকে গ্রাহ্য বা ভয় করে না ॥

১১ মংলা নামে রোয়াজা এক চাউন্মার কুলত ঘর।
১২ এক্কই ডাকে চিনে মাইন্‌ষে মস্ত তোয়াঙ্গর ॥
১৩ ঘরত আছে গরু মইষ আর বাইরে জোমর ক্ষেত।
১৪ বচর বচর হাজার ট্যাহার বেচে গল্লাক বেত ॥
১৫ আশী বচ্চর উমর বুড়ার মাড়ির দাঁত নাই।
১৬ ছেইচ্যা পান খায় রে তবু মাট্যাই মাট্যাই ॥
১৭ ঝুরি ঝুরি পড়ে বুড়ার বয়েস অইয়ে ভারি।
১৮ গোলবদন আইল হেই মংলা মঘ্যার বাড়ী ॥

১১ মংলা নামে গ্রাম্য সরদার এক চাউন্মাকুল গ্রামে বাড়ী।

১২ নাম বলিবামাত্রই (তাহাকে দেশের) মানুষে চেনে (কারণ, সে) বড়ো মাতব্বর ॥

১৩ ঘরে আছে গরু মহিষ বাহিরে জুম চাষের ক্ষেত। (পাহাড়ের গায় ও তরাইতে বর্ষাকালে অতি ঘন হইয়া ঘাস ও আগাছা জন্মায়। মাঘ মাসে সেগুলি আগুনে পোড়াইয়া পারিষ্কার করিয়া কোদাল দিয়া কোপাইয়া চাষের উপযুক্ত করিতে হয়। এই প্রকার জমিতে একসঙ্গে পাঁচ-সাত রকমের খাদ্য শস্য ও শব্জি বীজ বপন করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই সমস্ত ফসল কৃষক পাইয়া থাকে। এই প্রকার আবাদকেই 'জুম' বা 'জোম' বলে।)

১৪ প্রতি বৎসর হাজার টাকার (লাঠি ও ছাতার বাঁট তৈরী করার) গল্লাক বেত বিক্রয় করে ॥

১৫ আশী বৎসর বয়স বুড়ার মাড়ির দাঁত নাই।

১৬ ছেঁচিয়া পান খায় রে বুড়া মাড়ি দিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া ॥

১৭ (বুড়া চলিতে গেলে) টলিয়া টলিয়া পড়ে (কারণ,) বুড়ার বয়স হইয়াছে বহু।

১৮ গোলবদন আইল সেই মংলা মঘের বাড়ী ॥

১৯ মংলা কইল, 'হুন তোমরা আমি বলি সার।
২০ কোথায় থাকে বনলা হাতি জানি সবিস্তার ॥
২১ মুড়ার মুড়ার মাঝত্ আমি ঘুরি অবিরত।
২২ ভালামতন চিনি আমি জোঙ্গলার পথ ॥
২৩ লোক-লস্কর লইয়্যা তুমি থাকো আমার বাড়ী।
২৪ গোলার ধানর ভাত খাইবা আর ক্ষেতর তরকারি ॥
২৫ ঘরত্ আছে খামা-খামা পানি-ছাড়া দই।
২৬ খাইয়া-দাইয়া দেশে যাইবা হাতি ধরি লই ॥'

২৭ মংলা মঘার কথা হুনি খুশী অইল মন।
২৮ তার বাড়ীতে ডেরা পাতিল মিঞা গোলবদন ॥
২৯ মইঘ্যারে লয়্যা মিঞা ঘুরে বনে বনে।
৩০ কোথায় পাইব হাতির দেখা ভাবে মনে মনে ॥

১৯ মংলা বলিল, 'শুন তোমরা আমি বলি কাজের কথা।
২০ কোথায় থাকে বনলা হাতি তাহা জানি বিশেষরূপে ॥
২১ (কারণ,) পাহাড়ের মধ্যে আমি ঘুরিয়া বেড়াই অবিরত।
২২ ভালোভাবে চিনি আমি জঙ্গলের পথ ॥
২৩ লোকলস্কর লইয়া তুমি থাকো আমার বাড়ী।
২৪ (আমার) গোলার ধানের ভাত খাইবে আর ক্ষেতের শাকসব্জি
২৫ ঘরে হয় চাপ-চাপ (জমাট) জলশূন্য দই।
২৬ খাইয়া দাইয়া দেশে যাইবে হাতি ধরিয়া লইয়া ॥'
২৭ মংলা মঘের কথা শুনিয়া খুশী হইল মন।
২৮ তাহার বাড়ীতে বাসস্থান করিল মিঞা গোলবদন ॥
২৯ মংলা মঘকে সঙ্গে লইয়া মিঞা ঘোরে বনে বনে।
৩০ কোথায় পাইবে হাতির দেখা ভাবে মনে মনে ॥

৩১ দিন যায় রাইত রে যায় ন পায় খবর।
৩২ গোলবদনর মনর মাঝে অইল বড়ো ডর ॥
৩৩ 'বাড়ী ছাড়ি আইলম রে মুই কত দূরর দেশ।
৩৪ গুনাগারি পইলে এইবার একইবারে শেষ ॥
৩৫ মাহাজনে বাড়ী ভিঁডা বেচি নিব মোর।
৩৬ ট্যাহা দিতে ন পাইরলে দেশে হইয়ম্ চোর ॥'

৩৭ এইরূপে ভাবে মিঞা গাছর তলাত্ হুইয়া।
৩৮ এম্‌নি কালে আইল এক জোঙ্গলার গুঁইয়া ॥
৩৯ গুঁইয়া কয়, 'হুন হুন অরে জমাদার ভাই।
৪০ বহুত হাতি ছেয়ান * করের্ ছামনের ঢেবাত্ আই ॥'
৪১ এই কতা হুইন্যা আরে মিঞা গোলবদন।

---

৩১ দিন চলিয়া যায় রাত্রি কাটিয়া যায় হাতির না পায় সন্ধান।
৩২ গোলবদনের মনের মধ্যে হইল বড়ো আশঙ্কা ॥
৩৩ 'বাড়ী ছাড়িয়া আইলাম রে আমি কত দুরের দেশে।
৩৪ কার্যে বিফল হইলে (লোকসান পড়িলে) এইবার একেবারে সর্বস্বান্ত ॥
৩৫ মহাজনে বাড়ী (ঘর ও) ভিটা বিক্রয় করিয়া লইবে আমার।
৩৬ (অপর সকলের) টাকা দিতে না পারিলে (আমি) দেশে হইব চোর ॥
৩৭ এইসব কথা ভাবে মিঞা গাছের তলায় শুইয়া।
৩৮ এমন সময় আইল এক বনের গুঁইয়া (যাহারা বনে বনে ঘুরিয়া পশুর সন্ধান করিয়া শিকারীকে জানায়, তাহাদিগকে আরাকানী ভাষায় 'গুঁইয়া' বলে) ॥
৩৯ গুঁইয়া কহিল, 'শুন শুন আরে জমাদার ভাই।
৪০ বহু হাতি স্নান করিতেছে সম্মুখের ঢেবায়(—পার্বত্য ক্ষুদ্র বদ্ধ জলাশয়)' ॥
৪১ এই কথা শুনিয়া আরে মিঞা গোলবদন।

পাঠান্তর :—* ' — হাতী শেয়ান—'।

৪২ রোয়াজারে সঙ্গে লয়্যা চলিল তহন ॥
৪৩ ধীরে ধীরে যায় রে তারা অঘোর জোঙ্গলে * ।
৪৪ গাও-গতর † লুকায়্যা রাখে গাছর আড়ালে ॥
৪৫ ঢেবার পাড়ত্ আসি দেহে হাতিত্ পানি খায় ।‡
৪৬ গোলবদন ভাবে মনত্ এহন কেমন করন যায় **
৪৭ দশ ন হয় বিশ ন হয় এইডা হাতির মস্ত ঝাঁক ।+
৪৮ গুণ্ডা হাতি রইছে ঝাঁকে ঠেকাইব বিপাক ॥+
৪৯ ভাবি চিন্তি তহন মিঞা মন কইরল থির ।§
৫০ দলর যত মাইন্ষর কাছত অইল হাজির ॥

৪২ রোয়াজাকে (অঞ্চল প্রধানকে) সঙ্গে লইয়া চলিল তখন
৪৩ ধীরে ধীরে যায় রে তারা গভীর জঙ্গলে ।
৪৪ (নিজের) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোপন রাখে গাছের আড়ালে ॥
৪৫ ঢেবার পাড়ে আসিয়া দেখে হাতিতে জল খায় ।
৪৬ গোলবদন ভাবে মনে এখন কেমন করা যায় ॥
৪৭ দশ নহে বিশ নহে এটা হাতির বড় দল ।
৪৮ গুণ্ডা হাতি রহিয়াছে দলে ঘটাইবে বিপত্তি ॥
৪৯ ভাবিয়া চিন্তিয়া মিঞা মন করিল স্থির ।
৫০ দলের যত মানুষের কাছে হইল উপস্থিত ॥

পাঠান্তর :— * ' — তারা চরণ না চলে ।
† গা-অরে—' ।
‡ তারা আসি দেখিল হাতী ঢেবার পানি খায় ॥
** '— মনে কেম্নে ধরন যায় ।'
§ ভাবিয়া চিন্তিয়া তখন মন কৈল্ল স্থির ।

৫১ পান্‌ছল্লা করি তারা কি কাম করিল।
৫২ ইটাগড়ৰ মুড়াত্ যাই দাখিল হইল॥
৫৩ পরে গেল পূগ দিগে ছড়ার উজানে।
৫৪ বড়ো বড়ো হাতির খেঁাচ পাইল সেহানে॥
৫৫ বড়ো বড়ো হাতির খেঁাচ রইয়ে তাজা তাজা।
৫৬ 'এই পন্থে হাতি চলে,'—কইল রোয়াজা॥
৫৭ 'এহানে ধরমু রে হাতি ডেকাই ডেকাই আনি।'†
৫৮ হুইন্যা গোলবদন মিঞার বুগত্ আইল পানি॥

৫১ পাঁচজনে পরামর্শ করিয়া (অর্থাৎ—সকলেই পরামর্শ করিয়া) তারা কি কাম করিল।
৫২ ইটাগড় (একটি গ্রাম ও পাহাড়ের নাম) পাহাড়ে যাইয়া উপস্থিত হইল॥
৫৩ পরে গেল পূর্বদিকে পার্বত্য ঝর্ণা নদীর উজানে।
৫৪ বড়ো বড়ো হাতির পায়ের চাপে গর্ত (খোঁচ) পাইল সেখানে॥
৫৫ বড়ো বড়ো হাতির পায়ের গর্ত রহিয়াছে টাট্‌কা টাট্‌কা (নূতন নূতন)।
৫৬ 'এই পথে হাতি চলে,'—কহিল (সেই অঞ্চলের) রোয়াজা (অঞ্চল মাতব্বর)॥
৫৭ 'এখানে ধরিব রে হাতি তাড়াইয়া তাড়াইয়া আনিয়া।' (আরাকান ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শিকারের জন্য বনের পশু তাড়াইয়া সুবিধামত জায়গায় আনাকে ঐ অঞ্চলের ভাষায় 'জানোয়ার ডেকা' বা 'জানোয়ার ঢেকা' বলে।)
৫৮ শুনিয়া গোলবদন মিঞার বুকে আইল জল,—(অর্থাৎ আশ্বস্ত হইল)॥

পাঠান্তর :—† এইখানে ধরিব হাতি ডেকাইয়া আনি॥

৫৯ কুলি আইল চৈক্যাল আইল আইলরে হিকদার।
৬০ জমাদার হুকুম কইরল, 'এহন হাতির কিল্লা মার' ॥

(৭)

১ কোনাকুইন্যা দুই মুড়া পূগ পচ্চিমে খাড়া।
২ দহিণদিগে থালি জাগা উত্তুর দিকে ছড়া ॥ক
৩ একহোতি ছড়ার মাঝত্ থোরা থোরা পানি।
৪ থালি জাগা অইব রে ভাই, দশ বারো কাণী ॥
৫ ছড়ার কূলত্ কলা-বন ঝাড় জোঙ্গলাত্ ঘেরা।
৬ এই পন্থে চলে রে হাতি যায় আপন ডেরা ॥*

---

৫৯ কুলি আসিল চৈক্যাল বনের অভিজ্ঞ পাহারাদার) আইলরে সিকদার। (খেদা প্রস্তুত করিতে অভিজ্ঞ ওস্তাদকে 'সিক্‌দার' বলে। সেন মহাশয়ের মতে—'সহযাত্রী'।)
৬০ জমাদার হুকুম করিল, 'এখন হাতির কেল্লা প্রস্তুত কর ॥'

(৭)

১ কোনাকুনি (অবস্থিত) দুইটি পাহাড় পূর্ব ও পশ্চিমে দাঁড়াইয়া আছে।
২ (তাহার) দক্ষিণ দিকে সমতলভূমি, উত্তরদিকে পাহাড়ী নদী ॥
৩ একটি মাত্র স্রোতের পাহাড়ী নদীর মধ্যে অল্প অল্প জল।
৪ সমতলভূমির (পরিমাণ) হইবে রে ভাই, দশ-বারোকানি (১ কানি = ১$\frac{১}{৪}$ বিঘা)।
৫ নদীর তীরে কলাগাছের বন ও ঝাড়জঙ্গলে পরিপূর্ণ।
৬ এই পথে চলে রে হাতি যায় (তাহাদের) আপন সাময়িক বাসস্থানে ॥

পাঠান্তর—ক দক্ষিণেতে থলি জাগা উত্তরেতে ছড়া।
* এই পন্থে আছে জাইন্ত বনলা হাতীর ডেড়া।

৭ তারপরে কি অইল কাম কইয়া জানাই।
৮ কুলিগণ গাছ আনিল জোঙ্গলাত যাই ॥
৯ খালি জাগার চাইর দিগে কাইট্যে উচা গড়।*
১০ বাইর দিগে খাম্বা গাইড়্‌ল এক এক হাত অন্তর ॥
১১ বড়ো বড়ো খাম্বা সে যে দুই তিন হাতের বেড়।
১২ দড় করি গাড়িয়ারে কইরল খেদার ঘের ॥
১৩ তারপরে ত পর্‌তি খাম্বায় মোটা কাছি দিয়া।
১৪ বড়ো বড়ো গাছ বান্ধিল করি পাথালিয়া † ॥
১৫ বাইর কুলে খাম্বার পিছে লাগাইল ঠেকা।
১৬ গোলবদন জমাদার কয়, 'একবার ঠেলামারি দেখা ॥

৭ তাহার পরে কি হইল ব্যাপার বর্ণনা করিয়া জানাইতেছি।
৮ কুলিরা গাছ (কাটিয়া) আনিল বনে যাইয়া ॥
৯ সমতল জায়গার চারিদিকে (তাহারা) কাটিয়া উচ্চ গড় (গড়=?) বানাইল।
১০ বাহিরের দিকে থাম (খুটি) পুঁতিল এক এক হাত অন্তর ॥
১১ বড়ো বড়ো থাম সেগুলি দুই তিন হাত বেড়ের।
১২ দৃঢ় করিয়া (খুঁটি) পুঁতিয়া করিল খেদার বেষ্টনী ॥
১৩ তাহারপরে প্রতি খুটিতে মোটা কাছি দিয়া
১৪ বড়ো বড়ো কাঠ বাঁধিল আড়া-আড়ি ভাবে ॥
১৫ বাহিরের দিকে খুঁটির পিছনে লাগাইল ঠেকা।
১৬ গোলবদন জমাদার (কুলিদের) বলিল, 'একবার ঠেলা মারিয়া দেখাও,—

পাঠান্তর :— * থলি জাগার চতুরপার্শ্বে কাইট্যে উয়া গড় ॥ 'উয়া=খাড়া'।
† '—পাতারিয়া।'

১৭ খেদার কাম জাইন্ত ভাই রে, পোলার খেলা ন হয়।*
১৮ এমন করি ঠেকা দিবা যাইতে হাতির ঠেলা সয় ॥'

১৯ উত্তুর দহিণে খেদার কইরল দুই দোয়ার।
২০ তারপরে ত কিনা কাম করে জমাদার ॥
২১ উপরে ত কপ্পিকল ঢিলা † দড়ি দিয়া।
২২ আচ্চর্যি হেক্‌মতে ঝাপ রাইখ্যে টানাইয়া ॥
২৩ টানায়্যা রাইখ্‌ল ঝাপ এক শ' হাত উপর।
২৪ দোনো দুয়ার কইরল তারা এক্কই বরাবর ॥
২৫ ক'নমিক্যাথুন্ আইব হাতি নাই রে কারও জানা।
২৬ খারাই কি মানুষে পায় হাতির ঠিকানা ॥

১৭ (কারণ) খেদার কাজ জানিও ভাইরে, ছেলেখেলা নহে।
১৮ এমন করিয়া ঠেকা লাগাইবে যাহাতে হাতির ঠেলা সহ্য করে ॥'
১৯ উত্তর ও দক্ষিণে খেদার করিল দুই দরজা।
২০ তাহার পরে (শুন) কি কাজ করিল জমাদার ॥
২১ (দুয়ারের) উপরে কপিকলে ঢিলা দড়ি দিয়া।
২২ আশ্চর্য কৌশলে কাঠের ঝাঁপ-দরজা রাখিল দড়ির টানে ঝুলাইয়া
২৩ দড়ির টানে ঝুলাইয়া রাখিল ঝাঁপদরজা এক শত হাত উপরে।
২৪ দুইটি দরজা করিল তাহারা সোজাসুজি ॥
২৫ কোন দিক হইতে আসিবে হাতি নাই রে কাহারও জানা।
২৬ সহজে কি মানুষে পায় হাতির সন্ধান ॥

পাঠান্তর :—* খেদার কাম জানিয়োরে পোলার খেলা নয়
† '—ঋিলা—'।

২৭ জমাদার কইল, 'তোমরা ন করিবা দের।
২৮ চুপ্পে চুপ্পে যায়্যা এহন ছাও রে পাতাবেড় ॥
২৯ উত্তুরমিক্যা যাইবা ক'জন গজাইল্যা ছাড়ি।
৩০ খানিক পূগে লাগত্ পাইবা খুঁডাগাড়ির ফাড়ি ॥
৩১ দহিণমিক্যা যাইবা ক'জন ঢেবার পাড়ত্।
৩২ ভালাকরি তোয়াই চাইবা ঘুরি ঝাড়-জোঙ্গলত্ ॥
৩৩ পূবে আছে খামাংমুড়া যাওরে বেশী লোক।
৩৪ হেইমিক্যে পোলাইতে হাতির অইব বেশী ঝোঁক* ॥
৩৫ বেশী দূরে যাইবা তোমরা করি যে সাবধান।
৩৬ পূগর পাহাড় ছুঁইলে হাতির ন পাইবা সন্ধান ॥'

---

২৭ জমাদার কহিল, 'তোমরা বিলম্ব করিও না।
২৮ নিঃশব্দে যাইয়া এখন দেও (চারিদিকে) ঘের (=ঘিরিয়া ফেল) ॥
২৯ উত্তরদিকে যাইবা কতক মানুষ গজালিয়া (গ্রাম) ছাড়াইয়া।
৩০ (উহার) কিছু পূবে দেখিতে পাইবে খুঁটাখালির ফাঁড়ি ॥ (বড়ো নদী হইতে তীরে কিছুদূর বিস্তৃত খালকে 'ফাঁড়ি' বলে। ঝড়তুফানে ফাঁড়ির মধ্যে নৌকা বাঁধিয়া নিরাপদ করা হয়।)
৩১ দক্ষিণদিকে যাইবে কয়েকজন ঢেবার তীরে।
৩২ ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে ঝাড়-জঙ্গলে ॥
৩৩ পূবে আছে খামাংমুড়া (=একটি পাহাড়ের নাম) সেখানে যাও বেশী মানুষ।
৩৪ (কারণ) সেইদিকে পালাইতে হাতির হইবে বেশী আগ্রহ ॥
৩৫ বেশী দূরে যাইবে তোমরা (সেজন্য এখনই তোমাদের) করিতেছি সাবধান।
৩৬ পূবের পাহাড় (যদি হাতি) পৌছাইতে পারে, (তবে) হাতির না পাইবে সন্ধান ॥

পাঠান্তর :—* '—হাতির বড় ঝোঁক ॥

(৮)

১ শীত কাইল্যা বেল চল্‌তি নুকা দেহিতে দেহিতে যায়।
২ আঁদার ঘনাই আইল গর্জন্যার মুড়ায় ॥
৩ তাল্লাসীরা চলে বনে গাছর ফাকে ফাকে।
৪ কনরকম ঝক্ পালি তারা লুকাই লুকাই থাকে ॥
৫ অঘোর জোঙ্গলাত্ তারা তোয়াইছে হাতি।
৬ জাইলা যেমুন জাক্ ঘোলায় খালত জাল পাতি ॥
৭ খেদার পাশে মুড়ার উয়র আছে চৌকিদার।
৮ কেহ গাছে বাসা বান্ধি নিরখি চাইয়ার * ॥

(৮)

১ শীতকালের বেলা (—দিন) চল্‌তি নৌকার (মত) দেখিতে দেখিতে (চলিয়া) যায়।
২ আঁধার ঘনাইয়া আইল গর্জন্য পাহাড়ে ॥
৩ (হাতির) সন্ধানীদল চলে বনে গাছের ফাঁকে ফাঁকে।
৪ কোনো রকম সাড়াশব্দ পাইলেই তাহারা লুকাইয়া লুকাইয়া থাকে ॥
৫ গহীন জঙ্গলে তাহারা খুঁজিতেছে হাতি।
৬ জেলে যেমন জাক্ (—জলাশয়ের শেওলা জাল দিয়া ঘিরিলে মধ্যবর্তী আগাছা-শেওলা ইত্যাদিকে 'জাক্' বলে) ঘোলায় খালে জাল পাতিয়া ॥
৭ খেদার পাশে পাহাড়ের উপরে আছে পর্যবেক্ষক।
৮ কেহ গাছে বাসা বাঁধিয়া লক্ষ্য করিতেছে চারিধার (—চারিদিকে)।

পাঠান্তর :—* '—নিরখি চাহার। (সেন মহাশয় 'চাহার' শব্দের অর্থ করেন নাই)।

৯ যারা গিয়াছিল পূগে খামাংয়র মুড়ায়।
১০ ওড়াবাঁশর বনত্‌ তারা হাতির আবাজ পায় ॥
১১ হাতির আবাজ পাই তারা কি কাম করিল।
১২ আর দুই মাইল পূগে যাই উপনীত অইল ॥
১৩ ওরে কোমরত্‌ দা, তারার মুখত নাইরে রা।
১৪ মাগমাইস্যা দারুণ শীতে বেশোধ হাত আর পা ॥
১৫ শীতর দিনে গাছর পাতা পড়ি আছে ঝরি।
১৬ আগুন লাগায়্যা তারা দিল তড়াতড়ি ॥
১৭ ওরে, কোমরত দা, তারার মুখত নাই রে রা।
১৮ ধুনি জ্বালি হক্কলত ছেকি লইল গা ॥
১৯ এহে ত আঁধাইরা রাইত তাত্‌ উতরালী বায়।
২০ আগুন ধরাই দিল মুড়ায় মুড়ায় ॥ '

---

৯ যাহারা গিয়াছিল পূবে খামাং পাহাড়ে,
১০ ওড়া বাঁশের (=একশ্রেণীর মোটা ও হাল্কা বাঁশ, কোনো কোনো অঞ্চলে ইহাকে 'বড়া বাঁশ' বলে, সেই বাঁশের) বনে তাহারা হাতির আওয়াজ পাইল ॥
১১ হাতির আওয়াজ পাইয়া তাহারা কি কাম করিল—
১২ (তাহারা) আরও দুই মাইল পূবে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥
১৩ ওরে, কোমরেতে দা (=বন কাটিবার অস্ত্র) তাহাদের মুখে নাই কথা।
১৪ মাঘ মাসের দারুণ শীতে অসাড় হাত আর পা ॥
১৫ শীতের দিনে গাছের পাতা পড়িয়া আছে ঝরিয়া।
১৬ আগুন লাগাইয়া তারা দিল তাড়াতাড়ি ॥
১৭ ওরে, কোমরেতে দা, তাহাদের মুখে নাই রে কথা।
১৮ আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া সকলে সেঁকিয়া লইল গাত্র ॥
১৯ একে ত অন্ধকার রাত্রি তাহাতে উত্তুরে হাওয়া।
২০ (কুলীরা) আগুন ধরাইয়া দিল পাহাড়ে পাহাড়ে ॥

২১ মাঝে মাঝে বাইরগা-ডুয়া মস্ত মস্ত বাঁশ।
২২ ধুমাই ধুমাই জ্বলি ফুডে রে ঠাস্ ঠাস্ ॥
২৩ আবাজ হুনি রে হাতির মনত অইল ডর।
২৪ থোরা পূগে আসি মাইনষের হুন্‌ল রে লড়্-চড়্ ॥*
২৫ জ্বলি উডি মুড়াত্ আগুন ছুইল রে আশ্‌মান।
২৬ উত্তুরমিক্যা হাতির ছুল্লুক অইল আগুয়ান ॥†
২৭ ছোড়্‌তা তুলি ছুডি চলে পিছে তারা ন দেখে।
২৮ খুডাগাড়ির খালত্ অসি হক্কল হাতি ঠেকে ॥
২৯ আগত্ পান্‌জালি আসি হেই ত জাগায়।
৩০ মাঘর শীতে ফুলি ফুলি হোঁক্কা টানি খায় ॥

২১ মাঝে মাঝে বাইরগাড়ুয়া (নামক) বড়ো বড়ো বাঁশ,
২২ ধুমাইয়া ধুমাইয়া জ্বলিয়া ফুটিয়া ঠাস্ ঠাস্ (শব্দ হইতে লাগিল) ॥
২৩ (সেই) আওয়াজ শুনিয়া হাতির মনে হইল ভয়।
২৪ (হাতির দল) অল্প কিছু পূবদিকে আসিয়া শুনিল মানুষের নড়াচড়া।
২৫ (এদিকে) জ্বলিয়া উঠিল পাহাড়ে আগুন, স্পর্শ করিল আকাশ।
২৬ (ইহা দেখিয়া) উত্তরদিকে হাতির যূথ (দল) হইল অগ্রসর ॥
২৭ শুঁড় উচ্চে তুলিয়া ছুটিয়া চলিল পিছনে তাহারা তাকাইয়া না দেখে ॥
২৮ খুঁটাগাড়ির খালের (তীরে) আসিয়া সকল হাতির গতিরোধ হইল ॥
২৯ পূর্বেই পান্‌জালি (হাতি অনুসন্ধানে অভিজ্ঞ) আসিয়া সেই ত জায়গায়—
৩০ মাঘের শীতে ফুলিয়া ফুলিয়া (—কাঁপিতে কাঁপিতে) হুঁকা টানিয়া (তামাক) খাইতেছিল ॥

পঠান্তর :— * '——পাইলোরে লড়চড়।
† উতরামিক্যা বনর হাত্তী হইল রে আগুয়ান।

৩১ একে ত অঘোর বন তাত্ আঁধাইয়া রাইত।
৩২ পাও ছাড়ায়্যা বইসে কেহ, ওরে কেহ হইয়ে কাইত॥
৩৩ কনো জোনে খায় রে তামুক কেহ হোঁক্কা চায়।
৩৪ ন ছাড়িলে সেই হোঁক্কা কাড়ি লই খায়॥
৩৫ এমুনকালে কি অইল হুন রে খবর।
৩৬ বনর মাঝে হুনা রে গেল পাতার মড়্মড়্॥
৩৭ আতাইক্যা হাতির ডাকে হক্কলর চমক ভঙ্গিল।
৩৮ তড়তিড়ি উডি তারা ধমক মারিল॥
৩৯ অইল বড়ো হুলুস্থুলু-- ওরে হুলুস্থুলু
শোর-গোল কইরল সবাই।
৪০ কেহ ফুঁফে শিঙ্গা আর কেহ বাঁশর ঠাগ্ বাজায়॥
৪১ কেহ ছাড়ে হাউই বাজি—ওরে হাউই বাজি
অইল আজি পরাণ লয়্যা টান।

৩১ একে তো গভীর বন তাহাতে অন্ধকার রাত্রি।
৩২ পা ছড়াইয়া বসিয়াছে কেহ, কেহ হইয়াছে কাত্ (=অদ্ধশায়ীত)।
৩৩ কোনো জনে খায় রে তামাক, কেহ হুঁকা চায়।
৩৪ না ছাড়িলে সেই হুঁকা কাড়িয়া লইয়া খায়॥
৩৫ এমন সময়ে কি হইল শুন রে বিবরণ।
৩৬ বনের মাঝে শোনা গেল পাতা (ভাঙ্গার) মড়্মড়্ শব্দ॥
৩৭ আচমকা হাতির ডাকে সকলের চমক লাগিল।
৩৮ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহারা চিৎকার করিয়া উঠিল॥
৩৯ হইল বড়ো হুলুস্থুল চেঁচামিচি করিল সবাই।
৪০ কেহ ফুঁকে শিঙ্গা আর কেহ বাঁশের ঠক্ঠকি বাজাইতে লাগিল॥
৪১ কেহ ছাড়ে হাউই বাজি (কারণ,) হইল আজ প্রাণ লইয়া টানাটানি।

৪২ কনো জনে অঘোর বনে ফুকারে আজান ॥

৪৩ কেহ করে নানান্ ঢং—ওরে, নানান্ ঢং
বাজায় ভং কাঁসরত্ মারে বাড়ি ।

৪৪ কেহ গলা ফাডাই ফালায় কুক্ক্যা চিক্কির মারি ॥*

৪৫ পরাণর লালছ নাইরে সয় রে কত দুখ্ ।

৪৬ নানান ফন্দি করি তারা ফিরায় হাতির মুখ ॥

৪৭ মুখ ফিরাইল রে হাতি চক্‌মক্যা হইয়া ।

৪৮ পূগেতে আগুন দেহি মনে ডর পাইয়া ॥

৪৯ দহিন দিগ্ থুন আইল মানুষ রাইতর অইল নিশি ।

৫০ হাতিরে ডেকাইন্যা দিল দোনো দলে মিশি ॥

---

৪২ কোনো জনে সেই গভীর বনে (দারুণ ভয় পাইয়া অসময়ে নামাজের) আজান দিতে আরম্ভ করিল ।

৪৩ কেহ করে নানা ঢং (=ছলাকলা),বাজায় ভং (=একপ্রকার বড়ো কাঁসর, ইহার মধ্যস্থলে একটা বলের অর্ধেকখানার মত আছে । সেন মহাশয়ের মতে—'শিঙ্গা ভেপুর মত বাদ্যযন্ত্র' ।) কাঁসরে মারে বাড়ি(=আঘাত) ।

৪৪ কেহ গলা ফাটাইয়া ফেলে কুকী-চিৎকার করিয়া ॥ (আসামের পার্বত্য কুকী জাতীয় পুরুষেরা এক পাহাড় হইতে সম্মুখের পাহাড়ের স্বজাতিকে আহ্বান বা সতর্ক করিবার জন্য সুদূর প্রসারী যে শব্দ করে, উহাকে 'কুক্ক্যা চিক্কির' বলে) ॥

৪৫ প্রাণের লালসা (তাহাদের বোধ হয় আর) নাই, সহ্য করে কত দুঃখ ।

৪৬ নানা কৌশল করিয়া তাহারা ফিরাইল হাতির মুখ ॥

৪৭ মুখ ফিরাইল রে হাতি আচমকা ঘটনায় হতবুদ্ধি হইয়া ।

৪৮ পূর্বদিকে আগুন দেখিয়া মনে ভয় পাইয়া ॥

৪৯ দক্ষিণ দিক হইতে আসিল মানুষ রাত্রের হইল নিশি (=মধ্যরাত্রি) ।

৫০ হাতির দলকে তাড়া করিল দুই (শ্রমিক) দলে একত্রিত হইয়া ॥

পাঠান্তর :— * কেহ গলা ফাডি পেলার কুইক্যা চিক্কির মারি ।

৫১ পচ্চিম চাপি দহিনমিক্যা যায় রে বনর হাতি।
৫২ ছোড়তায় টানি ভাঙ্গে পন্থে গাছ-গাছড়ার মাথী॥
৫৩ পিছে থাকি কিনা কাম করিল পান্‌জালি।
৫৪ মন্তর পড়ি হাতিরে দিতে লাগিল নানান গালি॥ *

৫৫ 'ওরে কুলার আগাত্ নুন—হাতি, কান পাতি হুন।
৫৬ তেরিমেরি কইরলে তর কপালত্ আগুন॥
হাতি কান পাতি হুন॥
৫৭ ওরে কুলার আগাত্ নুন—হাতি, কান পাতি হুন।
৫৮ কোনাকুন্যা যাও রে অ্যাহন উত্তরমিক্যার থুন্॥
হাতি কান পাতি হুন॥"

৫১ পশ্চিমদিক চাপিয়া দক্ষিণ দিকে যায় রে বনের হাতি।
৫২ (যাওয়ার পথে) শুঁড় দিয়া টানিয়া ভাঙ্গে গাছ-গাছড়ার মাথা॥
৫৩ পিছনে থাকিয়া কিবা কার্য করিল পান্‌জালি।
৫৪ মন্ত্র পড়িয়া (শুণ্ডা বা দলপতি) হাতিকে দিতে লাগিল নানা প্রকার গালাগালি॥
৫৫ 'ওরে, কুলার আগায় নুন (লবণ),— হাতি, কান পাতিয়া শোন।
৫৬ বেয়াড়াপনা করিলে তোর কপালে আগুন (= দুর্ভোগ)॥
হাতি, কান পাতিয়া শোন॥
৫৭ ওরে, কুলার আগায় নুন,—হাতি, কান পাতিয়া শোন।
৫৮ কোনাকুনি যাও রে এখন উত্তর দিক হইতে॥'
হাতি, কান পাতিয়া শোন॥

পাঠান্তর :— * হাতীরে যে দিতে লাগিল্ নানান রকম গালি॥

(৯)

১ মাইনষর কেরামতি হাতি ন বুঝিল হায়।
২ ছড়ার পন্থ ধরি আরে হাতি খেদার দিগে যায় ॥
৩ খেদার দিগে যায় রে হাতি খেদার দিগে যায়।
৪ গাছর আগাত্ চৈক্যাল বহি ফুইক্যা মারি চায় ॥
৫ এক্কই খোঁচে চলে রে হাতি এক্কই বরাবর।
৬ ডাল ভাঙ্গে গাছর পাতা করে মড় মড় ॥
৭ ভিতরত কলাবন আর তারাগাছ।
৮ হাতি ন চিনে রে খেদা যেমুন জাল ন চিনে মাছ ॥
৯ ভাবিল রে গুণ্ডা হাতি এই অঘোর জোঙ্গল।*
১০ বনর পশু ন চিনিল হায় রে, তার গুষ্টি মারা কল ॥

---

(৯)

১ মানুষের ছলাকলা হাতি না বুঝিল হায়।
২ পাহাড়ী নদীর পথ ধরিয়া হায়রে হাতি খেদার দিকে যায় ॥
৩ খেদার দিকে যায় রে হাতি খেদার দিকে যায়।
৪ গাছের মাথায় বসিয়া চৈক্যাল (=হাতির গতাগতি পর্যবেক্ষণে অভিজ্ঞ পাহারাদার) উঁকি মারিয়া দেখে ॥
৫ (জংলা হাতির পাল তাহাদের দলপতি গুণ্ডা হাতির পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলে, সেজন্য) একই পদচিহ্ন ধরিয়া চলে রে হাতি একই দিকে।
৬ (যাইবার পথে তাহারা) ডাল ভাঙ্গে গাছের পাতা করে মড়মড়।
৭ (খেদার) ভিতরে কলাবন আর (হাতির প্রিয় খাদ্য) তারা-গাছ (ছিল) ॥
৮ হাতি না চিনিল খেদা যেমন জাল না চিনে মাছ ॥
৯ ভাবিল (দলপতি) গুণ্ডা হাতি (খেদাকে) এটা গভীর জঙ্গল।
১০ বনের পশু না চিনিল হায় রে (এটা যে) তাহার বংশ নাশের কল ॥

পাঠান্তর :— * ভাবিল তাহারা এই অঘোর জঙ্গলে

১১ খেদার মুখত্ ধীরে ধীরে আইল হাতির ঝাঁক।
১২ দরজার উপর দরয়ান হামিশা সজাগ ॥
১৩ বুগর মাঝত্ ঢুড়-ঢুড় ন পড়ে শোয়াস।
১৪ ইসারায় ধরি রাখে কপ্পিকলর রাইশ ॥
১৫ ধীরে ধীরে কলাগাছ তারাগাছ খায়।
১৬ খাইতে খাইতে হগ্গল হাতি খেদার ভিতর যায় ॥
১৭ গুণ্ডা হাতি চালাক আছিল ফিরি সে আইতে।
১৮ উপরর দরজা দরয়ান ছাড়ে আচম্বিতে ॥
১৯ দোনো দিগে পইড়ল ঝাঁপ এই যে বিষম ফন্দি।
২০ বহুত হাতি খেদার মধ্যে অইয়া গেল রে বন্দী ॥
২১ ধলপওর মারে রে পূগে নাই রে বেশী রাতি।
২২ খেদার মধ্যে আট্কা * পইড়্ল শতর উয়র হাতি ॥

---

১১ খেদার দরজার সম্মুখে ধীরে ধীরে আসিল হাতির পাল।
১২ (এদিকে খেদার) দরজার উপরে অবস্থিত দারোয়ান সর্বদা সতর্ক।
১৩ (দারোয়ানের) বুকের মাঝে ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ (নাকে) না চলে শ্বাস।
১৪ ইসারায় (= অল্পে) ধরিয়া রাখে কপিকলের (দরজা টানার) দড়ি ॥
১৫ (হাতির পাল) ধীরে ধীরে (= নিশ্চিন্ত মনে) কলাগাছ ও তারাগাছ খায়।
১৬ খাইতে খাইতে সকল হাতি খেদার মধ্যে যায় ॥
১৭ দলপতি গুণ্ডা হাতি চতুর ছিল, (সে) ফিরিয়া আসিতেই
১৮ (খেদার) উপরের (ঝুলানো) দরজা দারোয়ান হঠাৎ ছাড়িয়া দিল ॥
১৯ দুইদিকেই পড়িল (কাঠের ঝুলানো) ঝাঁপ দরজা, এ যে ভয়ানক কৌশল।
২০ বহু হাতি খেদার মধ্যে হইয় গেল রে বন্দী ॥
২১ (রাত্রি চতুর্থ প্রহরের) সাদা আলোক ছটা প্রকাশ পাইয়াছে পূবে নাই অধিক রাত্রি।
২২ খেদার মধ্যে আটক পড়িল শতের উপর (= বেশী) হাতি ॥

পাঠান্তর :—* খেদার মাঝে বাঁধা—' ॥

২৩ ধাইয়া আইল জমাদার † আর যত কুলিগণ।
২৪ খেদার চাইর পাশে তারা ঘেরিল তহন ॥
২৫ শত শত উজাল হাতে ছেল বল্লম আর।
২৬ আগুন লাগাই দিল খেদার চাইর ধার †† ॥
২৭ তহন যে গুণ্ডা হাতি কি কাম করিল।
২৮ খেদার ভিতরে হুদাই ঘুইরবার লাগিল ॥
২৯ পথ ন পাইল রে গুণ্ডা অইব বাইর।
৩০ আপন অবস্থা বুঝি মারিল চিক্কির ॥
৩১ হেই ডাকে থরথরায়্যা কাম্পিল পাহাড়।
৩২ গুব্‌গুবানির চোডে যেন মুল্লুক ডুবি যায় ॥

২৩ দৌড়াইয়া আইল জমাদার গোলবদন আর যত শ্রমিক।
২৪ খেদার চারিপাশ তারা ঘিরিয়া ফেলিল তখন ॥
২৫ (তাহাদের) শত শত মশাল হাতে শেল বল্লম আর।
২৬ আগুন লাগাইয়া দিল খেদার চারিদিকে (বনে) ॥
২৭ তখন যে গুণ্ডা হাতি কি কাম করিল।
২৮ খেদার ভিতরে শুধুই ঘুরিতে লাগিল ॥
২৯ পথ না পাইল রে গুণ্ডা (কিরূপে) হইবে বাহির।
৩০ আপন অবস্থা বুঝিয়া, করিল চীৎকার ॥
৩১ সেই চিৎকারে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল পাহাড়।
৩২ (গুণ্ডা হাতির চিৎকারের সঙ্গে অপর হাতিগুলির চিৎকারে যে) গুম গুম শব্দ উঠিল, তাহার চোটে যেন দেশ ডুবিয়া যায় (= গেল)।

পাঠান্তর :—† ধাইয়া আইলো চৈক্যাল—'।
†† আগুন লাগাইয়া দিল পাহাড়ে পাহাড়ে ॥

৩৩ গুজরি গুজরি হাতি করে রে আন্‌ছান্‌।
৩৪ জোঙ্গলত খেদা যেমুন কারবালার ময়দান॥
৩৫ মাথা মারে গুণ্ডা হাতি খাম্বার কাছে যাই।
৩৬ ভেরিকল ভাঙ্গনের বুদ্ধি বনর হাতির্‌ নাই॥
৩৭ বুদ্ধি খাটাই গুণ্ডা হাতি যদি ছোড় তায় মারে টান।*
৩৮ হারি আইব খেদার খাম্বা † ছিড়ি যাইব বান্‌॥
৩৯ কে বুঝিব মুরুখ্‌ হাতির একি আলামত।
৪০ টান না মারি কেনে হায় রে ঠেলে অবিরত॥
৪১ ছোড়তায় টানি ভাঙ্গে কত মস্ত মস্ত ডাল।
৪২ খেদার ঘিরা বনর হাতির যেন মায়াজাল॥

---

৩৩ গর্জন করিতে করিতে হাতি করে রে ছট্‌ফট্‌।

৩৪ জঙ্গলে খেদা (হইল) যেমন কারবালার প্রান্তর। (আরব দেশে কারবালার মাঠে হজরত মহম্মদের দৌহিত্র এমাম হুসেনের সঙ্গে এজিদের যুদ্ধ হইয়াছিল। ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিন দিন ব্যাপী এই যুদ্ধকে মুসলমান সম্প্রদায় ভীষণ যুদ্ধ মনে করেন।)

৩৫ মাথা দিয়া ঠেলামারে দলপতি গুণ্ডা হাতি (খেদার মোটা) খুঁটির কাছে যাইয়া।

৩৬ ভেরিকল (=বাহিরের দিকে হেলান দেওয়া কাঠের 'পেলা,' ইহাকে কোনো কোনো স্থানে 'টেংরা' বলে। এই প্রকার পেলা দেওয়া খেদার বেড়া ভাঙ্গিবার বুদ্ধি বনের হাতির নাই॥

৩৭ বুদ্ধি খাটাইয়া গুণ্ডা হাতি যদি শুঁড়দিয়া ধরিয়া মারে (ভিতরের দিকে) টান—

৩৮ উপাড়িয়া আসিবে খেদার খুঁটি ছিঁড়িয়া যাইবে বন্ধন॥

পাঠান্তর :— * মন করিয়া হাতী যদি মারে এক টান।
† হারি আইব খেদার ঘিরা—'॥

৪৩ মুরুখ হাতির বুদ্ধি ন হয় খাম্বারে টানিতে।
৪৪ চৌখ বান্ধা বলদর মতন যেন ঘুইর্‌তাছে ঘানিতে॥

৪৫ খেদার বাইরে চৈক্যালরা ঘুরে চাইর ধার।
৪৬ বেড়ার কাছত আইলে হাতি ছেলর গুতা খায়॥
৪৭ আখেমা হই রে হাতি যহন মারে ঠেলা।
৪৮ গোল্লার মুখত্‌ আগুন লাগাই ভিতরত্‌ ফালায় মেলা ক॥
৪৯ গোল্লার আবাজে হাতি যায় রে থমকিয়া।
৫০ অজ্‌ঝরে ঝরে রে পানি দোনো চৌগ দিয়া॥

৩৯ কে বুঝিবে মুর্খ হাতির এ কি অদ্ভুত খেয়াল।
৪০ টান না দিয়া কেন হায় রে ঠেলে অবিরত॥
৪১ শুড়দিয়া টানিয়া ভাঙ্গে কত বড়ো বড়ো গাছের ডাল।
৪২ খেদার ঘেরা বনের হাতির যেন মায়াজাল॥
৪৩ মুর্খ হাতির বুদ্ধি না যোগায় খুঁটি ধরিয়া টানিতে।
৪৪ চোখবাঁধা বলদের মত যেন ঘুরিতেছে কলুর ঘানিতে॥
৪৫ খেদার বাহিরে চৈক্যালগণ ঘোরে চারিদিকে।
৪৬ (খেদার) বেড়ার কাছে আসিলে হাতি শেলের গুঁতা খায়॥ (আগা সরু লোহার শিককে 'শেল' বলে। বল্লমে বাঁশ বা কাঠের বাঁট থাকে, শেলের সবটাই লোহা)
৪৭ ধের্যহারা হইয়া হাতি যখন (খেদার বেড়ায়) মারে ঠেলা।
৪৮ বোম বাজির মুখে আগুন ধরাইয়া (চৈক্যালরা খেদার) ভিতরে ফেলে বহু॥
৪৯ বোমের আওয়াজ শুনিয়া হাতি যায় রে থামিয়া।
৫০ ঝরঝর করিয়া ঝরে রে জল হাতির দুইটি চক্ষু দিয়া॥

পাঠান্তর :—ক '—ভিতরে দে মেলা।

৫১ ক্ষাণিক পরে অইল তথায় বাজি খেলন সুরু ।
৫২ ওরে আশমানে হাবুই ছাড়ে জমিনে তুম্বুরু ॥
৫৩ তুম্বুরুর হুড়্‌হুড়ানি হাবুই বাজির ডাক ।
৫৪ দেখি শুনি * জোঙ্গালার হাতি হইল রে অবাক ॥
৫৫ কেহ গোল্লা ছাড়ে কেহ বন্দুক করে ফৈর ।
৫৬ মনর ডরে জোঙ্গলার হাতি মাডিত্ লইল গইড় ॥
৫৭ রাইত পোয়্যায়্যা ধীরে ধীরে সুরুজ উডের লাল ।
৫৮ দিনর পওর পায়্যা রে হাতি দিবার লাগিল্ ফাল ॥
৫৯ চিন ন রইল কলাবনর ন রইল এক গাছ খেড় ।
৬০ ছিড়ি-ভিড়ি ধুইলর সঙ্গে আশমানে উড়ের ॥
৬১ লড়াই বাজিল ভিতরত কি কইমু হায় ।
৬২ শতর উয়র পইড়্‌গৈ ** হাতি খেদা রাখন্ দায় ॥

---

৫১ কিছুক্ষণ পরে হইল সেখানে বাজি খেলা আরম্ভ ।
৫২ ওরে আকাশে হাউই বাজি ছাড়ে মাটিতে তুবড়িবাজি ॥
৫৩ তুব্‌ড়ি বাজির হুড়্‌হুড় শব্দ হাউই বাজির আওয়াজ --
৫৪ দেখিয়া শুনিয়া জোঙ্গলের হাতি হইল রে বিস্মিত ॥
৫৫ (চৈক্যালদের) কেহ বোম ছোঁড়ে কেহ বন্দুক করে ফায়ার ।
৫৬ মনে ভয় পাইয়া বনলা হাতি মাটিতে আরম্ভ করিল গড়াগড়ি দিতে ॥
৫৭ রাত্রি প্রভাত হইয়া ধীরে ধীরে সূর্য উঠিল লাল হইয়া ।
৫৮ দিনের প্রহর পাইয়া রে হাতি দিতে লাগিল লম্ফ ॥
৫৯ চিহ্ন না রহিল কলাবনের না রহিল একগাছি খড়—
৬০ ছিন্নভিন্ন হইয়া ধুলার সঙ্গে আকাশে উড়িয়া গেল ॥
৬১ লড়াই বাধিল (খেদার) ভিতরেতে কি কহিব হায় ।
৬২ একশতর বেশী (খেদায় আটক) পড়িয়া গিয়াছে হাতি (এখন) খেদা [রক্ষা করা কঠিন ॥]

পাঠান্তর :— * শুনিয়ারে জঙ্গলা হাতী—' ॥ ** '—পৈড়গ্যে—' ।

(১০)

১ ওরে গোলবদন জমাদার করিল কি কাম।
২ মাঘমাইস্যা শীতে তার যে কোপালত ঘাম ॥
৩ ডাক দিয়া কয় মিঞা ন আছে তান হুঁশ।
৪ 'গেরামে যায়্যা এহন তোমরা আনরে মানুষ ॥
৫ দিনর গতে রাইত * আইজ বড়ো বিষুম লেঠা।
৬ আর পান'শ চাই আমি জোয়ান জোয়ান বেটা ॥
৭ খেদার চাইর দিগে তোমরা জমাও হুক্‌না কাঠ। §
৮ আইজকার রাইতর লাগি কর ভালামতন ঠাট ॥
৯ হাজার উজাল চাই বড়ো বড়ো বোঁধা।
১০ হুক্‌না দেহি বাছি আইন্য ন আনিও ওদা ॥'

---

(১০)

১ ওরে গোলবদন জমাদার করিল কি কাম।
২ মাঘ মাসের শীতেও তার যে কপালেতে ঘর্ম (দেখা দিয়াছে) ॥
৩ ডাক দিয়া কহিল মিঞা না আছে তাঁহার হুঁস (জ্ঞান)।
৪ 'গ্রামে গিয়া এখন তোমরা আনরে মানুষ (=শ্রমিক) ॥
৫ দিন গত হইয়া রাত্রি আসিলে আজ বড়ো বিষম বিপদ।
৬ আরও পাঁচশত চাহি আমি জোয়ান জোয়ান পুরুষ ॥
৭ খেদার চারিদিকে তোমরা জমা কর শুক্‌না কাঠ।
৮ আজিকার রাত্রের জন্য কর ভালোরকমের প্রস্তুতি ॥
৯ হাজার মশাল চাই বড়ো বড়ো বোঁধা (=খড়, পাট ও তেল দিয়া মশালের বোঁধা তৈরী হয়।)
১০ শুকনা দেখিয়া বাছিয়া আনিবে না আনিবে ভিজা ॥

পাঠান্তর :— * দিনের গতে রাতুয়া—'।
§ খেদার চাইর দিকে তোমরা কুড়াওরে কাঠ।

১১ রাইতর নিশি অইল যহন ভাত ঘুমার সময়।

১২ পূগের মুড়ায় গুম্‌গুমাগুম্ কিসের আবাজ হয় !!

(গোলবদন জমাদারের খেদায় একশতের বেশী হাতি বন্দী হইলেও এই দলে আরও হাতি ছিল। তাহারা আগের রাত্রে বিপদ বুঝিয়া পালাইয়া গিয়াছিল। এই রাত্রে সেই পলাতক হাতি-গুলি দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের দলপতি ও অপর হাতিগুলিকে খেদা হইতে মুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এদিকে—)

১৩ তারপর কি অইল কইয়া জানাই।

১৪ উজাল ধরি চৈক্যাল কুলি চাইল উজাই ।।

১৫ দেহিল হাতির ঝাঁক ছাম্‌নে রইয়ে খাড়া।

১৬ আর একো পাও আগুয়াইলে * জানর দফা সারা ।।

১৭ বাইরের জংলা হাতি সেই কিনা কাম করে।

১৮ খেদার মিক্যে আইবার লাগিল, ছোড়তা তুলি ধীরে ।।§

---

১১ রাত্রি ঘোর হইল, যখন ভাত খাইয়া ঘুমাইতে যাইবার সময় (তখন)—

১২ পূর্বদিকের পাহাড়ে গুম্‌গুমাগুম্ কিসের আওয়াজ হয়।

১৩ তারপরে কি হইল বর্ণনা করিয়া জানাইতেছি।

১৪ মশাল ধরাইয়া চৈক্যাল ও কুলিগণ অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হইল (কিসের শব্দ)।

১৫ (তাহারা) দেখিল হাতির পাল সামনে রহিয়াছে দাঁড়াইয়া।

১৬ আর একটি পা অগ্রসর হইলে জীবনের দফা রফা (=প্রাণ যাইবে) ॥

১৭ (খেদার) বাহিরে (যে সব) বন্য হস্তী (ছিল) তাহারা কিনা কাম করে।

১৮ খেদার দিকে আসিতে লাগিল শুঁড় উর্ধ্বে তুলিয়া ধীরে ॥

পাঠান্তর :—* আর একেনা আগুয়াইলে—' ॥

§ খেদার মিক্যা আইস্‌ত লাগিল ধীরে ধীরে ধীরে ॥

১৯ খবরিয়া খবর কইল জমাদারর ঠাই।
২০ কাঁইপ্‌তে লাগিল্‌ হক্কলর পেডর পিলাই॥
২১ সপ্‌সপাসপ্‌ গুম্‌গুমাগুম্‌ হাতির আবাজ।
২২ দুনিয়াত্‌ রোজকেয়ামত হইব বুঝি আইজ॥
২৩ হাতি যদি ভাঙ্গেরে খেদা হক্কলর পরাণ লইয়া টান।
২৪ থানে থানে মুছুলমানে ফুকারে আজান॥
২৫ হেঁদু ডাকে জয়কালী মঘে কয় ফরা।
২৬ এইবার পিরভু নিরাঞ্জন হঙ্কটত তরা॥
২৭ এমুন কালে কি অইল হুন বিবরণ।
২৮ হাবুই ছাড়ে গোল্লা ফুডায় যত চৈক্ক্যালগণ॥
২৯ উজাল জ্বালি রে তারা রাইতরে করে দিন।

১৯ সংবাদদাতা সংবাদ জানাইল জমাদারের সমীপে।
২০ কাঁপিতে লাগিল (ভয়ে) সকলের পেটের প্লীহা॥
২১ সপ্‌সপাসপ্‌ গুম্‌গুমাগুম্‌ হাতির আওয়াজ।
২২ দুনিয়াতে মহাপ্রলয় হইবে বুঝি আজ॥
২৩ (জংলা বাহিরের) হাতি যদি ভাঙ্গে রে খেদা (তবে সকলের প্রাণ লইয়া [টানাটানি পড়িবে]।
২৪ স্থানে স্থানে মুসলমানে উচ্চৈঃস্বরে দিতে লাগিল আজান॥
২৫ হিন্দুরা ডাকিতে লাগিল জয়কালী, মঘেরা (তাদের জাতীয় দেবতা) ফরাতারাকে ডাকিতে লাগিল।
২৬ (সকলেই বলিতে লাগিল) এইবার প্রভু নিরঞ্জন সঙ্কট হইতে ত্রাণ কর॥
২৭ এমন সময়ে কি হইল শুন বিবরণ।
২৮ হাউই বাজি ছাড়ে বোমবাজি ফুটাইতে লাগিল যত চৈক্ক্যালগণ॥
২৯ মশাল জ্বালিয়া তাহারা রাত্রিকে করিল দিনের মত।

৩০ কাঁসর ভংতত্ বাড়ি মারে বাজায় মইষর শিং ॥
৩১ ধুনির আগুন তহন ছুইল রে আশমান ।
৩২ বাইরর জোঙ্গলা ধাইল লয়্যা নিজর জান ॥

(১১)

১ এক দুই তিন করি চাইর দিন যায় ।
২ হেরাইন্যা অইল হাতি পড়ি রে খেদায় ॥
৩ খাওন বেগরে তারার গায়ত্ বল নাই ।
৪ চলিতে ফিরিতে পড়ের্ পাক্কাই পাক্কাই ॥
৫ যেই না গুণ্ডা আইনাছিল খেদার ভিতরে ।
৬ হোঁতর মতন হেই গুণ্ডার চোগর পানি ঝরে ॥

---

৩০ কাঁসব (ও ব্রহ্মদেশের ঝাঁঝ) ভংততে আঘাত করিয়া বাজায় মহিষের শিং ॥

৩১ (পূর্বে সংগৃহীত সেই শুক্‌না কাঠের স্তূপ) ধুনির আগুন তখন ছুঁইলরে আকাশ ।

৩২ (খেদার) বাহিরের বন্য হস্তী (যাহারা খেদার বন্দী হাতিগুলিকে মুক্ত করিতে আসিয়াছিল তাহারা) দৌড়াইয়া পালাইল লইয়া নিজের জীবন ॥

(১১)

১ এক দুই তিন করিয়া চারি দিন যায় ।
২ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইল হাতি পড়িয়া খেদায় ॥
৩ আহার অভাবে তাহাদের গায়ে বল নাই ।
৪ চলিতে ফিরিতে পড়িয়া যায় পাক খাইয়া পাক খাইয়া ॥
৫ যে গুণ্ডা হাতি (অন্য হাতিগুলিকে) আনিয়াছিল খেদার ভিতরে ।
৬ স্রোতের মত সেই গুণ্ডার চোখের জল ঝরে ॥

৭ চোগর পানি ছাড়ি গুণ্ডা অইল হয়রান।
৮ অবশেষে মাডিত্ দাঁত দি গুণ্ডা তেজিল পরাণ ॥

৯ তারপরে ত জমাদার কিবা কাম করে।
১০ পালা হাতি আনি আরে জোংলা হাতি ধরে ॥
১১ আচানক্ তঁয়সা সেই যে কি কইব আর।
১২ খেদার ঢাকত আর এক খেদা বানায় চমৎকার ॥
১৩ তার মাঝে কলাগাছ রাখে সারি সারি।
১৪ নতুন দুয়ার বানায় খেদার দুয়ারী ॥
১৫ এমুন দুয়ার সেইনা বড়ই হেকমত।
১৬ কেবলমাত্র একডা হাতি আসনের পথ ॥
১৭ একডা হাতি আইলে পরে বন্ হয় দুয়ার।
১৮ পালা হাতি দুইডা থাকে দুই পাশত্ তার ॥

---

৭ চোখের জল ছাড়িয়া গুণ্ডা হইল হয়রাণ=(হতাশায় ক্লান্ত)।
৮ অবশেষে মাটিতে দাঁত দিয়া (=দাঁত বিদ্ধ করিয়া) গুণ্ডা ত্যাজিল প্রাণ ॥
৯ তাহারপর জমাদার কিবা কাম করে।
১০ পোষা হাতি আনিয়া আরে জংলা হাতি ধরে ॥
১১ আশ্চর্যজনক তামাসা সেই যে কি কহিব আর।
১২ খেদায় ঢোকার পথে আর একটি খেদা প্রস্তুত করিল চমৎকার ॥
১৩ তাহার মাঝে কলাগাছ (=হাতির খাদ্য) রাখিল সারি সারি।
১৪ নূতন দুয়ার প্রস্তুত করিল খেদার দুয়ার সংলগ্ন ॥
১৫ এমন দুয়ার সেই (দুয়ারে) বড়ই কৌশল।
১৬ কেবলমাত্র একটা হাতি চলিবার (উপযুক্ত) পথ ॥
১৭ একটা হাতি আসিলে পরে বন্ধ হয় দুয়ার।
১৮ (সেই দরজার অপর দিকে) পোষা হাতি দুইটা থাকে (দরজার) দুইপাশে॥

১৯ কলাগাছ খায় রে জংলা কলাগাছ খায়।
২০ হুন এহন কেমুন করি হাতি বাঁধন যায়॥

২১ পালা হাতির পেডর তলে ঢুলৈন্যা মাউত্।
২২ জানের লালছ্ নাই রে তার অভাগ্যার পুত॥
২৩ ইসারা করিলে মাউত পালা হাতি আসি।
২৪ দুই পাশ দি জোঙ্গলারে চিবি ধরে কসি॥
২৫ আর এক পালা কুন্‌কী ছামনের দিগে যাই।
২৬ টনি ধরে ছোড়তা দি ছোড়তা বেড়াই॥

---

১৯ কলাগাছ খায় রে জংলা কলাগাছ খায়।
২০ শুন এখন কেমন করিয়া (খেদা হইতে) হাতি (বাহির করিয়া) বাঁধা হয়॥
২১ পোষা হাতির পেটের তলায় 'ঢুলৈন্যা মাহুত' লুকাইয়া থাকে। (সেন মহাশয় ঢুলৈনা শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'ঢুলিতে থাকে'। প্রকৃতপক্ষে যাহারা এইভাবে জংলা হাতি বাঁধে, তাহাদিগকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'ঢুলৈন্যা মাহুত' বলা হয়। পূর্ববঙ্গে নৌকা, জাহাজ, গাড়ি বা গুদাম হইতে মাল বাহির করিয়া অন্য যান বাহনে তোলাকে 'মাল ঢোলাই করা' এবং যাহারা ঐ কাজ করে তাহাদের 'ঢোলাইদার' বা 'ঢোলাইনা' বলে। খেদা হইতে জংলা হাতি বাহির করিয়া 'কেল্লা'র মধ্যে বাঁধিবার জন্য ঢুলইন্যা মাহুত পোষা কুনকী হাতির পেটের তলায় বাঁধা চটের থলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। এই কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক, সেইজন্যই কবি বলিতেছেন—)
২২ জীবনের লালসা (আশা) নাইরে তাহার অভাগিনীর পুত্র॥
২৩ সংকেত করিলে মাহুত পোষা হাতী (দুইটি) আসিয়া।
২৪ দুই পাশ দিয়া জংলাকে চাপিয়া ধরে কসিয়া॥
২৫ আর এক পোষা কুন্‌কী (=বিশেষভাবে শিক্ষিত হস্তিনী) সম্মুখের দিকে যাইয়া।
২৬ টানিয়া ধরে শুঁড় দিয়া (জংলা হাতির) শুঁড় বেষ্টন করিয়া॥

২৭ লড়িতে চড়িতে তার ন থাকে আর সাধ্য।
২৮ তিনডা হাতির ডরে জংলা হয়্যা যায় রে বাধ্য।
২৯ এমুন কালে হেই মাউথ বলি বা-রে-বাঃ।
৩০ বান্ধিল রে বনর হাতি পিছনর দোনো পা ॥
৩১ বান্ধা পড়ি জোংলা হাতি ছাড়ে চোগর পানি।
৩২ এইনা মতে হগ্গল হাতি কেল্লাত্ আনে টানি ॥

৩৩ খুশী অই আইয়ের্ সবে আইয়ের্ খুশী অই।
৩৪ মংলা মইগ্যার বাড়ীত যাই আবার খাইল মইষর দই ॥
৩৫ দেশ-বৈদেশে গোলবদনর অইল বড় নাম ॥
৩৬ শতেক হাতি ধইরাছে খেদায় লাখো ট্যাহা দাম ॥

---

২৭ নড়িতে চড়িতে তাহার (জংলার) না থাকে আর সাধ্য।
২৮ তিনটা হাতির ভয়ে জংলা হইয়া যায় রে বাধ্য (=মুক্তির চেষ্টা করে না)॥
২৯ এমন সময়ে সেই (ঢুলৈন্যা) মাহুত বলিহারী (সাহস) বাহবা রে বাহবা !
৩০ বাঁধিল রে বনের হাতির পিছনের দুইটি পা ॥
৩১ বাঁধা পড়িয়া জংলা হাতি ছাড়ে চোখের জল।
৩২ এই প্রকারে সকল হাতি কেল্লায় আনে টানিয়া (কেল্লা=জংলা হাতিকে যেখানে রাখিয়া পোষ মানাইয়া শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকে 'খেদার কেল্লা' বলে।
৩৩ খুশী হইয়া আসিল সবাই আসিল খুশী হইয়া।
৩৪ মংলা মঘের বাড়ীতে যাইয়া আবার খাইল মহিষ-দুধের দই ॥
৩৫ দেশ-বিদেশে গোলবদনের হইল যথেষ্ট নাম (প্রচার)।
৩৬ একশত হাতি ধরিয়াছে খেদায় (সেইগুলির) লক্ষ টাকা মূল্য ॥

সমাপ্ত

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

ষষ্ঠ খণ্ড

মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডিঃ লিট্ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় খণ্ডে মহিলা কবি সুলার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পালাগুলি 'গোপিনী কীর্তন' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত পালাগুলির ছত্র সংখ্যা ৯৩৩, এই সম্পাদনার ছত্র সংখ্যা ১০৫৭, অতিরিক্ত ১২৪ ছত্র। যে ছত্রগুলি সেন মহাশয়ের প্রকাশনায় নাই, সেগুলি বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল। সেনমহাশয়ের সম্পাদনার ৭৮টি ছত্রের সঙ্গে এই সম্পাদনার শব্দ, অর্থ ও তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেনমহাশয়ের পাঠ যথাস্থানে পাদটীকায় দেওয়া হইল। উচ্চারণগত, বানান-পার্থক্য ও শব্দের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না।

সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় লীলাক্রম সাজানো হইয়াছে,—জন্ম, গোষ্ঠযাত্রা-কালীয়দমন, নৌকাবিলাস, শিশুলীলা-দামবন্ধন ও কলঙ্ক ভঞ্জন। এই পালাটি প্রাগ্ স্বাধীন যুগে মৈমনসিংহ জেলায় আদৌ দুর্লভ ছিল না, আমি বহু কীর্তনীয়ার মুখে 'সুলার কীর্তন' শুনিয়াছি, এবং অনেকের খাতা দেখিয়াছি। কোন কীর্তনীয়া ঐ প্রকারক্রমে গান করেন না। কারণ, ঐ ক্রম লীলাগ্রন্থ ও রস-শাস্ত্র বিরুদ্ধ। 'গোপিনী কীর্তন' নামটিও অভিনব।

কবি সুলার প্রকৃত নাম 'সুলোচনা', পিতার নাম রামদেব, জাতিতে নমঃশূদ্র, জন্মস্থান মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার ঠাকুরকোণা গ্রামে। সম্ভবত বিগত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে

জন্ম। জন্মকাল সম্পর্কে এই অনুমানের হেতু, খ্রীষ্টীয় ১৮০৪ সালে বিখ্যাত পাঁচালী লেখক দাশরথী রায়ের জন্ম হয়। তিনিই প্রথম শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জনে ছিদ্রকুম্ভে জল আনয়নের আবিষ্কর্তা। তাঁহার পূর্বে কোনো সংস্কৃত বা বাঙ্গলা ভাষার গ্রন্থকার কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতে এই ঘটনা ও 'কৃষ্ণকালী' লীলার উল্লেখ করেন নাই। দাশরথী রায় এই দুইটি অভিনব লীলা রচনা করিলে উহার গল্পাংশ অতি অল্পকালের মধ্যেই পূর্ববঙ্গে প্রচারিত হওয়া সম্ভব; কারণ পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনসাধারণের অধিকাংশই কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব। কিন্তু রাঢ় দেশের কবি দাশরথী রায়ের পাঁচালীর ছন্দ ও সুর পদ্মা-মধুমতীর উত্তর-পূর্ব পারের অধিবাসীদের সহজায়ত্ব নহে বলিয়া একাল পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের কোনো পল্লী-কবি গায়ক, গায়েন, বয়াতী বা কীর্তনীয়া উহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা নূতন কোনো কাহিনী পাইলে নিজেদের অভ্যস্ত ভাষা, ছন্দ ও সুরে পালা রচনা করিয়া থাকেন। আমরা ধরিয়া লইতে পারি, দাশরথী রায়ের 'কলঙ্ক ভঞ্জন' পালা সম্পর্কেও পূর্ববঙ্গে এই ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। কবি সুলাই প্রথম এই পালা রচনা করেন। পরে বিক্রমপুরের পল্লীকবি দয়ালদাস বৈরাগী সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই পালা ও আরও কয়েকটি পালা রচনা করিয়াছিলেন। 'দয়ালদাসের পালাগান' ছাপা বই পূর্ববঙ্গে বোধহয় এখনও পাওয়া যায়।

আমার ধারণা, সুলার প্রথম রচনা 'কলঙ্কভঞ্জন' পালা। দাশরথী রায়ের পাঁচালীই তাঁহাকে পালা রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কলঙ্কভঞ্জন পালায় পশ্চিমবঙ্গ গঙ্গাপাড়ের পল্লীকবি-সুলভ দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে কয়েকটি গান রচনার ব্যর্থ চেষ্টার পর তিনি আর কোনো পালায় ও-চেষ্টা না করিয়া পূর্ববঙ্গের নিজস্ব কীর্তনের 'সাভারী' সুরে গান রচনা করিয়াছেন। ঐ সময়েই ঢাকা

সহরের উত্তর-পূর্বে পনেরো মাইল দূরে বৈষ্ণবপ্রধান সাভার গ্রামে কীর্তনের একটা অভিনব সুর ও তালের উৎপত্তি হয়, এবং সারা পূর্ববঙ্গে ঐ সুর জনপ্রিয় হইয়া 'সাভারীসুর-ঢং' নামে প্রচার লাভ করে।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত পালার ভূমিকায় কবি সুলার জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্পর্কে আমি ঐ অঞ্চল ঘুরিয়া লোকমুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাও সেন মহাশয়ের বর্ণনার অনুরূপ। সুলার পিতা রামদেব ছিলেন কয়েকখানা মহাজনী—অর্থাৎ বড়ো ব্যবসাদারদের মালচালানী বড়ো নৌকার প্রধান মাঝি। পূর্ববঙ্গে নৌকার মাঝিদের সঙ্গীতচর্চা একটি বিখ্যাত সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। এইদিক হইতে রামদেব নিজে তো একজন ভালো ভাটিয়ালী গায়ক ছিলেনই, অধিকন্তু তিনি গান রচনা করিতেও পারিতেন। বাল্যকালেই সুলোচনার পিতার এই দুইটি যোগ্যতার বিকাশ দেখা যায়। সুলোচনা দৈহিক রূপে সুন্দরী ছিলেন না, কিন্তু শিশুকাল হইতেই তাঁহার কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

বড়ো ব্যবসায়ী মহাজনের 'দিগ্‌চালানী' নৌকার প্রধান মাঝি রামদেব বৎসরের বেশীর ভাগ সময় বিদেশে থাকিতে হয় বলিয়া সুলোচনার নয় বৎসর বয়সে বিবাহ দেন। জামাতা জয়হরি ছিলেন পিতৃমাতৃহীন কিশোর, সেজন্য রামদেব তাঁহাকে ঘরজামাই করিরা রাখেন। সুলোচনার বয়স যখন পনরো-ষোল তখন হঠাৎ একদিন জয়হরি নিখোঁজ হইয়া গেলেন, ইহার পর আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সারাজীবন সুলোচনা তাঁহার স্বামীর প্রত্যাগমনের আশা অন্তরে পোষণ করিতেন। জনশ্রুতি,—সুলোচনার দেহত্যাগের পূর্বক্ষণে এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী তাঁহার

শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমি জানিতাম, এই জীবনে আর একবার তোমার দেখা পাইব'।

স্বামী নিরুদ্দেশ হইবার পর সুলোচনা লেখাপড়া শিখিতে সচেষ্ট হন। বোধ হয় এই কারণেই তিনি তাঁহার ভগ্নীপতির বাড়ী ছত্রশাল গ্রামে গিয়া ভগ্নীর সঙ্গে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ভগ্নীপতির গৃহের অদূরে ছিলেন 'ছন্নুনাথ ঠাকুর' নামে এক পাঠশালার ব্রাহ্মণ 'গুরুমশাই'। এই ব্রাহ্মণ ছন্নুনাথ গুরুমশাইয়ের নিকটেই নমঃশূদ্র সুলোচনা বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, মনসামঙ্গল প্রভৃতি তৎকালে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থ পাঠের সুযোগ পান, এবং কালে নিজে পালা রচনা করিয়া জনসভায় গাহিয়া বিখ্যাত হন।

সুলোচনার বিদ্যারম্ভ বর্ণনা প্রসঙ্গে মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'মাতা পিতার মৃত্যুর পর সে ছত্রশাল গ্রামে তাহার ভগিনীপতির বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। এইখানে লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাহার মনে একটা আগ্রহ জন্মিল। নমঃশূদ্রের মেয়েকে কে পড়াইবে? এ যেন বামনের চাঁদ ধরিবার ইচ্ছার মত।'

বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস যতটুকু আমার পড়া ও শোনা আছে, তাহাতে মৃত গো প্রভৃতি পশু মাংস ভোজী একটি বিশেষ জাতি ছাড়া আর সব জাতির পক্ষেই পল্লী গুরুমশাইয়ের পাঠশালার দ্বার চিরকালই অবারিত ছিল, এবং এখনও আছে। উক্ত বিশেষ জাতিটির কোনো বালক-বালিকা কোনোকালে পাঠশালায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, এরূপ সংবাদ কোথাও পাই নাই। আসলে উহারা কোনোকালেই বিদ্যাশিক্ষায় আগ্রহী নহে। ধনবলে

বলীয়ান খ্রীষ্টান পাদ্‌রী সাহেবরা প্রচুর দ্রব্যাদি দিয়াও উহাদের স্বভাব সংশোধন করিতে পারেন নাই, মহাত্মা গান্ধীর অচ্ছুৎ উদ্ধার আন্দোলন কি করিবে? সুলোচনার শিক্ষক ছন্নুনাথ জাতিতে কি ছিলেন, তাহা সেনমহাশয় উল্লেখ করেন নাই। কলিকাতায় বসিয়া তাহা জানাও সম্ভব নহে।

অতি অল্পকালের মধ্যেই 'সুলার কীর্তন' মৈমনসিংহ জেলার সর্বত্র সুনাম অর্জন করে, গানের আসরে প্রাপ্তিও ছিল প্রচুর। ধনী গৃহের মহিলারা সুলাকে মুক্ত হস্তে দান করিতেন। ঘাগ্‌রার জমিদার সুলাকে কিছু নিষ্কর জমি দিতে চাহিলে তিনি তাঁহার দরিদ্র শিক্ষক ছন্নুনাথ চক্রবর্তীর নামে ব্রহ্মোত্তর রূপে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রহণ করেন।

সেনমহাশয়ের অনুমান ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলার মৃত্যু হয়। এতদ্‌-বিষয়ে আমি কোনো প্রমাণিত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

যে কালে সুলা এই পালাগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সেইকালে বাংলার রাজধানী কলিকাতার লেখক ও লেখ্য ভাষা সবেমাত্র পূর্ববঙ্গের পল্লীঅঞ্চলের লেখক ও কবিদের নিজস্ব ভাষা, রচনাভঙ্গী ও রচিত গানের সুর-ছন্দের উপরে প্রভাব বিস্তার আরম্ভ করিয়াছিল। ফলে, কবি সুলার রচনায় এই ব্যাপারটা বেশ পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে। এই রচনায় তৎকালের পশ্চিমবঙ্গীয় লেখ্য ভাষা ও মৈমনসিংহ জেলার পল্লীকথ্যভাষার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়া পূর্ববঙ্গের ভাষাবিপ্লব-ইতিহাসের একটি অধ্যায় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে।

নবদ্বীপ
আগমেশ্বরীপাড়া রোড

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন

বন্দনা।

পরথমে বন্দনা গো করি আমি শ্রীগুরুর চরণ।
কৃপা করি দিলা গো গুরু, মোরে মন্ত্র মহাধন॥
এই দেহ ছিল রে মোর পাষাণ সোমান।
গুরু মোরে মন্ত্র দিয়া কইরল ফুলবাগান॥
আমি লোহা গুরু আমার পরশ-রতন।
পরশে করিলা গুরু আমাকে কাঞ্চন॥
দ্বিতীয়ে বন্দনা গো করি শিক্ষাগুরুর পায়।
কৃপা করি জ্ঞান দান যে করিল আমায়॥
অজ্ঞানে আছিলাম রে আমি অন্ধের সোমান।
কৃপা করি দিলা গো গুরু, মেলিয়া নয়ান॥
তৃতীয়ে বন্দনা গো করি দেব নারায়ণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী যার ভার্যা দুই জন॥
হরগৌরী বন্দিলাম কৈলাস পর্বতে।
সিদ্ধিদাতা গণেশরে বন্দি আমি ভালামতে॥+
মহাবিষ্ণু বন্দিলাম ক্ষীরোদ সাগরে।
যার নাভীপদ্মে ব্রহ্মা জন্ম লাভ করে॥+
ব্রহ্মাঠাকুররে বন্দিলাম সৃষ্টির অধিপতি।
পালনের কর্তা বন্দি বিষ্ণু মহামতি॥
সংহারের কর্তা বন্দি রুদ্র পশুপতি।
তান ভার্যা বন্দিলাম গঙ্গা আর পার্বতী॥

দশদিকে বন্দিলাম দশদিকের পাল।
আনন্দে বন্দনা করি নন্দের গোপাল॥
যত সব দেবতা হইল যার অংশে।+
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইল যদুবংশে॥+
এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাই বেদশাস্ত্রে কয়।+
সেই ব্রহ্ম যদুকুলে হইল উদয়॥+
করযোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর ব্রাহ্মণ।
যাহার চরণ গুণে তরে তির্‌ভুবন॥
পিতামাতা বন্দিলাম সংসারের সার।
যাহার প্রসাদে আমি দেখিলাম সংসার॥
সরস্বতী মাওরে বন্দি যুড়ি দুই হাত।
যাহার প্রসাদে আইলাম সভার সাক্ষাত্‌॥

সবার চরণ বন্দি আমি গলে দিয়া বাস।
পদভঙ্গে[১] কেহ না করিবেন উপহাস॥
করিবেন সকলে মিলিয়া আশীর্বাদ।
পদভঙ্গে কেহ না লইবেন অপরাধ॥

স্বামীর চরণ বন্দি ভক্তিযুক্ত হইয়া।
বৈদেশেতে গেলা স্বামী আর না আইলা ফিরিয়া॥
যেখানে সেখানে থাক মোর প্রাণপতি।
তোমার চরণে যেন থাকে মোর মতি॥
যা হইবার হইয়াছে আমার কপালের লেখা।
মরণের দিনে দিও এ দাসীরে দেখা॥

১। পদভঙ্গ—ছন্দপতন, তালভঙ্গ।

রাধাকৃষ্ণ বন্দিলাম মধুর বৃন্দাবনে।
যার নামে কীর্তন গাইব এইখানে ॥
বৈষ্ণব ঠাকুর বন্দি দয়ার সাগর।
কৃপা কর মোরে প্রভু, আমি যে পামর ॥
ছন্নু নাথের[২] চরণ বন্দি আমি লুটাইয়া ধরা।
হস্তে ধরি যে আমারে শিখাইল লেখা পড়া ॥
কিবা বন্দনা জানি আমি কিবা জানি গান।
কৃপা করি মান রক্ষা কর ভগবান ॥
চণ্ডালিনী বলি প্রভু, না করিও ঘৃণা।
শ্রীচরণে দিও স্থান এ সুলার প্রার্থনা ॥

(২)

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ঃ—

জন্মিল অনাদি কৃষ্ণ শুভ লগ্ন পাইয়া।
আলোকে ভরিল ঘর তিমির নাশিয়া রে ॥—ধুয়া

কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিনী।
শুভ দিনে জনমিলা কৃষ্ণ গুণমণি রে—॥
ভাদ্দর মাসের নিশাকালে কংস কারাগারে।
হইল কৃষ্ণের জনম দৈবকী উদরে রে—॥
আকাশেতে দেবগণে করে পুষ্প বরিষণ ।*
তিরিশ কোটি দেব দেবীর আনন্দিত মন রে—॥

২। চন্দ্র নাথ চক্রবর্তী—পাঠশালার শিক্ষক।

পাঠান্তর ঃ—* দেবগণে করে তখন পুষ্প বরিষণ ॥

ছাওয়ালের রূপ যেন কোটি কোটি চান্[১]।
শুভক্ষণে জনমিল পূর্ণ ভগবান রে--॥

অপরূপ রূপ দেখি দৈবকিনী কয়।
'কেন বিধি দিলা মোরে এ হেন তনয় ॥'
বসুদেব বলে, 'পুত্র দেব অবতার।
মনুষ্য বলিয়া মনে না হয় আমার ॥
আসিয়া দেখিলে কংস লইবে কাড়িয়া।
পাষাণে আছাড় দিয়া ফেলিবে মারিয়া ॥
এই পুত্র আসিব রাখি নন্দ ঘোষের ঘরে।
যেমতে দুরন্ত কংসে জানিতে না পারে ॥'

পুত্র কোলে বসুদেব হইল বাহির।
ঘোর অন্ধকার নিশি চিত্ত নহে থির ॥
ফুটিক ফুটিক্[২] বিষ্টি পড়ে পিছ্‌লায়্যা যায় পাও ।*
শোকে ভয়ে দুঃখে সাধুর কাঁইপ্যা উঠে গাও ॥
সাবধানে চলে বসু অতি ধীরে ধীরে।
কতক্ষণে আইল বসু যমুনার তীরে ॥
কণা কণা বিষ্টি পড়ে ছাওয়ালের শিরে।
ফণা মেলি অনন্ত শিরেতে ছত্র ধরে ॥
যমুনার তরঙ্গ দেখি বসু পাইল ভয়।
অকূল অগাধ নদী কেমনে পার হয় ॥

১। চান—চাঁদ। ২। ফুটিক্ ফুটিক—অল্প অল্প।

পাঠান্তর :—* ফুটি ফুটি বৃষ্টি পড়ে পিছলয়ে পাও ॥

২৩

ভবপারের কর্তা হরি কোলেতে যাহার ।ক
চিন্তাযুক্ত হইল সেই হইতে নদী পার ।। §

অগাধ গম্ভীর জল যমুনার মাঝে ।
ঘোর অন্ধকার নিশি কালো মেঘের সাজে ।।
চিন্তাযুক্ত বসুদেব বিপদে পড়িল ।*
উপরেতে কালো মেঘ গর্জিয়া উঠিল ।।
বসুদেবের দুঃখে কান্দে দেবতা সকল ।
ছুটিছে পবন অতি হইয়া প্রবল ।।

বিজুলীর ছটা হইল বসুর সহায় ।
বিজুলী পশরে বসু দেখিবারে পায় ।।
এক শৃগালিনী সেই যমুনার জলে ।
হাঁটিয়া যমুনা পার হয় অবহেলে ।।
দেখিয়া ত বসুদেবের সাহস বাড়িল ।
জলধর কোলে করি জলেতে নামিল ।।
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা দেব অগোচর ।
জানিয়া দেবের কার্য গাঙ্গে দিল চর ।।
হেন কালে চক্রধর কি কার্য করিল ।
মধ্য যমুনার জলে পড়িয়া যে গেল ।।

শিরে করাঘাত করি বসুদেব কান্দে ।
বসুর কান্দনে কান্দে সূর্য আর চান্দে ।।

পাঠান্তর :— ক'——কোলেতে করিয়া ।
§ চিন্তাযুক্ত বসুদেব পড়িল বসিয়া
* '——পড়িল বসিয়া ।

'পাইয়া নিধি হারাইলাম আমি অভাগিয়া।
হেন পুত্রধনে দিলাম জলে ডুবাইয়া ॥'
জল মধ্যে বসুদেব করে অন্বেষণ।
খুঁজিতে খুঁজিতে পায় আপন নন্দন ॥
দরিদ্র হঠাৎ যেন মহারত্ন পাইল।
পুত্র কোলে করি বসু তীরেতে উঠিল ॥
অন্ধ যেন চক্ষু পাইয়া আনন্দিত মন।
পুত্র পাইয়া বসুদেব হইল তেমন ॥
মৃত দেহে প্রাণ পাইল বসুদেব ঠাকুর।
দেখিয়া পুত্রের মুখ আনন্দে বিভোর ॥
পুত্র কোলে করি বসু তীরেতে উঠিল।
ধীরে ধীরে নন্দগৃহে উপনীত হইল ॥

যশোদার ঘরে বসু করে দরশন।
কন্যা এক কোলে রাণী ঘুমে অচেতন ॥
পুত্র থইয়া[৩] কন্যা লইয়া বসু গেল ঘরে।
দিল নিয়া সেই কন্যা দুষ্ট কংসাসুরে ॥
বসু বলে, 'কংস রাজা, কর অবধান।
এই কন্যা হইয়াছে নাহি সুসন্তান ॥'
এত শুনি কন্যা লইয়া কংস রাজা যায়।§
পাষাণে আছাড় দিয়া মারিবারে চায় ॥
শূন্যে উড়ি যায় কন্যা দেবীরূপ ধরি।
কংসরে বলয়ে কিছু তিরস্কার করি ॥

৩। থইয়া—থুইয়া।

পাঠান্তর :—§ এত শুনি কন্যা লইয়া বসুদেব যায়।

'ওরে দুষ্ট কংসাসুর, তোরে নাহি ভয়।
তোরে যে বধিবে সে রইছে নন্দালয়॥
আমারে বধিতে তোর কিছু সাধ্য নাই।
হের দেখ শূন্যপথে আমি চলি যাই॥'
এত কহি মহামায়া হইল অন্তর্ধান।
সুলা বলে, অন্তকালে পদে দিও স্থান॥

(৩)

নাচে রে নাচে রে নন্দ লাল।
মা-যশোদার আঙ্গিনায় নাচে ব্রজের গোপাল॥ ধুয়া

তারপরে কতদিন গত হইয়া যায়।
কৃষ্ণ কোলে নন্দরাণী আঙ্গিনায় বেড়ায়॥
হেনকালে ব্রজমাই আইল কতজন।
দেখিবারে গোপালের মধুর নাচন॥
রাণী বলে, 'বাছা কৃষ্ণ, নাচ দেখি চাই।
তোমার নাচন দেইখ্‌তে আইল যত ব্রজমাই॥
ভালা করি নাচ, দিব ক্ষীর সর ননী।
চান্দমুখে চুমা দিব শুন যাদুমণি॥'*

এত শুনি মায়ের গোপাল লাগিল নাচিতে।
করতালি দেয় রাণী আনন্দিত চিতে॥

ক— সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন পালার মধ্যে এই অধ্যায়ের এই কুড়িটি ছত্র পাওয়া যাইবে।—সম্পাদক।

পাঠান্তর :—* না নাচিলে ক্ষীর সর কিছুই দিব না॥

কঙ্কণের কিনি কিনি নূপুরের ঝঙ্কার।
মিশিয়া হইল ধ্বনি অতি চমৎকার॥
গোপালের পায়ে বাজে সোনার নূপুর।
জিতং জিতং শব্দ করে অতি সুমধুর॥
গোপাল নাচিছে দেখি যত ব্রজমাই।
বলে, 'হেন নাচনিয়া আর সংসারেতে নাই॥'
হেলিয়া ঢুলিয়া কত নাচে পীতবাস।
নারিগণ বলে ধন্য সাবাস সাবাস॥
সবে মিলি করতালি দেয় চারি ভিতে।
মধ্যে নাচে কালোমাণিক ননীর দলা হাতে॥

(৪)

গোষ্ঠ :—

আয় ভাই কানাই, যাই গোঠে যাই
বাজায়্যা মোহন বেণু।—ধুয়া

প্রভাতে উঠিয়া যত ব্রজের রাখাল।
নন্দ ঘোষের দ্বারে আইল লইয়া ধেনু পাল॥
'আবা আবা'—ধ্বনি করে যত রাখুয়াল।
শ্রীদাম সুদাম ডাকে আয় রে গোপাল॥
বলরাম শিঙ্গা ধরি ঘন ডাক ছাড়ে।
'আয় রে কানাই ভাই, আয় শীঘ্র কোরে॥
নিত্যি নিত্যি তোরে কেবা সাথে নিব ভাই।
আইস রে গোপাল শীঘ্র গোচারণে যাই॥
তুই না গেলে কানন মাঝে চলে না ধেনু।
কান পাতি আছে যে তারা শুনিতে বেনু॥

শুনিলে বাঁশির গান ধেনু চলে বনে।
দাঁড়াইয়া আছে তারা তোমার কারণে॥'+

রাখালের আবা ধ্বনি শুনি নন্দরাণী।
কোলেতে তুলিয়া লইল কৃষ্ণ গুণমণি॥
গোপালেরে কোলে করি নন্দরাণী কয়।
'যাইতে দিব না আজি দুঃখিনীর তনয়॥
শুন রে শ্রীদাম সুদাম, শুন হলধর।
আজি গোষ্ঠে নাহি দিব পুত্র জলধর॥
সাত নাই পাঁচ নাই আমার একটি ছাওয়াল।
পাছে আছে শত্রু আমার কংস রাজা কাল॥'

শ্রীদাম সুদাম বলে, 'কি বল জননী
না দিলে গোপালে মোদের না বাঁচে পরাণি॥†
সাধে কি গোপাল তোমার বনে নিতে চাই।
রাখালের জীবন রাখে তোমার কানাই॥
মরিলে পরাণ পাই মা, তর গোপালের গুণে।*
জানি না গোপাল তর কিবা মন্ত্র জানে॥
সাবধানে রাখিব মা-গো, না যাব দূর বনে।
সকালে সাজায়ে দে মা, তোর কৃষ্ণ ধনে॥
এত শুনি নন্দরাণী সাজায় গোপালে।
বয়ান ভাসিল রাণীর নয়ানের জলে॥

আয় রে গোপাল, তরে দেই সাজাইয়া—দিশা
গোষ্ঠেতে যাইবি যদি মায়েরে কান্দাইয়া।

পাঠান্তর :—† না দিলে গোপাল মোরা ত্যজিব পরাণি
* মরিলে পরাণ পাই গোপালের গুণে।

আঙ্গিনার মাঝে গোপাল ধূলা খেলায় ছিল।
লক্ষ চুম্ব দিয়া মায় কোলে তুলি নিল ॥
মুছাইয়া সর্ব অঙ্গ পরাইল ধড়া[১]।
গলায় তুলিয়া দিল নব গুঞ্জার[২] ছড়া ॥
মন্ত্র পড়ি চূড়া বান্ধে ময়ূর পাখা দিয়া।
বান্ধিল মোহন চূড়া বামে হেলাইয়া ॥
অলকা তিলকা দিল করিয়া উজ্জ্বল।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল নয়ানে কাজল ॥
নেপুর পরায়ে দিল যুগল রাঙ্গা পায়।
কটিতে কিঙ্কিনী দিল পীতাম্বর গায় ॥
করেতে তুলিয়া দিল পাঁচনি[৩] আর বাঁশি।
বাছুর বান্ধিতে দিল একগাছি রশি ॥
সুবর্ণের খাড়ু দিল কৃষ্ণের দুই করে।
তার বাজু বান্ধি দিল বাহুর উপরে ॥
গলায় বান্ধিয়া দিল সুবর্ণের পাটা।
সোনায় বান্ধা বাঘের নউখ[৪] কড়ি কাঁচ কাটা ॥
সাজাইয়া গোছাইয়া রাণী গোপাল লইল কোলে।
অজ ঝরে ঝুরিছে রাণী নয়ানের জলে ॥
গোপালের বাম হস্তের কাণি আঙ্গুল খানি।
দশনে দংশন তবে কইরল নন্দরাণী ॥
মায়ে দংশন করি দিলে অন্যে না দংশয়।
এতেকে দংশিল রাণী আপন পোলায় ॥

১। ধড়া—বৃন্দাবনের ঐদিকে প্রচলিত বালকের পরিধেয় ল্যাঙ্গোটের মত ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড, ধটী। ২। গুঞ্জা—কুঁচ ফল। ৩। পাচনি—গরু তাড়াইবার ক্ষুদ্র লাঠি। ৪। বাঘের নউথ—বাঘের নথর (ইহা সঙ্গে থাকিলে অপদেবতার ভয় থাকে না।)

ধড়ার অঞ্চলে বান্ধি ক্ষীর সর ননী।
কাননে খাইবে বলি দিল নন্দরাণী ॥
বাম পদের ধূলা দিল গোপালের শিরে।
থুথু শিরে দিয়া কত রক্ষা মন্ত্র পড়ে ॥
হেন কালে সাজি আইল রাখাল সগলে।
সুবলা বলে, গোপালরে গোষ্ঠে দেও মা, সকালে ॥

(৫)

গোষ্ঠে বিদায় ঃ—

আমার গোপালরে না নিও দূর বনে—
রে রাখাল, আমার যাদুরে না নিও দূর বনে।—ধুয়া

'নিকটে থাকিয়া সবে চরাইও ধেনু।
ঘরে থাকি আমি যেন শুনি যাদুর বেনু ॥
সঙ্গে সঙ্গে থাইক্য তুমি বাছা হলধর।
তোমা সবে ছাড়ি যেন না যায় স্থানান্তর ॥
দুধের ছাওয়াল মোর কিছু নাহি বুঝে।
আসন যাওন[১] কালে তারে সবে রাইখ্যো মাঝে ॥
দুরন্ত কংসের চর ফিরে বনে বনে।
না জানি কি সর্বনাশ ঘটায় কোন বা দিনে ॥†
সাত নাই পাঁচ নাই রে, আমার একমাত্র কানু।
তোমরা তারে নিয়া যাইছ চরাইতে ধেনু ॥

১। আসন যাওন = আসা যাওয়া।

পাঠান্তর ঃ— † সর্বনাশ জানিবা ঘটায় কোন দিনে

দণ্ডে দণ্ডে ক্ষেণে ক্ষেণে * খিদা লাগে তার।
ক্ষীর সর ননী বিনে না করে আহার॥
ধর বাপু হলধর, এই নেও ননী।
খিদায় যেন কষ্ট না পায় তোমার ভাই নীলমণি॥†
দারুণ ভানুর তাপে গোপাল নাহি যেন ঘামে।
শীতল বটের তলে রাখিও আরামে॥
চঞ্চল বাছুরির পাছে নাহি যেন ধায়।
দেখিও কুশের কাঁটা যেন নাহি ফুটে পায়॥
দুষ্ট গরু যে সকল যারে তারে মারে।
সাবধান কানু যেন না যায় তার ধারে॥
হাঁটিতে না পারে যদি কোলে তুইল্যা লইও।
করিলে অন্যায় কিছু দোষ ক্ষমা কইরো॥
খেলিবার কালে কেহ না করিও দ্বন্দ্ব।
বাড়ি আসি বরঞ্চ আমারে কইও মন্দ॥
দুঃখিনীর ধন আমার কানু গুণনিধি।
কত না ভাগ্যের বলে মিলাইল বিধি॥
গোকুলে ধেনুর পাল হইয়াছে কাল।
কে দেয় গোষ্ঠেতে হেন দুধের ছাওয়াল॥
আমার মনের দুঃখ কহিবাম্[২] কারে।
এই পুত্র পাইয়াছি শিব-দুর্গার বরে॥
বনে দিতে মনে কয় আমি যাই মরি।
আ-নইলে[৩] মরিয়া যাউক নন্দের বাছুরি॥

২। কহিবাম্=কহিব। ৩। আ-নইলে=তাহা না হইলে।

পাঠান্তর :— * '—তিলে তিলে—'।
† ক্ষুধায় যেন কষ্ট নাহি পায় নীলমণি

যত দুঃখের গোপাল আমার রোহিনী তা জানে।
তোমরা দুধের শিশু জানিবা কেমনে ॥
সকালে আসিও বাপ, গোপালেরে লইয়া।'
সুলা বলে, পন্থপানে আমি রইবাম্ চাইয়া ॥

(৬)

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহার ঃ

গোষ্ঠে যায় রে নন্দের কানু বেণু বাজাইয়া।
বেণুর সুরে মন উতলা ঘরেতে থাকিয়া রে— ॥—ধুয়া

গোষ্ঠে যায় রে নন্দদুলাল লয়্যা ধেনুর পাল।
হৈ হৈ করি চলে সঙ্গে যত রাখুয়াল ॥
আগে চলে হলধর শিঙ্গা বাজাইয়া।
শ্রীদাম সুদাম চলে নাচিয়া নাচিয়া ॥
আগে পাছে সখাগণ চলে সারি সারি।
শুনিয়া কৃষ্ণের সেই মোহন মুরলী ॥
তারে দেখি ব্রজমাই করে উলুধ্বনি।*
আনন্দে গোষ্ঠে যায় গোপাল গুণমণি ॥

গোষ্ঠে আসিয়া গোপাল চাইরদিগে চায়।+
যমুনার তীরে বিরিক্ষ দেখিবারে পায় ॥+
লীলায় চলিয়া গেল যমুনার কোলে।
বসিল সকলে কেলিকদম্বের তলে ॥
খেলিছে বিবিধ খেলন যত রাখুয়াল।
না জিতিলেও সবে বলে, জিতেছে গোপাল ॥

পাঠান্তর :—* ব্রজমাইয়া সবে উলু উলু ধ্বনি।

দুই চাইর বালক বলে, ‘নয় নয় নয়।
এইবার গোপালের হইছে পরাজয় ॥’
কেহ বলে রাগ করি, ‘শুন রে শ্রীদাম।
গোপালের সঙ্গে আমরা আর না খেইলবাম্ ॥
না জিতিলেও সবে বলে জিতেছে গোপাল।
কেনে বা গোষ্ঠেতে তার এত ঠাকুরাল[১] ॥’

হেনমতে নানা খেলা খেলে রাখুয়াল।
একদিন কালিদহের তীরে আইল ধেনুর পাল ॥
কালিদহে কাল নাগ সদা করে বাস।
পর্বত পুড়িয়া যায় লাগিলে তার শ্বাস ॥
তাহার বিষের তেজে বিষময় জল।
সবে জানে কালিদহের জলেতে গরল ॥
কালিদহের উপর দিয়া পক্ষী উইড়া গেলে।
বিষের তেজে ঢইল্যা পড়ে সেই না বিষের জলে ॥

তৃষ্ণায় কাতর হয়্যা ধেনু বৎসগণ।
কালিদহের জল খাইয়্যা তেজিল জীবন ॥
খেলা ভাঙ্গি রাখুয়াল আইল ধেনু অন্বেষণে।
কানুরে লইয়া সবে ফিরে বনে বনে ॥
বনে না পাইয়া ধেনু ভাবিত হইল।+
বন গোষ্ঠ ছাইড়া ধেনু কোন বা দেশে গেল ॥+
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল কালিদহের কূলে।
দেখে সব ধেনু-বৎস পড়িয়াছে ঢইলে ॥

১। ঠাকুরাল = প্রাধান্য।

অন্তর্যামী ভগবান অন্তরে জানিল।
কালিদহের জল খাইয়া ধেনু-বৎস মইল[২] ॥
এত ভাবি ভগবান কদম্ব গাছে ত উঠিল।
কালিদহের জলে তার ছায়া যে পড়িল ॥
ছায়া দেখি দূর হইতে পাইয়া অতি রাগ[৩]।
দংশিবারে ধাইয়া আইল দুষ্ট কালিনাগ ॥
কালিনাগ আইছে দেখি কৃষ্ণ খেলার ছলে। †
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন সেই না কালিদহের জলে ॥
কালিনাগের মস্তকে চড়ি কৃষ্ণ জলধর।
নৃত্য করেন মহানন্দে হরিষ অন্তর ॥
কত জন্মের পুণ্যফল কালির জানি[৪] ছিল।
ব্রহ্মাদির আরাধ্য পদ অনায়াসে পাইল ॥

কালিনাগের ফনাতে চড়ি নাচে কালাচান্।
সংবাদ পৌঁছিল কালির পত্নী বিদ্যমান ॥
সংবাদ পাইয়া তবে নাগপত্নীগণ।
ধাইয়া আইল সবে পতির সদন ॥
স্বামীর মস্তকে নাচে ভবারাধ্য ধন।
দেখি নাগপত্নীগণ বন্দিল চরণ ॥
যোড় হাতে স্তব করে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
দেখিছে কৃষ্ণের রূপ নয়ন ভরিয়া ॥
ফণি শিরে নীলমণি খেলে কত খেলা।
আনন্দে মোহিত হইল যত নাগবালা ॥

২। মইল=মরিল। ৩। রাগ=ক্রোধ। ৪। জানি=যেন

পাঠান্তর :—† '—কুতুহলে।

নাগের আলয়ে হইল দিব্য গোলকধাম।
তীরে বসি কৃষ্ণশোকে কান্দে বলরাম ॥

কান্দেরে রাখালগণ বলিয়া কানাই।
'কই থইয়া[৫] গেলে তর শ্রীদাম সুদাম ভাই ॥—ধুয়া

'কই গেলা কানাই ভাই শীঘ্র দেরে দেখা।
তর মায়ের কেউ নাই তুই বিনে একা ॥'
শ্রীদাম সুদাম কাইন্দ্যা ভূমে যায় গড়ি।
সুবল সখায় কান্দে 'কোথা গেলা হরি ॥
কালিদহের বিষজলে ঝাঁপ দিলা কেনে।
তোরে ছাড়ি আমরা কি বাঁচিবাম্ পরাণে ॥'
শ্রীদাম কহিছে, 'আর সহে না সন্তাপ।
সবে মিলি আইস দেই বিষজলে ঝাঁপ ॥
কেমনে এ পোড়ামুখ দেখাইব যাইয়া।
পথপানে চাহি আছে নন্দরাণী মাইয়া ॥
কিবা ধন লয়্যা যাইব নন্দরাণীর ঠাঁই।
এক কৃষ্ণ বিনা মায়ের অন্য লক্ষ্য নাই ॥
যখনে, শুনিব ইহা নন্দরাণী মাতা।
তেজিব পরাণ ভাঙ্গি পাষাণেতে মাথা ॥
যত সব আছে এই গোকুলে গোয়াল।
সগলি পাগল হইব বলিয়া[৬] গোপাল ॥'
'শীঘ্র আইস ভাই কানাই', ডাকে কোনো জন।
কেহ বলে, 'কেনে আছে এখনও জীবন ॥'

৫। কই থইয়া = কোথায় থুইয়া।
৬। বলিয়া = জন্য।

সুলা বলে, না কান্দিও শ্রীদাম সুদাম ভাই।
এখনি আইব ফিরি ব্রজের কানাই ॥*

হেন মতে রাখুয়ালগণ করে হায় হায়।
জল হইতে তখনি উঠিল শ্যাম রায় ॥
কৃষ্ণরে দেখিয়া তখন যত সখাগণ।
মরণশরীরে যেন পাইল জীবন ॥
দূরে গেল শোকতাপ আনন্দিত মন।
একে একে সগলে করিল আলিঙ্গন ॥
তবে কৃষ্ণ এক অঞ্জলি জল হাতে লইয়া।
মৃত গোধনের গায়ে দিল ছিটাইয়া ॥
জলের ছিটা পাইয়ারে সগল পূর্বমতন হইল
বৎস সহ ধেনু সব উঠি খাড়াইল ॥**
আনন্দে রাখাল সব ভাই কানাইর সঙ্গে §।
বনে পরবেশিল খেলা আরম্ভিল রঙ্গে ॥
সুলা বলে, এইবার খেলিবাম্ আমি।
চরণের দাসী কইরা রাইখ্য কৃষ্ণ স্বামী ॥†

(৭)

ফিরা গোষ্ঠ :—

ফিইর‍্যা চলে রে ব্রজের রাখুয়াল।
হৈ হৈ করি চলে লয়ে ধেনুর পাল ॥—ধুয়া

পাঠান্তর :—* এখনি উঠিবেন তীরে নবঘন শ্যাম।
** বৎস সহ উঠিলেক গা ঝাড়া দিয়া ॥
§ ‘=ধেনু বৎস সঙ্গে।
† চরণের দাসী হইয়া কৃষ্ণ করি স্বামী।

বেলা অবসান হইল দেখিয়া বলাই।
বলে, 'এখন গৃহে চল ভাই রে কানাই ॥'
এত বলি বলরাম শিঙ্গায় ফুক্ দিল।
বৎস সহ ধেনু সব এক ঠাঁই হইল ॥
শ্যামলী ধবলী আইল হাম্বা হাম্বা করি।
উচ্চ পুচ্ছ করি নাচে যতেক বাছুরি ॥
আগে চলে হলধর শিঙ্গা বাজাইয়া।
তার পাছে ধেনু সব যায় ধাইয়া ধাইয়া ॥
তার পাছে চলিয়াছে আনন্দেতে কানু।
নাচিয়া নাচিয়া চলে বাজাইয়া বেণু ॥
তার পাছে চলে যত রাখালের দল।
আবা আবা হৈ হৈ করি কোলাহল ॥

যশোদা রোহিণী আদি যত ব্রজমাই।
আগু বাড়ি দাঁড়াইল ধান্য দুর্বা লই ॥
উলু উলু ধ্বনি করে ব্রজমাইগণ।
ব্রজের গোয়াল সবে বাজায় বাজন ॥
আগু বাড়ি আইল কৃষ্ণ লয়্যা ধেনুপাল।
নন্দরাণী কোলে তুইল্যা লইল গোপাল ॥
অঞ্চলে মুছায়্যা তার চান্দ-মুখখান।
লক্ষ চুম্বা দিয়া কইরল আশীর্বাদ কল্যাণ ॥
যার যার ঘরে গেল যত রাখুয়াল।
যশোমতী ঘরে লইল আপন গোপাল ॥
মধুময় কৃষ্ণলীলা কি তার তুলনা।
তাহে ডুব মন মোর কহে সুলক্ষণা ॥

(৮)

গোপীগৃহে ননী চুরি ঃ

শ্রীরাধার মনচোর চুরি করে ননী
খায় রাধারসে ভোর।—ধুয়া

শ্রীরাধিকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে।
ননী চুরি করে কৃষ্ণ আয়ান ঘোষের ঘরে॥
নিত্য নিত্য কমলিনী জল আনিতে যায়।
গোপনে লইয়া ননী কৃষ্ণরে খাওয়ায়॥
আর দিন কুটিলায় জানিয়া সে সব।
রাধিকারে গালি দেয় বড়ো অসম্ভব॥
সেই হইতে ননী দিতে পারে না কৃষ্ণরে।
মনোদুঃখে শ্রীরাধিকা দিবানিশি ঝুরে॥
লুকাইয়া রাখে ননী আয়ান ঘোষের মায়।
বউয়ে পাছে চুরি কইর‍্যা কৃষ্ণরে খাওয়ায়॥
চাঙ্গের উপরে রাখে ছিকা টাঙ্গাইয়া।
অন্তরে জানিল সব নন্দের কালিয়া॥
আর দিন শ্রীরাধারে কহিলেন হরি।
'তব বাঞ্ছা পুরাইতে ননী কইরব চুরি॥
কেনে তুমি মনে এত দুঃখ কর রাই।
ঘুচাব তোমার দুঃখ আমি ননী খাই॥'

এত বলি শ্রীরাধিকারে শান্ত করি হরি।
নিত্য নিত্য জটিলার ঘরে করে চুরি॥

ভাণ্ড ভাইঙ্গ্যা ছিকা ছিঁইড়া খায় ননী সর।
ধইরতে না পারে জটিলা এমন পাকা চোর ॥*
আর দিন দেখে কৃষ্ণ ননী খায়্যা যায়।
ধইরতে না পাইর্যা বুড়ী করে হায় হায় ॥
সইতে না পারে আর কৃষ্ণের উৎপাত।
নিজের মাথায় করে দুঃখে করাঘাত ॥§
আঙ্গুল ফুটায়্যা কয়, 'সর্বনাইশ্যা মর্।
কনো কালে ভালা আর না হইব তর ॥
অল্প আয়ু হউক তর মোরে দিয়া দুখ্।
ধইরতে যদি পারি তরে চিবিয়্যা[১] দিবাম মুখ ॥"
জ্বইল্যা পুইড়্যা মরে ঘরে জটিলা কুটিলা।
দরমের[২] আড়ালে হাসে বৃষভানুর বালা ॥

আর দিন নড়ি হাতে সে জটিলা বুড়ী।
কাঁপিতে কাঁপিতে গেল নন্দঘোষের বাড়ী ॥
যশোদার ঠাঁই কয় দিয়া ওলাহন।[৩]
'শুন শুন যশোদা গো, তোমার পুতের গুণ ॥+
প্রতিদিন ঘরে গিয়া তোমার গোপাল।
তঞ্চলঞ্চ[৪] করে যত ঘরের মালামাল ॥
গৃহকর্মে থাকি মোরা আন্‌মনা হইয়া।
ভাণ্ড ভাঙ্গে ছিকা ছিঁড়ে তোমার পুত গিয়া ॥

১। চিবিয়্যা = থেঁৎলাইয়া। ২। দরমের = দরমা বেড়ার। ৩। ওলাহন = তিরস্কার। ৪। তঞ্চলঞ্চ = তছ্‌নছ্, লণ্ডভণ্ড।

পাঠান্তর — * জটিলা কুটিলা চোর ধরিতে পারে না ॥
§ দুঃখে করে করাঘাত নিজের মাথাত ॥

বউকে লয়্যা ঘাটে যাই দুয়ারে দিয়া বাঁধ ।
কেম্‌নে জানি ঘরে সামায়[৫] তোমার কালাচাঁদ ॥
ধইরতে নারি এমন চালাক থাকে লুকাইয়া ॥
সর্বনাশ করে আমার খালি ঘর পাইয়া ॥
দৈবে যদি দেখি তারে ননী খায়্যা যায় ।
গালি দিলে ঘাড় বেঁকায়্যা আমারে ভ্যাঙ্গায় ॥*
কত মতে কালামুখো আমারে জ্বালায় ।
হাত নাচায়্যা ননীর দলা আমারে দেখায় ॥
কালীর বরে কনো দিন যদি ধইরতে পারি ।
মুচ্‌ড়ায়্যা হাত ভাইঙ্গ্যা দিবাম্‌ সাবধান করি ॥†
এমন দুর্জন পুত্র‡ জন্মিল তর পেটে ।
না লয় ঘর না লয় বাড়ী থাকে পথে ঘাটে ॥
পরের ঘরে চুরি করে ছি ছি লাজে মরি ।
এমন পোলা পেটে ধরে কোন অভাগ্যা নারী ॥
আরও কয়দিন কইছি তর গোপাল চুরি করে ।
আইজও আবার কইয়া যাই দুই হাত জুড়ে ॥
আর কনো দিন যায় না যেন মানা কইর তারে ।
ননী সর দই ক্ষীর নাই কি তোমার ঘরে ॥
বারে বারে কইছি আমি সহ্য কত করি ।
আর কনো দিন যাইলে তার হাতে দিবান্‌ দড়ি

৫ । সামায় = সান্ধায়, প্রবেশ করে ।

পাঠান্তর :—* গালি দিলে ঘাড় বাঁকাইয়া হাসিমুখে চায় ।
† দুই হাতে মুচড়াইয়া ঘাড় ভাঙ্গিব ভাল করে
‡ এমন নিলাজ পুলা—'

ভাইগ্যে পাইছ একটা পুত দেবী দুর্গার বর।
পাঁচ সাতটা হইলে ভাইঙ্গত গোকুল নগর॥
রাঙ্গা ঠোট বরণ কালা কোন বা ঢকের[৬] পুত।
সদাই থাকে কদম গাছে আমলি[৭] গাইছ্যা ভূত॥
তিনের মধ্যে এক গুণ তাও কেবল চুরি।
গোপের বংশে খোঁটা হইল ছি ছি লাজে মরি॥'
জটিলাকে জোড় হাতে জানাইছে সুনা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বাঞ্ছা করে এই চোরের চরণ ধূলা॥

(৯)

মা যশোদার পুত্র শাসন :—

শুনিয়া জটিলার মুখে কটু কর্কশ বাণী।
অন্তরেতে দুঃখ বড়ো পাইল নন্দরাণী॥ } *
ক্রোধে রাণী নড়ি হাতে ধাইয়া চলিল।
দেখিয়া মায়ের ক্রোধ গোপাল পলাইয়া গেল॥
গোপালরে ধরিতে রাণী পাছে পাছে ধায়।
ধরি ধরি কইর‍্যা গোপালেরে ধইরতে না পায়॥
কে তারে ধরিতে পারে যদি সে ধরা নাহি দিলে
যশোদা পাইয়াছে কোলে কোটি পুণ্য ফলে॥
কে বুঝে কৃষ্ণের লীলা ভক্তজন বিনে।
অন্ধে কি বুঝিতে পারে কি গুণ দর্শনে॥

৬। ঢকের=গঠনের, রূপের। ৭। আমলি=তেঁতুল।

পাঠান্তর :—* { শুনিয়া জটিলায় গালি কটু কর্কশ রাও।
আগুন জ্বালাইয়া দিল নন্দরাণীর গাও॥

যার নামে শমন পলায় দুঃখ যায় দূরে।
সে পুত্র পলায় আইজ গোয়ালিনীর ডরে ॥
কি লীলা করিলা হরি মধুর বৃন্দবনে।
কি তপস্যা কইর্যাছিল ব্রজের গোপিগণে ॥
পুত্র রূপে শাসন করে ভবারাধ্য ধন ।*
গোপালে দেখিলে নারীর আপনে ঝরে স্তন ॥

এমন বাৎসল্যের ধনে আইজ রাণী কয়।
'আইজ তরে বান্ধিবাম্ কইছি নিশ্চয় ॥
পরের ঘরে করিস চুরি লোকে বলে মন্দ।
জটিলার কথায় আমার ঘুইচ্যা গেছে সন্দ[1] ॥ +
আমাকেই বা কি বলিবে তর বাপে শুইনে।ণ
এমন বাপের পোলা হয়্যা চোর হইলি গুণে ॥ +
ক্ষীর সর ননীর কি ঘরে আছে অভাব।
এত থাইকতে হইল তর চুরি করা স্বভাব ।।§
যেখানে পাই তরে আইজ নিশ্চয় ধরিব।
হাতে পায়ে দড়ি দিয়া বান্ধিয়া রাখিব ॥'

এত বলি নন্দরাণী পাছে পাছে ধায়।
অতি শ্রমে মায়ের অঙ্গে ঘর্ম বহি যায় ॥
দেখিয়া মায়ের কষ্ট দয়াল চূড়ামণি।
মনে চিন্তে বড় দুঃখ পাইল জননী ॥

১। সন্দ — সন্দেহ।

পাঠান্তর :— * পুত্ররূপে পালন করে ভবারাধ্য ধন ॥
ণ আমাকেই বা কি বলিবে যদি নন্দ শুনে ॥
§ এত থাইয়াও গোপাল তোর এমন স্বভাব ॥

'আর না পলাইবাম্ আমি মাওরে দুঃখ দিয়া। +
বান্ধিতে চাহিছে মাও রাখুক বান্ধিয়া ॥' +
এই ভাবি দাঁড়াইল* দয়ার ঠাকুর।
পড়িল মায়ের পদে ধরা পইড়ল চোর ॥
ধরিয়া আনিয়া রাণী দড়ি লইল হাতে।
গোপালের দুই হাত বান্ধে ভালামতে ॥
শক্ত করি বান্ধিতেও প্রাণে কষ্ট পায়।
তবু শক্ত করি বান্ধে জটিলার কথার জ্বালায় ॥†
কান্দি কান্দি কয় হরি নন্দরাণীর ঠাঁই।§
'দিব্য করি আর যদি চুরি কইর‍্যা খাই ॥
না বাইন্ধ না বাইন্ধ মাও গো
ধরি তোমার পায়।
পাইব বড়োই দুঃখ বন্ধনের জ্বালায় ॥'

ক্রোধে রাণী নাহি শুনে গোপাল যা বলে।
পলাইব বলি মায় বান্ধি থুইল উদুখলে ॥
সুলা বলে, পায়ে পড়ি যশোমতি মাও।
অবোধ বালক পুত্রের বন্ধন খুইল্যা দেও ॥‡

ওগো ছাইড়্যা দে মা নন্দরাণী,
তর গোপালের বন্ধন।—ধুয়া
কান্দিয়া ঝুরিছে দেখো
তর আইঞ্চলের ধন ॥ +

পাঠান্তর :—* দেখিয়া মায়ের দুঃখ—,।
† তবু শক্ত করি বান্ধে প্রাণের জ্বালায় ॥
§ মায়া করি বলেন হরি নন্দরাণীর ঠাঁই ॥
‡ বন্ধন খুলিয়া দেও মোর মাথা খাও।

কৃষ্ণেরে বাইন্ধ্যাছে মাও রাখালগণ শুনিয়া।+
ঘর ছাড়ি আইল সব আপন মায়ের কোল ছাড়িয়া।
দৌড়াদৌড়ি আইসা দেখে কৃষ্ণের বন্ধন। } *
কৃষ্ণরে ঘিরিয়া সবে জুড়িল ক্রন্দন॥
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবল বসুদাম।
শিঙ্গা হাতে ধাইয়া আইল বলরাম॥
আসিয়া দেখিল কৃষ্ণ বান্ধা উদুখলে।
দেখিয়া ভাইয়ের দশা ভাসে নয়ান জলে॥
নন্দরাণীর পদে পড়ি সকল রাখাল।
বলে, 'মা-গো গোপালেরে ছাইড়্যা দে সকাল'॥
মায়া করি কান্দে কৃষ্ণ বন্ধন জ্বালায়।
দেখিয়া রাখাল সবে করে হায় হায়॥
কনো রাখুয়াল বলে, 'চাইয়া দেখো রাণী।
দুই চৌক্ষে গোপালের ঝরিতেছে পানি॥
পাষাণ গইলা যায় দেইখ্যা কৃষ্ণের চান্দমুখ। } ‡
কি দিয়া বান্ধিলা মাও গো আইজ তোমার বুক॥
কনো রাখাল ক্রোধ করি বলে যশোদায়।
'এমন কইর‍্যা বান্ধে বল, কোন রাখালের মায়॥'§
কেহ বলে, 'ছাইড়া দে মা, আর কইরব না চুরি।
আমরা সকলে ইহা কইছি দিব্য করি॥'

পাঠান্তরঃ—* { শুনিয় রাখাল সবে কৃষ্ণের বন্ধন।
দৌড়া দৌড়ি আসি সবে জুড়িল ক্রন্দন॥ }

‡ { পাষাণ মিলায়ে যায় দেখি চান্দমুখ।
কি দিয়া বান্ধিছ রাণী আইজ তোমার বুক॥ }

§ এমন করিয়া বান্ধে কার মায়॥

কেহ বলে, 'শীঘ্র করি ছাড়িয়া গোপালে।
আমারে বান্ধিয়া রাখো তাহার বদলে॥'
কেহ বলে, 'গোপালরে না দিলে ছাড়িয়া।
মরিব আমরা সবে জলে ঝাঁপ দিয়া॥'
কেহ বলে, 'আমরা আর না খাইব ননী।
আমাদের ননী খাইবে তোমার নীলমণি॥'
বলাই কহিছে কান্দি ধূলায় লুটাইয়া।†
'সকালে গোপালরে রাণী, দেও ত ছাড়িয়া॥
তুমি যদি বাইন্ধ্যা রাখো ভাই কানাইরে ঘরে।
না যাইব গোষ্ঠে ধেনু বাছুরি যাইব মইরে॥ } *
গোষ্ঠের বিপদে মাও গো,
কে বাঁচাইব পরাণে।+
আর ত কেহ নাই আমাদের এক কৃষ্ণ বিনে॥ +
গোষ্ঠে না যাইবাম আমরা কৃষ্ণরে ছাড়িয়া।+
বন্ধন খুইল্যা দেও মা ভাইয়ের দোষ ক্ষমা করিয়া॥'+
এইমতে কান্দে রাখুয়াল কত শত জন। §
কত জনে ধরে যাই নন্দরাণীর চরণ॥

দেখিয়া শুনিয়া তবে রাখালের দুখ্।
বাৎসল্যে ভইর‍্যা উইঠ্‌ল নন্দরাণীর বুক॥
দূরে গেল ক্রোধ রাণীর শান্ত হইল মন।
তখনি খুলিয়া দিল পুত্রের বন্ধন॥

পাঠান্তর :— † বলাই কহিছে তখন শিঙ্গা ফুকারিয়া
* { নতুবা লাঙ্গল লই বিনাশিব সৃষ্টি।
এত কহি হলধর করে কোপ দৃষ্টি॥ }
§ মাটিতে লুটাইয়া কান্দে কত শতজন।

* * * *

লক্ষ চুম্বন দিয়া রাণী গোপাল কোলে লয়।
মুছাইয়া চৌক্ষের জল কত কথা কয়॥
ধূলা ঝাড়ি কোলে লইল গোপালরে রাণী।
আনন্দে রাখুয়াল দল করে আবা আবা ধ্বনি
বুকে মুখে চৌখের জল তায় ফুটিল হাসি।
শিশিরেতে ভিজা যেমন ফুল রাশি রাশি॥
'দেখি দেখি', করি যত রাখাল প্রত্যেকে।
পুনঃ পুনঃ গোপালের হাতখানি দেখে॥
বন্ধনের দাগ দেখি কেহ বলে উঃ।
জ্বালা জুড়াইব বলি কেহ দেয় ফুঁ॥

— দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত পালায় নিম্নোদ্ধৃত চারিটি ছত্র এবং পাদটীকায় নিম্নরূপ বিবৃতি আছে।—

'বন্ধন মোচন কথা শুনে যেই জন।
তাহার না থাকে কভু ভবের বন্ধন॥
যোড়হাতে জানাই আমি কর্মকর্তার পায়।
এ হেন সময়ে তবে গাইনে কাপড় পায়॥

'গোপিনী কীর্তনে গোপাল-বন্ধনের সময় গাইনেরা সভাসমক্ষে এক সুন্দর ব্রজভাবের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। গাইন অর্থাৎ কীর্তনগায়িকা একটি বালককে গোপাল সাজাইয়া কোলে করিয়া বসেন। গোপালের হাতে বস্ত্রদ্বারা বন্ধন দেওয়া হয়। বাটীস্থ স্ত্রীলোকেরা গোপালের বন্ধন মোচন করিতে আসেন, এবং গোপালকে গাইনের কোল হইতে ছাড়াইয়া লইতে চাহেন। গাইন ভালরকম একখানা নূতন কাপড় না পাইলে গোপালকে ছাড়িয়া দেন না।'

আমার মনে হয় উপরোক্ত চারিটি ছত্র পালার কবি সুলোচনার রচনা নহে, উহা অপর কোনো গায়েনের রচনা।—সম্পাদক।

কৃষ্ণের বন্ধন মুক্তি শুনে যেই জন।
ভবের বন্ধন তার নাই কনো দিন॥
আনন্দে পূর্ণিত হইল নন্দের ভবন।
সুলা বলে কৃষ্ণ লীলায় যেন মজে মোর মন॥

(১০)

নৌকা বিলাস ঃ—

পার কর হে, ওহে নূতন নাইয়া।
মোদের বেচা কেনার সময় গেল বইয়া॥—ধুয়া।+

কৃষ্ণলীলা সিন্ধু তার কূল কিনারা নাই।
খেয়ানীর[১] বেশে একদিন সাজিল কানাই॥
ভাঙ্গা নৌকা রাঙ্গা বৈঠা নায়ের পিছে বসি।
কত লীলা-খেলা করে কৃষ্ণ কালোশশী॥
গাঙ্গের মাঝে নৌকা বাইয়া করে আনাগনা।
কে বুঝিতে পারে তার মনে কি বাসনা॥
গোপীকার সঙ্গে খেলা করিবে বলিয়া।
পারঘাটের মাঝি হইল শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গিয়া॥

হেনকালে ঘাটে আইল বৃষভানুর ঝি।
আইসা দেখে খেয়া নায়ে শ্যাম-নাগর মাঝি॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে রাই কমলিনী।
হাসিতে লাগিল দেখি নূতন খেয়ানী॥

১। খেয়ানী=খেওয়া ঘাটে খেওয়া নৌকার মাঝি।

বিশাখা ডাকিয়া বলে, 'ওহে নতুন নাইয়া।
মথুরাতে যাব শীঘ্র দেও পার কইর‍্যা॥
পার কর পার কর হে নাইয়া,
তুমি তীরে ভিড়াও তরী।
আমাদের সঙ্গে রইছে
দেখো রাধিকা সুন্দরী॥'

নাইয়ার বেশে নৌকায় রইছে।
ব্রজের কালো শশী।
রূপ দেখিয়া শ্রীরাধিকার
মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি॥
ঘুমটা খুলি বারে বারে
রূপ দেখিবারে চায়।
বৈঠা হাতে শ্যাম নাগররে
আইজ কেমন দেখা যায়॥

ললিতা বলে, 'শুন নাইয়া, যাব দধি বেচিবারে।
শীঘ্র করি পার কর তুমি আমা সবাকারে॥
দধির পসরা মাথে মোদের রোইদে পুড়ে তনু।
আর কতকাল দাঁড়াইয়া রইব মাথায় উইঠ্‌ল ভানু॥'

নাইয়া বলে, 'ভাঙ্গা নৌকায় কেম্‌নে করি পার।
শুনিয়াছি গোয়ালনীরা গায়ে বড়ো ভার॥
আরও ভারী হইয়াছে দধির পসারে।
আরও ভারী করিয়াছে যুগ্ম পয়োধরে॥
দৈবে আমার ভাঙ্গা নৌকা ভাইঙ্গ্যা যদি যায়।
কেমনে ভরিব পেট কি হইব উপায়॥'

সখিগণ বলে, 'তুমি বড়োই নিলাজ।
কেনে তুমি কইরতে আইলা খেয়ানীর কাজ ॥
আসা যাওয়া কইরব লোকে কেম্‌নে হইব পার।
ভাঙ্গা নৌকা লয়্যা কেনে হইলা কর্ণধার ॥'

কৃষ্ণ কয়, 'মর্মকথা জানো না ত তুমি।
এক এক জন লোক লই পার করি আমি ॥
পার হওনের ইচ্ছা যদি থাকে তোমরার[২]।
পিছে যেই আছে তারে আগে করি পার ॥'*

সখী বলে, 'শুন নাইয়া কই তোমার ঠাঁই। +
পিছে যেই আছে তারে একলা দিব নাই ॥ +
আমরা হইলাম সবে কুলের যুবতী।
একলা গেলে তোমার নায় কেম্‌নে রইব জাতি ॥
নবীন নাইয়া তোমার চোখে কুটিল হাসি। +
হাতে দেখি রইছে তোমার সোনায় বান্ধা বাঁশি ॥ +
ঘাট পার কইরা খেয়ানী পায় একটা কড়ি। +
খেয়ানীর হাতে সোনার বাঁশি কেম্‌নে বিশ্বাস করি ॥ +
নব নারী হইব আমরা একসাথে পার।
তীরেতে ভিড়াও তরী শুন কর্ণধার ॥'

এই কথা শুনি কয় নাগর কানাই।†
'তোমাদের ইচ্ছাতে অনিচ্ছা আমার নাই ॥

২। তোমরার—তোমাদের।

পাঠান্তর :—* আগে আনো শ্রীরাধারে করে দিই পার।
† এই কথা কহি আমি তোমাদের ঠাঁই।

পাছের কথা আগে কিছু কইয়া রাইখতে চাই।
নৌকা যদি ডুবে তবে আমার দোষ নাই॥
একে ত ভরা গাঙ্গ ঢেউয়ে মারে বাড়ি। +
দক্ষিণালী হাওয়া বইয়া মন হইল ভারী॥ +
এমন কালে তোমরা যদি পার হইতে চাও।
তোমরা মরিবা প্রাণে আমার ডুবব নাও॥
আমি যাহা বলি তাহা শুন সখিগণ। +
পার করি দিবাম্ আমি আইস এক এক জন॥' +

সখী বলে, 'তরী ডুবলে অখ্যাতি তোমার।
ডুবিল তরণী থাইকতে তরীর কর্ণধার॥
ভাঙ্গা নায়ে বোঝাই লয় মাঝি বলি তারে।
নূতন নায়ে বোঝাই লইতে সকলেই পারে॥
ভাঙ্গা নাও বাইছ দেখি মাথায় সোনার চূড়া। +
চূড়া বেচি যায় না কি নূতন নাও গড়া॥' +

মাঝি বলে, 'চূড়া গড়ি দিল মোর মাই। +
সেই চূড়া বেইচ্যা কেমনে নৌকা গড়াই॥ +
আইজ আমি লইব সখী, তোমার গলার হার। +
নয়া নাও গড়ায়্যা আইনা কাইল করবাম পার॥ +
পিছনে যে আছে তারে আইজ পার করি। +
তোমরা অষ্ট জন সখী আইজ যাও ফিরি॥ +
আমার এই ভাঙ্গা তরী কি কইবাম আর। +
একসাথে নব নারীর না সহিব ভার॥' +

'নৌকারে না দিও দোষ ছিঃ ছিঃ লাজে মরি।
বুঝিয়াছি মাঝি তুমি আসলে আনাড়ি॥

খেয়ানীর কাজ তোমার শোভা নাই ত পায়।+
চুরি করি খাও বুঝি পাড়ায় পাড়ায়॥+
যে হউক সে হউক আইজ পার করি দেও।+
আর না আইবাম্ ঘাটে থাইকতে তোমার নাও॥'+

মাঝি বলে, 'কিবা দিবে আগে দেহ দান[৩]।
তার পরে বুইঝা লইব পারের বিধান॥
আমার এই ঘাটে দেখো যেবা পার হয়।+
আগে দান দিয়া পরে নৌকাতে উঠয়॥+
বিনা দানে কেহ নাই ত পার হইতে পারে।
কেবা কি দিবা দান আগে কও মোরে॥'

সখী বলে, 'শুন শুন নবীন কাণ্ডারী।
ফিরিয়া যাইবার কালে দিব পারের কড়ি॥
এখন মোদের সঙ্গে পারের কড়ি নাই।
বেচা-কিনি করি দিব তোমারে বুঝাই॥'+

মাঝি বলে, 'বুঝিয়াছি তোমাদের ফাঁকি।+
ঘাটের দান আমি কভু না রাখিবাম্ বাঁকি॥+
তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই।+
যাহা কিছু সঙ্গে আছে তাহা আমি চাই॥'*
সখী বলে, 'সঙ্গে আছে বেচিবার দই।'
মাঝি বলে, 'স্বপনেও উহা নাই ত চাই॥
এক সের দুধে দিছ সাত সের পানি।+
ভালামতে চিনি আমি ব্রজের গোয়ালিনী॥+

৩। দান=মাশুল।

পাঠান্তর :— * সঙ্গে আছে যা তোমাদের তাহা আমি চাই।

সঙ্গে আছে তোমাদের নয়ালী যইবন।
তাহা যদি দান দেও তুষ্ট মোর মন॥'

সখী বলে, 'কথা কইবা মুখ সামলাইয়া।
দেওয়াব উচিৎ শাস্তি রাজারে কইয়া॥
ছোটো মুখে বড়ো কথা শোভা নাহি পায়।
দেবতার ভোগ কি কাউয়ায়[৪] কভু খায়॥'

কৃষ্ণ কহে, 'গোয়ালিনী, নাহি দেখাও চোট[৫]।
মধ্যে মধ্যে দেবভোগে কাউয়ায় দেয় ঠোট॥
বুঝিলাম তোমাদের মধ্যে কিছু নাই।+
এক কাজ কর তোমরা কহিয়া বুঝাই॥+
অষ্ট সখী যাও তোমরা নায়ে পার হইয়া।+
পিছনের সখী থাইকব ঘাটে জামিন হইয়া॥+
ফিরার কালে আসা যাওয়ার পারের কড়ি দিয়া।+
সখীরে লইয়া যাইও জামিন ছাড়াইয়া॥'+

সখী বলে, 'সাবধান, না বল বেজায়[৬]।
পাটুনীর মুখে কি এ কথা শোভা পায়॥
তুমি এক মাঝি আমরা সখী নব জন।+
কাইড়্যা লইব চূড়া বাঁশি দেখিবা কেমন॥+
তার পরে তোমারে এই পারে ফেলাইয়া।+
আমরা বাইয়া নাও যাইব পার হইয়া॥'+

মাঝি বলে, 'ভালা কথা কইলা গোপিগণ।+
মীমাংসা করিবাম্ কথা আইস করি রণ॥'+

৪। কাউয়া = কাকপাখি। ৫। চোট = তেজ, গর্ব। ৬। বেজায় = অধিক অসঙ্গত।

এই কথা বলি কৃষ্ণ নৌকা ভিড়াইল ।+
দেখিয়া নাগর-চান্দে সবে ভয় পাইল ॥+
হাতজোড় করি বলে, 'শুন নাগর রায় ।+
অবলার সনে রণ শোভা নাহি পায় ॥+
পার করি দেও নদী কই যে তোমারে ।+
যাহা কিছু দিবাম্ মোরা যাইয়া ওপারে ॥'+

এই কথা শুনি নাগর কয় আর বার ।
'বান্ধা দিয়া যাও তবে অঙ্গের অলঙ্কার ॥
অন্য জনে পার করি লয়্যা আনা আনা ।
যুবতী গোয়ালনী পার করিতে লইব কানের সোনা ॥
পিছনে যে আছে তার লইব কাঞ্চুলি ।'+
এই দান দিবা সবে বুঝাইয়া বলি ॥'+

হাসি বলে গোপিগণ, 'শুন নবীন নাইয়া ।
যাহা দিবার দিব পরে আগে দেও পার কইর‍্যা ॥'
তবে কৃষ্ণ নৌকা নিয়া বান্ধিলেক তীরে ।
একে একে গোপিগণ নৌকা মধ্যে চড়ে ॥
কৃষ্ণ কহে, 'সাবধান ধর্মের দোহাই ।
নৌকা যদি ডুবে তবে আমার দোষ নাই ॥
আগার দিকে পসরা রাইখ্যা পিছের দিকে বইও[৭] ।
ভাঙ্গা নৌকায় পানি চুয়ায় সেঁওতে সেঁচিও ॥
পিছনে যে চইড়্ল নায় সে বড়ো ভার আছে ।+
তাহারে বুঝায়্যা কও আইসা বইব হাইলের কাছে ॥+
একে ত মোর ভাঙ্গা নাও তাতে যইবন হইল ভারী ।+
বেবান দরিয়া আমি কেমনে দিবাম্ পাড়ি ॥'+

৭। বইও—বসিও।

এত বলি নৌকা ছাড়ি দিল কর্ণধার।
গোপিকা সকলে দিল মঙ্গল জুকার[৮] ॥

আধা আধি গাঙ্গে গিয়া নায়ে দিল লাছা[৯]।
কাঁপিল গোপিকার গাও ছিঁড়ল হাইলের গোছা[১০] ॥
দক্ষিণালী হাওয়া বইল যমুনা উতাল।+
ঝলকে ঝলকে উঠে নায়ের উপর জল ॥+
তরঙ্গে পড়িয়া তরী হেইলা দুইলা যায়।
ভয় পায়্যা গোপিগণ মাঝির পানে চায় ॥
ললিতা বিশাখা বলে, 'শুন কর্ণধার।
তরী যদি ডুবে তবে কলঙ্ক তোমার ॥'

মাঝি বলে, 'শুন সবে আমার দোষ নাই।+
জাইন্যা শুইন্যা উইঠ্যাছ এখন যা করে গোঁসাই ॥+
তবে যদি ভালা চাও শুন আমার কথা।+
আগা গলুই সুমুখ করি বইস সর্বথা ॥+
দুই চক্ষু মুদি কর ইষ্ট দেবের ধ্যান।+
যাবৎ না পাড়ে ভিড়ি পাও পরিত্রাণ ॥+

কৃষ্ণের কথা শুনি সখী সবে ফিরিয়া বসিল।+
কৃষ্ণের কাছে শ্রীরাধিকা বসিয়া রহিল ॥+
চক্ষু মুদি ধ্যান করে সখিগণ সকল।*
থৈ থৈ করে যত যমুনার জল ॥

৮। জুকার=হুলুধ্বনি। ৯। লাছা=হঠাৎ নৌকার মুখ ঘুরাইয়া ঝাঁকুনি দেওয়া। ১০। গোছা=হাইল বাঁধা দড়ি ও দণ্ড।

পাঠান্তর :— * হাহাকার করে যত গোপিনী সকল

কিছু কিছু করি তরী পাইল কিনারা।
তীরেতে উঠিল রাধা সহ গোপিকারা॥

কৃষ্ণ কহে, 'শুন শুন রাধা-চন্দ্রমুখী।
যাইবার কালে দিও দান নাহি দেও ফাঁকি॥
এই আমি ঘাটের পাড়ে বান্ধিলাম তরী।
আবার করিব পার আইস শীঘ্র করি॥'

সুলা বলে শুন মাঝি, প্রার্থনা আমার।
তুমি যদি কর অন্তে ভবনদী পার॥

(১১)

শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন ঃ

হরি বল রে মন আমার দিন গেল বইয়া।—ধুয়া
বিপাকে পড়িবা অন্তে কৃষ্ণ না ভজিয়া॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা কেবা জানে সীমা।
বেদাগমে নাহি জানে তাহার মহিমা॥
একদিন রাধা সহ কৃষ্ণের মিলন।
হইল নিকুঞ্জ বনে সহ সখিগণ॥
রাধা কহে, 'কৃষ্ণ তুমি জগতের স্বামী।
তোমারে ভজনা করি আমি হইলাম কলঙ্কিনী॥
ঘরে পরে কত জ্বালা প্রাণে কত সয়।
কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী বলি সবে মোরে কয়॥'

শুনিয়া রাধার কথা কৃষ্ণ-গুণধাম।
কহিল, 'শুন প্রিয়ে, আমি সব বুঝিলাম॥

কলঙ্ক ভঞ্জন তোমার করিব সকালে[১] ।'
শুনি হরষিত হইল সখীরা সকলে ॥

* * * *

তারপর একদিন গোষ্ঠ হইতে ফিরি ।
মায়ের কাছে অসুখের ভান করিল শ্রীহরি ॥
কপটে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ভূতলে ।
'কি হইল কি হইল' বলি মায় লইল কোলে ॥
দেখে কৃষ্ণের শ্বাস বন্ধ কণ্ঠাগত প্রাণ ।
মুখেতে ঝড়িছে ফেনা ঊর্ধ্বে দুই নয়ান ॥
সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল শরীরের ঘামে ।
লাগিয়া রহিছে হায় দশনে দশনে ॥
দেখিয়া ত নন্দরাণীর উড়িল পরাণ ।
কান্দিতে লাগিল রাণী ভাবি অকল্যাণ ॥
ব্রজ মাই সবে কান্দে সঙ্গেতে রোহিণী ।
শিরে করাঘাত করি কান্দে নন্দরাণী ॥

কোথায় যাও রে দুঃখিনীর ধন জননীরে ছাড়িয়া ।—ধুয়া
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়িল যেমন ।
যশোদার সঙ্গে কান্দে গোপ-গোপিগণ ॥
আছাড় খাইয়া ভূমে পড়ে রাজা নন্দ ঘোষ ।
উপানন্দ বলে হায় রে কপালের দোষ ॥
ব্রজবাসী সবে কান্দি শিরে হানে কর ।
ভাই কানাই, ভাই কানাই—বলি কান্দে হলধর ॥

১ । সকালে—শীঘ্র, আগামী প্রভাতে ।

— সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই স্থলের কুড়িটি ছত্র এই সম্পাদনার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের শিশু লীলায় পাওয়া যাইবে ।

শ্রীদাম সুদাম কান্দে ভূমে গড়ি দিয়া।
বলে, 'মোদের ছাড়ি কোথায় যাওরে
ভাই কানাইয়া॥
তোমার বিরহে মোদের সব অন্ধকার।
কারে লয়্যা গোষ্ঠে মোরা করিব বিহার॥ } *
বনে বন-ফল তুলি দিবাম্ কার বা মুখে।
বন ফুলের মালা গান্থি দোলাইবাম্ কার বুকে॥ §
রাজা সাজাইবাম্ কারে বা কদম্বের মুলে।
ক্ষীর সর ননী কার বা মুখে দিবাম তুলে॥†
কার সঙ্গে গোষ্ঠের মধ্যে চরাইবাম্ ধেনু।
কে বা বাজাইব অমন সুমধুর বেণু॥
মনের আনন্দে মোরা কারে লইবাম্ কান্ধে।
কে আর করিব রক্ষা রাইক্ষসের ফান্দে॥ ÷
কে আর যোগাইব গোষ্ঠে ক্ষুধায় অন্ন জল।+
কে আর বলিয়া দিব কোথায় পাকা ফল॥+
উঠ উঠ ভাই কানাই রে, মোদের মুখ চাইয়া।+
শ্যামলী ধবলী ডাকে তোমারে না দেখিয়া॥' +
নন্দরাণী বলে, 'বাপ হের দেখ চাইয়া।
শ্রীদাম সুদাম কান্দে তোমারে ডাকিয়া॥'

পাঠান্তর :—* { আমরা মরিব সবে জলে ঝাঁপ দিয়া।
নতুবা বিরহে তোর মরিব জ্বলিয়া॥ }

§ এ বড় দারুণ দুঃখ রহিলরে বুকে॥

† বনফুল তুলি আর দিব কার গলে।

÷ কে আর করিব রক্ষা পড়িলে বিপদে

হেন মতে কান্দিতেছে ব্রজবাসীজন।
কান্দিছে সুলার প্রাণ ঝরিছে নয়ন ॥

নন্দের ভবন হইল নিরানন্দময়।
কৃষ্ণ শোকে কান্দে সবে পাগলের প্রায় ॥
লীলাময় ভগবান কত লীলা জানে।
চিনা নাহি দিলে বল কে চিনিবে তানে ॥
মায়া করি এক অংশে বৈদ্য রূপ ধরি।
আসি উপনীত হইলেন নন্দ ঘোষের বাড়ী ॥
এক মূর্তি মূর্ছিত হইয়া রইল মায়ের কোলে।
আর মূর্তি বৈদ্য হইয়া আইল সেই কালে ॥
হাতে লাঠি ভাঙ্গা ছাতি ঔষধের পুটুলি।
আইলেন বৃদ্ধ বৈদ্য হরি হরি বলি ॥

বৈদ্যরে দেখিয়া রাণী করজোড়ে কয়।
'মোর ভাগ্যে তুমি আসি হইলা উদয় ॥
বাঁচে না গোপাল আমার কি হইল তার।
দয়া করি বৈদ্যরাজ, দেখো একবার ॥
ঔষধ দিয়া বাঁচাও তুমি আমার বাছারে।
আমার যা ধন রত্ন দিব সব তোমারে ॥'*
নন্দ উপানন্দ বলে, 'দিব ভালা পুরস্কার।
ঘরে আছে আমাদের রত্ন অলঙ্কার ॥
সেই সঙ্গে দিব মোরা এক বাথান গাই।+
তোমার ঔষধে যদি গোপালের প্রাণ পাই ॥+

পাঠান্তর :—* আর দিব যত মোর অঙ্গের অলঙ্কার ॥

কবিরাজের পায় ধরি বলিছে বলাই।
'সব আমি দিব তোমারে বাঁচাও আমার ভাই ॥'‡
শ্রীদাম উঠিয়া বলে, 'শুন কবিরাজ ভাই।+
আমি দিব সোনার ছাতি তুমি বাঁচাও কানাই ॥'+
আর সব সখা বলে, 'শুন কবিরাজ।
ভাই কানাইরে বাঁচাইয়া দেও তুমি আজ ॥
আইন্যা দিব বনফল যেখানে যা পাই।
ঘরে আছে ক্ষীর সর কোন অভাব নাই ॥
তোমারে রাখিব মোরা পরম যতনে।
অভাবে না পড়িবা তুমি আর কোনো দিনে ॥
গোপালরে ভাল কর ভালা ওষুধ দিয়া।
হইব তোমার যশ সংসার জুড়িয়া ॥'

এতেক শুনিয়া বৈদ্য ধীরে ধীরে গিয়াঁ।
ধরিল গোপালের নাড়ী পরীক্ষা লাগিয়া ॥
নাড়ী ধরি বৈদ্য বলে,—'শুন বলি মাই।
হয়্যাছে কঠিন রোগ তোমারে জানাই ॥
এই রোগ হইলে মানুষ বাঁচে না ত প্রায়।
বড় সঙ্কট হইল এবে ভাবে বুঝা যায় ॥

শুনিয়া ত বৈদ্যের বাক্য নন্দরাণী মায়।
দুই হাতে সাপুটিয়া ধরে বৈদ্যের পায় ॥
শুন শুন বৈদ্যরাজ আমি কইয়া বুঝাই।+
গোপালেরে ছাড়িয়া আমার দেহে প্রাণ নাই ॥+
আমার যা আছে অঙ্গে রত্ন অলঙ্কার।+
ভাণ্ডারে যা আছে ধন সগলই তোমার ॥+

পাঠান্তর :— ‡ আমি এই শিঙ্গা দিব বাঁচউক কানাই ॥

সব লয়্যা তুমি মোর বাঁচাও বাছাই।+
গোপাল কোলে লয়্যা আমি ভিক্ষা মাইঙ্গ্যা খাই ॥'+

বৈদ্য বলে, 'চিন্তা নাই স্থির কইর‍্যা মন।
আগে কিছু কর মাও গো, ওষুধের সন্ধান ॥†
যেমন রোগ তেমন ওষুধ নিদান শাস্ত্রে আছে।+
ওষুধ যোগাড় হইলে পরে রোগী প্রাণে বাঁচে ॥'+

রাণী বলে,—'কিবা চাও বল মোর ঠাঁই।
তোমার আশীর্বাদে আমার কোনো অভাব নাই ॥'
বৈদ্য বলে,—'শুন মাও গো, করি নিবেদন।
নতুন মাইট্যা কলসী এক কর আনয়ন ॥
করিব সহস্র ছিদ্র সেই কলসী ভিতরে।
এক জন সতী চাই জল আনিবারে ॥
ছিদ্র কুম্ভে সতী নারী আনি দিব জল।
সেই জলে ওষুধ দিলে * বাঁচিব গোপাল ॥
না হইলে এই রোগর অন্য ওষুধ নাই।
জল আনিবার লাগি‡ একটি সতী নারী চাই ॥'

এত শুনি নন্দরাণী নতুন কলসী আনিল।
কলসীর তলাতে ছিদ্র সহস্র করিল ॥
যশোদা ডাকিয়া বলে, 'শুন ব্রজের নারী।
তোমরা কেহ আনি দেও কুম্ভে জল ভরি ॥ } §

পাঠান্তর :— † আগে কিছু কর গো ঔষধের আয়োজন ॥
* সেই জলে ঝাড়া দিলে—' ॥ ‡ অতএব শীঘ্র—' ॥
§ { যশোদা কহিল শুন রমণী সকল
তোমরা কেহ আনি দেও ছিদ্র কুম্ভে জল ॥

এত শুনি চিন্তাযুক্ত যত নারীগণ।
পরস্পর চাওয়া চাওই করে ততক্ষণ॥
কিছু কিছু করি নারী সকলি পিছায়।
এমন সঙ্কইট্যা[২] কামে বল কেবা যায়॥
দৈবে যদি কলসীর পইড়া যায় জল।
লাভ হইব গোকুলেতে কলঙ্ক কেবল॥
'না পারিব আমরা শুন রাণী মাই।
সতীর পরীক্ষা দিতে কেনে মোরা যাই॥'

এত শুনি মা যশোদা ভাবিত হইল।+
ভাবিচিন্তি বৈদ্যরে ডাকি কহিতে লাগিল॥+
'আমি যায়্যা জল আনিব শুন বাপ বলি।'
এত বলি ছিদ্র কলসী কান্ধে লইল তুলি॥
বৈদ্যরূপী ভগবান ভাবিলেন মনে।
রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন হইব কেমনে॥
মায় যদি আনে জল পারিবে আনিতে
মায়েরে অসতী আর করিব কিমতে॥
এত ভাবি বৈদ্য বলে যশোদার ঠাঁই।
'শুন গো মা নন্দরাণী, তোমারে জানাই॥
মায়ের ওষুধে না হয় সন্তানের উপকার।
বরঞ্চ বাড়িয়া উঠে রোগের বিকার॥
মায় যদি সন্তানরে ওষুধ খাওয়ায়।
নিজ হাতে বাটিয়া তবে সন্তান মরি যায়॥
সে কারণে জল তুমি আনিতে না যাইয়া।
ভালা এক সতী নারী আনিবা ডাকিয়া॥'

২। সঙ্কইট্যা = সঙ্কটজনক।

বৈদ্যের এই কথা শুনি মা রোহিণী আইল ।+
হাতে ধরি ছিদ্র কুম্ভ তুলিয়া লইল ॥+
বৈদ্য বলে, 'শুন শুন বলরামের মাই ।
তুমি হও ক্ষত্রিয় নারী, গোয়ালিনী চাই ॥'+
খুড়ী জেঠী যত আইল বৈদ্য মানা করে ।+
যার স্তনের দুগ্ধ খাইল সেই ত না পারে ॥+

এত দেখি নন্দরাণী হইলা আকুল ।
মনে ভাবে সতী শূন্য হইলা গোকুল ॥
বৈদ্য বলে—'একি লজ্জা গোয়ালের কুলে ।
একটিও কি সতী নাই এই সে গোকুলে ॥

শুনিয়া বৈদ্যের কথা আয়ানের মায় ।
শক্ত শক্ত দুই চাইর কথা বৈদ্যরে শুনায় ॥
'কি বলিলা বৈদ্য তুমি, তোমার বাড়ী কোন দেশে ।
গোকুলেতে সতী নাই বল কোন সাহসে ॥‡
অসম্ভব কথা তুমি শুনাইলা অদ্য ।§
আছে কি না আছে সতী দেখাইব সদ্য* ॥'

শুনিয়া জটিলার মুখে এতেক বয়ান[৩] ।
যশোদার দেহে যেন আইল পরাণ ॥
যশোমতী বলে, 'মাও, ধরি তব পাও ।
তুমি জল আনি মোর গোপালরে বাঁচাও ।' **

৩। বয়ান = বাগাড়ম্বর ।

পাঠান্তর :— ‡ গোকুলেতে সতী নাই বলে কাপুরুষে ॥
§ '—বৈদ্য । * '—অদ্য ।
** ছিদ্র কুম্ভে জল আনি কৃষ্ণেরে বাঁচাও ।

এইনা কথা শুনি বুড়ী অহঙ্কার করি ।+
কহিতে লাগিল কথা, 'শুন সব নারী ॥+
আরও শুন যশোমতী, আমি কহিয়া বুঝাই ।+
জল আনি দিব তোমার কোন চিন্তা নাই ॥+
বাঁচাইয়া দিব পুত্র কুম্ভে জল ভরি ।
আর যেন মোর ঘরে নাহি করে চুরি ॥
আরও কথা আছে কইব গোপনে বসিয়া ।
ঘর ভাঙ্গাইল মোর তর গোপালিয়া ॥
দিন রাইত ফিরে কেবল বাজাইয়া বাঁশি ।
বাঁশি শুনি পাগল হইল বউ সর্বনাশী ॥'

রাণী কয়, 'বাঁশি দিব জলে ভাসাইয়া ।
কেমনে করিবে চুরি রাখিব বান্ধিয়া ॥'
এত শুনি ছিদ্র কুম্ভ কান্ধে লইল বুড়ী ।
নড়ি হাতে জল আনিতে যায় গুড়ি গুড়ি[৪]* ॥

তা দেখিয়া কুটিলায় গর্ব করি কয় ।
'ঝি থাকিতে জল আনিতে যাইব কেনে মায় ॥
আমি যাই জল আনিতে তুমি থাক বসিয়া ।'
এত বলি কলসীটা লইল কাড়িয়া ॥
ছিদ্র কুম্ভে জল আনিতে কুটিলা চলিল ।
তামাসা দেখিতে লোক সহস্রেক গেল ॥

৪ । যায় গুড়ি গুড়ি = গুড়গুড় করিয়া চলিল (বিদ্রূপাত্মক শব্দ ব্যবহার) ।

পাঠান্তর :— + বাঁচাব বাঁচাব আমি দিব জল ভরি ॥
* নড়ী হাতে জল আনিতে যায় ঘুড়ি ঘুড়ি ॥

সারি সারি দাঁড়ায়্যা সবে দৃষ্টি করি চায়[৫] ।*
দর্প করি কুটিলা যে কলসী বুড়ায় ॥
কলসী বুড়্যায়্যা[৬] যখন কান্ধে তুলিয়া লইল ।
ঝর ঝর করি জল সব পইড়্যা গেল ॥
চাইরদিগে সব লোক দেয় টিট্‌কারি ।
'বেশ বেশ ধন্য ধন্য বেশ সতী নারী ॥'
হাসি বলে বৈদ্যরাজ, 'এবে গেল জানা ।
তোমার মনের পাপ তুমি কি জানো না ॥'
লাজে অপমানে কুটিলা হইল মৃতপ্রায় ।
যশোদা ভাবিছে হায় কি হইব উপায় ॥

ঝিয়ে পাইল অপমান দেখিয়া জটিলা ।
জল আনিতে নড়ি হাতে আপনি উঠিলা ॥
ছিদ্র কুম্ভ কান্ধে করি বুড়ী যায় জলে ।
তামাসা দেখিতে লোক ধায় দলে দলে ॥
কলসী বুড়ায়্যা বুড়ী কান্ধেতে করিল ।
ঝর ঝর করি জল সব পইড়্যা গেল ॥
হাসিতে লাগিল সবে দিয়া টিট্‌কারি ।
আধো মুখ মস্তকে হাত ভূমে বইল[৭] বুড়ী ॥
মায়ে ঝিয়ে লজ্জা পাইল যারা ছিল সতী ।
ভয়ে কেহ না তাকায় কলসীর প্রতি ॥

৫। দৃষ্টি করি চায় = লক্ষ্য করিয়া দেখে ।
৬। বুড়্যায়া = ডুবাইয়া । ৭। বইল = বসিল ।

পাঠান্তর :—* সারি সারি সকলে দাঁড়াইয়া রঙ্গ চায় ॥

বৈদ্য বলে, 'যশোমতী সতী একজন চাই।+
এই ওষুধ বিনা আর অন্য ওষুধ নাই॥'+
যশোমতী বলে, 'বাপ, সবে পাইল ভয়।
কে আনিব জল তবে কি হইব উপায়॥'
বৈদ্য বলে, 'সাক্ষী দেয় আমার অন্তরে।
অবশ্যই আছে সতী গোকুল নগরে॥
গণি পড়ি[৮] দেখিয়াছি * কইতে নাই বাধা।
গোকুলেতে আছে সতী নাম তার রাধা॥
তার মত সতী নারী ত্রিজগতে নাই।
শীঘ্র তারে ডাকি আনো নন্দরাণী যাই॥'

রাধারে আনিতে যদি নন্দরাণী যায়।
জটিলা কুটিলা উঠে পাগলিনী প্রায় † ॥
'যাইও না যাইও না রাণী, আনিতে বউয়েরে।
অমরাই লজ্জা পাইলাম সভার মাঝারে॥
বাকী আছে বউ এখন আইনতে যাও তারে।
কলঙ্কিনী নাম যার গোকুল নগরে॥
আমরা পুরাণা সতী জানে ভগবান।
কুচক্রিয়া বৈদ্য বেটা কইরল অপমান॥
এখন আছে বউ বাকী তারে আইনতে কয়।
জাইত মারা এই বেটা কবিরাজ হয়॥

৮। গণি পড়ি = জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে গণনা করিয়া।

পাঠান্তর :— * ঠিক ধরি দেখিয়াছি— '।
† '—বামুনীর প্রায়। (সেন মহাশয় এই 'বামুনী' শব্দের কোনো অর্থ করেন নাই। শব্দটি আমিও কোথাও পাই নাই)।

দিনান্তে দুই দিনে বুঝি নাহি মিলে ভাত।
আসিয়াছে মারিবারে গোপগোষ্ঠীর জাইত ॥
কে কোথায় শুনিয়াছে ছিদ্র কুম্ভে জল।+
আনি দিলে হইব তবে ওষুধের ফল ॥'+

জটিলার পায়ে ধরি বলে নন্দরাণী।
'অনুমতি কর মা গো, শ্রীরাধারে আনি ॥
বাঁচুক গোপাল আমার সবে দেও বর।
বিলম্ব না সহে মাও গো, শীঘ্র আজ্ঞা কর ॥'
যশোদার স্তুতি বাক্যে জটিলা পড়িল।
হয় নয় ভাল মন্দ আর কিছু না কহিল ॥
তবে রাণী শ্রীরাধারে আনিতে চলিল।
সকল বৃত্তান্ত যাই রাধারে বুঝাইল ॥

রাধা বলে, 'গোকুলেতে কলঙ্কিনী আমি।
আমারে এ পরীক্ষায় কেন ফেল তুমি ॥'†
রাণী বলে, 'সে কথায় নাহি কোনো কাজ।
মরিব গোপাল মোর হইলে বিয়াজ[১] ॥'
তবে রাণী হাতে ধরি রাধারে লইয়া।
ক্ষণকালের মধ্যে দোহে আসিল চলিয়া ॥
আসিয়া বৈদ্যের কাছে নন্দরাণী কয়।
'এই রাধা সতী দেখো হয় কি না হয় ॥'
বৈদ্য বলে 'এই নারী সতী শিরোমণি।
এ পারিবে ছিদ্র কুম্ভে ভরিবারে পানি ॥'

১। বিয়াজ = ব্যাজ, বিলম্ব।

পাঠান্তর :— † আমারে আনিতে জল কেন কহ তুমি ॥

ছিদ্র কুম্ভ দেখাইয়া দিল নন্দরাণী।
কলসী তুলিয়া লইল রাধা ঠাকুরাণী ॥
বৈদ্য বলে যশোদারে,—'ক্ষণেক দাঁড়াও।
আরও কিছু কার্য আছে শুন বলি মাও ॥
করিব কেশের সাঁকো * যমুনা উপরে।
তাহাতে হাঁটিয়া পার যে হইতে পারে ॥
সেই ত ভরিতে পারে ছিদ্র কুম্ভে জল।
না হইলে হইবে না কলঙ্ক কেবল ॥'
এত বলি বৈদ্যবর কেশ কিছু লইয়া।
বান্ধিল কেশের সাঁকো কেশ জোড়া দিয়া ॥
কেশের সেতু নির্মাইয়া তবে বৈদ্যবরে।
হাঁটিয়া হইতে পার বলে শ্রীরাধারে ॥
'ধর এই ছিদ্র কুম্ভ কান্ধে করি লও।
দেখুক সগল লোকে সাঁকো পার হও ॥'
রাধিকা আনিব জল এ বড়ো কৌতুক।
দেখিতে আইল কত লক্ষ লক্ষ লোক ॥
নগর ভাঙ্গিয়া আইল তামাসা দেখিতে।
কলঙ্কিনী আনিব জল ছিদ্র কলসীতে।
কেশের সাঁকো পার হইব পায়েতে হাঁটিয়া।+
জটিলা কুটিলা দেখে তীরে খাড়া হইয়া ॥+
সুলা বলে সাবধান না ভুলিও তারে।
জীবন যইবন ধন সোঁপিয়াছ যারে ॥
দাসীর মান রাখো হে ভগবান,
লজ্জা দিও না দাসীরে ॥—ধুয়া

পাঠান্তর :— * '—সাকু—'।

কলসী লইয়া কান্ধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে
মনে মনে জপে কৃষ্ণ নাম।
দুইখানি হস্ত যুড়ি ঊর্ধ্ব দিকে দৃষ্টি করি
উদ্দেশেতে করিল প্রণাম॥
বলে, 'প্রভু, রক্ষা কর দাসীর এ বিপদ হর
মান রাখো দেব দয়াময়।
ছিদ্র কুম্ভ কান্ধে করি বিপদে পড়িলাম হরি,
তব পদে মাগি হে আশ্রয়॥
তুমি বিনা কেবা আছে কইব দুঃখ কার বা কাছে
আইজ যদি আমি লজ্জা পাই।
তোমার নামেতে কলঙ্ক হবে জগতে অখ্যাতি রইবে
এই ডর[১২] মনেতে ডরাই॥
কলঙ্কিনী বলি মোরে ঘরে পরে নিন্দা করে
আমি কিন্তু নাহি জানি আর।
রমণী জনম পাইয়া সর্ব ধর্ম তেয়াগিয়া
তোমার চরণ কইরাছি সার॥
বিপদের সাগরে পড়ি তোমারেই স্মরণ করি
বিপদ-ভঞ্জন দয়াময়।
তোমার করুণা হইলে পার হইব অবহেলে
তবে আর আছে কিবা ভয়॥
একবার নিজগুণে কালী হইলা নিধুবনে
এ দাসীরে কইরাছিলে রক্ষা।
তুমি যে আমার নাথ তখনি বুইঝাছি তা'ত[১১]
পাইয়াছি দয়ার পরীক্ষা॥

১০। ডর = ভয়। ১১। তা'ত = তাহাতে।

সেই বলে করি বল আনিব ছিদ্র কুম্ভে জল
নির্ভয়ে চলিলাম হরি।
এই মোর নিবেদন রাধিকার প্রাণধন
এ ঘোর বিপদে যেন তরি॥
জগতের পতি হরি তোমারে ভজনা করি
অসতী হইলাম লোক মাঝে।
যাই না কাহারও কাছে শত্রু আছে পাছে পাছে
বদন ঢাকিয়া রাখি লাজে॥
ছিদ্র কুম্ভে আনিতে বারি যদি আমি নাহি পারি
উলটিয়া না আসিব ঘরে।
তেজিব এ ছার প্রাণ শুন ওহে ভগবান
ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে॥
আমি যদি মইরা যাই* ইতে[১২] কোনো চিন্তা নাই
যাহা থাকে হইব করমে।
এই দুঃখ মনে হয় শুন শুন দয়াময়†
কলঙ্ক রটিব তোমার নামে॥§
সতী কি অসতী যাহা তুমিই ত জানো তাহা
তুমি বিনা আমি নাহি জানি।
তোমারে ভজিয়া কালা, আমি অভাগী কুলবালা
নাম হইল কৃষ্ণকলঙ্কিনী॥
কলঙ্ক তার অলঙ্কার ইহা বুঝিয়াছি সার
পতি যার শ্যাম চিন্তামণি।

১২। ইতে—ইহাতে।

পাঠান্তর : * মরিনু মরিনু তাই—'
† '—কি করিব দয়াময়, § '—কলঙ্ক রহিবে কৃষ্ণ নামে॥

লোকলজ্জা ঘৃণা ভয়　　ছাড়িয়াছি সমুদায়
　　ভাবি তোমার চরণ দুইখানি ॥
দেখি কেশের সাঁকোখানি,　আগেই কাঁপিছে প্রাণী ।
　　প্রাণনাথ কি উপায় করি ।
পড়িলাম বিপদ ঘোরে　　রক্ষা কর এ দাসীরে
　　ভকত-বৎসল বংশীধারী ॥'
গুরুজনের পায়ে পড়ি　　সকলে প্রণাম করি
　　জল ভরিতে† চলিলেন রাই ।
করিলেন আশীর্বাদ　　পূর্ণ হউক মনের সাধ
　　যশোমতী আদি ব্রজ মাই ॥
সুলা বলে সাবধান　　না ভুলিও কৃষ্ণ নাম
　　না করিও অন্তরে বড়াই ।
ছিদ্র কুম্ভে ভরি জল　　দেখাও সতীত্ব বল
　　শত্রুর মুখেতে পড়ুক ছাই ॥

তোরা দেখ্ রে নগরবাসী,
　　জল ভরে রাধা কলঙ্কিনী ॥—ধুয়া ।
আরে, সাঁকোতে তুলিতে পাও　কাঁপিল রাধার গাও
　　'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ডাকিল অন্তরে * ।
শ্রীহরি স্মরণ করি　　বৃষভানু-রাজকুমারী
　　উঠিলেন সাঁকোর উপরে ॥
চাইর দিগে জয় জয়　　'হরি হরি' সবে কয়
　　নারীগণে দেয় উলুধ্বনি ।
'জয় রাধা জয় রাধা বলি　　কেহ দেয় করতালি
　　আনন্দে বিভোর নন্দরাণী ॥

পাঠান্তর :— †'—এত বলি চলিলেন রাই । * '—কৃষ্ণ রূপ ভাবিয়া অন্তরে

লোকে বসি রঙ্গ চায় শ্রীরাধা হাঁটিয়া যায়
অবহেলে সাঁকো হইলেন পার।
দুষ্ট লোকে* ডাকি কয়, 'দেখি দেখি কিবা হয়
সাঁকো পার হও পুনর্বার॥'
বৈদ্য বলে, 'হয় হয় তবে সে প্রত্যয় হয়
সাঁকো পার হও সাত বার'।
তবে বৃষভানু-সুতা শুনিয়া বৈদ্যের কথা
সাত বার হইলেন পার॥
ছিদ্র কুম্ভ কান্ধে লয়্যা সাত বার পার হইয়া
কলসীতে ভরিলেন জল।
এক বিন্দু না পড়িল দেখি সবে অবাক হইল
গোকুলের গোপীকা সগল॥
সবে বলে, 'ধন্য ধন্য বৃষভানু রাজা ধন্য
কন্যা যার সতী-শিরোমণি।
রাধিকারে সঙ্গে কইরে বৈদ্য সহ নিজ ঘরে
আনন্দে চলিলা নন্দরাণী॥
গোকুলে হইল খ্যাতি রাধা সম নাহি সতী
কলঙ্কিনী নাম হইল দূর।
কৃষ্ণনাম অন্তরে যার লোকে কি করিব তার
যার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর॥
কলঙ্ক ভঞ্জন গানে যেবা গায় যেবা শুনে
রাধাকৃষ্ণ পদে রাখি মন।
সুলা বলে শত বার কলঙ্ক না হয় তার
অন্তে পায় নিত্য বৃন্দাবন॥

পাঠান্তর :—* কেহ কেহ ডাকি কয়—'।

কলঙ্ক ভঞ্জন হইল সবে হরি হরি বল
হরিনাম শেষের সম্বল।
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি বৃষভানু রাজকুমারী
ছিদ্র কুম্ভে ভরিলেন জল॥

উঠ গোপাল নন্দের কুমার।—ধুয়া
তবে বৈদ্য ছিদ্র কুম্ভের জল কিছু লইয়া।
মন্ত্র পড়ি কৃষ্ণের গায় দিল ছিটাইয়া॥
জল ছিটা পাইয়া কৃষ্ণ মেলিল নয়ান।
নন্দরাণীর দেহে তবে আইল পরাণ॥
আনন্দে শ্রীনন্দ বলে, 'উঠ বাপধন'।
উঠিয়া বসিল কৃষ্ণ শ্রীনন্দ নন্দন॥
আনন্দিত হইল যত গোপ-গোপিগণ।
জটিলা কুটিলা মাত্র বাকী দুই জন॥
চৈতন্য হইল যদি চেতনার সার।
বৈদ্য বলে, 'নন্দরাণী, বিদায় আমার॥
কিবা দ্রব্য দিবা মোরে আনো দেখি চাই।
বাঁচিল তোমার কৃষ্ণ আমি ঘরে যাই॥'
রাণী বলে, 'কি বিদায় দিব বাপু, আর।
আমার যতেক ধন সগলি তোমার॥
যাহা চাহ তুমি বাপু, তাহা দিব আমি।
আমার গোপাল ধনরে বর্তাইলে[১৩] তুমি॥'

বৈদ্য বলে, 'ধনে মোর নাহি প্রয়োজন।
বিদায়ের কালে করি এক নিবেদন॥

১৩। বর্তাইলে = বাঁচাইয়া রাখিলে।

গোপালের মত তুমি আমারে দেখিও।
জন্মে জন্মে তুমি আমার জননী হইও॥
কোলে করি যত্নে মোরে পিয়াইও স্তন।
অপরাধ পাইলে কইর স্নেহেতে বন্ধন॥
অভেদ ভাবিও মোরে গোপালের সঙ্গে।
আমার বাসনা সদা থাকি ব্রজে রঙ্গে * ॥'

এত বলি বৈদ্যবর হইল বিদায়।
সম্ভ্রমে প্রণাম করি নন্দরাণীর পায়॥
কে বুঝে কৃষ্ণের খেলা কিবা লীলা তান।
দেখিতে দেখিতে বৈদ্য হইল অন্তর্দ্ধান॥
শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন হইল এতক্ষণে॥
আনন্দেতে হরি হরি বল সর্বজনে॥

§ পালাগান শেষে গৃহস্বামীর নিকটে গায়েন সুলার পারিতোষিক প্রার্থনা ও জয় দান :—

করজোড়ে সুলা বলে কর্মকর্তার পায়।
কলঙ্ক ভঞ্জন গানে ‡ গায়েনে কলসী পায়॥
কর্তারে দেও দয়াল হরি ধনে পুত্রে বর।
চিরকাল লক্ষ্মী বান্ধা থাকুন তাঁর ঘর॥
আপদ বালাই তাঁর সব যাউক দূরে।
সগল কল্যাণ হউক শিব-দুর্গার বরে॥

পাঠান্তর ও মন্তব্য :—* — সদা থাকি গোপ ঘরে।

§ কর্মকর্তার নিকটে পারিতোষিক প্রার্থনার গান বিভিন্ন গায়েন বিভিন্ন প্রকারে করেন। সেনমহাশয় কবি সুলার প্রার্থনা দিয়াছেন, আমিও সেইটি দিলাম।—সম্পাদক। ‡ বৈদ্যের বিদায় কালে —'।

দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক ভাণ্ডারের ধন।
দিন রাইতে সেবা হউক অতিথ নারায়ণ† ॥
গোয়াইল ভরিয়া থাকুক গাভী দুগ্ধবতী।
এই ঘরে থাকে যেন লক্ষ্মীর বসতি ॥
অন্তকালে স্বর্গপুরে হউক তাঁর স্থান।
তেত্রিশ কোটি দেবগণে করুন কল্যাণ ॥
যক্ষ দানব ভূত প্রেতের ভয় হউক দূর।
নরসিংহ রক্ষা করুন তাঁহার কুমার ॥
সাপ বাঘের ভয় যেন কিছু নাহি হয়।
শ্রীহরির নামেতে সগল রিষ্ট হউক ক্ষয় ॥
সুলা বলে হরি হরি বল সর্বজন।
সমাপন হইল এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন * ॥
জয় জয় গোপাল গোবিন্দ রাধা নাম।
রাধা-গোবিন্দ কৃষ্ণ নাম ॥ ‡

পাঠান্তর :— † '— সেবা হউক লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
* '— গোপিনী কীর্তন।
‡ '— দিশ— হরি জয় হরি জয় মঙ্গল রে। (সেনমহাশয় এই ধুয়া গানের প্রথমে দিয়াছেন। —সম্পাদক)।

সমাপ্ত